সঙ্গত।

(কলুটোলা, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির এবং বেলঘরিয়া তপোবন)

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

প্রথম সংস্করণ।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

কলিকাতা।

১৮৩৮ শক—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১৲ টাকা

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসে একদিন জোড়াসাঁকোস্থ পরলোক-গত শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন। এই উদ্যান-সম্মিলনীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষির পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রহ্মোপাসনা এবং প্রীতিভোজনের পর কথাপ্রসঙ্গে স্থিরীকৃত হয় যে, চরিত্র গঠনের জন্য একটী ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হউক—যেখানে সকলে প্রাণ খুলিয়া স্ব স্ব অভাবের কথা বলিবেন এবং সেই অভাব মোচনের উপায় উদ্ভাবিত হইবে। এইরূপ একটী ধর্ম্মালোচনা সভার অভাব সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন। সভা স্থাপিত হইল। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শিখদিগের ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সভার নামানুযায়ী এই সভার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। তিনটী সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। একটী কলুটোলায় আচার্য্যভবনে, একটী কলুটোলার অপর স্থানে এবং আর একটী সিমলায়। এবং এই তিনটী সঙ্গত সভার একত্রে একটী মাসিক অধিবেশন হইবে স্থির হইল। এই মাসিক সভা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে হইত। কিছুদিন এইরূপে কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সৎপ্রসঙ্গের বিষয় শেষ হইয়া আসিল। এবং এইরূপে ক্রমে সিমলা ও কলুটোলার সঙ্গত সভা কালগ্রাসে নিপতিত হইল। কিন্তু উৎসাহের অবতার ব্রহ্মানন্দের উৎসাহ আর কমে না, বরং দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সেই অদম্য উৎসাহ লইয়া স্বীয় ভবনে প্রিয় সঙ্গতের

কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনিই এই সঙ্গতের সভাপতি ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশেষ ভাবে ইহার অধিবেশন হইত। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের গৃহে কলুটোলায় প্রতিদিনই ধর্ম্ম প্রসঙ্গের মহোৎসাহ চলিত। বৈকাল ৫টা হইলেই যুবকদের সমাগম আরম্ভ হইত। উৎসাহ উদ্যম আর হ্রাস হইত না। রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ চলিত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। প্রায় সমস্ত রাত্রি কেবল উপরে যাওয়া এবং নীচে আসার শব্দ। বাড়ীর কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া বলিতেন "এদের কি বাড়ী ঘর দুয়ার নাই? কেশব এদের কর্‌লে কি?"

এই উৎসাহ উদ্যমের ভিতর দিয়া, সঙ্গতের প্রথম বৎসরের ফল "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ, নবেম্বর মাস—১৭৮৩ শক, অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

মধ্যে মধ্যে সঙ্গত সভার কার্য্য স্থগিত ছিল। ১৭৮৬ শকে কিছু-দিন কার্য্য হইয়া আবার স্থগিত থাকে। পরে আবার নূতন করিয়া ১৭৯১ শক, ৯ই বৈশাখ, মঙ্গলবারে আচার্য্যদেবের ভবনে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু মিলিত হইয়া একটী বিশেষ সভা সংস্থাপন করেন। ইহার কোন নাম দেওয়া হয় নাই, তবে ইহা যে সঙ্গত সভারই রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সভার কেন নাম দেওয়া হয় নাই, এবং ইহাকে সঙ্গত সভা কেন বলা হয় নাই, তাহা কোন স্থানে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ মত ও অনুষ্ঠান লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুযায়ী সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য

উন্নতিশীল যুবকদল বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র এই সভার সম্পাদক হইয়া ছিলেন।

তার পর ব্রহ্মানন্দ ৫ই ফাল্গুন ১৭৯১ শক,—১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ৪ঠা কার্ত্তিক ১৭৯২ শক—২০শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই আট মাস কাল তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার কয়েকবারের আলোচনা ধর্ম্মতত্ত্বে পাইয়াছি। তাহা সঙ্গতের পরিশিষ্টরূপে দেওয়া হইল। কারণ উহা বাদ দিলে সঙ্গতের অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের অবর্ত্তমানে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র সঙ্গতের সভাপতি ছিলেন।

১লা পৌষ ১৭৯২ শক,—১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ—কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য সঙ্গত সভার কার্য্যের মত হওয়াতে, ইহা সঙ্গতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এবং সঙ্গতের দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া শুক্রবারের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিবারে হয়।

১৭৯৩ শক চৈত্র মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয় হইতে "ধর্ম্মসাধন" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে ঐ সময় পর্য্যন্ত সঙ্গতের কার্য্য বিবরণ ছিল। অনেকের ধারণা যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সঙ্গতের সম্পাদক ছিলেন, ধর্ম্মসাধন নামক পুস্তক দুই খণ্ড তিনিই প্রথমে প্রকাশ করেন। তাহা নয়—প্রথমে ধর্ম্মসাধন প্রথম খণ্ড প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

১৭৯৪ শক, ২১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার হইতে ধর্ম্মসাধন নামক পত্রিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সঙ্গতের আলোচনা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে

আচার্য্যদেব যে উপদেশ দিতেন তাহার সারাংশ বাহির হইত। এই সময়ে উপাসকমণ্ডলীর সভা ব্রহ্মমন্দিরে না হইয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার আচার্য্যদেবের গৃহে হইত।

ধর্ম্মসাধন পত্রিকা মধ্যে কিছুদিন বন্ধ থাকে। তার পর আবার ১৭৯৬ শকে কার্ত্তিক মাস হইতে বাহির হয়। ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্পের ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত বোধ হয় বাহির হইয়াছিল। তার পর আর বাহির হয় নাই।

মধ্যে আবার অনেক দিন সঙ্গতের কার্য্য বন্ধ থাকে। ১১ই কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক—২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ—সঙ্গতের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট—ভারতাশ্রমে ইহার অধিবেশন হইত।

১৭৯৭ শক, ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত সঙ্গত সভার চার অধিবেশন রবিবারে হয়। বোধ হয় অপরাহ্ণে হইত।

এই সঙ্গতের সমস্ত বিষয় ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মসাধন নামক পত্রিকা হইতে গৃহীত। ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় কল্প পাই নাই। সঙ্গত ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল।

এই সমুদয় অমূল্য রত্ন ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনব্যাপী সাধনার ফল। এতদনুযায়ী চলিলে সমাজের মৃত দেহে আবার জীবন সঞ্চারিত হইবে।

কমলকুটীর।
১লা জুন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ।

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী—

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
লক্ষ্ণৌ	...	২৫০
পরিবার সাধন	...	২৫১
ঈশ্বরের আদেশ	...	২৫২
ধর্ম্ম ও নীতি	...	২৫৪
রিপু দমনের উপায়	...	২৬১
মুক্তির অবস্থা	...	২৬৫
মানের আকাঙ্ক্ষা	...	২৬৯
বিশেষ পাপ	...	২৭৩
সামাজিক উপাসনা	...	২৭৭
পরিবারের আদর্শ	...	২৮২
কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও আদেশ	...	২৮৭
বিবেক ও আদেশ	...	২৯৩
সাধু-দর্শন	...	২৯৬
নববিধানের গূঢ়তত্ত্ব	...	২৯৮
পরিশিষ্ট—		
প্রত্যক্ষ যোগ .	...	৩০১
ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ শক্তি	...	৩০৩
সংসারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ	...	৩০৫
রিপু দমনের উপায়	...	৩০৯
পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাপ	...	৩১৩
প্রকৃত বিশ্বাস	...	৩১৭

সঙ্গত।

কলুটোলা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। *

১৮৬০-১৮৬১।

উপাসনা।

১। প্রতিদিন অন্যূন দুইবার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়।

২। যে স্থানে অপবিত্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে বা একাগ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে, সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে।

৩। নির্জ্জনে যেমন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে, সেইরূপ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা করিবে।

---

* ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গত সভা স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রকাশিত হয়। ইহা সঙ্গতের এক বৎসরের আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ষক আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ—

৪। শান্ত সমাহিত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবে।

৫। উপাসনার তিন অঙ্গ—প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও আরাধনা। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা; আমাদিগের উপর ঈশ্বরের অতুল ও অপার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা; এবং হৃদয়ে সেই নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা আরাধনা।

৬। কাল-সহকারে প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে পারে। কতকগুলি শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং উচ্চারণের সময় তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে উদয় না হইতে পারে। যাহাতে উপাসনা এ প্রকার মৌখিক না হয়, এমন চেষ্টা করিতে কদাপি অবহেলা করিবে না।

৭। কখন কখন উপাসনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আত্মা নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া ফিরিয়া আইসে। যদিও বিষয় চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাকে সত্য-স্বরূপে সমাধান করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যায়, তথাপি হয় ত চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না ও ঈশ্বরের প্রেমমুখ সন্দর্শনের আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। এ প্রকার ভাবের কারণ কি? শরীর মন বা আত্মার অসুস্থাবস্থা; অর্থাৎ শরীরের রোগ, মনের শোক বা আত্মার পাপ বিকার। রোগ ও বিপদের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু পাপাসক্তি নিরাকৃত করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের পথে আত্মাকে লইয়া যাইতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে উপাসনার ফল-লাভে অবশ্যই অধিকারী ও কৃতকার্য্য হইবে।

৮। যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা যায়, তাহা পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী থাকে ; নতুবা সে প্রার্থনা কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।

আত্ম-পরীক্ষা।

১। সময়ে সময়ে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, আমাদের কত উন্নতি বা কত দুর্গতি হইতেছে ; কত পুণ্য কত পাপ সঞ্চিত হইয়াছে। সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

২। আত্মাকে পরীক্ষা করিবার সময় এই সকল বিষয় আলোচনা করিবে—কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি ; ত্যাগ স্বীকার করিতে কি পর্যান্ত সক্ষম হইয়াছি ; যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে সাবধান হইয়াছিলাম কি না ও তাহার পরে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়াছিলাম কি না ; যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতাম কি না ; যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছি কি না ?

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ অবহেলা করিবে না। আত্মাতে একটী ছিদ্র থাকিলে অসুরেরা আসিয়া তাহা অধিকার করে। কোন পাপকে লঘু মনে করিলে তাহার আর লঘুত্ব থাকে না, অতএব সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় সতর্ক থাকিবে।

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥"

"সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।"

৪। আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবে।

৫। যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য দম্ভ বা অভিমান করিবে না। যেমন হওয়া উচিত তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের উন্নতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধম লোক-দিগের সহিত তুলনা করিলে মন আত্মগৌরবে স্ফীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যতই সাধু হই না কেন একবার অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে কে না আপনার অবস্থা ভাবিয়া লজ্জিত হয়?

৬। আপনার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, তাঁহার কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছি তাহা আলোচনা করিবে, তাঁহার ভাবের সহিত আপনার ভাব তুলনা করিবে, তাহা হইলে উন্নতির সঙ্গে নম্রতা ও বিনয় সর্ব্বদা থাকিবে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-তলে প্রকাণ্ড হস্তীকে একটী ক্ষুদ্র মেষের ন্যায় বোধ হয়।

৭। পাপ জন্য অনুশোচনার সময় ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিবে। মনে করিবে যে যদিও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, যদিও তাঁহার স্নেহময় উপদেশ বারবার অবহেলা করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিয়াছেন; আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছেন, এবং জননী হইতেও অধিক স্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়া নানাপ্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন। সরল মনের পক্ষে এই চিন্তা আশু উপকারিণী।

আমোদ।

১। বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান হইবে।

২। অসৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, পাষ্টি (পাশা) আদি ক্রীড়ায়, অনর্থ পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবে না।

৩। ব্রাহ্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার জীবনের কোন কর্ম্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

৪। অতএব আমোদকে ক্রমে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে কেবল ঈশ্বরেতেই আনন্দ হয়, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে আনন্দ হয়, এ প্রকার যত্ন আবশ্যক! আনন্দ এবং পবিত্রতা, কর্ত্তব্য এবং ইচ্ছা যখন সম্মিলিত হয়, তখনই আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে। "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" "ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন; ইনিই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

৫। যাহারা আমোদ প্রমোদে অধিক আসক্ত, তাহাদের আত্মার গাম্ভীর্য্য অল্প, ভাব শিথিল এবং ধর্ম্মের কঠোর চিন্তা ও কঠোর অনুষ্ঠানে তাহারা অশক্ত।

৬। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। আমাদের সময় অতি অল্প, কখন মৃত্যু হইবে তাহা কিছুই স্থির নাই।

অর্থব্যয়।

১। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবে ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবে।

২। স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবে না ; ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি সাধন চান।

৩। সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবে।

অভ্যর্থনা।

১। অভ্যর্থনা যদিও সামাজিক নিয়ম মাত্র, তথাপি ইহা যেন সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়।

২। পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজন ভিন্ন কাহাকেও প্রণাম করিবে না। * সমানে সমানে নমস্কার করিবে। জাতিভেদে গুরু লঘু মনে করিয়া প্রণাম নমস্কার করিবে না।

সময়।

১। সময় অমূল্য ধন, ইহা সকলেই জানেন। সময়ের উপর

* রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এবং পরে এরূপ ধারণা ছিল যে, যে মস্তক ভগবানের চরণে প্রণত হয়, তাহা আর কাহারও পদে নত হইবে না। পরে ব্রহ্মানন্দের সময়ে তাহা শত্রু মিত্র সকলের চরণেই নত হইয়াছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অর্থব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যত্ন করা বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়ে তদ্রূপ।

২। সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু সময় ভালরূপে ক্ষেপণ করা যায়, ততটুকু আমাদের জীবন; আর যতটুকু আলস্য বা কুৎসিত কর্ম্মে গত হয়, ততটুকু মৃত্যুর প্রতিরূপ মাত্র। যিনি এক শত বৎসর জীবিত থাকিয়া কেবল পাঁচ বৎসর সৎকর্ম্মে ক্ষেপণ করেন, তাঁহার আয়ু পাঁচ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব সময়কে নষ্ট করা এক প্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয়।

৩। আলস্য সকল পাপের মূল। সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাকে পরিত্যাগ করিবে।

৪। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। "কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" "কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে?" অতএব যে কয় দিবস এখানে থাকিতে হয়, তাহা সাধু কর্ম্মে, সাধু চিন্তায় ক্ষেপণ করিতে কদাপি অবহেলা করিবে না; নতুবা মৃত্যুশয্যায় সন্তাপ করিতে হইবে।

৫। যিনি সর্ব্বদা এ লোক হইতে অপসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

৬। কখনও মনে করিবে না যে আমার কর্ম্ম নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্ম্ম।

৭। সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রৎ রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবে।

সত্যবাক্য।

১। সত্য কথা কহিবে। কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় এ প্রকার ভাবে বলিবে যদ্দ্বারা অন্যের মনে তাহা যথারূপে প্রতিভাত হয়।

২। সহসা কখনও প্রতিজ্ঞা করিবে না। কোন গুরুতর বিষয়ে "এ কর্ম্ম করিব" না বলিয়া "ইহা করিতে চেষ্টা করিব"—"আমি ঠিক জানি" না বলিয়া "আমার এ প্রকার বোধ হইতেছে" ইহা বলা বিধেয়, কি জানি যদি সে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পারি, যদি সে বিশ্বাস ঠিক না হয়।

৩। ব্রাহ্মের কায়মনোবাক্যে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস করে। তিনি একবার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে, তাহাও তাঁহার পক্ষে অপমান।

নির্ভর।

১। অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে, অন্য লোকের নিকট সাহায্য লইবে এবং আপনাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবে।

২। অন্যের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা বা বীর্য্যহীন শীর্ণ শরীরকে লৌহকবচে আবৃত করা সমান। অতএব যাহাতে আত্মা নিজ বলে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

৩। যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় তাহা চিন্তা দ্বারা আপনার আয়ত্ত করিতে হইবে। মনকে কেবল উপদেশের গৃহীতা না করিয়া উপদেশের ভাবুক করিতে হইবে; নতুবা উপার্জ্জিত সত্য সঙ্কলিত পুষ্পের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যখন আলোচনা ও চিন্তা দ্বারা সত্যকে আত্মাতে বদ্ধমূল করা যায়, তখন তাহা নীরস হইতে পারে না তাহা হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত নব নব সত্যকলিকা প্রসূত হইতে থাকে।

কর্ত্তৃত্ব।

১। মনের প্রবৃত্তি সকল অন্ধ শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। অতএব তাহাদিগকে আমাদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিবে।

২। প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে জড় পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্য-আকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; আপনার উপরে কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ধর্ম্মের আদেশের অনুগামী হইলে কর্ত্তৃত্ব সহকারে সমুদয় বৃত্তিকে ঈশ্বরের পথে নিয়োগ করিতে পারি।

৩। কর্ত্তব্যজ্ঞানের আধিপত্য হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলে কর্ত্তৃত্বের ভাব প্রস্ফুটিত থাকে।

৪। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ যত অবহেলা ও অতিক্রম করিবে, ততই কর্ত্তৃত্বশক্তির হ্রাস হইবে, ততই আত্মা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ হইবে; আর যত ইহার অনুগামী হইবে, ততই আত্মা তেজস্বী ও পরাক্রমশালী হইয়া সকল কুপ্রবৃত্তিকে পরাজয় করিবে।

৫। অতএব ইহার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। যে কোন কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে; সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবে না। যদি চেষ্টা একবার বিফল হয়, যদি একবার পতিত হও, পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া নব উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইবে। আলস্য ও উপেক্ষা সর্ব্বদা দূরে রাখিবে।

কৌতূহল।

১। যৌবনকালে কৌতূহল প্রবল হয় এবং নূতন নূতন বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, আমরা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করি, না সত্য ভাব দ্বারা পরিচালিত হই।

২। ধর্ম্মের ভাব কখন কখন বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা উদিত হয় এবং অন্তরিত হইলে তাহা অবসন্ন হয়। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে ও সঙ্গ বিশেষে প্রীতি, পবিত্রতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সকল ভাব স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। ধর্ম্মের ভাব ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া আনিতে হইবে।

৩। ধর্ম্মের ভাব পর্ব্বতের ন্যায় অটল। ধর্ম্মের সহায়ে চঞ্চল যৌবন কালেও আত্মাকে বশীভূত করিবে।

পৌত্তলিকতা।

১। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুত্তলিকাকে অর্চ্চনা করিলে ব্রাহ্ম-দিগের যে দোষ হয় না, ইহা কপটের বাক্য। কোন ব্রাহ্ম এ প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিবেন না।

২। কপটতা পরিত্যাগ করিবে। কপট ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অধিক ভয় করে এবং লোকদিগকে প্রতারণা করিতে গিয়া আপনার আত্মাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। "যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরে-ণাত্মাপহারিণা।" "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার জানায়, সেই আত্মাপহারী চোর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়?"

৩। পৌত্তলিকতার সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখিবে না। পৌত্তলিক-ক্রিয়া-কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না, পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ধারণ করিবে না, পৌত্তলিক ভাবে কাহারও সহিত আলাপ করিবে না।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থামতে জাত-কর্ম্ম, নাম-করণ, উপনয়ন, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাবতীয় গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিবে। উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবে না।

৫। কেবল বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নিষেধ করিতেছে, এমন নহে। ইহা পরিহার করা ত সহজ। আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক! বিষয়সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস

হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকতাই পরিহার্য্য।

সংসার।

১। এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ঈশ্বর। সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

২। আমরা কি সংসার পরিত্যাগ করিব? কোন জনশূন্য অরণ্যে গিয়া কেবল ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিব? তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই; সংসারে থাকিবে, কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত হইয়া মোহেতে আবদ্ধ হইবে না। সংসার সাগরের উপরে ধর্ম্মপোতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইবে না; অমৃতধামের যাত্রীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিবে, চির-বিহারীর ন্যায় বিষয়-সুখ লক্ষ্য করিয়া ইহাতে বদ্ধ থাকিবে না।

৩। স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেত-দেবানুশাসনং॥" "যে সময়ে এখানে হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।"

৪। যথার্থ বৈরাগ্য অন্তরে। মনে যদি বিষয়াসক্তি প্রবল রহিল, তবে শরীরকে অরণ্যে লইয়া গেলে কি হইবে? সেই ব্যক্তিই সংসারী যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখে লিপ্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিই বৈরাগী, যাহার অনুরাগ ঈশ্বরেতে, যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে সংসারে থাকে।

৫। যখন আমাদের সমুদয় বৃত্তি ও সকল শক্তি কেবল আপন আপন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, তখন আমাদের জীবন সাংসারিক জীবন। এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকার নূতন জীবন ধারণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে দীপ্ত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করেন তাঁহারাই ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের নিকটে সংসার যেরূপ ভাব ধারণ করে, বিষয়ী লোকদিগের নিকটে সে প্রকার প্রতীত হয় না। যেমন শরীর মৃত হইলে বাহ্য বিষয়েতে অসাড় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ দুঃখে সম্পদ বিপদে, আশা ভয়ে, আত্মা আর বিচলিত হয় না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমনেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" "ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।" সুধীর ব্রাহ্ম সংসারের নানা প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, নানা প্রকার অবস্থাতে বিচরণ করেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য আশা, আনন্দ, সকলই পরমেশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে। ঈশ্বরের জন্য সংসার, অনন্তকালের জন্য জীবন, জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর, ইহা মনে রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

প্রীতি।

১। ঈশ্বরের উপর প্রীতি স্থাপন করিবে; তাহা হইলে সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ হইবে।

২। ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপিত হইলে সত্যের প্রতি প্রীতি হইবে।

তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের উপর প্রীতি করিলে তাঁহার পবিত্রতা আমাদের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ থাকিবে। ঈশ্বর-প্রীতি কি? না অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপের প্রতি প্রীতি। "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ"।

৩। সত্যের প্রতি প্রীতি হইলে যে স্থানে ও যে সময়ে যে ব্যক্তিতে ও যে পুস্তকে সত্যের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় তাহাতেই প্রীতি প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যথা, ব্রাহ্মসমাজ, উপাসনার সময়, ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি, ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

৪। এ প্রকার নিয়মে যাহার প্রীতি নিয়মিত না হয়, তাহার প্রীতি অপ্রশস্ত।

৫। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কিরূপে জানা যায়? না প্রথমতঃ তাঁহার সহবাসের ইচ্ছা; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা; তৃতীয়তঃ তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা।

মোহ।

১। প্রীতির বিকার মোহ।

২। অর্থ, শারীরিক সুখ, যশ মান সম্ভ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ, তাহা যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে অতিক্রম করে, তবে তাহাই মোহ। এই মোহ আমাদিগকে সংসারের পাশে আবদ্ধ করে, এ জন্য ইহা আত্মার উন্নতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক।

৩। পরাৎপর সত্য-স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করাই মোহ প্রতীকারের এক মাত্র ঔষধ।

৪। সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য পদার্থ সকল আত্মার কদাপি প্রীতির আস্পদ নহে।

৫। সুখের জন্য, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য, সংসারকে কখন প্রীতি করিবে না; ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র বলিয়া সংসারকে প্রীতি করিবে।

ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ।

১। ঈশ্বরকে যেমন পিতা বলিয়া প্রীতি করিবে, সকল লোককে তাঁহার সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃভাবে দেখিবে। এ দুই ভাব যখন সম্মিলিত হইয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে, তখন পবিত্রতা ও আনন্দ সহজেই উপলব্ধি করা যায়, তখন ধর্ম্মের কঠোর ভাব আর থাকে না।

২। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বার্থপরতা, অভিমান, দ্বেষ ও পরনিন্দা। স্বার্থপরতা থাকিলে কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়; আপনার সুখে আপনার মর্য্যাদাতেই তৃপ্তি জন্মে। হৃদয়ের এই কুটিল গ্রন্থি স্বার্থপরতাকে ছেদন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবে। আপনার যদিও গুণ থাকে, তজ্জন্য কদাপি অভিমান করিবে না; আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে আপনার বিস্তর দোষ আছে এবং অনেক বিষয়ে অন্যেরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিনয় অবলম্বন করিবে; বিনয়ী ও নম্র না হইলে ঈশ্বরের নিকটে কেহ যাইতে পারে না। অন্যের দোষ দেখিলে দ্বেষ অথবা ঘৃণা থাকিবে না। দ্বেষ ও ঘৃণা পাপের প্রতি ধাবিত হইবে, পাপী লোকের প্রতি নহে। কি সাধু কি অসাধু সকলেই

ভ্রাতা। সকলকেই প্রীতি করিবে। ভ্রাতার দোষ ক্ষমা করিবে। দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম্ম।

"ক্ষমা বশীকৃতীর্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং,
ক্ষমাগুণোহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।"

"ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।" করুণার্দ্র হইয়া অন্যের দোষ সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইবে। সেই দোষ পরিত্যক্ত হইলে দ্বেষের বা ঘৃণার আর কারণ থাকিবে না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতে হইবে; অথচ পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। পরোক্ষে পরনিন্দা অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা এই নীচ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, তাহারা অন্যকে প্রীতিনয়নে দেখিতে পায় না, এবং লোকসমাজে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব সংস্থাপন করে। যে হৃদয়ে পরনিন্দা রাজা, সে হৃদয়ে প্রীতি বাস করিতে পারে না। স্থলবিশেষে হিতের নিমিত্তে অন্যের যদি দোষ দেখাইতেও হয়, তাহার গুণও কেন না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর?

"অন্যান পরিবদন সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদনন্যান্ তুষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ।"

"অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।"

৩। অসময়ে অন্যকে সাধ্যমতে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবে। স্নেহ, দয়া, পরোপকার এ সকল প্রীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

৪। সকলেই ঈশ্বরের অমৃতধামের যাত্রী, অতএব ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রীতি দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করতঃ সেই অমৃতধামের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে।

পবিত্রতা।

১। আত্মাকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য থাকিবে। কর্ম্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্মা হইতেই জন্মে, আত্মা সকল কর্ম্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

২। কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত থাকিবে না। আত্মাকে পবিত্র করিলে অনুষ্ঠান আপনা আপনি বিনিঃসৃত হইবে। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন কর, তবে নিশ্চয়ই ইহা সারবান্ হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে।

৩। যখনই কোন অপবিত্র কামনা মনে উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে সে পাপ হইতে রক্ষা করেন। যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপে পতিত হও, অকৃত্রিম অনুশোচনা করিবে ও পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

৪। আত্মার বিকৃত অবস্থাতে কখন কখন যথার্থ অনুতাপ হয় না। যদ্রূপ শরীর অসাড় হইলে কোন আঘাতের যন্ত্রণা জানা যায় না, তদ্রূপ আত্মার চৈতন্য না থাকিলে আত্মগ্লানি অনুভূত হয় না। যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগ্রৎ থাকে ও সূক্ষ্মরূপে সকল বিষয় আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটু লঘু পাপের জন্যও দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রৎ রাখিবে। তাহা হইলে পাপের সংস্পর্শ মাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপের প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে।

৫। ইন্দ্রিয়দিগকে দমন ও আত্মাকে বিশুদ্ধ করা মনের আলোচনা

ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। পাপ-প্রলোভনের দিকে যত মনঃসংযোগ করা যায়, ততই পাপের আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যত পাপ অভ্যাস করা যায়, ততই ধর্ম্মবলের হ্রাস হয় ও পাপের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে পাপের বিষয় হইতে অন্তরিত করিবে। কখন নিরাশ হইবে না। অভ্যাস-জনিত পাপ অভ্যাস দ্বারাই নিরাকৃত হইবে। অনেক দিনের পাপ এক নিমেষে কি প্রকারে যাইবে?

৬। কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। সত্য-স্বরূপ পাবনের পাবন পরমেশ্বরের ও সত্য পরায়ণ সাধুদিগের সহবাসে থাকিয়া দিন দিন আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিবে। সেই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিবে।

"একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যাপাপেক্ষিতা মুনিঃ।"

"হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, তুমি যে মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যাপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।"

"মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়েরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।"

"মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।"

৭। আপনার প্রতি যদি সদয় হইতে চাও, তবে নিষ্ঠুর হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ কর। যদি আত্মাকে মহৎ করিতে চাও, তবে বিনীত ও নম্র হও। যদি জ্ঞানী হইতে চাও, আপনার

জীবন
স্বর্গীয়
জীবন
ধর্মানুষ্ঠান
গার্হস্থ্য
লক্ষ্য

অজ্ঞতার পরিচয় লও। যদি অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে চাও, অগ্রে আপনি ধার্ম্মিক হও। যদি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতে চাও, অন্তর বিশুদ্ধ কর।

জীবনের লক্ষ্য।

১। জীবনের কর্ম্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার কিন্তু ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

২। যিনি সকল কার্য্যেতে এক মাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

৩। ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয় কর্ম্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয় কর্ম্ম করেন না; তাঁহার লক্ষ্য দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

৪। গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এবং তাহাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

৫। যখন এই লক্ষ্যটী জীবনের মধ্যদেশে থাকে, তখন সকল কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, কার্য্যই এক ভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধনসংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে।

৬। জীবনের কর্ম্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয়, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার,—শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জ্জন। অন্যের জন্য যাহা করি তাহা—গৃহকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য,—উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটী মধ্যবিন্দু এবং জীবনের সকল কার্য্য ইহার পরিধিস্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবে।

কর্ত্তব্য শ্রেণী।

আমাদের কর্ত্তব্য তিন প্রকার। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও মনুষ্যের প্রতি।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্ব-সুখদাতা ; যাঁহার প্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি ; আমরা যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, অমৃতের অধিকারী হইয়াছি ; তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি ধর্ম্মের আবহ, পাবনের পাবন, সকল মঙ্গলের আস্পদ, সমস্ত সদ্ভাবের আধার ; যিনি আমাদের পিতার পিতা এবং গুরুর গুরু, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

আবার আমরা যখন পাপ করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হই, তাঁহা হইতে দূরে পতিত হই, তাঁহার প্রসন্নতা আর সে প্রকার অনুভব করিতে পারি না ; তখন সেই পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা আপন ক্ষুদ্রবলে পাপের সহিত সংগ্রাম

কর্ত্তব্য শ্রেণী
ঈশ্বরের প্রতি
বিধি
আরাধনা
কৃতজ্ঞতা
প্রার্থনা
অনুতাপ
প্রতিষেধ
ঈশ্বর অবমাননা
অবিশ্বাস
কপটতা
বিষয়াসক্তি
আপনার প্রতি
মন
জ্ঞান-বিষয়ক
ধর্ম্ম-বিষয়ক
শরীর
রোগ নিবারক
নিয়মিত
আহার
পরিশ্রম
বিশ্রাম
প্রতীকারক
ঔষধ সেবন
মনুষ্যের প্রতি
সাধারণ-
মনুষ্যের প্রতি
সত্য ব্যবহার
যথার্থরূপে সত্য নির্ণয় করা
অন্যের নিকটে যথার্থরূপে সত্য বর্ণন করা
প্রতিজ্ঞা পালন
(১) হিতৈষণা (পরের হিতসাধন)
(২) ন্যায় (পরের অনিষ্ট না করা)
বিষয়ের প্রতি
মর্য্যাদার প্রতি
শরীরের প্রতি
মনের প্রতি
(১) সুখ বর্দ্ধন করা
(২) দুঃখ না দেওয়া
(১) ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা
(২) পাপে প্রবৃত্তি না দেওয়া
পাপে দুই প্রকারে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে
স্পষ্টরূপে
আদেশ
উপদেশ
প্রলোভন
সাহায্য
গূঢ়রূপে
দৃষ্টান্ত
সম্মতি
সপক্ষতা
উপেক্ষা
বিশেষ বিশেষ
সম্বন্ধ জনিত
কৃতজ্ঞতা
বন্ধুতা
রাজা, প্রজা ; দাস, প্রভু ; ঋণী, উত্তমর্ণ প্রভৃতির পরস্পরের সম্বন্ধ
দেশানুরাগ
গৃহধর্ম্ম
পিতৃ-ভক্তি
পুত্র-স্নেহ
স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভাব

করিতে পারি না, পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না, ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি না; আমরা পদে পদে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করি; এই হেতু ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা আর এক কর্ত্তব্য।

বিধি এই চারি প্রকার; কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, অনুতাপ ও প্রার্থনা।

প্রতিষেধও চারি প্রকার।

১। ঈশ্বরের বিষয় লইয়া উপহাস না করা, তাঁহার পবিত্র নাম বৃথা উচ্চারণ না করা।

২। মনে অবিশ্বাসকে স্থান না দেওয়া, কেন না "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

৩। কপটতা পরিত্যাগ করা। কপটতা দুই প্রকার—আমি আপনি ভাল, কিন্তু লোকের মধ্যে তাহাদের মত আপনাকে দেখান, আর আপনি মন্দ, কিন্তু বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করা, এই উভয়ই পরিহার্য্য।

৪। বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা। সংসার এবং ঈশ্বর এ উভয়কেই সমানরূপে সেবা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রতি। শরীর ও মনকে রক্ষা করা।

১। মন। মনের সমুদয় বৃত্তিকে চালনা ও উন্নত করা। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের ভাব সকল সামঞ্জস্যরূপে উন্নত ও বর্দ্ধিত করা।

২। শরীর। রোগের নিবারক,—সুস্থতার সময় নিয়মিত আহার, পরিশ্রম ও বিশ্রাম; প্রতীকারক,—রোগের সময় ঔষধ সেবন।

তৃতীয়তঃ, মনুষ্যের প্রতি। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধজনিত যে সকল কর্ত্তব্য।

১। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি। সত্য ব্যবহার এবং ন্যায় ও হিতৈষণা, এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য।

সত্য ব্যবহার তিন প্রকার ; সত্য যথার্থরূপে নির্ণয় করা, অন্যের নিকট যথার্থরূপে তাহা বর্ণনা করা এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা।

ন্যায় ও হিতৈষণা। পরের কোন অনিষ্ট না করা, ন্যায়। পরের হিতসাধন করা, হিতৈষণা। এই ন্যায় ও হিতৈষণা চারি বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

(ক) অন্যের বিষয়ের প্রতি। অন্যের বিষয় অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ না করা, ন্যায়। অন্যের সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধন করা হিতৈষণা।

(খ) মর্য্যাদার প্রতি। অন্যের মর্য্যাদার হানি না করা, ন্যায়। অন্যের মর্য্যাদার হানি হইলে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, হিতৈষণা।

(গ) শরীরের প্রতি। অন্যকে শারীরিক ক্লেশ না দেওয়া, ন্যায়। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়া, শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া, শারীরিক ক্লেশ বিমোচন করা হিতৈষণা।

(ঘ) মনের প্রতি। সুখবর্দ্ধন করা ও ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, হিতৈষণা। দুঃখ না দেওয়া ও পাপে প্রবৃত্ত না করা, ন্যায়।

অন্যকে দুই প্রকারে পাপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। আদেশ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা—লোভ দেখাইয়া এবং সাহায্য প্রদান করিয়া। স্পষ্টরূপে প্রবৃত্ত করা এক—আর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অন্যকে পাপ কর্ম্মে সম্মতি দিয়া অথবা তাহার স্বপক্ষ হইয়া কিম্বা সে বিষয় দেখিয়াও না দেখা, এই প্রকারে উপেক্ষা করিয়া—গূঢ়রূপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।

২। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধজনিত আর আর কর্ত্তব্য আছে। উপকারীর প্রতি উপকৃতের, প্রদাতার প্রতি গৃহীতার কর্ত্তব্যভাব যে কৃতজ্ঞতা, বন্ধু বন্ধুতে যে বিশেষ কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি যে বিশেষ

কর্ত্তব্য, রাজা প্রজা, দাস প্রভু, ঋণী উত্তমর্ণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কর্ত্তব্য; পরিবারের প্রতি যে কর্ত্তব্য, পিতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রণয়, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, ইহার মধ্যে এ সকলই আইসে।

লোকভয়।

১। আমরা লোকভয়ে ভীত হই, তাহা এ কারণে নহে, যে সংসার অতি বলবান্; তাহার কারণ কেবল আমাদের ভীরুতা এবং ত্যাগ-স্বীকারে কাতরতা। সত্যের বল, জ্ঞানের বল, ধর্ম্মের বল অপেক্ষা সংসারের বল কি কখন অধিক হইতে পারে?

২। আমরা যত লোকভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মের আদেশে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হইব, ততই সকলে আমাদিগকে পীড়ন করিবে। আবার আমরা যত সাহস করিয়া অগ্রসর হইব, ততই সকলে ভীত ও নিরস্ত হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি ব্যোম-যানে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অনেক উচ্চ দেশে গিয়া ঘন অন্ধকারে এমন অন্ধীভূত হইলেন যে, তাঁহার বোধ হইল যেন এক হস্ত ব্যবধানে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, যদি বায়ুবেগে তাঁহার ব্যোম-যান সঞ্চালিত হইয়া সেই প্রাচীরে লাগে, তাহা হইলে তাঁহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু যখন সেই ব্যোম-যান বায়ু সহকারে চলিতে লাগিল, সেই অন্ধকারের প্রাচীরও অগ্রসর হইতে লাগিল; তাঁহার গাত্রেতে স্পর্শও হইল না। এই প্রকার ধর্ম্ম-পদবীতে আরোহণ করিতে গেলে,

দূর হইতে যে সকল বাধাকে অনতিক্রমণীয় বোধ হয়, সাহসপূর্ব্বক তাহাদের প্রতিকূলে অগ্রসর হইলে তাহারা পরাস্ত হয়; সম্মুখ যুদ্ধে তাহারা অক্ষম। অতএব ধর্ম্ম-পথে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন দেখিয়াও ভীত হইও না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" "সত্যেরই জয় হয়; মিথ্যার জয় হয় না।"

৪। একদা একজন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ঘোর বর্ষাকালে শরদার মোহানায় পদ্মা নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। সে সময়ে ঘন বৃষ্টি সহকারে প্রবল বাত্যা বহিতেছিল, তাহাতে ভীষণাকার তরঙ্গ সকল তাল বৃক্ষ সমান উত্থিত হইতেছিল। নৌকা সকল সুদৃঢ় রজ্জুতে তীরে আবদ্ধ ছিল, তথাপি তাহারা তরঙ্গবলে আন্দোলিত হইতেছিল। বেলা অবসানে বৃষ্টি ও বায়ুর কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু নদীর আন্দোলন তেমনই রহিল, এই অবসরে যেমন সেই সাধু পরপারে যাইবার নিমিত্ত আপনার নৌকা খুলিয়া দিলেন, অমনই তীরস্থ ভয়-ভীত নাবিকেরা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল "নৌকা এখন খুলিও না।" ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার নৌকা বায়ু সহায়ে বাষ্পীয় পোতের ন্যায় ধাবমান হইল। কিছু দূর গিয়া সেই সাধু দেখিলেন যে, পরপার হইতে আর একটী ক্ষুদ্র তরী অত্যাশ্চর্য্য সাহস সহকারে আসিতেছে, নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার নাবিক উচ্চৈঃ-স্বরে কহিল, "ভয় নাই, চলিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে সাহস ও উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি ঈশ্বরপ্রসাদে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সংসারার্ণব পার হইবার সময়, যাহারা সংসারের মোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাদিগের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া

দূরে থাকুক তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এ প্রকার শত সহস্র লোক যদি বাধা দেয়, তথাপি তাহাদের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু একটী সাধু সজ্জন, যিনি সেই সংসার-সমুদ্রে সাহসপূর্ব্বক বিঘ্ন বিপত্তির প্রতিকূলে গিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ-জনক কথাই আদরণীয়। তাঁহারই উপদেশের উপর নির্ভর করিবে, যেহেতু তিনি আপন চেষ্টা আপন পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

ত্যাগস্বীকার।

১। ঈশ্বরের জন্য আমাদের যাহা কিছু সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ত্যাগই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

২। ঈশ্বরকে লাভ করা আমাদের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের সমুদয় কামনার সমাপ্তি হয়। তিনি যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, কিন্তু তাহা আমাদের প্রার্থনীয় নহে। তাঁহার আদেশে তাহা গ্রহণ করিবে, তাঁহার আদেশে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৩। ত্যাগস্বীকার করা ঈশ্বর-প্রীতির নিদর্শন। তাঁহাকে প্রীতি করি অথচ তাঁহার জন্য বিষয়সুখ ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দেওয়া যায়।

৪। ঈশ্বরের জন্য কত শত লোক প্রাণ দিয়াছেন, আমরা কি এক শারীরিক সুখ বা ধন বা মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব?

তাঁহাকে সকলই দেওয়া যায়। "যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে, কি এমন বা অদেয় তাঁয়।"

৫। আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর ত্যাগস্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আমাদের প্রাণ মন শরীর সমুদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সকলই তাঁহার হস্তে দিয়াছি, তবে কেন আর তাঁহার কার্য্যে বিমুখ হইব? তিনি যেখানে যাইতে বলিবেন, সেইখানে যাইব, যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব; তাঁহার ইচ্ছাতে যোগ না দিয়া কেবল আমার ইচ্ছাতে কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, যেহেতু আমার বলিতে আর কিছুই নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছি। ভয় করিব না, ক্রন্দন করিব না, নির্ভয়ে অকাতরে তাঁহার আজ্ঞাপালনে কায়মনো-বাক্যে যত্ন করিব। যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহাতেই বা কি? আমরা ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি আমাদের সেনাপতি হইয়াছেন, অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেই হইবে, বিমুখ হইয়া গমন করিতে পারিব না, ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে পারিব না, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা অপরাজিত হৃদয়ে সহ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা-পতাকা উড্ডীন করিতে হইবেই হইবে। "শির দিয়া তো রোনা কেয়া?" ইহা বলিয়া সকল ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে।

সঙ্গত।

কলুটোলা।

উপদেষ্টার কর্ত্তব্য।

সোমবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক ; ১৮ই জুলাই, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

কোন সভা বা সমাজ অথবা অন্য কোন বিশেষ স্থানে ধর্ম্মোপদেশ দিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। মরণ-ধর্ম্ম-রহিত আত্মা সকল আমার সম্মুখে রহিয়াছে, সুতরাং আমি যাহা ব্যাখ্যা করিব, যে সকল উপদেশ প্রদান করিব, তাহার ফল অনন্তকাল পর্য্যন্ত ফলিত হইবে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া কখনও সামান্য কার্য্য মনে করিবে না। যেমন একটী ফুৎকার করিলে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত হিল্লোলিত হয়, এবং সাগর-বক্ষে একটী প্রস্তর প্রক্ষেপ করিলে তদ্দ্বারা বহুদূর পর্য্যন্ত স্রোত প্রসারিত হয়, তদ্রূপ একটী উপদেশ বাক্য কোন ব্যক্তির মনে মুদ্রিত হইয়া তাহার সমুদয় জীবন পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করিতে পারে। সেই এক ব্যক্তি দ্বারা আবার তাহা দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ফলোপধায়ক হইতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণের জন্য যেমন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক, উপদেশ প্রদান নিমিত্তও তদ্রূপ প্রয়োজন। এই নিমিত্ত কোন বিশেষ সভা বা সমাজে উপদেশ

দিবার অগ্রে আপনার মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত যে, সেই উপদেশ দ্বারা যেন উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়েরই মঙ্গল হয়। তাহা না করিলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, ঐ উপদেশ ভাল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়ের মন প্রস্তুত না থাকা প্রযুক্ত বিশেষরূপ আকৃষ্ট না হওয়ায় প্রকৃত মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঐ উপদেশ হয় ত ভালও হইল না এবং মন্দও হইল না এরূপ অবস্থায় যাঁহারা কষ্ট করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে আসেন, তাঁহাদের আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ায় ভগ্নহৃদয়ে কেবল কষ্ট গণনা করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, উপদেশ মন্দ হইলে যে কত অমঙ্গল বিস্তার করা হয় তাহা বলিয়া সীমা করা যায় না। একটী মন্দ উপদেশ দ্বারা কত কত আত্মার অধোগতির পথ প্রমুক্ত হইতে পারে। উপদেশ প্রদান করা সহজ কার্য্য নহে। উপযুক্ততা লাভ না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে অপরাধী হইতে হয়—তন্নিবন্ধন আমাদিগকে পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাহা কিছু বলা যায় তাহা কখনও সামান্য বিবেচনা করিবে না। ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দিবার সময় এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে,—"হে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! আমি যে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি, তদ্দারা যেন আমার এবং ভ্রাতাদিগের মঙ্গল হয়।"

অভাব বোধ।

সোমবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক; ১৮ই জুলাই, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

অভাব থাকিলে চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু মনের সন্তোষ থাকিলে চিন্তাস্রোত হ্রাস হয়। অভাব বোধ হইলে কখনই স্থির থাকিতে পারা যায় না। অভাব বোধ হওয়া যে উচিত তাহা যেন এত কালের পর আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ইহা আমাদের মঙ্গলের একটী চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন শরীরের রোগ উপলব্ধি করিতে পারিলে তৎপ্রতীকারে চেষ্টা হয়, কিন্তু রোগ নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করা হয় না—এবং যেমন কোন কোন পীড়ায় অঙ্গ বিশেষে ঔষধ প্রদান করিলে যদি তথায় কষ্ট অনুভূত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা পীড়া শান্তির আশা করিয়া থাকেন—তদ্রূপ অন্তরের অভাব ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার আরোগ্যের প্রতি আশারূঢ় হওয়া যায়। অভাব বোধ হইলে কখনই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সুখপ্রিয়, সর্ব্বদাই কষ্ট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ সময়ে আমাদের অনেক অভাব বোধ হইয়াছিল, আমাদিগকে অনেক প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, গুরুজনের তিরস্কার লোকের অত্যুক্তি ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা যেমন ধর্ম্মপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টেরও পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল। যখন আমরা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং আমাদের অন্যান্য কত ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু

এক্ষণে বোধ হয় আর সে সকল কষ্ট নাই, সে সমস্ত বিপদের দিন অবসান হইয়াছে, এখন আমরা কিছুদিন সুখে যাপন করিতে অভিলাষী হইতেছি। পূর্ব্বে আমাদের যে সকল অভাব বোধ হইত এক্ষণে তাহা আর হয় না। পূর্ব্বে লোকে যেমন ভর্ৎসনা ও চরিত্রে দোষারোপ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করে না; এইজন্য আমাদের মনে কিঞ্চিৎ আত্মগৌরব হইয়াছে। আমরা আপনাদের দোষ আর অনুসন্ধান করি না। সময়ের সহিত অথবা লোকের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে বোধ হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে অতি অল্পই হইয়াছে। আপনার উন্নতি দেখা সহজ, কিন্তু দোষ ও পাপ উপলব্ধি করা কঠিন; কেন না আমরা আত্মাভিমান ও আত্মাদর বশতঃ আপনাদের দোষের প্রতি নিমীলিত নেত্র এবং অপরের দোষের প্রতি প্রসারিত নেত্রপাত করি। এজন্য সময়ে সময়ে আত্ম-পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাও সকল অবগত হওয়া যায় না। অন্যের অপেক্ষা আমি কিসে মন্দ, কিসে হীন, এবং কি কি বিষয়ে আমার অধিক অভাব আছে, তাহা অন্যের চরিত্র দেখিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। যাহাদের সহিত সহবাস করা যায় তাহাদের অপেক্ষা আমাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিক অভাব, তাহা তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে সকল অভাব ও পাপ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যের সহিত তুলনায় তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। আপনাকে উচ্চ মনে করিবে না, বরং নীচ মনে করিয়া অন্যের নিকট বিনীতভাবে শিক্ষা করিবে। কোন ব্রাহ্মবন্ধুর সহবাসে আমোদে কালক্ষয় না করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তে

আপনার গভীর অভাব সকল মোচন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে সাধুসহবাসে সর্ব্বদা সাধুভাব সঞ্চয় করা ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। সাধুলোক সকল ধর্ম্ম-গিরির সোপান স্বরূপ, ঈশ্বর লক্ষ্য।

প্রথমতঃ, স্বীয় পরিবার মধ্যে যত শিক্ষা লাভ করা যায় তাহাতে যত্নশীল হইবে। স্ত্রী স্বামীর নিকট, পুত্র পিতার নিকট অনেক সত্য লাভ করিতে পারেন। এইরূপে পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া পরে বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিবে। আপনার দোষ ও বন্ধুর গুণ দর্শন করা, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করাই যথার্থ বন্ধুতার কার্য্য। বন্ধুর নিকট এই প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মবিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাস্থলে যাইয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবে। এইরূপে আত্মা সর্ব্বদা আপনার অভাব জানিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে; কখন বিকৃত সন্তোষ অথবা আত্মগৌরব সে উন্নতির স্রোত অবরোধ করিতে পারিবে না। উন্নতির পরে উন্নতি, প্রতিদিনই উন্নতি, সকল অবস্থাতে উন্নতি প্রতীয়মান হইবে। হে পরমাত্মন্! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই অধম সন্তানদিগকে বিনয় শিক্ষা দাও। তোমার মহত্ত্ব ও আমাদিগের ক্ষুদ্রতা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া যেন আত্মগৌরবরূপ ভয়ানক পাপ হইতে দূরে থাকিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। *

এখন ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। এই ভয়ানক অবস্থাটী বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির প্রতিকূল হইয়াছে, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হ্রাস হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়ে যথার্থ ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে এখন বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বিশ্বাসের একতা, মতের অভিন্নতা ব্যতীত যথার্থ ভ্রাতৃভাব হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা সমবেতযত্ন হইয়া এক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই যথার্থ ভ্রাতৃভাব বিরাজমান, অন্যথা প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই সমবেত চেষ্টার অভাব হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত না চলিলে এখন অনেক অনিষ্টকর বিষয় সংঘটিত হইতে পারে। এখনকার এই রোগ নিবারণের ঔষধ কি? যেরূপ যখন কোন সাধুব্যক্তির জীবনে চতুর্দ্দিক হইতে বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপনীত হয়, যখন সকল ঘটনাই প্রতিকূল হয়, সকল সাধু উদ্দেশ্য প্রতিবিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দেখা কর্ত্তব্য; সেইরূপ এই বর্ত্তমান

---

* ইহাতে তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১৭৮৭ শকের মাঘোৎসবে এই আলোচনা হইয়াছিল। কারণ ইহা ফাল্গুন মাস ১৭৮৭ শকের ধর্ম্মতত্ত্বে পাওয়া গিয়াছে।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, অসৎভাব, নীচভাব যাহা চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও সেইরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে হইবে। সামান্য মতভেদ সকল তুচ্ছ করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করাই এখনকার বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। এখন যিনি উন্নতির স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার আয়াস বিফল হইবে সন্দেহ নাই; আর যিনি উন্নতিস্রোতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। সত্যের জয় হইবেই, ইহা নিঃসংশয়। আমরা যদি উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের যত্ন সফল হইবেই হইবে। সকল প্রকার কুটিলভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য আমরা কখনই সংসিদ্ধ করিতে পারিব না। কিন্তু অকপট হৃদয়ে বিমলান্তঃকরণে সত্যব্রত পালন জন্য যদি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যদি সত্যই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং ঈশ্বর আমাদের সহায় হন, তাহা হইলে আমাদের আশা ফলবতী হইবে না ত আর কাহার হইবে? ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্য মঙ্গল অভিপ্রায়ই সংসিদ্ধ হয়।

এখন আমাদের নিকট এইরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইচ্ছা হয় যেরূপ আসিতেছিলে সেইরূপ সকলের সহিত যোগ দিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হও, অথবা তাহাদের সহিত থাকিয়া উন্নতির চেষ্টা পাও, কিম্বা পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র হইয়া আপনাদিগকে উন্নতির স্রোতে নিক্ষেপ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় যেমন আমরা পৌত্তলিকদিগের নিকট গ্লানি অপমান তিরস্কার সহ্য করিয়াছিলাম, এখনও আমাদিগকে সেইরূপ সহ্য করিতে হইবে। তবে এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্বে

যেমন বাহিরের লোকদের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল এখন তাহা নহে, এখন আপনাদের লোকের মধ্যে অপমান আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত। শৈশবাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, আপনার ক্রীড়া আমোদ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বাধীন হয়, ও অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করে। আমাদের পূর্ব্বের অবস্থা সেই শৈশবাবস্থার অনুরূপ, তখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া আপনার আপনার উন্নতি লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সেই শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে এখন আর আপনার লইয়া থাকিলেই হইবে না, কিন্তু স্বাধীনতা অবলম্বন করত সাধারণের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমরা সকলকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেই শৈশবাবস্থার ন্যায় কেবল আপন আপন উন্নতি লইয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়া উচিত, আংশিক সত্য আংশিক কপটতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে—না "শির দিয়া ত রোনা ক্যা" বলিয়া সত্যের জয় পতাকা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করত অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইবে? সকলেরই নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি।

অনেকে এই বাক্যকে বিচ্ছেদ ভাবাত্মক বলিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক ঐরূপ কোন নীচলক্ষ্য ইহার অভ্যন্তর দেশে লুক্কায়িত নাই। যদি সত্যকে পালন ও রক্ষা করিতে গিয়া কাহারও সহিত মতভেদ হয় তাহাকে বিচ্ছেদ কহে না, সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ কলহ করাকেই বিচ্ছেদ কহে।

সম্প্রতি বহির্জ্জগতে যেমন প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ ঝটিকা হইতেছে। যত জীর্ণ অট্টালিকা ভূমিসাৎ

হইয়া গিয়াছে, এবং যে সমস্ত অট্টালিকা ঐ উৎপাতকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা পূর্ব্ববৎ উন্নত শিরে দণ্ডায়মান আছে বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠুর ঝটিকা যাহার উপর দিয়া বহমান হইয়াছে তাহাকেই শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল তাহারা অধঃপতিত হইয়াছে, যথার্থ বলীরা উর্দ্ধশির রহিয়াছে। এই ঝটিকা দ্বারা সকল প্রকার দুর্ব্বলতার পরীক্ষা হইতেছে। এ সমস্ত ঘটনা ঈশ্বর প্রেরিত। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সাহসের সহিত ব্যক্ত করিতে পারা যায় যে ইহা ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন কোন লোকের কোন বিশেষ বাক্য বা ব্যবহারে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যিনি বলেন যে ইহার দ্বারা অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে তাঁহার নিতান্ত ভ্রম। সত্য এবং সাধুতাকে একত্র করিলে অনিষ্ট হয় ইহা অতীব অশ্রদ্ধেয় বাক্য। কপটতা যে এতদিন জীবিত ছিল তাহা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু এখন সে গতানুশোচনা বৃথা। যাহাতে সেই অনিষ্টকর কপটতা আর প্রবল হইতে না পারে সর্ব্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে যথার্থ সাধু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ, ব্রাহ্মসমাজমন্দির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। এতদিন উহা কেবল বাহিরে বাহিরে ছিল কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ নাই। ঐ মতভেদের কারণ কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। ভ্রাতৃভাবের অভাব যে উহার কারণ তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সারসত্য, সারবিশ্বাস বিষয়ে মতভেদ, কপটকে কপট বলিব কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ, উন্নত ব্রাহ্মদিগকে উন্নত বলিব কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ, যাহার যথার্থ দোষ আছে তাহাকে দোষী বলিব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে।

কোন বৈষয়িক কলহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই এবং সাংসারিক কোন বিষয়েও আমাদের মতান্তর হয় নাই, সত্যকে রক্ষা করিব কি না এই বিষয়ে আমাদের মতান্তর। এ সময়ে আমরা কোন মনুষ্য বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন সত্যকে রক্ষা কর, দুর্ব্বলকে রক্ষা কর, সাধুকে সাধু বল, কপটকে কপটী বলিতে ভীত হইও না। যিনি সরল তিনি সরলতা প্রচার করুন, যিনি সত্যপ্রিয় তিনি সত্যকে প্রচার করুন। যাঁহারা সত্যব্রত পালন করিবার জন্য রাশি রাশি কষ্ট শিরোভূষণ করিয়া বহন করিয়াছেন, তাঁহারা কোন লোকের অনুরোধে সেই অমূল্য সত্যরত্নকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তারূঢ় হইলাম। কিন্তু একটী বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। অনেকে সঙ্গতের সভ্য অর্থাৎ সত্যপথে অগ্রসরাভিলাষী ব্রাহ্মদিগের প্রতি দম্ভ ও ঔদ্ধত্য দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। আমরা স্বীকার করিতেছি যে আমাদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু যে বিষয় লইয়া দোষারোপ করা হইতেছে তদ্বিষয়ে আমরা নিশ্চয় দোষী নহি। যদি সত্যকে সত্য বলা, কপটতাকে কপটতা বলা এবং অসত্যকে অসত্য বলা দোষ হয়, তবে সেরূপ অপবাদের প্রতি বধির থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ দোষারোপ করেন তাঁহাদের তৎপ্রতি একটী কারণ আছে; তাহা এই যে তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধা বলপূর্ব্বক লব্ধ হইবার নহে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উহা উপযুক্ত পাত্রেই ধাবিত হয়। যাঁহারা পৌত্তলিকতাতে যোগ দিয়া থাকিবেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন না, বরং

উন্নতিস্রোতকে প্রতিরোধ করিবেন আমরা কিরূপে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, সুতরাং তাঁহারা তল্লাভে বঞ্চিত হইয়া আমাদের প্রতি দাম্ভিকাপবাদ প্রয়োগ করেন। তজ্জন্য আমরা কি প্রতিবিধান চেষ্টা করিব? আমাদের সকলের হৃদয় যেন বিশুদ্ধ থাকে, যেন দ্বেষ অহঙ্কারাদি দোষে উহা কলঙ্কিত না হয়। সত্যই আমাদের পালনীয়, ঈশ্বরই আমাদের সেবনীয়।

রিপুদমন। *

রিপু বিভাগের বিষয় সঙ্গতে এক্ষণে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কি কি উপায়ে তাহা দমন করা যাইতে পারে তদ্বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে লোক অরণ্য-বাসী হইত। তাহার কারণ কি? সংসার পালন করিবার অক্ষমতা সে কারণ নহে। ইন্দ্রিয় দমন করিয়া মনকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের অন্তরে ঈশ্বরবিরাগ ও বিষয়ানুরাগ উপস্থিত হয়; দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বর ও বিষয় উভয়ের প্রতিই অনুরাগ হয়; তৃতীয় অবস্থাপন্ন লোকের বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ জন্মে। আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় অবস্থায় অবস্থিত। ইন্দ্রিয় কিরূপে দমন করা যাইতে পারে? আমরা কোন দিন সুন্দররূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারি, কোন দিন পারি না। ইহার কারণ কি? বিষয় ও ঈশ্বর উভয়ানুরাগই ইহার কারণ। বিষয়ানুরাগ

* ইহাতে তারিখ নাই। চৈত্র, ১৭৮৭ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে গৃহীত।

ইন্দ্রিয়প্রাবল্যের একটী অন্যতম প্রকাশ। কখন প্রতিজ্ঞারূঢ় হই যে, ইন্দ্রিয়দমন করিব, পরক্ষণে কোথা হইতে মনচঞ্চল হইয়া পড়ে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি না। আমাদের অটল ভাব কোথা? এক এক সময় আমাদের ক্রোধ এমনই প্রবল হইয়া উঠে যে উন্মত্ততা জন্মে। যদি কখন তাহা অল্প কখন অধিক হয়, তাহা আমাদের দমন শক্তির জন্য নহে, রিপু উদ্দীপক কারণের অল্লাধিক্য বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। একটী না একটী বিষয়ে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়িত হইয়া আছি। বিষয়াসক্তি একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলে আর সকল সহজ হয়, বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হওয়ায় সহজ হয়। ঈশ্বরোপাসনাও তখন সহজ হয়। কতকদূর ইন্দ্রিয় সেবা করা এবং কতকদূর পরিত্যাগ করা যে কত কঠিন তাহা বলা যায় না। অতএব যাহাতে তাহা এককালে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কাম রিপুকে এককালে পরিত্যাগ করিলে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয় কি না তদ্বিষয়ে চিকিৎসকদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইল। চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন ঘোষ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে একটী ইন্দ্রিয়কে এককালে দমন করিতে পারিলে তাহা আর কষ্টদায়ক হয় না, কারণ ক্রমে ঐ ইন্দ্রিয় অসাড় হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে কোন শারীরিক পীড়া হইবারও সম্ভাবনা নাই। যে ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে প্রথমে পরিচালিত হয় তাহা দমন করা সেই পরিমাণে কঠিন, কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু একেবারে পরিচালিত না হইলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ।

উপরোক্ত রিপু দমনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত কতিপয় সাধারণ

নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। স্ত্রীর সহিত সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করা বিধেয় বোধ হয় না। ঈশ্বর আমাদের হস্তে স্ত্রীগণের উন্নতির যে গুরুভার সমর্পণ করিয়াছেন তাহা অপবিত্র করিয়া ফেলিলে আমাদিগের অত্যন্ত অধোগতি হইবে, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করা বিধেয়। যদি স্ত্রীলোকের সহবাসে থাকিলে মন বিচলিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া মনকে শান্ত করা উচিত। ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রী দর্শন না করা আবশ্যক, এবং কখন সন্দর্শন কর্ত্তব্য হইলে আপনার মনের পবিত্র ভাব ও বলের উপর প্রগাঢ় শাসন অবলম্বন করিতে হইবে। আমি কি জন্য সংসারে আসিয়াছি। আমাদের সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকা কর্ত্তব্য, সর্ব্বদা পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের ক্রোড়ে রহিয়াছি ইহা স্মরণ থাকিলে আর পাপকার্য্য ও ইন্দ্রিয়চর্য্যায় প্রবৃত্তি হয় না।

প্রলোভন হইতে দূরে থাকা কাম রিপু দমনের বিশেষ উপায়। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করা, ও দেশ ভ্রমণ করা আবশ্যক। অন্যান্য রিপু মন হইতে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তাহাদের নিবারণের নিমিত্তে মানসিক নিয়ম সকল আবশ্যক, কিন্তু কাম রিপুর শরীরের সহিত অনেক সম্বন্ধ আছে সুতরাং তন্নিবারণের জন্য বাহিরের নিয়ম অধিক পরিমাণে প্রয়োজন। লোকে যৌবনকালে স্ত্রীকে কেবল রিপুচরিতার্থ করিবার উপায়স্বরূপ, মধ্যম বয়সে সহচারিণী-স্বরূপ ও বৃদ্ধবয়সে পরিচারিকাস্বরূপ জ্ঞান করে। স্ত্রীর সহিত সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিলে পরস্পরে শ্রদ্ধাভাব থাকে না। স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বীয় স্বামীকে উচ্চ করিয়া জ্ঞান করা; আমাদের দেশের বৃদ্ধা

স্ত্রীদিগের স্ব স্ব স্বামীর প্রতি যেরূপ ভক্তিভাব দেখিতে পাওয়া যায় এখনকার স্ত্রীদের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের পূর্ব্বাবস্থা দেখিলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কিরূপ ভক্তিভাব ছিল উপলব্ধি হইবে। এই জন্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে গাম্ভীর্য্যভাব রাখা কর্ত্তব্য, পরস্পরে অধিক হাস্য-পরিহাস করা ভাল বোধ হয় না। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভক্তি থাকিলে তদ্দ্বারা অনেক মঙ্গল ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে।

প্রলোভন পরিত্যাগ করাতেও অধিক স্থায়ী ফল বোধ হয় না। পরিত্যক্ত স্থানে পুনরায় গমন করিলে পূর্ব্বভাব সকল মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর সহিত গোপনে থাকিতেই হইবে, পরস্ত্রীর মুখ দর্শন আবশ্যকমত করিতেই হইবে, বন্ধুর অনুরোধে তাহার স্ত্রীর শিক্ষার ভার হয় ত কখন কখন লইতেই হইবে সে স্থানে কি কর্ত্তব্য? যে সকল পদার্থের সহিত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোগ আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহার সহিত সত্য ও সদ্ভাবের সহিত এরূপ যোগ রাখিবে যে তদ্দর্শনে মন্দভাব দূরীকৃত হইয়া সেই সত্য ও সাধুভাব সকল মনোমধ্যে উদয় হয়। কোন সুন্দরী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে যদি মনোমধ্যে কুভাবের সঞ্চার হয় তাহা হইলে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যের আকর তাঁহার ন্যায় পবিত্র ও আনন্দময় বস্তু আর কিছুই নাই। এইরূপে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিতে পারিলে মন্দভাব মন হইতে প্রস্থান করিবে। স্ত্রীগণের প্রতি অসৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে তাহাদের প্রতি দয়ার আবশ্যকতার বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকেও মনুষ্যের ন্যায় সমান ধর্ম্মাধিকার দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের উপরে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই ভার প্রতিপালনে কতদূর সক্ষম

হইলাম, এবং তাহাদের হীনতা পরিহার করিবার জন্য কি চেষ্টা করিতেছি? এইরূপে স্ত্রীজাতির হীনাবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় দ্রব না হয়? এমন কোন্ জঘন্য মন আছে যে তৎকালে কুপ্রবৃত্তিকে মন হইতে অন্তরিত না করিয়া পোষণ করে?

ইন্দ্রিয় দমনের কতিপয় অন্যান্য উপায় নিম্নে লিখিত হইল। সুখ দমন করা, আমোদ প্রমোদ দমন করা, ও আপন আয়ত্তাধীনে রাখা, মনকে সুখাসক্তির অধীন হইতে না দেওয়া, এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিলে প্রলোভনের ভাব চলিয়া যাইবে।

মহৎ লোক। *

মহদ্ব্যক্তিগণ এক একটী আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জনসমাজের উন্নতি সাধন করেন এবং জনসমাজকে সেই আদর্শের অনুরূপ করিয়া লয়েন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যত উন্নত তাঁহার আদর্শ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে। যাহার এইরূপ কোন আদর্শ নাই সে মহৎ নহে। জগতে যত মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল ও তাঁহারা যে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তত্তাবতেই সেই আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে ইহা মহৎ লোকদের একটী প্রবল লক্ষণ। অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া মহদ্ব্যক্তিদিগের অন্যতর লক্ষণ। মহদ্ব্যক্তিরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেনই করিবেন। এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অসুবিধা বশতঃ তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলেন

* তারিখ নাই। ১৭৮৮ শক; ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

না,—অবস্থা আরও অনুকূল হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন; এরূপ লোককে মহৎ বলা যাইতে পারে না। মহদ্ব্যক্তির অপর লক্ষণ এই যে আবশ্যক হইলেই তাঁহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ জগতে মহৎ লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অপিচ মহৎ লোকেরা আপনাদের জন্য জন্মগ্রহণ করেন না, অথবা আপনার কি স্বীয় পরিবারের অথবা কেবল স্বদেশের মঙ্গলের জন্যও তাঁহাদের কার্য্য বদ্ধ থাকে না, সমুদয় জগতের জন্য তাঁহারা কার্য্য করেন। লোকে তাঁহাদের কার্য্য গ্রহণ অথবা স্বীকার করুক বা না করুক তাঁহারা স্ব স্ব আদর্শানুসারে কার্য্য করিবেনই এবং সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তাঁহারা জগতে আর নিষ্ফল থাকিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন, মৃত্যুও তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অবসর প্রদান করে। যেমন অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, সেইরূপ তাহা সুসিদ্ধ হইলে তাঁহারা আর ইহলোকে অবস্থিতি করেন না।

শুষ্কতা।

শুক্রবার, ২০শে আষাঢ়, ১৭৯১ শক; ৩রা জুলাই, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। অনেক দিন উপাসনার সময় মন অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, অভাব বোধ হয় না এবং তজ্জন্য উত্তমরূপ প্রার্থনা হয় না, কিরূপে এই শুষ্কতা দূর হয়?

উত্তর। অভাব আমাদিগের সর্ব্বদাই আছে। আমরা উত্তমরূপ

চিন্তা করিলেই তাহা দেখিতে পাই। ভালরূপে হৃদয়ের দিকে দেখি না বলিয়াই অভাব জানিতে পারি না। আমাদিগের শুষ্কতার আর একটী কারণ এই, আমরা নিজে যেমন শুষ্ক আমাদিগের দেবতাকেও সেইরূপ শুষ্ক আকার প্রদান করি। এই কল্পনাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। আমরা ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবম্বিধ কতকগুলি জ্ঞানবিষয়ক গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিন্তা করি। নীরস জ্ঞানে হৃদয় নীরস হয়। আমাদিগের উচিত তাঁহার সরল গুণগুলিও দেখি, তাঁহাকে প্রেম চন্দ্র, দয়াময়, পুত্রবৎসল, অধম তারণ বলিয়া ভাবি।

প্র। একটী পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারবার "পিতা রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু মুক্তি পাইলাম না। সুতরাং মন নিরাশ হয় এবং প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ অবস্থায় কি করা উচিত?

উ। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। ইহার মূলে অবিশ্বাস নিহিত আছে। মুখে বলি দয়াময়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করি না, এই নিমিত্ত এরূপ নিরাশা জন্মে। "দয়াময়" শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় না ; তখন মনে হয়—"চেয়ে থাক তাঁর পানে অবশ্য মিলিবে তাঁয়।" আমরা যত পাপী হই না কেন, পিতা কখনই পরিত্যাগ করিবেন না, এ বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় সংলগ্ন আছে তিনি কখনই নিরাশ হইবেন না। সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবে, অবিশ্বাস করিয়া এরূপ নিরাশায় যেন পতিত না হও।

অধম তারণ উদ্ধার করিবেন বলিয়া, জানিয়া শুনিয়া পাপ করা উচিত নহে। ইহাও অবিশ্বাসের কারণ। আমাদের পিতার দয়া,

পবিত্র দয়া। মাতা যেমন পুত্রের দুষ্কর্ম্ম দেখিলে সংশোধন করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল ক্রন্দন করেন, পিতার স্নেহ সেরূপ নহে; তিনি মায়ের মত দুঃখিত হন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় পিতার দয়া ঠিক এইরূপ।

প্র। এক সময়ে কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া মুক্তি পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকি, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই পাপ আসে ইহার কারণ কি?

উ। দুই এক দিন পাপ না করিলে যে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি এ বিশ্বাস ভ্রান্তি। নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। একবার তাড়া পাইলে কোন কোণে লুকায় বলিয়া, ইহা বিবেচনা করা উচিত নহে যে, দস্যু একেবারে পলায়ন করিয়াছে। সর্ব্বদা অস্ত্র চালনা কর, একবার না একবার গায় লাগিলে অবশ্য পলাইবে। বহুকাল পোষিত রোগ কখন একেবারে যায় না। ছয় দিন জ্বর হয় নাই, ভাবিলাম সারিয়া গেল, কিন্তু সপ্তম দিনে আবার আসিয়া দেখা দেয়। পাপের সহিত আত্মার একরূপ বন্ধুত্ব ঘটিয়াছে। অতএব এমন বদ্ধমূল পাপকে অনেক আয়াসে দূরীকৃত করিতে হইবে। দু চারি বার অকৃতকার্য্য হইলে বিরত হইও না, কিন্তু অনবরত চেষ্টা কর, উহা পরাজিত হইবে।

প্র। অনেক সময় প্রার্থনা সফল হয় না কেন?

উ। প্রকৃত প্রার্থনা কখন নিষ্ফল হয় না। প্রার্থনার দুটী অঙ্গ। অভাব বোধ এবং ব্যাকুলতা। শুদ্ধ "দাও" বলিলে চলিবে না, সে "দিতে হয় দাও" এর "দাও"। "কিন্তু দিতেই হবে, নতুবা ছাড়িব না, আমি মরি" ইহা বলিতে হইবে। যখন অভাব দেখিয়া প্রকৃত

ব্যাকুলতা হয় তখনই যথার্থ প্রার্থনা হয়। তখন একটী শব্দের এক একটী বর্ণে শত শত অর্থ। তখন "অধম তারণ" বলিলে হৃদয় চরিতার্থ হয়। নতুবা ঈশ্বর সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তাহাতে শস্য হইতেছে, অতএব ঈশ্বর ধন্য। এরূপ ন্যায় বিচারে প্রার্থনা হয় না। আমার যদি ব্যাকুলতা থাকে এবং অভাব বোধ হয় তবে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। নতুবা "মা বলিয়া দিয়াছেন আমরা খাইতে পাই না, অতএব অন্ন দাও" ইহা বলার কার্য্য নহে। সে একরূপ তামাসা। মনে জানি যে, দিবে না; তবে যে একবার "দাও" বলিয়া ডাকিয়া অল্প অল্প হাস্য করা, সে কেবল পাপকে বৃদ্ধি করা। "আমার চাই, নহিলে চলে না" এবং "তিনিও দিবেন" এইরূপ ভাব ও বিশ্বাস চাই।

প্র। ভৌতিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা উচিত কি না?

উ। আমি এ বিষয়ে উত্তমরূপ বলিতে পারি না। আমার মতে না চাওয়াই উচিত। যদিও অনেক সময়ে ধন পুত্র প্রার্থনা করিয়া সফল হইলে বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যদি একটী বিফল হয় তাহা হইলে সকল ভক্তি দূর হয় এবং সকল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায়। বিশেষতঃ একে আমাদের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহাতে ভৌতিক বিষয় পাইলে, উহাতেই মত্ত হইবে, আর ঈশ্বরের দিকে যাইবে না। তখন কেবল এই ভাবনা হইবে যে, অমুক ব্যক্তি চায় নাই অথচ সোণার ঘড়িটী পাইল, কিন্তু আমি বারবার চাহিয়া রূপারটীও পাইলাম না। আরও অনেক সময়ে আমরা কোন একটী বিষয় না পাই, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে পারে; তিনি অন্য কোন সময়ে দিবার জন্য রাখিয়াছেন এখন তাহা চাওয়া নিতান্ত অন্যায়। মনে কর একজন ক্রোধে উন্মত্ত

হইয়া একজনকে বধ করিতে যাইতেছে, তখন যদি তাহাকে বলা যায় যে "এরূপ করিও না, পাপ হইবে, আত্মাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত কর"; তাহা হইলে সে আমার কথা না শুনিয়া কেবল অগ্রাহ্যই করিবে। কিন্তু সময়ে উপদেশ প্রদান দ্বারা সুবীজ বপন করিলে তাহা হইতে কি সুন্দর বৃক্ষ হয়!

যদি হৃদয় কখন কোন পার্থিব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হয় তাহা হইলে এইরূপ বলা উচিত—"তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক"।

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ দয়া আছে কি না? একজনকে তিনি বিশেষ রূপে দয়া করেন অন্যকে করেন না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

উ। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে পুস্তক পাঠ করিয়া, বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, প্রার্থনা করিয়া যাহা হয় না, সামান্য একটী ঘটনায় তাহা হয়। মনে অত্যন্ত সাধ সংসার-স্পৃহা-শূন্য হই, বৈরাগ্য গ্রহণ করি, তাহার জন্য বারবার চেষ্টা করি, দুর্ব্বল মন কিছুতেই মানে না। কিন্তু হয় ত পথে যাইতে যাইতে একটী লোকের একখানি ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া হৃদয়ে এত বৈরাগ্য হয় যে অনতিবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করি। ইহাকে বিশেষ করুণা বলি। আমি ত অন্য পথে যাইতে পারিতাম, ইহাকে দেখিতে না পাইতাম, এখন আসিতে না পারিতাম, তবে আসিলাম কেন? কে এ পথে আনিল? কেবল তাঁহার বিশেষ দয়া। এ দয়া যে শুদ্ধ একজনের প্রতি হয় এরূপ নহে। যদি আধ্যাত্মিক ঘটনা সকল, পটে চিত্রিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেখান যাইত যে, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটে। এত লোক

থাকিতে আমি কেন ব্রাহ্ম হইলাম, সেই দিন কেন সমাজে গিয়াছিলাম, এই সকল ভাবিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন। বিশেষ দয়া দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট হয়। যদি শুনি আমাদের মহারাজ্ঞী বিলাতে আছেন, আমাদের সুখ সংবর্দ্ধন করিতেছেন, তাহাতে তত অধিক ভক্তি হয় না। কিন্তু যদি দেখি আমাদের রাজ্ঞী সহস্র সহস্র লোকের শাসনকর্ত্রী হইয়াও আজ আমার বাটীতে আসিয়া "আমি কেমন আছি" "আমার রোগ সারিয়াছে কি না" জিজ্ঞাসা করেন এবং ঔষধ দেন তাহা হইলে কত অধিক ভক্তি হয়। এই বিশেষ দয়া আমাদের ধর্ম্মপুস্তক, আমাদের উপদেশ, আমাদের সকলই, ইহাই আমাদের "রেভেলেসন—প্রত্যাদেশ"। ইহা ভিন্ন ভারতে ব্রাহ্মসমাজ কখনই থাকিবে না। "ঈশ্বর সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব ঈশ্বর ধন্য" বলিলে চলিবে না। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় তাঁহার দয়া দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতে হইবে।

অনেকে ইহাকে "দৈবাৎ" বলিতে পারেন। যদি "দৈবাৎ" অর্থ "দেব হইতে" হয় তবে আমিও বলি ইহা "দৈবাৎ"। জগতের কোন ঘটনাই দৈবাৎ নহে। যদি ভাবা যায়, দেখা যাইবে সকল ঘটনাই "অভিপ্রেত"। নাস্তিকতা দুই প্রকার—এক জীবনকে দৈবাৎ মনে করা, দ্বিতীয় ধর্ম্মজীবনকে দৈবাৎ মনে করা। যেমন প্রথমটী দৈবাৎ নহে সেইরূপ দ্বিতীয়টীও দৈবাৎ নহে।

ভক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হয় ?

শুক্রবার, ২রা শ্রাবণ, ১৭৯১ শক ; ১৬ই জুলাই, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ভক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হয়, কি হইলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ মাত্র হৃদয় বিগলিত হয় ?

উত্তর। অন্যান্য ভাবের ন্যায়, ভক্তি ভক্তির পাত্র পাইলেই বৃদ্ধি হয়। যখনই তাঁহার করুণা ও প্রীতি মনে পড়ে তখনই ভক্তির উদয় হয়। যে দিন দেখিতে পাই তিনি রোগ শোক পাপ কিম্বা সংসারের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন সেই দিনই ভক্তির আধিক্য হয়। নিত্য এক বিষয়ে করুণা স্মরণ হওয়াতে নূতনতা দূর হয়, এই জন্য ভক্তি কমে। বিশেষ করুণা এবং প্রতি দিনের সকল করুণার ব্যাপারগুলি স্মরণ করিয়া রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

প্র। ভক্তি দুঃখের অবস্থায় বৃদ্ধি হইতে পারে কি না ?

উ। সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই ভক্তির বৃদ্ধি হয়। যত তাঁহার করুণা ভাবিব ততই ভক্তি বাড়িবে। ইহা সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখের অধীন নহে। বিপদে পড়িয়া হঠাৎ পিতা বলিয়া চীৎকার করা ভক্তি নহে। সর্ব্বদা তাঁহার মধুর ভাব স্মরণ করিয়া মনে যে স্থায়ী ভাব থাকে তাহাই প্রকৃত ভক্তি। ইহা পুস্তক পাঠে বা অন্য কিছুতে হয় না, কিন্তু তাঁহার করুণা স্মরণে হয়। অনেক ধর্ম্মে তাঁহার কোমল ভাব দীপ্তিমান্ থাকে না, কেবল তাঁহার সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আলোচনা করে, এই জন্য তাহাদের ভিতরে ভক্তি কম। প্রেম ও বিশ্বাস মিলিত হইয়া যে ভাব আনে, যাহা পবিত্রতার সহিত সংযুক্ত, তাহারই নাম ভক্তি। যাঁহাকে ভক্তি করি তাঁহার জিনিস মাত্রেই ভক্তি হয় ;

যেখানে তিনি থাকেন, যে পুত্রের অন্তরে তিনি আবির্ভূত হন, সে সকলেরই প্রতি ভক্তি হয়। যখন এই ভক্তি ব্যাপ্ত এবং প্রগাঢ় হয়, তখন তাঁহার নামে ভক্তি হয়। প্রথমে যেমন তাঁহার করুণা প্রেম, মহিমা প্রভৃতি গুণ সকল ধ্যান করিলে ভক্তি হয়, ইহার পরের অবস্থায়, ক্রমাগত এইরূপ সাধন করিতে তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র ভক্তি উদ্দীপন হইতে থাকে। আমাদের স্বভাবই এই যে, পিতা কি বন্ধু যাহাকে ভালবাসি তাঁহার নাম শুনিলেই আনন্দ হয়। সেইরূপ পরম পিতার নামে ভক্ত পুত্রের ভক্তি উথলিয়া উঠে।

প্র। পাপ চিন্তা এবং পাপ কর্ম্ম সমান পাপ কি না ?

উ। দুইটাই ভয়ানক পাপ, তাহার মধ্যে যেটা কাজের সেটা অধিকতর বলবান্, সে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে বাহির হয়। অধিকন্তু একবার পাপ করিলে পাপী দুর্জ্জয় হয়, মনে করে আমার আর কিসের ভয়। কিন্তু শুদ্ধ চিন্তাতে এমন হয় না। পাপ চিন্তা দুই প্রকার। একটী পুরাতন বন্ধু, সেটীর একবার দেখা পাইলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আর একটী অপরিচিত, সহসা দেখা দেয়। ইহাকে দূর করা সহজ। প্রথমটী স্থায়ী, দ্বিতীয়টী বিদ্যুতের ন্যায় আসে এবং চলিয়া যায়।

প্র। সকলকেই ক্ষমা করা উচিত কি না ?

উ। এ বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের নিকট যেরূপ চাই, সেইরূপ অন্যের প্রতি আমাদের করা কর্ত্তব্য। আমরা কখন চাই না যে তিনি মহাপাপীকে ক্ষমা না করেন, সুতরাং আমাদের একজন অত্যন্ত মন্দ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। কেবল কিছুই না বলাই ক্ষমা নহে, যদি পাপীর উপকারের জন্য দণ্ড দাও, সেও ক্ষমা। যেহেতু

তাহা ক্রোধ প্রসূত নহে। দণ্ডিত ব্যক্তি যাহাই ভাবুক না কেন তাহা দণ্ড নয়, ক্ষমা।

প্র। মন অনেক সময় শুষ্ক হইয়া যায়, উপাসনাদি কিছুই ভাল লাগে না, তাহার কারণ কি?

উ। কতকগুলি পাপ প্রবল দস্যু, তাহারা যখন আক্রমণ করে, আমরা প্রবল তেজে তাহাদিগকে দূর করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু কতকগুলি পাপ গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মরত্ন অপ-হরণ করে। নরহত্যা দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য সকলকে অনেকে পাপ বলিয়া, তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে; কিন্তু হৃদয় শুষ্ক হইলে যে পাপ হয়, ইহা ভক্তিশূন্য কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি জানে না। তাহা কেবল ভক্তেই বুঝিতে পারে।

শরীরের বিষম জ্বালা উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি রোগ বলিয়া স্থির করে সে সামান্য লোক, কিন্তু বিজ্ঞগণ দুই দিন অরুচি কি অনিদ্রা হইলে, চঞ্চল হন। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহারও কতকগুলি প্রবল রোগ আছে—দুর্ব্বলতা শুষ্কতা প্রভৃতি সেই সমস্ত রোগ। যখন ভক্তিপূর্ণ সংগীত শ্রবণে ভক্তির উদ্রেক হয় না, তখন বুঝা উচিত যে আমাদের রোগ আছে। চুরি কি প্রতারণাদি কেবল পাপ নহে, কিন্তু উপাসনা করিতে পারি না ইহাও পাপ। কারণ অবিশ্বাস হইতে সেরূপ হয়। যে সংগীত দুই দিন পূর্ব্বে ভাল লাগিয়াছিল, আজ তাহা ভাল লাগিল না; কাল যে মিষ্টান্ন সুস্বাদু বোধ হইয়াছিল, আজ তাহাতে রুচি নাই; এ সকল কেবল রোগের লক্ষণ। অনেকে উপাসনা ভাল না লাগাতে শিথিল-যত্ন হইয়া পড়েন, এবং উপাসনার নবীনতা চলিয়া যাওয়াতে শেষে এ বিষয়ে ক্রমে উদাসীন হইয়া তাহা এককালে

পরিত্যাগ করত অব্রাহ্ম হয়েন। এ সকল বিশেষ ক্ষতিকর নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কখন উচিত নহে। ইহাকে রোগ বলিয়া— বিষম দুরবস্থা বলিয়া মনে ভাবিলে, "ঈশ্বরের নাম শুনিয়া ভক্তি হয় না, এ কি সর্ব্বনাশ করিতেছি, এ কি দুঃখের অবস্থা!" এইরূপ ব্যাকুলতা হইলে, ঔষধ আপনই আসিবে। অভাব বোধ না করাই শুষ্কতা ও তাহাই ব্যাকুল না হইবার কারণ। আমার চাইই, এরূপ ব্যাকুলতা থাকিলে কিছুই পুরাতন বোধ হয় না। ক্ষুধা থাকিলে নিত্য যে ভাত খাই তাহাও ভাল লাগে। রোগের প্রথম অবস্থাতেই সতর্ক হওয়া উচিত। উপাসনা ভাল লাগিতেছে না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, ধরিয়া থাকিতে হইবে। গান একবার ভাল না লাগিলে পুনর্ব্বার গাইব, সকল প্রকার ঔষধ অনুসন্ধান করিব, আরও ভাল গান শুনিব, ভাল সহবাসে যাইব; এইরূপে প্রথমে সাবধান হইলে আর ভয় নাই।

ত্রিবিধ প্রার্থনার নিগূঢ় অর্থ। *

শুক্রবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৭৯১ শক; ৯ই জুলাই, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" ইহার অর্থ কি?

উত্তর। এই মহদ্বাক্যত্রয়ে আমাদিগের প্রার্থনার সমুদয় ভাব নিহিত আছে। আমরা যখন যাহা প্রার্থনা করি কিছুই প্রায় এই

* এই দিনের আলোচনা ভুলক্রমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা ২০শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই না হইয়া, ১৯শে আষাঢ়, ২রা জুলাই হইবে।

তিনটী প্রার্থনার বহির্ভূত নহে। নিজ আত্মার সম্বন্ধে যত কিছু প্রার্থনা সমুদয়ই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। হৃদয়ের সহিত এই তিনটী প্রার্থনা করিতে পারিলে জীবন ধর্ম্মভাবে উচ্ছ্বসিত হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই ইহার গূঢ়ার্থ অবগত হওয়া আবশ্যক।

১ম। "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও।" অসত্যের প্রকৃতার্থ ছায়া বা শূন্য। এই জগতের সমুদয় অসার ছায়াবৎ ও শূন্যময়। মনের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহাকে শূন্য বলিয়া বোধ হয়, পার্থিব সুখের দিকে চাহিলে কেবল অসার বলিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর সমুদয় সুখ সম্পদ প্রকৃত অন্তরে দেখিলে অলীক বলিয়া হৃদয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অধিক কি যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় সকলই শূন্যগর্ভ অসার ও অলীক বলিয়া বিশ্বাস হয়। যখন আমরা চতুর্দ্দিকে এইরূপ অসারতা হৃদয়ে অনুভব করি, তখন আমরা স্বভাবতঃই ব্যগ্রতার সহিত অসত্যের পরিবর্ত্তে, অসার ও অবাস্তবের পরিবর্ত্তে এমন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি যাহা সত্য পূর্ণ ও সার। হৃদয় আকাশে শূন্য থাকিলে অস্থির হইয়া অবলম্বন অন্বেষণ করে। এই কালে হৃদয় আর কাহার দিকে ধাবিত হইবে? কেবল সেই একমাত্র পরম সত্য পরমেশ্বরেরই অভিমুখী হয়। তাঁহার অনুসরণ করিয়া হৃদয় পূর্ণাবস্থা ধারণ করে, ও সেই সত্যকে আপনার উপরে আধিপত্য করিতে দেয়। তখন হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই, শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয়। জগতে তাঁহাকে দেখিতে পাই ও জগতের ছায়া অপহৃত হয়। প্রত্যেক স্থলেই কেবল সেই উজ্জ্বল জীবন্ত সত্য নয়ন সম্মুখে প্রকাশিত হয়; এবং তিনি আমার সম্মুখে আছেন ভাবিয়া হৃদয় আশ্রিত বোধে জীবনও উৎসাহে সন্তরণ করিতে থাকে।

অতএব, যখন হৃদয় চতুর্দ্দিকে অসত্য, ছায়া, অসারত্ব অনুভব করিয়া সত্য বাস্তব ও সারের জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই আমরা বলি "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও।"

২য়। "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।"—পূর্ব্ব-প্রার্থনা অপেক্ষা এটী আরও গুরুতর। পাপীর হৃদয় চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার দেখে। গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কোন নির্জ্জন মাঠে একাকী পতিত হইলে যেমন হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে অবিশ্বাস হয় ও প্রকৃত পথ হারা হইয়া অন্য দিকে গমন করি, সেইরূপ হৃদয়ে পাপ অনুভব করিলে আমরা বিভীষিকাক্রান্ত ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া সুপরিচিত পথ হারা হইয়া পড়ি। এই কালে আর আলোক আলোক বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যের প্রখর তেজও অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কারণ সে আলোক আমাদিগের মনের অন্ধকার অণুমাত্র অপনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রলোভন, মোহ, অহঙ্কার, দুর্ব্বলতা, পাপাসক্তি এই সমুদয়েই হৃদয়ের অন্ধকার বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলে। এই কালে আমাদিগের হৃদয় এইরূপ অন্ধকারের অপনয়নার্থে জ্যোতির জন্য ব্যাকুল হয়, অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিলে এই ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বিশ্বাসের পথে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়। হৃদয় এইরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া আর কাহার নিকট গমন করিবে? কেবল জ্যোতির জ্যোতিকেই অবলম্বন করিতে চাহে, এবং কাতর হইয়া বলে, "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" তখন হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিয়া উৎফুল্ল হওয়া যায় ও সমুদয় ভয় অবিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়।

৩য়। "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"—এই প্রার্থনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। হৃদয় শূন্যে ছিল, অসত্যে ছিল, পূর্ণ হইল, সত্যের দিকে আসিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, আলোক পাইলাম, অন্ধকার চলিয়া গেল, কিন্তু এরূপ ভাব ত আমাদিগের সর্ব্বদা থাকে না। একবার সত্য পাইলাম, আলোক পাইলাম, আবার অসত্যে পড়িলাম, অন্ধকারে পতিত হইলাম। বারবার উঠিতে লাগিলাম, আবার পড়িলাম। জীবন পাইলাম, আবার মরিলাম। পাপ আসিয়া আবার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। শূন্যভাব আবার হৃদয়কে অধিকার করিল, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। ধর্ম্মজীবনে একবার কিছু উন্নতি হইয়া আবার অবনতি হইল। এই প্রকার ত অহরহঃ হইতেছে। অতএব যখন একবার কিছু সত্য পাইলাম, আলোক পাইলাম, জীবন পাইলাম, আর যেন সত্য হইতে বিচ্যুত না হই, আলোক হইতে যেন আর বিচ্ছিন্ন না হই। আর যেন পতিত না হই। জীবন যেন আবার না হারাই এজন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া অমৃতের জন্য অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিলে মরিতে হইবে না, ধর্ম্মজীবন হারা হইতে হইবে না, সেই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়। তখন হৃদয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে আরম্ভ করে, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

ভ্রাতৃভাব।

শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৭৯১ শক ; ২৩শে জুলাই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। কিরূপে ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি হয় ?

উত্তর। ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির প্রথম উপায় ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া

স্বীকার করা, কারণ পিতা না থাকিলে ভ্রাতার সম্বন্ধ কোথায়? উপাসনা কালে যেমন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, দয়াময় বলিয়া জানিতে হয়, তেমনই তাঁহার সহিত আমাদের যে মধুর সম্বন্ধ সেইটী স্থির করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে পিতা জানিয়া যত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিব, ভ্রাতাদের প্রতি তত স্নেহ বাড়িবে; এক মধ্য-বিন্দু-স্বরূপ ঈশ্বরে যাহাদিগের টান আছে তাহাদের সকলের সহিত মিলন হইবে।

দ্বিতীয় উপায় রিপুদমন করা। ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, উপেক্ষা এবং নিষ্ঠুরতা এই কয়েকটী ভ্রাতৃভাবের প্রধান শত্রু। ভ্রাতার অল্প মাত্র দোষ দেখিলে ক্রোধ করা উচিত নয়। আমরা প্রার্থনা কালে যে ভ্রাতৃভাব প্রার্থনা করি কার্য্য কালে তাহা দেখাইতে পারি না। ভ্রাতা যদি একটু কটু কথা কন, ক্রোধে উন্মত্ত হই, কত প্রকার তীব্রবাক্য বলি। ভ্রাতা ব্রাহ্ম হইলেও প্রীতির খর্ব্বতা এবং হৃদয়ের অপ্রশস্ততা জন্য ক্রোধ করি। এই ক্রোধকে দমনে রাখিতে হইবে। শুধু ক্রুদ্ধ হইব না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা চাই; ক্রোধ না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে; আমি হীনবল হইতে পারি, অন্য ক্ষতির ভয় করিতে পারি, অথবা ক্রোধ বৃদ্ধি ভয়ে কিছু না বলিতে পারি। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি ক্ষমা চাই, সদ্ভাব চাই। ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা জয় করিতে হইবে। যাহাকে একবার ভাই বলিয়াছি তাহার সহস্র দোষও মার্জ্জনীয়; এবং অবশেষে সে দোষগুলি সংশোধন করিতে হইবে। এইরূপ প্রেমের ভাব না থাকাতে এক সময়ের ভ্রাতা অপর সময়ের শত্রু হন। ক্ষমা গুণটী সর্ব্বদা চাই, এই জন্য আমাদের মধ্যে যিনি নম্র তাঁহার ভ্রাতৃভাব অধিক।

এক দিকে এই, অপর দিকে পরসুখ-কাতর হিংসাকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করিতে হইবে ; আমাকে তিনি যাহা দেন তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া পরসুখে সুখী হইতে হইবে।

ভ্রাতার সার্থসাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। তিনি দুঃখে পড়িয়াছেন, আবার পাপগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা দেখিয়া সদুপদেশ এবং সৎ পুস্তক প্রভৃতি দিয়া তাঁহার উদ্ধার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই।

ভ্রাতার দুঃখে উপেক্ষা করিতে নাই। আপনার স্বার্থের ন্যায় ভ্রাতার স্বার্থ দেখিতে হইবে। যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানে স্নেহ নাই। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে বলে যে অন্যের যাহাই হউক আমার ভাল হইলেই হইল। স্বার্থপর ব্যক্তি পরের ভাল ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই করে না, তবে যে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, সে কেবল আর একটী স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত। যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া, কেবল আপনাতে আসে, ইচ্ছা হয় একা এক ঘরে নির্জ্জনে থাকি।

হিংসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পরের উন্নতিতে কোথায় উৎসাহিত হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইব তাহা না হইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া আমাদের দলে আনিতে চেষ্টা করি। একজন ব্রাহ্মকে অধিক শ্রদ্ধা করিব, তাহার কথা অধিক শুনিব, ইহাতে হিংসা হয় ; ইহা যত পারা যায় দমন করা উচিত। ইহা একটী নিশ্চিত বিষয় যে যখনই ভাল উপাসনা হয় না তখনই ভ্রাতৃভাব দূর হয়, আবার উপাসনা ভাল হইলেই প্রণয়, স্নেহ, আদরের বৃদ্ধি হয় ; যখনই ভক্তি নাই তখনই ভ্রাতৃভাব নাই, কথার মিষ্টতা নাই, আচার ব্যবহারের কোমলতা নাই, তখন ভাই একটু দোষ করিলে জ্বলিয়া উঠি। যখনই

শুষ্কতা তথনই অসদ্ভাব, যথনই রাগ এবং হিংসা বৃদ্ধি তথনই স্নেহ কম। অন্যের বাক্য সহ্য হয়, কিন্তু ভ্রাতার কথা সহ্য হয় না। যেখানে রিপু প্রবল সেইখানে মধুরতা নাই। ভ্রাতার কষ্টে যিনি কষ্টবোধ না করেন তাঁহার ভ্রাতৃভাব কথনই নাই, অথবা তাহা কার্য্য কালে পলায়ন করিয়াছে।

এতএব প্রথম নিয়ম ঈশ্বরে ভক্তি এবং দ্বিতীয় ভ্রাতার দোষে ক্রোধ না করা, সুখে দুঃখী না হওয়া এবং দুঃখে উপেক্ষা না করা।

ঈশ্বরে যত ভক্তি বৃদ্ধি হইবে তত ভক্তিবিনাশক রিপু দূর হইবে। অনেক সময়ে অল্পভক্তি করিয়া নিজ বলে নির্ভর করত আমরা রিপুর হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাই।

বিশ্বাস। *

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় কি?

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বলিলে তাঁহার এক একটী স্বরূপে বিশ্বাস বুঝায়, যথা,—তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণমঙ্গল, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত, পূর্ণ-পবিত্র ইত্যাদি। এক একটী স্বরূপে বিশ্বাস করিবার এক একটী স্বতন্ত্র সাধন। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই মূল বিশ্বাসটী উজ্জ্বল না হইলে আর কোন বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে পারে না। ঈশ্বরের দর্শনই যদি না পাইলাম, তবে তাঁহার গুণ সকল কিরূপে দর্শন করিব? কিন্তু বহির্বিষয়ে আমাদিগের জীবন যেরূপ ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাতে ঈশ্বর-

---

* তারিখ ছিল না।

দর্শন সহজ সাধন নহে। আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া থাকি, সেই ঘোর বিস্মৃতি দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রথম চেষ্টা চাই। প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত, প্রতিদিন ঈশ্বরকে কতবার স্মরণ করিয়া থাকি। কেহ হয় ত একবার, কেহ দুই বার, কেহ চারি বার স্মরণ করেন বলিবেন। কিন্তু সেই স্মরণটী ঠিক বিশ্বাস-পূর্ব্বক কি না? যখন একখানি পুস্তক দেখি তখন তাহার অস্তিত্বে নিঃসংশয় হইয়া আধঘণ্টা কাল তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি কি সেরূপ নিঃসংশয় বিশ্বাস হয়? জড় পদার্থ দর্শনে যেরূপ সাধন, ঈশ্বর-দর্শনেও ঠিক সেইরূপ সাধন চাই। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ নিঃসংশয় চিত্তে তাঁহার প্রতি তাকাইতে হইবে। তিনি আছেন, নিকটে, সম্মুখে—শরীর অপেক্ষাও নিকটে, জীবনের জীবন হইয়া রহিয়াছেন, এ প্রকারে নিঃসংশয়ে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার অভ্যাস হইলে সেই স্মরণ যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ; ক্রমশঃ দুই মিনিট, চার মিনিট, দশ মিনিট, আর কতক্ষণ তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি তাহার অভ্যাস করিতে হয়। কোন কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ করিলাম, পরে সেই কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতক্ষণ তাঁহাকে সম্মুখে রাখিতে পারি দেখিতে হইবে। উপাসনার সময়ে যাহাতে সমস্ত ক্ষণ তাঁহাকে অন্তরে সাক্ষাৎ পাই, এরূপ আগ্রহ চাই। শব্দ দ্বারা উপাসনা ও নিঃশব্দে উপাসনা, প্রকাশ্য ও নির্জ্জন উপাসনার ন্যায় একটী অপরটীর সহকারী। শব্দ দ্বারা উপাসনা বাহিরের কোলাহল থামাইবার জন্য এবং প্রথমে তাহা

আবশ্যক, কিন্তু নিঃশব্দ উপাসনা স্থায়ী ও গভীর আন্তরিক ব্যাপার, এইটী উপাসকদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত। 'তুমি আমার নিকটে আছ'—ইহা যতবার ভাবিতে পারি ভাবিব, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে যত গভীররূপে অনুভব করিতে পারি চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরের উপাসনা সরস। উপাসনা করিয়া মনে শুষ্কতা কষ্ট ও সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রকৃত উপাসনা হয় নাই। সূর্য্যকে দেখিয়া আলোক না দেখিলে সূর্য্যকে দেখা হইল না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাস্তবিক যে সকল গুণ তাহার অনুরূপ ভাবও সাধক হৃদয়ে অবশ্যই সঞ্চারিত হইবে। তাঁহার মহিমা দেখিয়া বিনয়, করুণা দেখিয়া ভক্তি, পবিত্রতা দেখিয়া মুক্তিকামনা এবং আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দভাবে হৃদয় অবশ্যই পূর্ণ হইবে। শুষ্ক পাহাড়ের সাধন করিলে প্রথমে মধ্যে শেষে কথনই তৃপ্তি জন্মে না। কিন্তু গোলাপ পুষ্পের সাধনে তাহার শোভা ও গন্ধে নয়ন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটস্থ হইতে চাহিবে। ঈশ্বরের সাধনেও তাঁহার করুণা পবিত্রতা প্রভৃতি গুণে আত্মা অবশ্যই মুগ্ধ হইবে এবং ক্রমশঃ তাঁহার অধিকতর নিকটস্থ হইয়া উজ্জ্বলরূপে অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকিবে। অতএব ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বদাই তৃপ্তিকর সাধন।

যে ব্যক্তি এক কালে ঈশ্বরবিস্মৃত এবং বিষয় মোহে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, ঘড়ীর কাঁটা যেমন একটা দুইটা করিয়া নিয়মিত বাজে, তাহাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য সেইরূপ নিয়মিত ঈশ্বর স্মরণ আবশ্যক। ইহা তাহার পক্ষে প্রথমে রোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় নীরস ও তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু বিষয় বিকার দূর হইয়া আত্মা সুস্থতা লাভ করিলে ঈশ্বর-স্মরণ সহজ ও আনন্দকর হয়। বিশ্বাসী সাধক ঈশ্বরকে সেইরূপ স্পষ্ট,

উজ্জ্বল ও দৃঢ়রূপে দর্শন করেন, যেমন আমরা পরস্পরকে দর্শন করি। তিনি ঈশ্বরের সহিত কথা বার্ত্তা কহেন এবং স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে পান। পৈতা ফেলা কি অমুক কার্য্য ঈশ্বরাদেশ কি না, এরূপ সংশয় হইলে ঈশ্বরাদেশ শোনা হয় নাই। তাঁহার আদেশ পাইলে তাহাতে তর্ক, যুক্তি, সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না। তাঁহার আদেশ বাক্যদ্বারা ব্যক্ত না হইলেও তাহা সহস্র স্বর অপেক্ষা উচ্চ ও দৃঢ়। তাঁহার আদেশে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ত বলও আইসে। সৈনিক পুরুষ সেনাপতির আদেশ যখনই শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া তাহা পালন করে; "যাও" এই একটী বাক্য যেমন তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, অমনই তাহাকে বলপূর্ব্বক চালাইয়া দেয়,—যাইব কি না যাইব, সে এরূপ ভাবিতে পারে না। ভক্তসাধক ঈশ্বরের আদেশ নিয়তই শ্রবণ করেন ও নিয়তই পালন করেন। নিম্নশ্রেণীস্থ সাধকদিগের জ্ঞানে বল নাই, তাঁহাদিগকে অনেকগুলি কর্ত্তব্যের তালিকা করিয়া দুর্ব্বলরূপে তৎসাধনের চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু উন্নত গণিতবিদেরা যেমন অঙ্ক কসিবার দশটা সোপান ছাড়িয়া সহজে একটা উচ্চ সোপান ধরেন, উন্নত ধর্ম্মপরায়ণেরা সেইরূপ দশটা কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে একটী উচ্চ কর্ত্তব্য ধরিয়া সহজে কার্য্য করেন। ইহাঁদিগকে দাসবৎ কেবল শাস্ত্রনিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না, কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ম ব্যবস্থাপনেরও ক্ষমতা আছে। ইহাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করেন এবং ঈশ্বরের সহবাসে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে সম্মিলিত করিয়া বিশ্বাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে থাকেন।

অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। *

প্রায়শ্চিত্তের অর্থ চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত পুনর্মিলন। যে অনুতাপ দ্বারা এইরূপ ফল লাভ হয়, তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপ দুই প্রকার। এক প্রকৃত অনুতাপ, তাহাই স্বাভাবিক, অন্তরের গভীর স্থান হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, এবং চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য প্রকার অনুতাপ বিকৃত, ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎপন্ন করিতে হয়, বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ পায় এবং তাহাতে ক্ষণিক গ্লানি ভিন্ন চিরস্থায়ী ফল দেখা যায় না। হৃদয়ের পাপ থাকিতে অনুতাপ না আসিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা আনিবার চেষ্টা করিতে হয় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা অন্ধকারময় গৃহমধ্যে আলোক আনিবার জন্য দ্বার জানালা খুলিয়া দেওয়ার ন্যায়। আমরা সচরাচর বিকৃত অনুতাপের ভাব গ্রহণ করি। পাপের জন্য কাঁদিতে হয়, একটু কাঁদিলাম। পাপ যায় নাই, তথাপি তাহা গিয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলাম। পূর্ব্বপাপ স্মরণে আমাদিগের যে কষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে পাপের জড় এখনও মরে নাই, এখনও আমরা পাপে পড়িয়া আছি। সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইলে সে পাপের চিন্তা আর মনে আসিতে পারে না। পাপ বাহিরে নয়, মনে। হয় ত পাপ করিতেছি না, কিন্তু পাপের ইচ্ছা মনে জাগিতেছে। একজন চোর কিছুদিন চুরি করিবার সুবিধা না পাইয়া জগতের নিকট অচোর হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট চোর। সুবিধা না পাইলে পাপ অনুষ্ঠিত না হওয়া—পাপ যাওয়া নয়, কিন্তু পাপের কিছুকালের জন্য ছুটী

* তারিখ ছিল না।

লওয়া মাত্র। যথার্থ অনুতাপ হইলে পাপ এক কালে যাইবে। কাহার যথার্থ অনুতাপ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে তাহার নিকট দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে বা অন্য বাহ্য লক্ষণ দেখিতে হয় না। তাহার নিকট এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিলে হয় "তুমি কি বিগত পাপের জন্য এত দুঃখিত যে, সে পাপ আর করিবে না ?" যে ব্যক্তি আগুনে পুড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি সে আগুন আর শরীরের উপর ধরিয়া রাখিতে পারে, না তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া ফেলিয়া দেয় ? যে পাপে মন পুড়িতেছে, আর কি তাহার আলিঙ্গন সহ্য হয় ? পাপে আর সুখানুভব হয় কি না, এইটী পাপ থাকা না থাকার পরীক্ষা। সেক্সপিয়ারের, "হাম্‌লেটে" ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। হাম্‌লেটের খুড়া তাঁহার সহোদরকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও মহিষীকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার মনে বিবেকের উদয় হওয়াতে ভাবিলেন যে, আমার পাপ যতই হউক না কেন, ঈশ্বরের করুণা তদপেক্ষা অধিক, অতএব কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অবশ্যই সে পাপের ক্ষমা হয়। কিন্তু আমি কি ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি ? কখনই না, কেন না অপ-রাধের ফল যে রাজমুকুট—রাজ্যলোভ—রাজমহিষী—তাহা এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছি। দোষের ক্ষমা হইবে অথচ দূষিত সুখ সকল হস্তগত করিয়া রাখিব এমন কি হইতে পারে ? তবে কি উপায় অবশিষ্ট আছে ? দেখা যাউক অনুতাপের সাধ্য কি—অসাধ্যই বা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতাপ করিতে পারে না তাহার পক্ষে অনুতাপ কি করিতে পারে ? হা দুর্ভাগ্য অবস্থা ! হা কঠোর পাষাণ হৃদয় !

তৎপরে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া বলিলেন :—

"আমার বাক্য সকল উর্দ্ধগামী হইতেছে, কিন্তু মনের ভাব নিম্নে রহিতেছে ; ভাববিহীন বাক্য কখনও ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারে না।"

আমরা মোটামুটী পাপ ধরিয়া অনুতাপ করি, তাই পাপের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিতে পারি না। যাহার জীবনে যে পাপ যে বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজত্ব করে, তাহার সেই ভাবে তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া অনুতাপ করিতে হইবে। লোকের ধন সম্পত্তি কি গাড়ী ঘোড়া দেখিয়া আমার হিংসা হয় না বলিয়া, আমি যে সে সকল হইতে মুক্ত আছি বলিতে পারি না। হয় ত, একজন বক্তা, বিদ্বান্ কি ধার্ম্মিক লোকের গুণ দেখিয়া আমার এত হিংসানল প্রজ্বলিত হয় যে, আমি সেই ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করি। হয় ত অন্যের অপেক্ষা আমার রত্নালঙ্কার অধিক আছে বলিয়া অহঙ্কার করি না, কিন্তু আমি ভস্ম ভাল করিয়া মাখিতে পারি, সকলের অপেক্ষা অধিক বিনয়ী এ বলিয়াও অহঙ্কার হয়। এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি মলিন ইচ্ছা মনে স্থান দিতে যতক্ষণ ভালবাসি ও আমোদ পাই ততক্ষণ নিশ্চয়ই অনুতাপও হয় নাই, পাপও যায় নাই।

পাপ গিয়াছে কি না, সন্দেহ হইলে পাপে ফেলিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে হয় না। পাপের সহিত খেলা, আর সাপের সহিত খেলা অতি ভয়ঙ্কর। এরূপ স্থলে পাপ আছে বলিয়া মানিয়া সতর্ক থাকা নিরাপদ। সহস্র পাপ করিলে প্রত্যেকটী স্মরণ করিয়া যে অনুতাপ করিতে হইবে এরূপ নহে। মিথ্যা কথা পাপের প্রবলতা যদি অধিক হয়, তাহারই প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। একটী পাপে ঘা পড়িলে

সকলটীতে ঘা পড়িবে। পাপের শত শত শাখা আছে, একটী ধরিয়া গেলেই মূলে যাওয়া যায় এবং পাপস্রোতের মূল রুদ্ধ করিতে পারিলেই শাখা সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে। একজন মিথ্যা কথা ধরিয়া পাপের জন্য অনুতাপ করিলে হয় ত তাহার অন্যান্য সকল পাপ আগে যায়, মিথ্যা কথা শেষে যায়।

অনুতাপ যথার্থ হইলে প্রতিজ্ঞা আইসে। পাপ যাওয়া যেমন অনুতাপের পরীক্ষা, নূতন বল পাওয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা। অনুতাপ ভূতকালের জন্য, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের জন্য। এই দুই একত্র চাই। পাপ পরিত্যাগ করিতে হইলে প্রলোভন হইতে দূরে থাকাকে প্রথম উপায়স্বরূপ করা ভাল, সেটী কিন্তু লক্ষ্য করা ভাল নয়। ঈশ্বর এরূপ স্থানে আমাদিগকে রাখিয়াছেন যে প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাপ জয় করিতেই হইবে। বহুদিন প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই যদি পূর্ব্ববৎ পাপের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবল আর কি সঞ্চিত হইল?

পাপের সম্বন্ধ সকল—ধর্ম্মের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত করা—পাপ ত্যাগের একটী স্থায়ী ও প্রকৃষ্ট উপায়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় কাশীপুরে গিয়া মদ্যপান করা যাহার অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে, সেই সময়ে তাহাকে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন স্থলে লইয়া মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপ ভুলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটী ধর্ম্মের বিষয় পাইবে। পরে ক্রমাগত চিন্তা করিয়া তাহাকে পাপের বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তাহা হইতে যতদূর ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হয়, তাহা মনে জাগ্রৎ করিয়া রাখিতে হইবে। পাপের চিকিৎসা জ্বর রোগের

চিকিৎসার ন্যায়। যখন জ্বরের বেগ প্রবল থাকে, তখন মিক্‌স্‌চর দিয়া কমাইয়া আনিতে হয়, এবং একটু তাহার বিরাম দেখিলেই কুইনাইন প্রয়োগ করিতে হয়। যখন পাপ প্রবল থাকিবে, তখন তাহা কমাইবার চেষ্টা এবং সে পাপ একটু অবসর লইলেই সতর্ক হইয়া উপায় অবলম্বন করা। পাপের উন্মত্তাবস্থায় ধর্ম্মোপদেশ বৃথা, তখন কেবল কোন মতে থামাইবার চেষ্টা, থামিলে সাধুসঙ্গ, উপাসনা ও প্রার্থনায় মনকে দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে তাহার নিবারণের উপায় করাই শ্রেয়স্কর।

প্রতিদিন আত্মচিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিনের পাপ জানাও পরিত্রাণের উপায়। চোর ধৃত করিয়া রাখিতে পারিলেও নিস্তারের অনেক উপায় হয়। প্রতিদিনের পাপগুলি পাঠের ন্যায় মুখস্থ বলিতে পারা যায় এমন করিয়া জানা উচিত। আমরা এত পাপে পাপী হইয়া পড়ি যে, গণনা স্থলে আপনাদিগের কোন পাপেরই নামোল্লেখ করিতে পারি না। সুস্থ শরীর ব্যক্তির একটু মাথা টন্‌টন্‌ করিলে সে তাহা বলিতে পারে, কিন্তু যাহার সর্ব্বাঙ্গে রোগ, তাহার সুস্থতা অসুস্থতা তুল্যানুতুল্য।

নির্জন বাস এবং কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রম ধর্ম্মোন্নতি পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। নির্জন বাস সংসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্ত এবং সংসারে কার্য্যানুষ্ঠান নির্জন বাসে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত। উভয়কে পরস্পরের সহকারী করা আবশ্যক। বহুদিন নগরে থাকিয়া শরীর অসুস্থ হইলে যেমন বহুদিন পল্লীগ্রামের বায়ু সেবন প্রয়োজন, সংসারের পাপে অধিক জর্জ্জরিত হইলে নির্জন বাস অধিক আবশ্যক। যথার্থ সাধকদিগের পক্ষে সকল স্থান সকল অবস্থাই ধর্ম্মোন্নতির

অনুকূল। তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বদাই থাকেন, কেন না তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। *

বিশেষ মনুষ্যের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য কি? অথবা কে কোন্ কার্য্যের জন্য প্রেরিত?

এ বিষয়টী সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করিলে বুঝা যায় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবার ভার বুদ্ধির হস্তে দিলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু স্থির চিত্তে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। সকল পদার্থের এক একটী স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, আগুন দাহনের জন্য, জল স্নিগ্ধ করিবার জন্য ইত্যাদি। আমি মনুষ্য, আমার কি উপযোগিতা নাই? সকল মনুষ্যই ঈশ্বর প্রেরিত। ধর্ম্মের পথে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলেরই সাধারণ উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার পক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্য কি? ইহা জানিতে হইলে মনকে সেইরূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। জড়ের মত চুপ করিয়া থাকিলে হয় না। এক দিকে যেমন নিজের বুদ্ধি দ্বারা কিছু স্থির না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব, অন্য দিকে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিব। সাধারণ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিশেষ কর্ত্তব্যের পথ প্রকাশিত হয়। একটু মনের সরলতা থাকিলে বুঝা যায়। যেমন স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে তাহার বেগ কোন্ দিকে তাহা

* তারিখ ছিল না।

বুঝা যায় এবং তাহার পর হাল দাঁড় বাহিয়া তাহার গতির সাহায্য করা যায়, সেইরূপ কার্য্যস্রোতে জীবনকে ভাসাইলে কোন্ দিকে ইহার গতি তাহা অনায়াসে নিরূপণ হয়, এবং পরে সেই দিকে যত্ন পরিশ্রম বুদ্ধি কৌশল চালনা করিতে হয়। নানা কার্য্যের মধ্যে হয় ত কোন কার্য্যে শান্তি সুখ পাইতেছি না, আবার একটী কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা আপনার কার্য্য বলিয়া মন স্বভাবতঃ অবলম্বন করিতে যায়; তাহাতে শান্তি ও সফলতা লাভ হয়। জীবনের ঠিক বিশেষ পথ ধরিতে না পারিয়া কত লোক অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, যে পরিশ্রম যত্ন করিতেছে তাহা বিফল হইতেছে। মৎস্য যেমন স্থলে গিয়া বিপাকে পড়ে এবং জল পাইলে সুস্থির হইয়া জীবনধারণ করে, মনুষ্য সেইরূপ আপনার বিশেষ কার্য্য না পাইলে সুস্থির হইতে পারে না, কিন্তু তাহা পাইলে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত কার্য্য করিতে থাকে।

স্থির চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিয়া জীবনের স্রোত যখন বুঝিতে পারি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহাতে বাধা না দি। অনেক সময় আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা কি বুঝিতে গিয়া সাংসারিক ভাবের অধীন হইয়া তাহা লঙ্ঘন করি। যে কার্য্য করিতে যাইতেছি, ইহাতে সাংসারিক সুবিধা ও সুখ আছে কি না, ইহাতে ত আপনার স্বার্থের উপর কোন আঘাত পড়ে না, এই সকল ভাবিতে গিয়া উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হই। আধ্যাত্মিক ভাব ইহার বিপরীত। ইহাতে যে কার্য্যটী একবার আপনার বলিয়া স্থির হইল তাহা চিরজীবনের নিমিত্ত। ঈশ্বরকে যেরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না, সে কার্য্যটীকেও ঠিক সেইরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন প্রায় কঠিন হইয়া থাকে, এমন কি তাহার জন্য প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু

ঈশ্বর তৎসাধনের বলও আমাদিগকে প্রেরণ করেন। আমরা উদ্দেশ্য কার্য্যে আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও স্বার্থ সাধন দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করি এবং নানা কার্য্যে জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া কোথাও শান্তি পাই না। আমরা যাহা পাই তাহাও অবাধ্যতার দোষে হারাইয়া ফেলি।

মনুষ্যদিগের কার্য্য ভাব ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও তাঁহারা এক শ্রেণীস্থ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সমান হইতে পারে। বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর দশ জন ছাত্রের কাহার অঙ্কে, কাহার সাহিত্যে, কাহার বিজ্ঞানে অধিক অনুরাগ ও পারদর্শিতা থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সকলেই এক শ্রেণীস্থ। সকলেই এক সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া থাকে। ঈশ্বর যে মনুষ্যকে যে কার্য্যের জন্য প্রেরণ করেন, তিনি সেই কার্য্য করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন। বড় লোকের বড় কার্য্য ইতিহাস ও জীবন চরিতে উঠে, কিন্তু সামান্য লোকের কার্য্যও মূল্যহীন নয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সেনাপতির নাম হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সেনাও তাহার কার্য্য করিয়াছে। বড় লোকের বিপদও বড়। ভেক কর্দ্দমে পড়িলে সত্বর উঠিতে পারে, কিন্তু হাতীর পতন ভয়ানক। বড় লোকের কাজের বাহিরের ফল দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি, কিন্তু তাহাদের ভিতরের কার্য্য প্রণালী দেখিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হয়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহৎ ক্ষুদ্র সকলেই সমান, যিনি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন তিনিই পুরস্কার পান। ঈশ্বর জড় জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

যাঁহারা জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য পালন করেন, সাধারণ কর্ত্তব্য যে তাঁহাদিগকে সাধন করিতে হয় না এমত নহে। সৌরজগতের প্রত্যেক গ্রহ আপনা আপনি আবর্ত্তন করিতেছে, আবার সাধারণ কেন্দ্র সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গোলাপের বর্ণ ও গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের সাধারণ গঠন প্রণালী একরূপ। ছাত্রেরা এম, এ, পরীক্ষায় যে যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে চায়, ইচ্ছানুরূপ করিতে পারে ; কিন্তু বি, এ, পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা চাই। ঐক্য ও বৈলক্ষণ্য সৃষ্টির নিয়ম দেখিলেই প্রতীত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যই রক্ষা চাই। যাহা মনুষ্যের স্বাভাবিক, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য ; যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অকর্ত্তব্য। সূর্য্যের বিশেষ উদ্দেশ্য আলোক দান, তাহা লোপ করিলে তাহার সূর্য্যত্ব যায় ; যে মনুষ্যের যে বিশেষ কার্য্য তাহা লোপ করিলেও তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে না। এইরূপে প্রত্যেক মনুষ্য আপনার সাধারণ প্রকৃতি রক্ষা করিয়া বিশেষ কার্য্য সাধন করিলে, যে জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারেন।

বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন। *

বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন, ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি ? ধারণ এই তিনটী আধ্যাত্মিক সাধনের সাধারণ ভূমি। ইহারা মূলে এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যে

* তারিখ ছিল না।

কোন সত্য হউক, জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রত্যক্ষ করার নাম বিশ্বাস। অধিক কাল একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সহবাস অনুভবের নাম ধ্যান, ইহা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। ঈশ্বরকে উজ্জ্বল ও অব্যবহিতরূপে প্রত্যক্ষ করার নাম দর্শন। দর্শন ধ্যানের সাময়িক ভাব। ধ্যান অর্থ—হৃদয়ে ঈশ্বরকে ক্রমাগত ধারণ করা, অবিশ্রান্ত চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখা। ধ্যানের যেরূপ নিকৃষ্ট ও উচ্চ অবস্থা আছে, দর্শন ও বিশ্বাসেরও সেইরূপ। যখন স্থিরচিত্ত হইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, সেই উচ্চ ধ্যান; নিকৃষ্ট ধ্যান কেবল ধারণের চেষ্টা। কেবল বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা বহু কষ্টে ধ্যান—বিকৃত ধ্যান; প্রকৃত ধ্যান স্বাভাবিক উজ্জ্বল দর্শন। ঈশ্বর ধ্যানে তদ্গত ও নিমগ্ন হওয়া চাই। ভক্তি-যোগে ধ্যান উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-যোগে, নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও ভক্তি স্বাভাবিক অবস্থাতে এক। পিতা মাতাকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রবাহিত হয়। বিশ্বাস, ধ্যান ও দর্শন পরস্পর গাঢ়যোগে সম্বদ্ধ। যেখানে বিশ্বাস ও দর্শন শুষ্ক, সেখানে ধ্যানও শুষ্ক। যেখানে বিশ্বাস ও দর্শন সরস, সেখানে ধ্যানও শান্তিপ্রদ।

"এক্ষণে আমরা যেন দর্পণের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেছেন, পরে আমরা সেইরূপ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিব।" আমরা যেন এই আশাটী অবলম্বন করি। "তাঁহাতে আমরা বাস করি, সঞ্চরণ করি এবং জীবন ধারণ করি" এই ভাবটী যেন আমরা আপনাপন জীবনে সাবধানে সাধন করি। অসাবধানে যেন উচ্চ কথা সকলের অগৌরব না করি। বার ঘণ্টা ঈশ্বরকে ভুলিয়া জীবন কাটাইয়া পাঁচ মিনিটের নিমিত্ত

তাঁহাকে উপাসনা ও ধ্যান করিতে বসিলে কি হইবে? জীবনকে ভাল করা চাই এবং ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা আপনার স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই উপাসনা সার্থক হয়, এবং বিশ্বাস ধ্যান দর্শন, চিন্তা বা কল্পনার বিষয় না হইয়া, দিন দিন জীবনের অন্ন পান হয়।

ধর্ম্মপথে নিরাশা।

রবিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯১ শক; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম পথে নিরাশা কেন উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায় কি?

উত্তর। আত্মার পক্ষে নিরাশা একটী ভয়ানক রোগ। অন্যান্য রোগ এক একটী স্বতন্ত্র রোগ, তাহার প্রতীকারের উপায় আছে। দয়া নাই, বিনয় নাই কি পবিত্রতা নাই, এরূপ স্থলে এ সকল লাভের উপায় অবলম্বন করা যায়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু নিরাশা নিজে দুইটী রোগ; এক ত নিরাশার অবস্থা যন্ত্রণার অবস্থা, আবার তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনাতেও নিরাশা। ইহা অপেক্ষা কঠিন রোগ আর আত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে না। পাপ যত কেন গুরুতর হউক না, হৃদয়ে যদি আশা ও বিশ্বাস থাকে তাহা অচিরে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার পক্ষে তদ্বিষয়ে নিরাশা নাই। যত বিশ্বাসের বল দৃঢ়, ততই নিরাশার বল ক্ষীণ। কিন্তু যে হৃদয়ে বিশ্বাস ভূমিতে অল্পও ছিদ্র থাকে, তাহা ধরিয়া কেবল দুই একটী পাপ আইসে এরূপ নয়, প্রত্যুত নিরাশা আসিয়া মূল বিশ্বাসে আঘাত

করে। অন্যান্য শত্রু বাহিরের সৌন্দর্য্য ও শাখা পল্লব বিনাশ করে, কিন্তু নিরাশা মূল পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া দেয়। একে ত পাপ আসিয়া রিপুর জ্বালায় মনুষ্যকে অস্থির করে, সে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াও পারে না। যেমন যাহার ক্রোধ রিপু প্রবল, সে দশ পাঁচবার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে নিরাশ হয়। কিন্তু মনুষ্যের নিরাশা এখানেই থামে না, ক্রমে আত্মার সকল বিশ্বাসের মূলে গিয়া তাহা ধ্বংস করে। চরিত্রদোষ হইতে নিরাশা অনেকের হয়; তাহারা অবিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ফল প্রাপ্ত হয় না। অনেক দিনের পর প্রার্থনার উত্তর এরূপে প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে সন্দেহ আইসে, তাহা শূন্য ও কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। অবশেষে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না, তাহারা এই সিদ্ধান্ত করে। তখন তাহাদের হৃদয়ে নিরাশার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব হয়। এক দিকে পাপ, অপর দিকে প্রার্থনাজনিত নিরাশা, ইহা অপেক্ষা আত্মার দুরবস্থা আর কি আছে?

এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? এক শত ব্রাহ্মের মধ্যে দশটীর পতন অন্য কারণে হয়, কিন্তু অবশিষ্টের কারণ কেবল নিরাশা। কেবল পাপের পথে মনুষ্য থাকিলে সে ত সহজ, কিন্তু নিরাশার পথ বড় কঠিন। যদি প্রার্থনার ফলে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি যত সঙ্কট রোগ হউক, উপযুক্ত ঔষধ পাইলে এক দিনে আরোগ্য হইবে। কিন্তু অবিশ্বাস ও নিরাশায় পড়িয়া অনেকে এককালে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে ব্রাহ্মের বিশ্বাস শিথিল হয়, ব্রাহ্ম প্রথমে অসাবধান হন। তিনি প্রার্থনাকালে মনে করেন, যদি ঈশ্বর শুনেন ত শুনিলেন, যদি ফল দেন হয় ত দিবেন। এইরূপ পাঁচটী 'যদি' এবং 'হয় ত' একত্র হইয়া

তাঁহার সর্ব্বনাশ করে। অবিশ্বাস মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া ক্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করে। এইটী নিরাশার পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। সতর্কতার অবস্থায় নিরাশা আসিতে পারে না। যখন সকল প্রহরী নিদ্রিত হয়, তখন ইহা চোরের ন্যায় আস্তে আস্তে আসিয়া হৃদয়রাজ্য অধিকার করে। ব্রাহ্মগণ! সাবধান, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে অবিশ্বাস না হয়। প্রথম হইতে আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। যখনই একটু সংশয়ের ভাব আসিবে, সর্ব্বাগ্রে যত্ন ও চেষ্টাপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিবে। ঈশ্বরের দয়ার বিরুদ্ধে যখন কোন কথা বাহির হইতে যাইবে, মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবে। যিনি বলেন, আমার কি ভ্রাতার কিছু হইবে না, তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ বিস্মৃত হন, তিনি নিরাশায় ডুবিবার পথ করেন। কথার মূল্য আমরা বুঝি না। ঈশ্বরের দয়া যে মহাপাপীকেও পরিত্রাণ করিতে পারে, তাহাতে যেন সন্দেহ না হয়; আমাদিগের বিশ্বাস যেন দুর্ব্বল না হয়।

দ্বিতীয়তঃ—কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা উপস্থিত হয়। ইহার জন্য অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত বিপদ। মনে যদি একটু সংশয় কি নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার সময় তাহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া অবিশ্বাসীহৃদয়কে বলে দেয় "তোর আর আশা নাই, তুই আর জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস্ না, ধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সকলই মিথ্যা।" ধর্ম্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করেন, অধর্ম্ম তেমনই অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মরিবে প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে "এ অবস্থা নিরুপায়, অসহায় অবস্থা। যিনি বলিয়াছিলেন আমি পরম পিতা,

তিনিও পরিত্যাগ করেন। বুঝিয়াছি বিপদকালে তিনিও শুনেন না, বিষয়ী বন্ধুর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি যদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তবে তিনি দয়াময় নন। তাঁহারও মনুষ্যের ন্যায় স্নেহ, দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দুই বৎসর নয়, পাঁচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্তু চিরকাল কি করিতে পারেন?" কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না। তিনি কখন চরণের আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কখন তিক্ত বস্তু দেন; কখন সূর্য্য, কখন অন্ধকার দেখান; কখন বিপদ, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন ঈশ্বর মারিতেছেন মারুন, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না আমি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার যে চরণ এক সময় আশ্রয় দিয়াছে, সেই চরণই আঘাত করিতেছে। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ আনিবেন, কেন না উভয়ই তাঁহার প্রেরিত। তিনি যদি আমাকে মৃত্যুর গ্রাসে ফেলেন তাহাও আমার মঙ্গলের নিমিত্ত। ফলতঃ জীবনের সকল অবস্থায় যদি এইরূপ আমরা লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে পারি, তাহা হইলে আর অবিশ্বাসী হইয়া আপনাকে কি অন্যকে বিপদের কারণ বলি না, কিন্তু ঘোর দুর্দ্দিনেও ঈশ্বরের মঙ্গলচরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।

অতএব যাঁহারা নিরাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চান, তাঁহাদিগের নিমিত্ত সংক্ষেপে এই দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করা যায়।

১ম। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে অটল বিশ্বাস স্থাপন।

২য়। পরীক্ষাকালে ঈশ্বরের চরণ কোন মতে না ছাড়া। যতবার নিরাশা আসে, বলিব আরও আমার চৈতন্যের প্রয়োজন। আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিব। যিনি নিরাশা আনিয়াছেন, তিনিই তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন।

কতদূর গুরু স্বীকার করা যায় ? *

শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯১ শক; ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। গুরু স্বীকার করা কতদূর কর্ত্তব্য ?

উত্তর। গুরু স্বীকার দুই প্রকার:—প্রথম মৃত মহাত্মাদিগকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা; দ্বিতীয় জীবিত উপদেষ্টা প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া সেবা করা। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার সেবা করা সকল ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য। যদি কোন মনুষ্যকে গুরু বলা যায়, তাহা সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর। ব্যক্তি বিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে

---

* ইহাতে তারিখ ছিল না। উপাধ্যায় মহাশয়ের "আচার্য্য কেশবচন্দ্রে"ও তারিখ পাইলাম না। ১৭৯১ শকের ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে (যে সংখ্যা হইতে ইহা গৃহীত হইল) "সঙ্গত সভার" আলোচনায় ফুটনোটে লিখিত আছে যে, "আমাদিগের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব সঙ্গতে এই উপদেশগুলি প্রদান করেন।" তিনি মঙ্গলবার ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯১ শক—১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ—ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্ব সঙ্গতের তারিখ শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯১ শক—১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। গ:—

পরিমাণে ধর্ম্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে গুরু বলা যায়। একটী পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলি, তাহার অর্থ হয় না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুকু মাত্র শাস্ত্র বলিতে পারি। সেইরূপ ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ হইতে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার পান, তিনি তাঁহাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়, জীবিত গুরু। এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আসিয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে যাঁহারা অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন ; অন্যান্য প্রচারকের নিকট হইতে যাঁহারা সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেও শ্রদ্ধা করিবেন। আমাদিগের মধ্যে গুরু শব্দ আচার্য্য, উপদেষ্টা, প্রচারক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিম্বা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না—এটী আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে একবারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আমার সম্বন্ধে অন্যে যে সে বিশ্বাস করিবে ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র গুরু। গুরু শব্দ হইতে কেবল জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের

নিজেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমার দুই পাঁচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়, কেন না আমার সম্পূর্ণ জীবন ত সেরূপ নয়।

গুরু ধর্ম্মপথের সহায় হইলে গুরু, নতুবা বিত্তাপহারক। তিনি ঈশ্বরের প্রাপ্য অনুরাগ নিজে হরণ করিয়া লন। কেহ যদি ঈশ্বর অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন তাঁহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার মতেরই দোষ। কল্পিত গুরুকরণে ঈশ্বরের ষোল আনা প্রাপ্য হইতে হয় ত ঈশ্বর পাঁচ আনা পান, গুরু এগার আনা লন। সহায় জীবিত হউন বা মৃতই হউন, কখন চিরসহায় হইতে পারেন না। যাহা তাঁহাদিগকে দেওয়া যায়, হয় ত অসময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করেন, চিত্তাপহারক হন না। পিতা মাতার প্রাপ্য ষোল আনা হইতে কিছু অংশ লইয়া ভ্রাতা ভগিনীকে দিতে হইবে না, পিতা মাতাকে ষোল আনা ভালবাসিয়া ভ্রাতা ভগিনীকেও ষোল আনা প্রীতি করা যায়। ঈশ্বরকে কোন অংশ বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

(Great man) মহৎ লোক মহৎ কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এক জনকে সম্পূর্ণ না বুঝিয়া তাঁহাকে মহৎ মনুষ্য বলিলে কবিত্ব বা কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু সত্য হইতে পারে না। যিনি ক্রাইষ্ট নন, তাঁহাকে ক্রাইষ্ট বলিয়া ভাবিলে কি হইবে? খড়ের কুটা ধরিয়া পরিত্রাণ পাইব বলিলেই তাহা ধরিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জগতের পক্ষে ক্রাইষ্ট উপকার করিয়াছেন এই বলিয়া তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে আমার উপায় বলা কল্পনা মাত্র। যে পরিমাণে এক আত্মা অন্যের

উপকারী হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা সত্য এবং জীবনের উপায়। কিন্তু একটু ছবি পাইয়া রং মাখাইয়া কল্পনা চরিতার্থ করিলে আপাততঃ সুখকর হইতে পারে, কিন্তু কোন কার্য্যকর হইতে পারে না। আত্মাতে আত্মাতে যতটুকু মিল, ততটুকু উপকার। ক্রাইষ্ট মতের কথা নয়, ভাবের। ক্রাইষ্টের জীবন জীবনে পরিণত হইলে গুরু বিষয়ে আর দ্বিমত হয় না। বিকৃত গুরু-মত, ভাঙ্গা কাচে দেখার ন্যায়। তদ্দ্বারা ঈশ্বরে এবং গুরুতে ভক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও নির্ম্মল কাচ যেমন দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না, সদ্গুরু সেইরূপ ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক হন না।

পরিষ্কৃত কাচ যেমন চক্ষুর বাধক হয় না, কিন্তু চক্ষুর সহিত এক হইয়া চক্ষুর দর্শনের সাহায্য করিয়া থাকে; সেইরূপ প্রকৃত গুরু ঈশ্বর দর্শনের বাধক হন না, কিন্তু তাঁহার ভাব (Spirit) সাধকের ভাবের সহিত এক হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাতে দ্বিত্ব থাকে না। মৃত হউন বা জীবিত হউন, গুরু জীবনে যতটুকু পরিণত হন ততটুকু বন্ধু, নতুবা শত্রু। ঈশ্বরের সহবাস করিতে গিয়া যদি ক্রাইষ্ট, কি পিতা মাতা, কি অন্য বন্ধুকে দেখিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত অখণ্ড সহবাসের আনন্দ কিরূপে লাভ হইবে? ঈশ্বর প্রেরিত ক্রাইষ্ট গুপ্তভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেন। যিনি বিপথগামী সন্তানকে পরম পিতার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন তিনিই যথার্থ ক্রাইষ্ট। লক্ষ্য দেখিলে পরে উপায়কে বিস্মৃত হওয়া যায় না, বরং বড় বলিয়া সহজে মানিতে ইচ্ছা হয়। যে গুরু নিজের জন্য কিছু চান তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না, যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে উপকার করেন তাঁহার প্রতিই

প্রগাঢ় ভক্তি হয়। আদর্শ ক্রাইষ্ট যে নামে বলা যাউক এবং যে দেশের লোক তাহা যে ভাবে দর্শন করুন, তাহা পবিত্র ধর্ম্ম জীবনের নাম মাত্র। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে ক্রাইষ্টে এবং ক্রাইষ্ট যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বরও সেই সেই পরিমাণে আমাতে—সার কথা এই। গুরুর প্রতি ভক্তি স্বভাবতঃ যায় এবং যাহা স্বভাবতঃ যায় তাহাই ঠিক। একজন লোকের নিকট পাঁচ টাকা পাইয়া যদি জেল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, যদিও সে লোক ঈশ্বরের উপায় মাত্র, তথাপি স্বভাবতঃ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। গুরু ঈশ্বরের উপায় হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি না হওয়া অস্বাভাবিক। যিনি বলেন আমি মাতাকে স্নেহ না করিয়া ভ্রাতাকে করিব অথবা ভ্রাতাকে না করিয়া মাতাকে করিব, তিনি কেবল ফাঁকি দিবার পন্থা করেন। ঈশ্বরের প্রাপ্য ষোল আনা কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরকে এবং গুরুর প্রাপ্য ষোল আনা গুরুকে দিতে হইবে।

আমি কাহাকেও ধর্ম্মের একটী কথা শিখাই এরূপ মনে করি না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই যে আমি ভ্রাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দিব, ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা দিবেন। যিনি—"দয়াময় নাম কি ভক্তির ব্যাপার!"—আমার কাছে শিখিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুখের কথা শিখিয়াছেন। কিন্তু যিনি বলেন আমার সাহায্যে ঈশ্বরের নিকট হইতে শিখিয়াছেন তাঁহার শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে। আমি যেন কাহারও ধর্ম্মসাধনের মধ্যস্থ না হই। আমি কাছে না থাকিলে এই কথার মূল্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি গেলেই যদি সব গেল, তাহা হইলে জানিব এত দিনে আমা দ্বারা কোন কাজ হইল না। যিনি আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সর্ব্বদা অনুভব

করেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগ বন্ধন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশয় দূর করেন এবং হৃদয়কে শীতল করেন, তিনিই আমার শিষ্য। আমার ভাবের সহিত যিনি যোগ দিবেন, তিনি সাহায্য লাভ করিবেন।

পরস্পরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। আটটী ভায়ের মধ্যে কাহারও বিশেষ গুণ থাকিলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সকলের প্রতি প্রীতি থাকা চাই। যাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনিয়া দিয়াছি তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন না, তাঁহারা মিথ্যা বলেন। যাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহারা এক রকম জায়গায় দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা আমার কাজগুলিকে যেন স্নেহের সহিত দৃষ্টি করেন। একাকী ধর্ম্মসাধন করিলে চলিবে ইহা আমি কখনও প্রচার করি নাই, পরিবারকে বাঁচাইয়া প্রত্যেককে বাঁচিতে হইবে। একাকী ধর্ম্ম সাধনের অবস্থা নিরাপদ অবস্থা নহে, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ যোগরক্ষা করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে। যিনি যত সরস ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতাগণের সহিত ততই সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন।

সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ। *

বৈশাখ, ১৭৯২ শক ; এপ্রেল, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে ধ্যান করা যায় এবং কিরূপে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়?

উত্তর। ধ্যানের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য মনে কর, তুমি ঘোর অন্ধকার রাত্রে একাকী এক নির্জন মাঠ বা সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে গিয়া পড়িয়াছ, সেখানেও যেন কে একজন বর্ত্তমান রহিয়াছেন, নয় বলিবার নহে, তাহা মনে হইয়া গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে। প্রথমে সাধক এইরূপ যত অনুভব করিবেন তত ধ্যানের পক্ষে সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন।

ঈশ্বরের ধ্যান বা দর্শনের মূল তাঁহার একটী গম্ভীর সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া হৃদয়ের শূন্যতা দূর করা। প্রথমে সেই সত্তা কতবার স্মরণ হয়, তৎপরে প্রত্যেক স্মরণ কতক্ষণ স্থায়ী হয়, ইহার সাধন করিতে হয়। একটী বাহ্য বস্তুর প্রতি যেমন দুই দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে পারি, ঈশ্বরের প্রতি যখন সেইরূপ তাকাইতে পারিব তখন তাঁহার দর্শন উজ্জ্বল হইবে। ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপের স্বতন্ত্র সাধন এবং তাহার ফল লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস হইলে আত্মা তখন অবলম্বন পাইবে, তাঁহার আনন্দ স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইবা মাত্র হৃদয় শীতল ও আনন্দিত হইবে ইত্যাদি।

প্র। পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ না হইলে কি করা উচিত?

* যেগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই তাহাই কেবল এস্থলে দেওয়া হইল।

উ। দুর্গন্ধ বস্তুর নিকটে থাকিতে অসুখ বোধ না হইলে নাসিকা অসুস্থ জানা যায়; পাপের জন্য অনুতাপ না হইলেও আত্মা প্রকৃতিস্থ নহে বুঝিতে হইবে। পাপের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া তাঁহার পবিত্রতার দিকে দৃষ্টিপাত আর অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। পাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হইলে তাহার জন্য অনুতাপ স্বাভাবিক। অনেকে বারবার পাপ করিয়া পাপকে দুর্জ্জয় ভাবিয়া নিরাশ হন এবং অনুতাপ করা বৃথা মনে করেন, কিন্তু আমাদের ন্যায় কত পাপী যখন পবিত্র হইয়াছে, তখন আমরা আশা ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিব কেন? পাপীর অনুতাপ না হওয়ার দুইটী কারণ, (১) পাপ নাই বলিয়া কল্পিত আনন্দ; (২) বারবার পাপাচরণে আত্মার অসাড়তা অথবা মৃত্যু। এরূপ অবস্থায় পাপীর নিশ্চিন্ত থাকা দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়। পাপ দমনে বিফল হইলেও বিরক্ত না হইয়া আত্মসংশোধনে অধিকতর চেষ্টা চাই।

প্র। উপাসনার সময় পিতা, মাতা, চরণ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করাতে পৌত্তলিকতা হয় কি না?

উ। শব্দ বিশেষ প্রয়োগে পৌত্তলিকতা নাই; ব্যক্তি বিশেষের মনের ভাবানুসারে পৌত্তলিকতা হইতে পারে। ঈশ্বরের চরণ বলিলে যদি পঞ্চাঙ্গুলি বিশিষ্ট পা মনে হয় তবে পৌত্তলিকতা, কিন্তু দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া বুঝাইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করে। এইরূপ তাঁহাকে পিতা মাতা বলিলে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি যদি মনে হয় তাহাও পৌত্তলিকতা; কিন্তু তাঁহার স্নেহ করুণা অনন্ত গুণে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবার জন্য এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়; এইজন্য যত সরস কোমল ও পরিচিত শব্দ পাই তাহা দিয়া পরমাত্মীয় ভাবে

তাঁহাকে গ্রহণ করিতে যাই। কিন্তু সাবধান যেন কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত পূর্ণ স্বরূপকে কোন অপূর্ণ পার্থিব বস্তুর সহিত সমান করিয়া না ফেলি।

প্র। আমরা কিরূপে ঈশ্বরপ্রদত্ত দণ্ড মস্তকে লইতে পারি?

উ। যে বিপদ অনিবার্য্য তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া বহন করিবার নিমিত্ত দুইটী বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এক তিনি পিতা, বা ভিষক্ হইয়া উপকারার্থে কষ্ট প্রেরণ করিতেছেন, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় জীবনের অসংখ্য ঘটনাতে তাঁহার স্নেহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার দয়ার উপরে কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিতে পারিলে বিপদ লঘু হইয়া যায়।

প্র। ব্রাহ্মেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি?

উ। আমরা যখন পরস্পরে পরস্পরকে ধর্ম্মপথে সাহায্য করিবার জন্য একত্র হইয়াছি তখন আমাদিগকে এক পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। যদি পাঁচ জন পাঁচ পথ ধরিয়া চলি, পরস্পরের সহিত কেবল বিবাদ করিব আর পরস্পরকে অন্ধকারে ফেলিব। তাহার অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন থাকা ভাল। একজন যদি বলেন ভক্তির পথই সার পথ; আর একজন বলেন না তাহাতে কিছুই হয় না, জ্ঞানের পথই প্রকৃত পথ; আর একজন বলেন, না কেবল কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই পরিত্রাণ হয়। এরূপ বলাতে কেবল পরস্পরকে না জানা প্রকাশ পায়। এ প্রকার হইলে কে কাহার সাহায্য করিতে পারে? আমা-দিগের মধ্যে যতদূর সাধ্য মতের ঐক্য রক্ষা করা, সকল শব্দের

এক অর্থ বুঝা, এবং জীবনের বহুদর্শনে পরস্পরের সহিত মিলাইতে পারা আবশ্যক। ধর্ম্ম বিষয়ে অবশ্য উচ্চশ্রেণী থাকিবে, কিন্তু পরস্পরের সহিত বিরোধ অথবা আপনার জীবনে এক সময়ে এক প্রকার অন্য সময়ে তাহার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

নিরাকার পরমেশ্বরকে কি প্রকারে ধ্যান করা যাইতে পারে এই প্রশ্ন কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপে বুঝান হইল।—মনুষ্যের আত্মা নিজে নিরাকার, সুতরাং নিরাকার ভাবনা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না, কিন্তু আমরা সাকার অপেক্ষা নিরাকারের সহিত অল্প পরিচিত নই। আমরা মনুষ্যদিগের সহিত ব্যবহার কালে তাহাদের মান, অপমান, রাগ, হিংসা, দয়া, স্নেহ ইত্যাদি নিরাকার মানসিক গুণে কেমন দৃঢ় বিশ্বাস করি। মৃত দেহকে জীবিত দেহ হইতে আমরা কেন পৃথক ভাবে দেখি? কেবল তাহাতে মানসিক গুণ সকল নাই বলিয়া। আত্মার তত্ত্ব যত বুঝিব পরমাত্মার উপরও তত নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মিবে।

কার্য্য এবং আধ্যাত্মিকতা। *

শুক্রবার, ৫ই কার্ত্তিক ১৭৯২ শক; ২১শে অক্টোবর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিষয়ে এই সার কথাগুলি বলিলেন।

---

* ব্রহ্মানন্দ সঙ্গতের পূর্ব্বদিন ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন।

আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংলণ্ডে পরীক্ষা দ্বারা যত বিষয় জানিলাম তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে হয় এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কার্য্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন হৃদয় তাঁহাতে নিমগ্ন থাকে তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণ ভাবে ধর্ম্ম সাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি ; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে হইবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে ; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী করিয়া ধর্ম্ম জীবন রক্ষা করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন ?

পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে হৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহা বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমাদিগের ভাল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তথাকার সদ্গুণ সকল আমা-দিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা আমাদিগের মধ্যে যে সকল কার্য্যের বিশেষ অভাব তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সহস্র কার্য্য থাকিলেও

কোন একটী বিশেষ কার্য্যে তাহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা তাহার জীবন ধারণ অকারণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে কাহাকে উৎকৃষ্ট কাহাকে অপকৃষ্ট বলা যায়; কিন্তু কার্য্য-গত ধর্ম্ম নাই। এক ব্যক্তি ঘর ঝাঁট দিয়াও সমূহ পুণ্য লাভ করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কার্য্য করিয়াও পাপভাগী হইতে পারেন।

পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষা না করিয়া পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে, জন কয়েকের সাহেব সাজা আর চৌরঙ্গীতে থাকা, ইংলণ্ড গমনের এই ফল হইবে। আবার ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের সীমায় বদ্ধ থাকিলে অনেক সদ্গুণে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পশ্চিমদেশীয়দিগের গুণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া এতদিন আমাদের কার্য্যে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আমাদিগের জীবনে পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পূর্ব্ব পশ্চিম ঈশ্বরের এক পরিবার হইবে। আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছি। স্বচক্ষে এরূপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গম্ভীরতর সুখকর ব্যাপার আর কি আছে? বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়া আসিয়াছি, "বিদায়! হে পিতার পশ্চিম নিকেতন," এবং এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি তাঁহাদিগের ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের যাহা ভাল আছে তাঁহাদিগকে দিব। এই যোগ দ্বারা যে কি শুভ

ফল ফলিবে এখন বলা যায় না। কিন্তু আমরা যে কথা বলি "এক দিকে করিতে আর এক দিক থাকে না," তাঁহারাও সেই কথা বলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই দুয়ের যোগে জীবনের পূর্ণ ভাব দেখাইতে আবির্ভূত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এরূপ আর কখনই পারি নাই। মূল্যবান কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটী মায়ার সামগ্রী হইয়াছে। এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে পড়িতে হইবে। যাহাতে পূর্ব্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, "মিরার" দ্বারা তাহা চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার ইচ্ছা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য কার্য্য বিভাগ করিয়া কতকগুলি লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া যদি কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ কাজ করা হয় এবং কোন ভাবনা থাকে না। আমরা কত কাজ তাঁহার নাম করিয়া করি, কিন্তু কত কুটিল অভিসন্ধিতে তাহা পণ্ড করিয়া দেয়। স্পষ্টরূপে এক বুরুল অগ্রসর হওয়াও ভাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে করায় কোন ফল নাই। কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্তু উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ করা অনেক সহজ। ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন ঋষি এবং

হাত বিলাতী হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের নানা কার্য্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে বিক্ষিপ্ত হয় না, যেথানে যাই তাঁহার ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান যায়। বিলাতের গাড়ী ঘোড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, অসার; কিন্তু সকলে যাহাতে সেথানকার গুরু ব্যাপার সকল অনুভব করেন তাহাই প্রার্থনীয়। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা কত বাড়িয়াছে; স্বয়ং মহারাণী, কত বিদ্বান লোক, সমুদয় সভ্যজাতির স্নেহ দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে। কাল ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দাঁড়াইয়াছে, ইহা ভাবিলে সে ভাব কি হৃদয়ে ধারণ করা যায়? ইহা চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সকলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

বিশ্বাস।

শুক্রবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক; ২৮শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বাস সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে, সুতরাং তাহা স্থায়ী; এবং যে কিছু কার্য্য বিশ্বাসমূলক তাহাও প্রকৃত ও পবিত্র। যে সকল কার্য্য কেবল উৎসাহ ও ভাবমূলক, তাহা মনুষ্যের সাময়িক উত্তেজনার ফল, সুতরাং তাহা ক্ষণিক। অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চলিতে যান তাহা বিশ্বাস হইতে নয়। হয় ত তাহাদিগের কর্ম্মকার্য্য গেল, কি প্রিয়জন বিয়োগে মন শোকার্ত্ত হইল, কি এইরূপ কোন শ্মশান-বৈরাগ্যের অপর কোন কারণ উপস্থিত হইয়া মনকে অভিভূত করিল; সুতরাং তাঁহারা সাময়িক ভাবে উৎসাহিত হইয়া বা আপনার মনের সঙ্গে মিলিতেছে এই যুক্তি করিয়া ধর্ম্মকে সার

বলিয়া কিছুকাল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। বিশ্বাস যেমন ভাবের উপরে নির্ভর করে না, সেইরূপ যুক্তিরও অনুবর্ত্তী নয়, বরং অনেক সময় যুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। অজ্ঞান মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা কতটুকু বুঝিতে পারে? হৃদয়ের যদি এমত অবস্থা হয় যে বিশ্বাস চক্ষুতে দর্শন, বিশ্বাস কর্ণে শ্রবণ করিতেছি, তাহা হইলেই ঈশ্বরের আদেশ কি বুঝিতে পারি; নতুবা কেবল যুক্তি ও কল্পনা করিতে হয়। বিশ্বাস যখনই সঞ্চারিত হয়, হৃদয় তখনই জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং স্বভাবতঃই প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত হয়। সচেতন অনুরাগী হৃদয় প্রবল বেগে সমস্ত উৎসাহ ও বলের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যে ধাবিত হয়। এইরূপে জ্ঞান, অনুরাগ ও ইচ্ছা বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়; (Duty and Desire) কর্ত্তব্য এবং হৃদয় বাসনা এক ভাব ধারণ করে। এ অবস্থায় জ্ঞান উৎসাহ ও কার্য্য সকলই যে পবিত্র হইবে আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানে ঈশ্বর-দর্শন, কামনায় তাঁহাকে হৃদয়ে বদ্ধ রাখা এবং হস্তে তাঁহার চরণ সেবা করা সহজে সম্পন্ন হয়।

আমাদের একটী ভ্রম এই যে, যাহাতে কষ্ট বোধ হয়, যাহা আপনাদিগের মনের সহিত না মিলে, তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিতে চাই না। হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার আদেশে আনন্দ হয়, কিন্তু যতদিন সে অবস্থা না হয়, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হইবে; ক্রমে তাহা হৃদয়ের বস্তু হইবে।

কর্ত্তব্যের সহিত ইচ্ছার সম্মিলন না হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যাঁহারা সারা দিন আফিসের কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, কি বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদি মনে করেন প্রচারকেরা পবিত্র কার্য্য করিতেছেন, অপবিত্র বা অসার কার্য্যে

আমাদিগের জীবন বৃথা গত হইতেছে; যদি সত্য সত্য তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, অথচ বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ ক্রমাগত করিতে থাকেন, তাঁহাদিগের কার্য্য অপেক্ষা জঘন্য ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য আর কিছুই নাই। অকর্ত্তব্যের সহিত ইচ্ছাকে যোগ করিতে চেষ্টা করিয়া হৃদয় ঘোর কলুষিত হইয়া পড়ে। এক ঘণ্টা উপাসনা, আর সমস্ত দিন নিদ্রা বা পাপের সেবা করিলে কিরূপে ধর্ম্ম জীবন লাভ হইবে? কিন্তু এটী বুঝিয়া রাখা আবশ্যক কার্য্যগত পাপ নাই। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া চলিলে অতি নিকৃষ্ট কার্য্যও উপাসনার ন্যায় পবিত্র বেশ ধারণ করে এবং কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা যে কার্য্য অবলম্বন করি তাহা পবিত্র হইয়া যায়।

আমাদিগের সকলের হৃদয়ে বিশ্বাসের একটু না একটু ভূমি আছে। সেই বিশ্বাস অনুসারে নিষ্ঠাপূর্ব্বক যদি কার্য্য করা যায়, ঈশ্বরের আদেশ সহজেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বিশ্বাসকে যত অবহেলা করি, বিশ্বাসের বিপরীতে যত কার্য্য করি এবং সংসারের নানা কার্য্যে ও সুখে আপনাদিগকে যত ব্যস্ত করিয়া ফেলি, ততই ঈশ্বরের আদেশ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। যাঁহারা স্পষ্ট আদেশ শুনিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উচিত মনের গৃহে একাকী প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন কতক্ষণে বিদ্যুতের ন্যায় একটী লেখা হয়? তাহা বলিবা মাত্র হয় না। ঈশ্বর লিখিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহার ভাষা সহসা বুঝিতে পারি না। এজন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক। পাছে আমরা আপনাদের অবস্থা ভয়ানক দেখিয়া আরও ভীত হই, এ নিমিত্ত তিনি ঝড় তুফানের সময় আদেশ প্রকাশ করেন না। মনের ঠিক অবস্থা দেখিলে স্পষ্টাক্ষরে তাহা

জানাইয়া দেন। আদেশ পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়া বরং এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, তথাপি হঠাৎ আপনার মনের কল্পনাকে তাঁহার আদেশ বলিয়া লওয়া ভাল নয়। এইরূপ ব্যস্ততায় অনেক ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ মিনিট কাল দেরি করিলে হয় ত তিনি আদেশ প্রেরণ করেন, কিন্তু তত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আপনার ইচ্ছা বা অন্যের কথা অনেকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া ধার্য্য করিয়া লন। তাঁহার আদেশ নিঃসংশয়, স্পষ্ট এবং বারম্বার পরীক্ষা-সহ, তাহাতে 'যদি হয়,' কি 'বোধ হয়' এরূপ ভাব নাই। তাঁহার আদেশ পাইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারা যায় 'ঠিক অমুক দিন অমুক সময় তিনি আমার সাক্ষাতে আমার নাম করিয়া অমুক কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।' এরূপ নিশ্চয় কথা যদি না হয় তবে তাহা আদেশ নহে। অবিশ্বাসীর নিকট কর্ত্তব্য জ্ঞান ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসীর নিকটে এ দুইই এক। অনেকের মনে কেমন একটা অসঙ্গত দ্বিধা থাকে 'এ কার্য্যটা আমি ভাল বুঝিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ কি না বলিতে পারি না।' জগতের (epidemic) সংক্রামক রোগ এই যে, "কর্ত্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে," ব্রাহ্মেরাও ইহার হাত ছাড়াইতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক কর্ত্তব্য-পরায়ণ বা সেবক ভক্ত একই। তাঁহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ইংলণ্ডেরও এই অভাব। তথাকার লোক কর্ত্তব্য বলিয়া কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ভক্তি নাই।

বিলাত দর্শন করিয়া একটী ভাব পরিষ্কৃতরূপে বুঝা গিয়াছে যে ধর্ম্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই পরিত্রাণের উপায়। সেখানে অনেক ধর্ম্মের কথা ও মত শুনা গেল, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নাই।

আমাদেরও সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি কত ব্যাপার হইতেছে। ভয় হয় পাছে ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকে কঠিন বোধ করে যে, এতগুলি উপায় না ধরিলে পরিত্রাণ হইবে না। আমরা যেন জানি যে বাহিরের যত উপায় হউক না কেন, আমাদের মূল কথা একটী কি দুইটী। বিলাতে এত প্রকার অবস্থার মধ্যে "একমাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকা" এই পরিস্কৃত কথাটী অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাতেই নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বাস ব্যতীত উপাসনা কি কাজ সকলেতেই গোলযোগ হয়। জালকে সত্য এবং সত্যকে জাল মনে করিতে হয়। আমরা কত জ্ঞান শিক্ষা ও দয়ার কার্য্য করিতেছি, কিন্তু তথাপি কিছুতেই কিছু হইতেছে না। একটী কি দুইটী কথার উপরে আশা, ভক্তি, কার্য্য, পরকাল, মুক্তি ও ধর্ম্ম-জীবন সকলই নির্ভর করে। ব্রাহ্মেরা যেন মনে না করেন, ছোট ধর্ম্ম দ্বারা এত বড় ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ধর্ম্ম সহজ, আমরা নিজের দোষেই তাহাকে কঠিন করিয়া ফেলি।

পৌত্তলিক ও ব্রাহ্মদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও তাহারা ছাড়িবে না; আমরা সত্য পাইলেও বারবার কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই। এক সময় যাহা বিশ্বাস করি, অন্য সময়ে তাহা অবিশ্বাস করি। আমাদিগের এ বিষয়ে শাসন চাই। ঈশ্বরের আদেশে সন্দেহ আরোপ করিয়া কেমন বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হই। অবিশ্বাসের কথা অনায়াসে বলিতে পারি। কে বলিতে পারে কল্য ৮টার সময় ঈশ্বরের নিকট হইতে এই আদেশ পাইয়াছি? পরস্পরকে শাসন করিয়া ঐরূপ অবিশ্বাস চূর্ণ করা উচিত। ঈশ্বরের সহিত কেহ খেলা করিও না। যদি বুঝিতে না

পার অপেক্ষা কর; তাঁহার আদেশ পাইয়াছি বলিয়া আবার মিথ্যা বলিও না। ডান দিকে যাইব কি বাম দিকে যাইব, এই জিজ্ঞাস্য। "যাও কি যেও না" এই পরিষ্কার উত্তর হয় ত দুই তিন মাস পরে আসিতে পারে, ততদিন বিলম্ব করিতে হইবে। যেখানে দুই দিকের কোন পথেরই বৃত্তান্ত জানি না, সেখানে স্পষ্টরূপে এক দিকে যাইবার আদেশ পাইলে তাহা নিজের কল্পনা বলা যাইতে পারে না। যেখানে কিছু জানা যায় সেখানেই নিজের ইচ্ছা বা কল্পনা হইতে পারে। কর আর না কর, ঈশ্বর তাঁহার একটী আদেশ প্রত্যেকের প্রতি প্রেরণ করেনই, তাহার উপর বুদ্ধি ও যুক্তি খাটে না। তাহা স্বীকার করিয়া বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে তিনি এক ডাকে উত্তর দিলেন, ক্রমে আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার কথাও বন্ধ হয়। ক্রমে বিকারী রোগীর ন্যায় স্বপ্ন দেখিতে হয়। যেটা অন্যের কথা সেটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির করা হয়, এবং হাঁ কি না ও না কি হাঁ করিতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না।

অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথা এই—একটী 'তিনি' আছেন' দ্বিতীয় 'তিনি কথা কন' ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। উপাসনার সময় স্থির চিত্তে তাঁহার আদেশ বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া ভাল করিয়া জানিয়া লইব, মন তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্যেও পারিবে না। এক্ষণে এইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আদেশ।

শুক্রবার, ১৯শে কার্ত্তিক ১৭৯২ শক ; ৪ঠা নবেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আদেশের মধ্যে কোন বিভিন্নতা আছে কি না?

উত্তর। কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা আমরা যে সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করি, তাহাই কর্ত্তব্য জ্ঞান। ইহাতে যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় নাই, তাহা নহে, ইহা অনেক সময় স্বার্থের বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে চায় না, তাহারাও ইহার শাসন স্বীকার করিয়া থাকে। এই জন্য ইহা ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেরই সাধারণ উপায়। আমাদের জীবন পশুভাবাপন্ন, সংসারপ্রিয় পাপান্ধ। এই সকল কারণে ধর্ম্মবুদ্ধি এক প্রকার বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অনেক সময় অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইবে আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের অন্ধদৃষ্টিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমান হয়, তাহা ঠিক ঈশ্বরের আদেশ না হইতে পারে ইহা আমরাই বুঝি, তখন পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ইহা আরও কত পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ যতদিন আমরা আপনার ভ্রমান্ধ বিকৃত চক্ষুতে দর্শন করি, ততদিন আপনার বিবেচনাকে তাঁহার আদেশ বলিয়া যেন আরও ভ্রমে পতিত না হই এবং তাঁহার আদেশেরও অবমাননা না করি, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

আদেশ কি? না যাহা ঈশ্বর আমার সাক্ষাতে আসিয়া স্পষ্টরূপে বলেন। হৃদয় বিশ্বাসী হইয়া উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইলে ইহা শ্রুত হয়,

নতুবা অনেকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। অনেকে আপনার শক্তিমতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া কাজ করিতে পারেন এবং সৎ ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ না পাইলেও এই এই কার্য্যে তাঁহার সন্তোষ আছে অনুমান করিয়া তাহাই সাধন করে, ব্রাহ্মও সেইরূপ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে এরূপ তৃতীয় পুরুষের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কি হৃদয় তুষ্ট হয়? তাঁহার সহিত যাহাতে দ্বিতীয় পুরুষের সম্বন্ধ হয় এবং সাক্ষাৎ তাঁহার আদেশ বুঝিয়া কাজ করিতে পারা যায়, সেইজন্য আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে সাধারণ অবস্থাতে ফেলিয়া রাখেন না যে, কেবল সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধরিয়া চলিলেই হইবে। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের জীবনের বিশেষ অবস্থা সংঘটন করেন এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষ অবস্থাপন্ন হইয়া বিশেষরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি বিশেষরূপে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ প্রেরণ করেন। ইহা নিজের বুদ্ধি বা অনুমান হইতে সিদ্ধান্ত হয় না, কিন্তু সদ্য তাঁহার নিকট হইতে আইসে। এই বিশেষ আদেশ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে যেন আমরা গোলযোগ করিয়া না ফেলি। কর্ত্তব্যজ্ঞান অনুসারে সকল সময় চলিব, কিন্তু তাঁহার মুখের আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। উন্নত অবস্থায় কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ঈশ্বরের আদেশ এক হইয়া যাইবে।

প্র। কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদেশে গত জীবনে যাহা করিয়াছি, এখন তাহা অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, ইহাতে পাপ হইয়াছে কি না?

উ। দেশ কাল অবস্থা বিবেচনায় সরল বুদ্ধিতে বুঝিয়া সরল ভক্তিতে যে কার্য্য করিয়াছি, এখন তাহা অন্যায় হইলে হইতে পারে,

কিন্তু তখনকার পক্ষে তাহা অন্যায় অধর্ম্ম কিরূপে বলিতে পারি? আপনাপন মনকে যদি জিজ্ঞাসা করি চার বৎসর পূর্ব্বে পরিষ্কাররূপে কর্ত্তব্য বুঝিয়া কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদেশে যাহা করিয়াছি, তাহা উচিত হইয়াছিল কি না, তাহা হইতে উচিত ভিন্ন অনুচিত হইয়াছিল, এরূপ উত্তর পাই না। *

---

* সঙ্গতের এই অংশে ১৭৮৬ শক—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে, ১৭৯২ শক—১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আলোচনা আছে।

সঙ্গত।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী। *

বৃহস্পতিবার, ৮ই পৌষ, ১৭৯২ শক; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

১লা পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥০টার সময় সভারম্ভ হয়। প্রথমে উপাসনা ও আধ্যাত্মিক পরিবার সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। পরে গত বারের উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল।

ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির প্রণালী কিরূপ ও তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এই কথা কিয়ংক্ষণ আলোচিত হইলে সভাপতি মহাশয় এইরূপে মীমাংসা করিলেন।

সম্মুখে একটী লক্ষ্য স্থির থাকিলে তুলনা দ্বারা বুঝা যায় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছি অথবা তাহা হইতে পশ্চাতে পড়িতেছি। উন্নতি অবনতি এইরূপে জানিতে পারা যায়। তীর যদি লক্ষ্য থাকে, একখানি নৌকা ক্রমে তাহার কত নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদিগের উন্নতি অনেক প্রকার হইতে পারে। পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া উন্নতি দেখিলে নানা ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা পণ্ডিতদিগের সহিত জ্ঞানের তুলনায় আপনা-

---

* ১লা পৌষ, ১৭৯২ শক—১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ—কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য সঙ্গতের মত হওয়ায় ইহা সঙ্গতের সহিত মিলিত হইয়া গেল। এই জন্য সঙ্গতের দিনও পরিবর্ত্তন হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা পৌষ, ১৭৯২ শক।

দিগকে অপদার্থ বলিতে পারেন, আবার সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তি বিষয়ে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান। এইরূপ জ্ঞান, ভাব ও কার্য্য বিবেচনায় কেহ কোন বিষয়ে কিছু ছোট, কেহ কিছু বড় বোধ হয়। এ প্রকার তুলনা ব্রাহ্মের উচিত নয়।

ঈশ্বর একমাত্র স্থির বস্তু, তাঁহার সহিত তুলনাই উন্নতি বুঝিবার প্রকৃত উপায়। আমাদিগের সম্মুখে ঈশ্বর, পশ্চাতে সংসার ও পাপ। মন ক্রমশঃ কতদূর ঈশ্বরের নিকটস্থ এবং পাপ ও সংসার হইতে দূরস্থ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই জীবনে আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে।

পাপের প্রতি চৈতন্য ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির প্রথম সোপান বা প্রারম্ভ। ব্যাধিগ্রস্ত অসাড় শরীরে যন্ত্রণা বোধ হইলে যেমন রোগা-রোগ্যের সম্ভাবনা বোধ হয়, পাপ-বিকৃত-আত্মাতে গ্লানি উপস্থিত হইলে সেইরূপ ধর্ম্মোন্নতি আশার সঞ্চার হয়। শরীরের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা কখন—না যখন রক্ত পবিত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। আত্মার অন্তরে যখন পবিত্রতা ও চরিত্রে বিশুদ্ধ ভাব তখনই তাহার সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা বলা যায়। কিন্তু অনেক সময় এরূপ হয়—শরীরের সকল ব্যাধি আরাম, কিন্তু দুটী কি একটী যাইতেছে কি না যাইতেছে বুঝা যায় না। ক্ষুধা হইতেছে, বেড়াইতেছি, কিন্তু শরীরের দুই এক স্থানের গ্লানিতে অসুখ যাইতেছে না। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের এইরূপ ভাব। পাপ অনেক গিয়াছে কিন্তু কতক আছে। সকলেই দেখেন উপাসনাদি দ্বারা অন্তরে পবিত্রতা সঞ্চরণ করিতেছে, কিন্তু সকলেরই প্রায় দুই একখানা ঘা দগ্‌দগ্‌ করিতেছে। ইহাতেই বোধ হয় রোগ প্রায় যেমন তেমনই আছে। আমরা এক পক্ষে অনুন্নতি ও অন্য পক্ষে উন্নতি

স্বীকার করিব; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি স্বীকার করিতে পারি না। এ জন্য অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিকেও সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এমন এক একটী পাপ আছে যে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তি কুড়ি ত্রিশ বৎসরেও তাহা জয় করিতে পারেন না, অথচ একটী নিকৃষ্ট ব্যক্তি হয় ত ছয় মাসে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন। রক্ত কত পবিত্র হইতেছে ইহা দেখিয়া সাধারণ উন্নতির তুলনা করা যায়। রক্ত ভালরূপ পবিত্র হইলে দুই একখান ঘা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু দুই একখান ঘা পচিয়া আবার পবিত্র রক্তকে বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে।

শরীরের চিকিৎসা বিষয়ে যেমন, আত্মার চিকিৎসাতেও তেমনই দুই বিষয় দেখিতে হইবে। সমস্ত মনের সাধুভাব বৃদ্ধি হওয়া চাই এবং বিশেষ পাপ সকল দমন হওয়া আবশ্যক। এক দিকে পাপ দমন, অন্য দিকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন, এক দিকে দুর্ব্বলতা হ্রাস, অন্য দিকে বলের বৃদ্ধি; এক দিকে সংসারে বিরাগ, অন্য দিকে ঈশ্বরে অনুরাগ হইবে। অনেকে মদ খাইয়া, শরীর মোটা দেখিয়া, ব্যাধি স্বীকার করেন না; উৎসবের আমোদে ধর্ম্মোৎসাহ লাভ করিয়া, যাঁহারা পাপ স্বীকার না করেন, তাঁহাদিগের ভাবও সেইরূপ।

পাপ দমন এবং পুণ্য সঞ্চয় হইলে দেখিতে হইবে পাপ করা কত কঠিন এবং পুণ্যানুষ্ঠান কত সহজ হইতেছে। এটী আরও উচ্চ পরীক্ষা। ধর্ম্মপথে যে দশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়াছি আবার ফিরিয়া যাইতে পারি কি না? একজন বলিতে পারেন প্রয়োজন হইলে আশ্চর্য্য কি? আর একজন বলিবেন অত হাঁটিয়া যাইব না—চার ক্রোশ যাইতে পারি। আর একজন হয় ত বলিবেন যদি যাই সহজে যাইব না অনেক সংগ্রামের পর। আমাদের অবস্থায় দেখিতে হইবে

উপাসনা কত সহজ হইতেছে। পূর্ব্বে উপাসনা না করিলে যেরূপ কষ্ট হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অধিক হয় কি না? যদি বলি শরীর নীরোগ হইয়াছে, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। চিকিৎসক অমনই ভিতরে রোগ আছে সন্দেহ করিবেন। উপাসনা করিতে বসিলেই শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারা যায় কি না? উপাসনা কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়াছে? সকল কার্য্যে প্রয়োজন হইলেই কি তাঁহার নিকট গিয়া চট্‌পট্ কাজ সারিয়া আসিতে পারি? মিথ্যা কথা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির অধীন হইতে কষ্ট হয় কি না? সংগ্রাম উপস্থিত হয় কি না? এইগুলি আমাদিগের মধ্যে দেখা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি অনুষ্ঠান অনেক হইয়াছে, তাহাতে উন্নতি বুঝিতে পারি না। আমি যেখানে আছি সেটী আমার অবস্থা নয়, কিন্তু যেখান হইতে আর পড়িয়া যাইতে না পারি সেইটী আমার প্রকৃত অবস্থা। যদি পাঁচটী মিথ্যা কথা কহিতে পারি, তাহা হইলে পাঁচটী মিথ্যাবাদী। আমরা যতদিন না দেখিতে পাই প্রতি দিন উপাসনা সহজ হইতেছে, তাহাতে মনের বল বাড়িতেছে, তত-দিন ব্রাহ্মসমাজের বা অন্য কাহারও উপাসনা ধরিয়া আছি, নিজের উপাসনা হইতেছে বলিতে পারি না।

সংক্ষেপে ধর্ম্মজীবনের কয়েকটী অবস্থা এইরূপ।

১। পাপ ব্যাধির প্রতি চৈতন্য।

২। পুরাতন পাপ ক্ষত যাইতেছে কি না এবং নূতন সাধুভাব দ্বারা আত্মার রক্ত পবিত্র হইতেছে কি না।

৩। পাপ করা কত দূর কঠিন ও পুণ্যানুষ্ঠান কত দূর সহজ হইতেছে।

৪। যোগ শান্তি, আনন্দের অবস্থা। ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্য। এ অবস্থায় আমরা ঈশ্বরে বাস করি এবং বলিতে পারি।

"এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমাসম্পদ্
এ ষোস্য পরমোলোক এষাস্য পরম আনন্দঃ।"

ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেম ধর্ম্মের শেষ।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই পৌষ, ১৭৯২ শক;
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

পূর্ব্বকার মত আমরা এক্ষণে আর রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য এবং মৃত্যু বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করি না, কিন্তু তাই বলিয়া কি অনুমান করিব যে আমরা সে অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অথবা তাহার অন্য কোন কারণ আছে? কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর এ প্রশ্নটী এইরূপে মীমাংসিত হইল।

ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেম ধর্ম্মের শেষ। যতদিন ভয় নামক একটী বৃত্তি আমাদিগের মনে থাকিবে ততদিন মনুষ্য কখন একেবারে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু কালক্রমে ভয়ের অনুশাসন অন্যতর হয়। বাল্যকালে পিতা মাতা ভয় দেখাইয়া পুত্রকে কোন কর্ম্ম করান, কিন্তু বয়স অধিক হইলে প্রীতিই কার্য্যকর হয়। যতই ঈশ্বরের সহিত পরিচয় হইবে ততই প্রেম ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইবে। যখন দেশের দশ জন প্রেম দ্বারা শাসিত হয়, তখন ভয়ের আবশ্যকতা থাকিলেও, উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের প্রেমপূর্ণ সহবাস কোন কার্য্যের

হয় না। কিন্তু তখনও ভয়ের শাসন থাকা কর্ত্তব্য। গত দশ বৎসর অবধি প্রীতি ভক্তি এবং জ্ঞানের কথা যত অধিক হইতেছে ভয়ের কথা তত নহে। আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের যত কথা হয়, পরলোক সম্বন্ধে তত হয় না, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে একটী বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিলাতে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, দৃঢ় একেশ্বরবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও অনেকে পরকাল বিষয়ে কেবল অনুমান করেন; ঈশ্বরে যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পরলোকে তেমন নয়। তাঁহারা কোন নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপে কেবল একেশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে চান, পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা তাহার মধ্যে আনিতে ভালবাসেন না। আমাদিগের মধ্যেও ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ, পরলোক সম্বন্ধে সেরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তজ্জন্য মৃত্যুর কথা তত ঘটে না। হিন্দুদিগের মধ্যে যে প্রকার শ্মশানবৈরাগ্য আছে সেরূপ আমাদের মধ্যে নাই. কিন্তু কেবল তাহা থাকিলেও চলিবে না; পরলোকের গম্ভীর ভাব, উজ্জ্বল সত্তা এবং অনন্ত উন্নতির শক্তি থাকা উচিত। কেবল ভয় দ্বারা অধিক বয়সের লোকদিগকে অধিক কাল শাসন করা যায় না, সংসারের জীবন অস্থায়ী, কেবল ইহা বলিলে চলে না। কোন এক বিষয়ে ভাব এবং অভাব উভয় পক্ষে বলা উচিত।

মনুষ্যের এমন একটী অবস্থা আছে যাহাতে একটী কোন বিষয় কেবল তাঁহার নিকট পাপ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে তাহা পাপ না হইতে পারে। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিলাস-দ্রব্য ভোগ করিলে হৃদয় শিথিল হইবে, ইন্দ্রিয় প্রবল হইবে, মনুষ্য দুর্ব্বল হইবে এবং পাপ প্রবেশের পথ পাইবে; এমন অবস্থায় একজন বলিতে পারেন গুড় না খাইয়া মিছিরি খাইলে আমার পাপ হইবে।

একজন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা উপহাস করিতে পারি বটে. কিন্তু হয় ত তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যখন সংসারে থাকা তাহার পক্ষে পাপ জনক, কিন্তু অন্যের পক্ষে ইহা না হইতে পারে। অনেকের হয় ত চর্চ্চা প্রভৃতি পাপ বলিয়া বোধ হয়, কাল উৎসব হইবে আজ হয় ত আমোদ করিয়া বেড়াইতে অনেকে পাপ মনে করেন, যেহেতু কল্য উপাসনার আঁট হইবে না। সাহেবদিগের মধ্যে অভাব পক্ষের কথা নাই, কিন্তু ভাব পক্ষের আছে। ভক্তি স্থায়ীভাব কিন্তু মৃত্যুভয় অস্থায়ী ভাব। শ্মশানবৈরাগ্য বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র হৃদয়ে অবস্থিতি করে। যথার্থ বৈরাগ্যই ঈশ্বরে অনুরাগ। মৃত্যুভয় দ্বারা হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে, পবিত্রতার দিকে আনয়ন করে, কিন্তু ভক্তি—এখন যে পবিত্রতায় আছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতায় থাকিবার আশা দিয়া—পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেয়। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করার নাম বৈরাগ্য। কিন্তু সংসারের অসারতা মনে করিব, অথচ সর্ব্বপ্রকার বিলাস ভোগ করিব সে কেবল প্রতারণা মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস হইলে মনুষ্য অসারকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে। একেবারে ত্যাগ করিতে না পারে অন্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আসক্তি কমাইবে। ব্রাহ্মেরা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাধন করেন।

অনন্তর ঈশ্বরের আদেশ নিরূপণের কি উপায় তাহা এইরূপে স্থিরীকৃত হইল।

যে কার্য্য করিয়া মন চঞ্চল হয়, কখন সন্দেহ কখন বা অনুতাপ হয়, তাহা নিজ বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহাতে একবারও সংশয় হয় না, সে সকল ঈশ্বরের আদিষ্ট। সেগুলি

মনুষ্য ঠিক শুনিয়া করিয়াছে অন্যগুলি ভাবিয়া করিয়াছে। তর্কের অবস্থা বিষম ভয়ানক, তখন সমুদয় দোলায়মান হয়। পুষ্করিণীর জল চঞ্চল হইলে কেবল যে তৎস্থিত তৃণাদি অস্থির হয় এমন নহে, পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকলও দুলিয়া যায়। মনে পাপের দৃঢ় আসক্তি হইলে প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার আদেশকে আদেশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরে সমুদয় গোল হইয়া যায়। যাহা একবার আদেশ বুঝিয়া করা গিয়াছে পরে হৃদয়ের অধোগতি হইলে তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হয়, আদেশ বিষয়ে কাহারও দ্বারা বা কোন পুস্তক পড়িয়া কিছু বুঝা যায় না। মন্দিরে যাহা বলিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তিনি আছেন তদ্বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, সেইরূপ তিনি কথা কন তদ্বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর কথা কন ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দিন কতক উপাসনা করিলে, তিনি পরিচয় দিবেন যে, তিনি শুনেন এবং কথা কহেন। যিনি বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া চলেন তিনি কোন কর্ম্ম করিতে হইলে ফলাফল বিবেচনা করিয়া এবং ভাল মন্দ বিশেষরূপ বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু যাহারা তাহা না করে, যাহাই হউক, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে। অনেক সময় আমার সুখহেতু কোন কর্ম্ম বিবেকের উপদেশ ধরিয়া লই। উচ্চ দরের কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং তাঁহার আদেশ এক, কিন্তু সাধারণতঃ কর্ত্তব্য বুদ্ধির যে অর্থ, অর্থাৎ বিচার করিয়া ফলাফল বুঝিয়া কার্য্য করা, আদেশ হইতে বিভিন্ন। অনেকে ঈশ্বর সৃজন কর্ত্তা, তাঁহার নিয়মে জগৎ চলিতেছে ইত্যাদি সাধারণ সত্যগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্বীকার করেন।

যেমন ভৌতিক নিয়মে জগৎ চালিত হইতেছে সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত

স্থির-নিয়মে আত্মা চলিতেছে; আবার যেমন বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ উপায় ভৌতিক জগৎ রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ উপায় আত্মাকে রক্ষা করিতেছে। সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হয় ত সত্য কথা বলিতে পারি, কিন্তু অদ্য আমার পাপ যন্ত্রণায় প্রাণ যায় কে রক্ষা করিবে? ঈশ্বরানুগ্রহবাদীরা সাধু-সংসর্গ প্রভৃতি করিতে বলিবেন, কিন্তু বিশেষ করুণার পক্ষীয়েরা কহিবেন কোথাও না গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর। তখন বিদ্যুতের ন্যায় একটী আলোক হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। বিবেক দ্বারা আমরা উচিত মনে করিয়া কোন কার্য্য করি, সাধারণ কার্য্যে চলিয়া থাকি; কিন্তু যখন ঈশ্বর-আদেশ গম্ভীর ভাবে কোন এক কার্য্য করিতে আজ্ঞা করে, তখন অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে না। ঠিক ধরিলে দুইই এক, কিন্তু অনেকে প্রথমটী বিশ্বাস করিয়া পশ্চাৎটীকে কল্পনা বলিয়া মনে করে। যাহারা বিশেষ করুণা স্বীকার করে তাহারা ঈশ্বরের আদেশ অবশ্যই স্বীকার করিবে। ঈশ্বরানুগ্রহবাদীরা মনে করেন যাঁহার নিত্য ঘটিকা-যন্ত্রের দোষ সংশোধন করিতে হয় তিনি অপক্কশিল্পী। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস হইলেও তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারেন।

অনেক সময় পাঁচ জনের পরামর্শে বিবেকের ধ্বনি অশ্রুত হয়, কিন্তু আদেশ-রব সকলকে শুনিতেই হইবে। যতদিন না সে অবস্থায় পৌঁছান যায়—যেখানে সবই তাঁহার, যতদিন তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনা না যায়, ততদিন দশ জনের পরামর্শ শুনিতেই হইবে। বিবেক লঙ্ঘন করা যত সহজ, আদেশ লঙ্ঘন করা তত সহজ নহে। বিবেকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে করিতে, ক্রমে তাহা ঈশ্বরের আদেশরূপে পরিপক্ক

হয়, এবং আদেশ লঙ্ঘন করিতে করিতে, ক্রমে শুষ্ক বিবেকে অবরোহণ করিতে হয়। এখন এ কার্য্যটী করা উচিত এই ভাব উপস্থিত হয়, এবং তাহা সামান্য কারণেই ভঙ্গ করা যাইতে পারে। প্রথমে আমরা প্রার্থনা করি, "শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর" পরে কালক্রমে বলি "তোমার মুখে শ্রবণ করিব"। ঈশ্বর যাহাকে যাহা আদেশ করেন, তৎপ্রতিপালনের নিমিত্ত সেইরূপ সুবিধাও করিয়া দেন। প্রথমে একটু কঠিন বোধ হয়, কিন্তু তখন আবার নূতন আদেশ পাওয়া যায়। যখন আদেশটী একবার প্রতিপালন করিলাম বা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন পুনর্ব্বার অপর একটী পালন করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় এবং তিনিও দেন। বিশেষ করুণাবাদীদিগের মধ্যেও অনেকে একটু সাধারণ আজ্ঞা হইতে একবার একটী বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যখন পুনর্ব্বার গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন মনে করে যে তিনি আর কোন বিশেষ আদেশ দিবেন না।

জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি?

বৃহস্পতিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯২ শক; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি এবং এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে?

উত্তর। জ্ঞান অর্থ—কোন সত্য বুদ্ধি দ্বারা জানা, বিশ্বাস—সমুদয় হৃদয় ও আত্মার সহিত সত্যকে ধারণ করা। জ্ঞান দুর্ব্বল, বিশ্বাস প্রবল। জ্ঞান অস্পষ্ট ও চঞ্চল, বিশ্বাস উজ্জ্বল ও দৃঢ়। জ্ঞান অবশ্য অগ্রে, তাহার পরিপক্ক অবস্থা বিশ্বাস। তবে যে বিশ্বাস জ্ঞানের

অগ্রে বলা যায় তাহার অর্থ এই, এমত অনেক সত্য আছে যে, বুদ্ধির পথ দিয়া সে সকল জানিতে হইলে, অনেক পুস্তক পাঠ করিতে ও অনেক তর্ক বিতর্ক করিতে হয়, কিন্তু সেই সকল সত্য সহজ জ্ঞান দ্বারা অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস যেরূপ হউক, তাহার পূর্ব্বে জ্ঞান আবশ্যক হইবেই হইবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অর্থ সম্পূর্ণ ও অনেক জ্ঞান নয়, ইহা সামান্য জ্ঞানও হইতে পারে। কাহারও সামান্য জ্ঞান হইতে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কাহারও বা দশ বৎসর আলোচনা, সন্দেহ ও তর্ক করিয়া সেই বিশ্বাস জন্মে। মনে কর ঈশ্বর অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, মঙ্গলময় ইত্যাদির স্থূল জ্ঞান সকল ব্রাহ্মেরই আছে, তাহাই তাঁহাদের বিশ্বাসের অবলম্বন। নতুবা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া কে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে ? ধর্ম্মের এইরূপ মূল সত্যের মোটামুটি জ্ঞান বালক এবং চাষাদেরও আছে। ধ্রুব এইরূপে সামান্য জ্ঞান সহায় করিয়া কত বড় বিশ্বাস সাধন করিয়াছিলেন ! জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে এবং অল্পেতে পরিসমাপ্ত হয়, বিশ্বাস জীবনের ব্যাপার হইয়া মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যায়। 'ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণ করিবেন' বিশ্বাসীর নিকটে এই সামান্য জ্ঞানটী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রবল অঙ্গীকার বলিয়া প্রতীত হয় এবং প্রকাণ্ড বলে তাহাকে মুক্তির পথে চালিত করিতে থাকে। জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবিশ্বাসীর মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী যুক্তি ও আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ তন্ন তন্ন করিয়া নিরূপণ করিতে থাকেন। বিশ্বাসীর নিকটে যুক্তি নাই, হেতুবাদ বা অতএব নাই, বিশ্বাস আত্মার চক্ষু হইয়া তাঁহার নিকট সত্য ধারণ করে; তিনি জানিয়াছেন

তাহা সত্য, অতএব সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাহা ধারণ করিয়া রাখেন।

যে বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশবিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন 'চন্দ্রলোকে যে জীবগণ আছে, তাহারা মরিয়া পাঁচ দিনের পর ছয় দিনে অন্য লোকে যায়।' ইহা কল্পনা, কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না।

প্র। কুসংস্কার ও সহজ জ্ঞান কিরূপে প্রভেদ করা যায়?

উ। নানা প্রকার তর্ক যুক্তি দ্বারা কুসংস্কার প্রকাশিত ও দূরীভূত হইতে পারে।

প্র। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রধান অভাব কি?

উ। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান রোগ—স্থিরতার অভাব। ব্রাহ্মগণ কিছুদিন উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করেন, কিছুদিন পরে নিরুদ্যম হইয়া একে একে সকল কার্য্য ছাড়িয়া দেন; ইহার দৃষ্টান্ত ক্রমাগত পাওয়া যাইতেছে। রাগী ব্যক্তি রাগ কিছুকাল দমন রাখিতে পারে, কিন্তু প্রলোভন পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইলেই তাহা পুনরুত্তেজিত হয় এবং সে অনেক দিন রাগের সেবা করিতে থাকে। ব্রাহ্মদিগের অস্থিরতা-রোগ সেইরূপ বারম্বার উত্তেজিত হইয়া সকল ধর্ম্ম সাধন বিফল করিয়া দেয়। কোন রোগ আরোগ্য করিতে হইলে প্রতীকার অপেক্ষা নিবারক (Preventive) ঔষধ অধিকতর কার্য্যকর হইয়া থাকে, উত্তেজনার সময় প্রবল মহৌষধ সকলও ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা আমাদিগের রোগের নিবারক ঔষধ সেবন করিতে চাই না। যখন উপাসনা ভাল হয়, তখন আমরা নিশ্চিন্ত

থাকি, বেশী সম্বল করিতে চেষ্টান্বিত হই না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃসম্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকি। যাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত হয় তাহাই আমাদিগের শত্রু। কত সময় মনের চঞ্চলতায় উপাসনা করিতে দেয় না এবং সেই চঞ্চলতা কেবল কুচিন্তাদির ফল। পরের দুঃখ বিপদে দয়া হইয়া সময় সময় মন চঞ্চল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ দৃঢ়তর করিয়া দেয়। মনের সুস্থতা অসুস্থতা অনেক সময় নিজে বুঝিতে পারা যায় না, উপাসনা ভাল হইতেছে কি না, ইহা দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। উপাসনার স্থিরতা থাকিলে আত্মার স্থিরতা ও শান্তি থাকিবে। আমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য অন্ততঃ প্রতিদিন মোটা ভাত ও ব্যঞ্জন চাই। যদি আত্মীয় বন্ধুর অমঙ্গল বা অনুরোধ প্রযুক্ত প্রতিদিন আহারের ব্যাঘাত হয়, শরীর ত্বরায় ভগ্ন হইবেই হইবে। প্রতিদিন সেইরূপ উপাসনার একটা মোটামুটি বাঁধুনী চাই। যেরূপ ভাবেই হউক, যেমন পেট ভরিয়া আহার করা যায়, সেইরূপ যে দিন হৃদয়ের যেরূপ ভাব ও বাহিরের যেরূপ অবস্থা হউক, উদ্বোধন হইতে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত উপাসনা যেন সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম এই, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিদিন উপাসনা করিলে, রোগ শোক ও পাপের মধ্যে ধর্ম্মের নিত্যভাব বাড়িতে থাকে, এবং তাহাই আত্মার চিরকালের সম্বল হয়। আহারের বিষয়ে যেমন একদিন পোলাও ও আর একদিন অনাহারে শরীর রক্ষা হয় না। উপাসনা বিষয়ে একদিন খুব উৎসাহ ও অন্য দিন শুষ্কতা এইরূপ অস্থায়ী ভাবে আত্মার প্রাণরক্ষা হয় না। অনেক ব্রাহ্মের যে মরণ হয়, তাহা কেবল নিত্য উপাসনার অভাবে। অতএব প্রতিজনের প্রতি বিশেষ অনুরোধ,

ব্রহ্মমন্দিরে যে প্রণালীতে উপাসনা হয়, সংক্ষেপে হউক বিস্তারিতরূপে হউক, প্রতিদিনের নির্জ্জন উপাসনায় তাহার সকল অঙ্গগুলি যেন সাধন করা হয়। এইটুকুর কমে চলিবে না, এইরূপ একটী দৃঢ় নিয়ম চাই। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিলে যেমন যথায় পাওয়া যায়, খাদ্য রাশীকৃত করিয়া গৃহে সঞ্চয় করিতে হয়; সেইরূপ আধ্যাত্মিক অভাবের আশঙ্কা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ভাল উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যাহাতে পারা যায়, এরূপ প্রতিজ্ঞা থাকা আবশ্যক। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে একটী নিয়ম দাঁড়াইয়া যাইবে, তাহাতে ভালরূপে দিন কাটিবার উপায় হইবে। অত্যন্ত কার্য্যের ব্যস্ততা বা সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থার ছল করিয়া এই প্রতিজ্ঞা যেন লঙ্ঘন না হয়। উপাসনার আটটী অঙ্গ বরং আটবারে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু কার্য্যের ব্যস্ততাদিতে উপাসনার প্রতিবন্ধকতা হয় এ কোন কার্য্যের কথা নহে। অনেকের সপ্তাহ মধ্যে কার্য্যের দিনে কোন অসুখ হয় না, কিন্তু রবিবার অবকাশের দিনে যত গোলযোগ উপস্থিত হয়; সেইরূপ কার্য্যের দিন অপেক্ষা আলস্যের দিনে উপাসনার অধিক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মদিগের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য অন্যের জন্য প্রার্থনা করা। দশ পনর বৎসর ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়া, যদি কেবল আপনার জন্য ব্যস্ত রহিলাম, অন্যের দুঃখে হৃদয় একবার ক্রন্দন না করিল, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম যে শূন্য ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মপ্রচারক অন্যের জন্য ক্রন্দন ও পরিশ্রম করিয়া বেড়াইয়াছেন। খৃষ্টীয়ানেরা বলেন—"খৃষ্ট পৃথিবীর সমুদয় পাপ ও যন্ত্রণা লইয়া গিয়াছেন।"

আপাততঃ ইহা পরিহাসের কথা হইতে পারে অর্থাৎ একজন

পুণ্যাত্মা কিরূপে অন্যের পাপভার বহন করিবেন ? কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের গূঢ় কথা আছে। যিনি যে পরিমাণে ধার্ম্মিক, অন্যের পাপ যন্ত্রণায় তাঁহাকে তত যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হয়। এখন আমরা সকলে আপনার আপনার পাপ ও দুঃখে কষ্ট বোধ করিতেছি। কিন্তু একজন যদি হঠাৎ অধিক পবিত্র হয়েন, সকলের পাপের ভার তাঁহার মস্তকে পড়ে। পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে দয়া বাড়ে, দয়া বাড়িলেই দৃষ্টি প্রশস্ত হয়। আপনার হইতে পরিবার, তৎপরে প্রতিবেশী, তৎপরে দেশ, অবশেষে সমস্ত পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। কিন্তু পরদুঃখে এইরূপ দুঃখিত হইতে পারা একটী স্বর্গীয় ভাব, ইহাতে অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের শান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ধর্ম্মরাজ্যের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! পিপাসার্ত্ত ভ্রমণকারী ব্যক্তি যেমন মরুভূমিস্থ সলিল-স্রাবী বৃক্ষ হইতে বারি নির্গত করে, তদ্রূপ ধার্ম্মিকের অন্তরে পাপীদিগের পরিত্রাণের যে ঔষধ ঈশ্বর সঞ্চয় করিয়া রাখেন, অন্যের দুঃখ যেন তাঁহার শরীর মন খুঁচিয়া সেই ঔষধ বাহির করিয়া লয়। ধার্ম্মিক ঔষধ দিয়া সুখী হন, পাপীরা ঔষধ পাইয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়।

আমরা উপাসনার সময় বলিয়া থাকি 'অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও।' ইহাতে পরের জন্য প্রার্থনার নিয়ম আছে। কিন্তু আমাদিগকে এই কথাটী শূন্য অর্থে ব্যবহার না করিয়া অমুক অমুক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করিলে অধিক ফল লাভ হয়। অন্যের জন্য ভাবা স্বাভাবিক, এমন কি কত ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের হিতের জন্য ব্যতিব্যস্ত। ব্রাহ্মগণ যেন আপনার মুক্তির প্রার্থী হইয়া, উন্নত প্রকার স্বার্থপরতা লইয়া সন্তুষ্ট না হন।

প্র। ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে অবিশ্বাস একটী পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সে কিরূপ?

উ। অবিশ্বাস অর্থ সত্য স্বীকার না করা। সত্যস্বীকার না করিলেই মিথ্যা অবলম্বন করা হইল, সুতরাং তাহা পাপ বলিয়া গণনা করা উচিত। এইজন্য কর্ত্তব্য শ্রেণীতে ঈশ্বরের প্রতি যে যে আচরণ নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে অবিশ্বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বাস যায় কেন? কোন গূঢ় পাপ তাহার কারণ সন্দেহ নাই। একজন ব্রাহ্ম ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার সহিত পৃথিবীর কষ্টের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না; অন্য দিকে বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার মনকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে, ইহার ফল অবিশ্বাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পুণ্য, বল, পবিত্রতা, বিশ্বাস সকলই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে যেমন সকলই বৃদ্ধি পায়, তেমনই একের অভাবে অন্য সকলেরও দুরবস্থা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি হইলে অবিশ্বাস ও অধর্ম্ম হয়। বিশ্বাস কমিয়া গেলে উপাসনাদিও চলিয়া যায়। সংশয়ের সঙ্গে সংসারাসক্তি ও পাপ প্রলোভন প্রভৃতি যোগ দিলে সর্ব্বনাশ হয়। এক ব্যক্তির কেবল পাপ থাকিলে তাহার আরোগ্যের আশা থাকে, কিন্তু অবিশ্বাস আশার মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। দস্যুতা হত্যা প্রভৃতি পাপেচ্ছার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু অবিশ্বাস চোরের ন্যায় গোপনে আসিয়া গলায় ছুরী দেয়। অনেকে সচরাচর একটী কথা বলিয়া থাকেন "কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক থাকিতে পারেন না" ইহা হইতেই অবিশ্বাসের মূল পত্তন এবং পাপ সাধনের সুবিধা হয়। কেহই যখন ধার্ম্মিক থাকিতে পারেন না, বড় লোক দুই লক্ষ টাকা পাইলে পাপ করেন,

আমার পক্ষে দুই আনার লোভ তাদৃশ, আমি কিরূপে ইহার লোভ ছাড়িব? এইরূপ চতুরতা দ্বারা ধর্ম্মের বলের প্রতি বিশ্বাস ক্ষীণ হয়, পাপ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে। খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পাপ অনেক আছে, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাসের বলে বাঁচিয়া যান। ব্রাহ্মের পাপের সঙ্গে বিশ্বাসও চলিয়া যায়, সুতরাং সকল ধর্ম্ম বিনাশ পায়।

শুষ্কতা।

বৃহস্পতিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক; ৮ই মে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। শুষ্কতা কিরূপ পাপ? ইহা কেন হয় এবং ইহার নিবারণের উপায় কি?

উত্তর। যাঁহারা কেবল কর্ত্তব্য সাধনকে ধর্ম্ম বলেন, তাঁহাদের মতে কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাপ; কিন্তু শুষ্কতা একটী পাপ নহে। কেবল এ দেশের নহে সকল দেশের লোকের বাল্যসংস্কার এই, বিবেকের নিকট নিরপরাধ থাকিতে পারিলে, লোকের নিকট ধার্ম্মিক হইতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধন হইল। কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের ধর্ম্মের আগাগোড়া কঠোর, তাহাতে রস নাই, শান্তি নাই। প্রেমের ধর্ম্ম ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাহার মত—যে সাধনে শান্তি ও সরস ভাব নাই, তাহা ধর্ম্মনামের যোগ্য নহে, তাহা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতির অবস্থা; সুতরাং শুষ্কতা একটী পাপের মধ্যে গণ্য! প্রেম ও শান্তির ভাব যে কি তাহা অন্যকে কেহ বুঝাইতে পারে না, যাহার হয় সেই জানে। একজন মানুষকে আর একজন যদি ভালবাসেন, তাহার

সেবা করিতে কেমন আন্তরিক উৎসাহ ও সুখবোধ হয়। প্রেমিক ব্যক্তির ঈশ্বরসেবাতেও সেইরূপ মধুময় ভাব, তাহা অন্যকে বলিয়া তিনি বুঝাইতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছেন জানিয়া, দুরূহ চিন্তা, কঠিন পরিশ্রম, ভীষণ সংগ্রাম এ সকলেতেই আনন্দিত হন।

প্র। সে কি ভাব যাহাতে তাহার মনকে এইরূপ সরস করিয়া রাখে?

উ। প্রত্যেকে উপাসনাতে ইহার পরীক্ষা দেখিতে পান। কতদিন উপাসনা করিয়া শুষ্কভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার এক একদিন তাহা এমন মধুর হয় যে, আর তাহা ছাড়িয়া কোথা যাইতে ইচ্ছা করে না। এই ভাবটী যে কি তাহা বলিবার যো নাই, কিন্তু ইহাকেই আমরা যথার্থ তৃপ্তি, ও পূর্ণ শান্তি বলিয়া থাকি। ইহা একটী অতি নিগূঢ় ভাব। ইহা হৃদয়ে থাকিলে এক ব্যক্তি অতি সামান্য সাংসারিক কার্য্য করিয়াও তৃপ্তি ও শান্তি পান, ইহা না থাকিলে এক ব্যক্তি প্রচারক হইয়াও বৃথা জীবন ক্ষেপণ করেন। যে পরিমাণে এই ভাব, সেই পরিমাণে ধর্ম্মজীবন সরস থাকে ও উন্নত হয় এবং অন্যের সহিতও প্রেমভাবে সম্মিলিত হওয়া যায়। ধর্ম্মের এই সরস ভাব না থাকিলে উৎসাহ, সত্যবাদিতা ও সহস্র সাধুকার্য্যও নিষ্ফল হইয়া যায়। একটী বাটী গাঁথিবার জন্য ইষ্টক চূণ ও বালি থাকিলেই হয় না, রস আবশ্যক করে, রস না থাকিলে ধর্ম্মগৃহের জমাট গাঁথনি হয় না। আমরা বলি, আমরা এতকাল একত্র হইয়াছি, এত চেষ্টা করিতেছি তথাপি আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হয় না। দুইখানি শুষ্ক ইষ্টক শত বৎসর একত্র রাখিলেও কি জমাট হয়? কিন্তু মধ্যে রসাক্ত

দ্রব্য রাখ, উভয়ের যোগ অকাট্য হইবে। বিভিন্ন প্রকৃতি দুই মনুষ্যের মধ্যে যোগ আপাততঃ অনেক কারণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব, ঈশ্বর বিষয়েও তদ্রূপ। তিনি নিষ্কলঙ্ক, আমরা পাপী এই বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপে মিলিত হইবে? কিন্তু প্রীতিরস থাকিলে যোগ সহজে সম্পন্ন হয়। অন্তরের শুষ্ক বা সরস ভাব দ্বারা সমুদয় জীবন কঠোর বা সরস ভাব ধারণ করে। প্রেমের যোগ হইলে ভিতরে কেমন একটা নূতন ব্যাপার হয়, তাহা নয়নের অঞ্জন হইয়া চক্ষুকে নূতন জ্যোতি দান করে এবং সমুদয় জীবনের স্রোত নূতন ভাবে প্রবাহিত করিয়া দেয়।

ঈশ্বর-প্রীতি-রস হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে দুইটী ভাবে তাহা পরিণত হয়, প্রেম ও আনুগত্য। এই দুয়ের একত্র সন্ধি হইলে জীবনের পূর্ণতা হয়; কিন্তু তাহা দর্শন করা দুর্লভ। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল দুই পৃথক শ্রেণী চলিয়া আসিতেছে। কর্ত্তব্যপালন মত অনুসরণ করিলে ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে, অনেক দুঃখ ক্লেশও অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু প্রেম ভক্তি ভিন্ন তদভ্যন্তরস্থ মধুর আস্বাদন হয় না, কেবল ক্লেশাবশেষই হয়। কেবল প্রেম সাধনের বিপদও আছে, তাহা পবিত্রতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে অকালে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হইলে সমুদয় জীবন স্বর্গময় হয় এবং তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্গময় করিয়া দেয়। হৃদয় তাঁহার প্রেমপূর্ণ এবং জীবনের সমুদয় কার্য্য কেমন প্রেমাভিষিক্ত হয়!

শুষ্কতা অর্থ প্রেমের অভাব। ইহা একটা রোগ নহে। কিন্তু

বিকারের তৃষ্ণায় যেমন দশটা রোগের পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারা দশটা পাপ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাই প্রকাশ পায়। অহঙ্কারই ইহার একটী প্রধান কারণ। নানাবিধ সাংসারিকতা ও পাপাসক্তিও সামান্য নহে। শুষ্কতা ও পাপের মধ্যেও ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে হইবে। ঈশ্বর ইহা দ্বারা দেখান যে কূপের জল শুকাইয়াছে, সাবধান হও। কিন্তু এই সময়ে নিরাশ হইলেই সর্ব্বনাশ। সকলের জানা উচিত, ভিতরে জল আছেই আছে, দশখান পাথর কি বালি চাপা পড়িয়া, তাহা লুক্কায়িত হইয়াছে। যিনি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী হইয়া বিনীত প্রার্থনার উপর নির্ভর করেন, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সকল বাধা দূর হয় এবং তিনি পুনরায় নির্ম্মল স্রোতোজল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, শুষ্কতার সময় পাথর চাপা যে এই জল আছে, প্রায় কাহারও তাহা বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভাল ভাল লোক এই বিশ্বাসের অভাবে মরিয়া যান। শুষ্কতা সংক্রামক রোগ। কাম ক্রোধাদি ব্যক্তিগত, দুই এক ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শুষ্কতা দলের মধ্যে একজনকে ধরিলে সকলের প্রাণ সংশয় করে। সংক্রামক রোগের সময় যেমন জ্বর প্লীহা প্রভৃতি দশটী রোগ একত্র হয়, শুষ্কতার মধ্যে সেইরূপ নানা পাপ নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটী আশ্চর্য্য আত্ম-প্রবঞ্চনা দেখা যায়, অনেকে পরের পুষ্করিণীর জলে আপনার পুষ্করিণী করেন। পরের সঞ্চিত জল পান করিয়া আপাততঃ তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পথে নিজের সম্বল না হইলে কিরূপে চলিতে পারা যায়? এ সম্বল কেবল উপাসনা যোগেই লাভ হইতে পারে। মদ খাইয়া হাজার লোক মরিতেছে, স্বচক্ষে

দেখিয়াও যেমন মাতালেরা মদ ছাড়িতে পারে না, উপাসনা বিনা সহস্র লোক মরিতেছে দেখিয়াও অনেকে তাহার প্রতি উপেক্ষা করেন, ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন।

শুষ্কতা নিবারণের ঔষধ একমাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসস্বরূপ। আমাদের সাধন কি? কেবল তাঁহার নিকট বসা। নদী তীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া বর্দ্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটী মূল দেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে, আত্মা নিত্যকাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে।

সকলে জীবনে এই সার সত্যটী পরীক্ষা করুন! লোকে কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের নিকট যায় এবং শান্তি লাভ করে; জীবনে শান্তিহারা হইয়া আমরা শান্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাঁহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে তাঁহার সহিত যত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পারিব ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেমরস শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে। *

---

৮৭ পৃষ্ঠায় "শুষ্কতা" শীর্ষক সঙ্গতের আলোচনায়, ইংরাজী তারিখ ভুলক্রমে ৮ই মে হইয়াছে, ইহা ১৮ই মে হইবে।

পাপের মধ্যে তারতম্য। *

প্রশ্ন। পাপের মধ্যে গুরু ও লঘু আছে কি না?

উত্তর। পাপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইটী গুরু ও এইটী লঘু এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, পাপ বিশেষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে দশটী নরহত্যা অপেক্ষা পাঁচটী মিথ্যা কথা কহা অধিক পাপ হইতে পারে। পাপ বাহ্য কার্য্যের দ্বারা ঠিক প্রকাশ পায় না, মনের বিকৃত অবস্থা দ্বারাই নিরূপিত হয়। যাঁহারা বাহ্য কার্য্য দর্শন করিয়া পাপ বিচার করিতে যান, তাঁহারা পদে পদে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কাম রিপু দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হইতে না দেখিলে, তাহা পাপের মধ্যে গণনা করেন না, আর সামান্য ক্রোধের দ্বারা কোন অপকার ঘটিলে, সেই ক্রোধকে মহাপাপ বলিয়া নিন্দা করিবেন। কেবল ইহা নহে, তাঁহারা এক পাপকে আর এক পাপের নামে ঘোষণা করিয়া দেন। কামান্ধ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্রাণহত্যা করে, তাঁহারা ক্রোধের শাস্তিস্বরূপ তাহার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। পুলিসের খাতায় তাহার ক্রোধাপরাধ লিপিবদ্ধ রহিল, কিন্তু অন্তর্যামী ঈশ্বরের বিচারে সে কামাপরাধের শাস্তিভাগী হইবে। আমরা সাধারণ চিকিৎসকদিগের রীতি দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহারা গুটিকত লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা পুস্তক হইতে তাহার নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত হন; কিন্তু স্বভাব কোন পীড়ার নাম লিখিয়া দেন না; প্রত্যেক পীড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণ ও অবস্থার যোগে সংঘটিত হয়।

---

* তারিখ ছিল না।

এই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের নামের উপর কিছু নির্ভর না করিয়া, স্বভাবের গতি ধরিয়া চিকিৎসা করেন, এবং তাঁহাদের চিকিৎসাই ফলদায়ক হয়। রোগের লঘুত্ব গুরুত্ব বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ঠিক হয় না। এক ব্যক্তির হয় ত সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ডাক্তারেরা তাহার পীড়া সামান্য বলিয়া ঔদাস্য করেন; এক ব্যক্তির শরীরের কান্তি পুষ্টি বিলক্ষণ, কিন্তু রক্ত বিকৃত হইয়া এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী ব্রণ বা ফুস্‌কুড়ি হইয়াছে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া আশা ছাড়িয়া দেন। অবিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা সেইরূপ পাপ রোগের নামকরণ করিতেই বৃথা কষ্ট পান এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ দ্বারা গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কাম ক্রোধ লোভ প্রত্যেকেই ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গুরু, আবার ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে লঘু পাপ। যাহার আত্মার ঈশ্বরের দিকে যাইতে যত অনিচ্ছা ও বিঘ্ন এবং সংসার ও ইন্দ্রিয় সেবায় অনুরক্ত, তাহার পাপের পরিমাণ সেই অনুসারে অধিক বলিতে হইবে।

সকল পাপের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। সংসার যাহাকে ক্ষুদ্র পাপ বলে তাহা দ্বারা কত সময় আত্মার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এক ব্যক্তি হয় ত কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, সে সকল আর তাঁহার নিকট গুরু পাপ নহে; কিন্তু মিথ্যা কথা, কি পরনিন্দা, কি অবিশ্বাস, তাঁহার ঈশ্বর ও মুক্তির পথে বিষম কণ্টক হইয়া থাকে। যে সকল পাপ অগ্রে সামান্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, ধর্ম্মজীবন যত উন্নত ও হৃদয় যত পবিত্র হয়, তাহার গুরুত্ব ও ভীষণতা ততই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পাপ মনে করা ও কাজে করা। *

প্রশ্ন। পাপ মনে করা ও কাজে করার প্রভেদ আছে কি না?

উত্তর। মনে অসৎ চিন্তা স্থান পাইলেই পাপের সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে গুরুতর ভাব ধারণ করে সন্দেহ নাই। দুর্ব্বল মনে লজ্জা ভয় প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইয়া পাপ প্রবৃত্তি নিবারণ করে, পাপের চিন্তা কত সময় উদয় হয় ও পরক্ষণে বিলীন হইয়া যায়। যাহারা পাপানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের পাপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নিতান্ত নির্লর্জ্জতা, সাহস এবং স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ কঠিন না হইলে কাজে পাপ করা সহজ নয়।

প্র। পাপ প্রলোভন মনে এক কালেই আসিবে না এরূপ সম্ভব কি না?

উ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকের মনে পাপের আকর্ষণ শক্তির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে প্রলোভন অসম্ভব হইবে বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে প্রলোভন হইতে পারিবে না, এইরূপ আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নিকট সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের কাছে আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। কোন সুরাসক্ত ব্যক্তি কুড়ি বৎসর মদ খাওয়া ত্যাগ করিয়া আবার প্রলোভনে পড়িয়া পুনরাসক্ত হন। তিনি বলিবেন, প্রলোভন ত্যাগ

* তারিখ ছিল না।

করা কি দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্য? কিন্তু যিনি প্রলোভনের উত্তেজনা অসম্ভব—এইরূপ আদর্শ করিয়া আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। ভক্তগণ জানেন ঈশ্বরের কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়, অতএব তাঁহার সেই কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্ম্ম সাধন বৃথা। "তাঁর কৃপায় একটী পাপও ক্ষয় হইয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি" জীবনে চিরকাল এ কথাটী ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী গুপ্ত কথা অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম মতের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠানরূপ মোটা বাঁধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসের সূক্ষ্ম বন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া রাখে। লোকে কড়িকাঠ ধরিয়াও ডোবে, কিন্তু চুল ধরিয়াও আবার বাঁচিয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিন্দু ধর্ম্মের বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া চৈতন্য এক হরিনাম পরিত্রাণের সহজ পথ বাহির করিলেন। সেই নামের ভূমি আবার অতি সূক্ষ্ম বিশ্বাস। ফলতঃ বড় ব্যাপারের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করা ভ্রম। ধূম ধাম আড়ম্বরের ভিতর আত্মা যথার্থ অবলম্বনের বস্তু পায় না, কিন্তু একটী সূক্ষ্ম সত্য প্রাণের সহিত ধরিয়া থাকিতে পারে। অল্প স্থানে যাহা থাকে, সমুদয় শরীরের বলে তাহা উত্তোলন করা যায়, কিন্তু বৃহদায়তন বস্তু ধারণ করিতে গেলে বল ক্ষয় হইয়া যায়। মরিবার সময় আত্মা দুইটী কথা ধরিয়া থাকিতে না পারিলে আর উপায় নাই। সকল ধর্ম্মের মূল অতি সূক্ষ্ম, প্রত্যেকের ধর্ম্ম জীবনের মূলও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাড়ম্বর বা কার্য্যাড়ম্বরও নাই। এক-

জনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদয় পৃথিবীকে অগ্নিময় করিয়া তুলে। চৈতন্য ও খৃষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও অধিক ছিল। ক্রমে পুথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিদ্যুতের ন্যায় সত্যের আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাহাই বিশ্বাস বন্ধনের মূল সূত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকট চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে এবং তাহারই বলে সমুদয় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

প্রথম প্রণয়ের অবস্থা। *

প্রশ্ন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রথম অবস্থায় যে প্রকার প্রণয়ের ভাব ছিল, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি দেখা যায় কি না?

উত্তর। প্রথম প্রণয়ের ভাব বালকের ভাব তাহা অহেতুক। তাহাতে আশ্চর্য্য সরলতা এবং পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও নির্ভর দেখা যায়। তাহাতে পরস্পরের দোষানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা মূলেই হয় না। পরস্পরের সঙ্গে থাকিতে পারিলে, পরস্পরের উপকার করিতে পারিলেই, পরম প্রীতি লাভ হয় এবং পরস্পরের সহিত ছাড়াছাড়ি হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। ব্রাহ্মগণের প্রথম প্রণয়ের ভাব এই প্রকার সহজ ও সরল ছিল। পরস্পরের দোষ গুণের সহিত বিশেষ-

* তারিখ ছিল না।

রূপে পরিচিত না থাকায় এ অবস্থায় প্রতারিত হইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু তৎকালে তাহাতে বন্ধুত্বের কোন হানি জন্মায় নাই। পরিণত বয়সের প্রণয় অন্য প্রকার। ইহাতে বুদ্ধি বিবেচনা, তর্ক বিতর্ক, আত্ম নির্ভর, স্বার্থভাব প্রবল হয়। এ দিকে ইহাতে যেমন বহুদর্শিতা ও বিচারশক্তি লাভ করিয়া উন্নতি বোধ হয়, অন্য দিকে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের দোষানুসন্ধান ইত্যাদি দ্বারা দুর্গতি উপস্থিত হয়। যুক্তি ধরিয়া বন্ধুতা করিতে গিয়া সামান্য কারণে পূর্ব্ববন্ধুগণের সহিত মতভেদ ও তৎসঙ্গে বন্ধুতা বিচ্ছেদও উপস্থিত হইয়া থাকে। এ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থা। ইহা উন্নত প্রণয়ের দিকে যেরূপ লইয়া যাইতে পারে, পতনের মুখেও সেইরূপ নিক্ষেপ করিয়া দেয়। হৃদয়ের প্রণয় ও বুদ্ধির প্রণয় এই উভয়ের সম্মিলন দ্বারা প্রকৃত প্রণয় উৎপন্ন হয়। স্ত্রীর প্রণয় যেরূপ কেবল মায়া এবং পুরুষের প্রণয় কঠোর ভাব, কিন্তু উভয়ের যোগে প্রকৃত প্রণয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনেও এই দুই বিভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ধর্ম্মভাব সহজজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তর্ক যুক্তি নাই। ইহাকে চিন্তার সত্যযুগ বলে। এ সময়ে (Intuition) সহজ জ্ঞানের রাজ্যে বাস করা যায় এবং সাক্ষাৎ সত্য এক কালে বিশ্বাসের বিষয় হয়। পরে বুদ্ধির ধর্ম্ম হইয়া, সন্দেহ শুষ্কতা প্রভৃতি আনয়ন করে। সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির একত্র সম্মিলনে প্রকৃত ধর্ম্মভাব লাভ করা যায়। ধর্ম্মজীবনে এক দিকে শিশুর সরলতা থাকিবে ও অন্য দিকে মনুষ্যের বহুদর্শিতা ও বিবেচনা আবশ্যক। প্রণয় বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। বুদ্ধিকে সহায় করিয়া যদি প্রণয় স্থাপন করি, ক্রমে পরস্পর

হইতে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে। শিশুর ভাব না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। শিশুর ভাব না হইলে স্বর্গীয় প্রণয়ও সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে, তাহার কোনও বিষয়ে কিছু দোষ দেখিলেই এককালে তাহাকে আমাদের পরিত্যাগ করিবার অধিকার নাই। বন্ধুকে একবার চুরি করিতে দেখিয়া, তাহাকে চিরকালের জন্য চোর ঠাহরাইয়া বসি, সে মিথ্যা হইল। একবার তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছি, এ কারণ তাহার প্রতি সতর্ক হইব এবং যাহাতে সে প্রলোভনে না পড়ে ও পূর্ব্বের কুপ্রবৃত্তি হইতে নিস্তার পায় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সহোদর ভ্রাতা দুষ্কর্ম্মচারী হইলে কে তাহাকে এককালে পরিত্যাগ করে? বন্ধুও সেরূপ স্নেহের সামগ্রী। বিলাতে অপরাধী ব্যক্তিদিগের সংশোধনার্থ যেরূপ উপায় সকল আছে সেইরূপ উপায় গ্রহণ করা বিধেয়। এইরূপ চেষ্টায় কত জঘন্য আচারীও পরম সাধু হইয়াছে। আমাদের আপনা-দের চরিত্রে কি কোন দোষ নাই? সে সময় আমরা কি করিয়া থাকি? ঈশ্বরের নিকট অনুতাপের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করি, যাহাতে দোষ যায় তাহারও চেষ্টা করি। বন্ধুর দোষ দেখিলেও কেন না দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করি এবং দোষ সংশোধনের চেষ্টা করি? আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে "অপরকে বিচার করিতে গিয়া আপনি বিচারিত হইও না।" এরূপ ভাবে অন্যের বিচার করিও না। পাপী ভ্রাতার জন্য হৃদয়ের অকপট স্নেহ প্রদর্শন আবশ্যক। "Love for the sinner as in sin he lies" পাপী ভ্রাতা যখন পাপে মগ্ন আছে তখন তাহার প্রতি প্রীতিই যথার্থ প্রীতি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই

প্রীতি নিতান্ত সাধন করা আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে যিনি যতক্ষণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, সাধু চরিত্র দেখাইতে পারেন ততক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হইতে যাহার একটু পতন বা বিচ্ছিন্ন ভাব হইল, অমনই তাহার সহিত নিঃসম্বন্ধ ভাব; তাহার সর্ব্বনাশ হইলেও চাহিয়া দেখি না বা তাহার উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাও কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। এ কি প্রকার প্রণয় ও বন্ধুত্ব! ব্রাহ্মদিগের ভাব এইরূপ হইলে একদিন আমাদিগের প্রত্যেককে যে অসহায় হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অতএব চিরপ্রণয়ে পরস্পর বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের পরিবার-ভুক্ত হইয়া থাকিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে পরস্পরের সহিত হৃদয়ের প্রীতি-সূত্রে গ্রথিত হইতে হইবে। পরস্পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিতে হইবে।

প্রণয় সাধন। *

প্রশ্ন। প্রণয় সাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, ও বিবেচনা কিরূপে সমন্বয় হইতে পারে? লোকের যথার্থ স্বভাব ও আচরণ বিচার করিয়া বন্ধুত্ব করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়।

উত্তর। সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন করিতে হইবে। আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভালবাসি, উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি? অন্যের

---

* তারিখ ছিল না।

দোষ থাকিলেও তাহার প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কেন না করা যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ দুইই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া গুণটার পক্ষপাতী হই, অন্যের বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বিশেষতঃ আপনার অপেক্ষা অন্যের বিষয়ে আমরা অল্প অভিজ্ঞ, অন্যের দোষ গুণ হয় ত আপনার অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে। বালক যেমন দাসদাসীকে প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া ভালবাসে, কিন্তু পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভালবাসা যায় না—ধর্ম্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতসারে ভালবাসেন পরে বন্ধুর কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দোষটী সত্যরূপে জানা চাই, তাহার মধ্য দিয়া ভালবাসিতে হইবে। বুদ্ধি দ্বারা প্রীতিকে নিয়মিত করা যায় না, ইহা স্বভাবের হস্তে রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ঈশ্বর সত্য ও সুন্দর, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ। আমরা তাঁহাকে প্রথমেই ভালবাসিব। তাঁহার পবিত্রতা যত বুঝিব, তত তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব। পবিত্র হইতে গেলে প্রেমপূর্ণ হইতে হয় এবং প্রেমজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও লাভ হয়। সাধুরা প্রথমতঃ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভালবাসা দেন। সেই প্রীতি স্বভাবের নিয়মে তাঁর সম্পর্কীয় সকল বস্তুর উপর গিয়া পড়ে—ব্রহ্ম-মন্দির, ধর্ম্মপুস্তক, ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদিগের সহবাস, এ সকল প্রিয় বোধ হয়। মাকে ভালবাসিলে তাঁর সম্পর্কে সহোদর, মাতুল প্রভৃতিও আদরের সামগ্রী হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটী মধ্যবর্ত্তী কারণ আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদের প্রীতির মধ্যবিন্দু হইলে তাঁর সম্পর্কীয় সমুদয় সামগ্রী আমাদের প্রীতির আস্পদ হইবে। আমরা

কাহাকেও ভালবাসা দিই না, কিন্তু প্রণয়ের বস্তু স্বাভাবিক নিয়মে আপনা আপনি ভালবাসা টানিয়া লয়। ঈশ্বরভক্তেরা তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিতে পারেন, অভক্তেরা সেরূপ পারিবে কেন? ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া প্রীতি করিলে তাঁর সম্পর্কে সাধারণকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে পারি। প্রথমে পিতার সম্পর্ক না বুঝিলে ভ্রাতার সম্পর্ক কিরূপে বুঝা যাইবে? সকল বিষয়ের পরস্পরের সহিত যোগ ও উন্নতি ক্রমশঃ হইয়া থাকে। পিতাকে ভালবাসিলে যেমন ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা যায়, আবার ভ্রাতাকে ভালবাসিতে পারিলে ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হয়। ভ্রাতার অনুরোধে যে পিতাকে ভালবাসা সে সাংসারিক সম্পর্ক, মূলহীন শাখার ন্যায় তাহা অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়।

দীন দুঃখী দেখিলে যে দয়া হয় তাহা প্রণয় বা ভ্রাতৃভাব নহে। সাংসারিক লোকদিগের স্নেহ মমতার ন্যায় তাহা এক প্রকার প্রণয়, ইহা হৃদয়ের তরল ভাব হইতে উত্থিত হয়। তদ্দ্বারা ঈশ্বর কাজ করিয়া লইতেছেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইতেও পারে। এবং তাহার মধ্যে অপবিত্রতা থাকিবারও অসম্ভাবনা নাই।

ভালবাসা দুই প্রকার—সদ্গুণের ও মতের। ব্রাহ্মদের মধ্যে শেষোক্তটাই প্রায় দেখা যায়। কিন্তু যদি প্রকৃত ভালবাসা লাভ করিতে ইচ্ছা হয় তবে এই দুইটী মিলাইতে হইবে। এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপাসক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে পরিমাণে সাধু গুণ লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে ভালবাসা যাওয়া স্বাভাবিক, নতুবা প্রীতি ভ্রমসঙ্কুল।

ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মসম্পর্কে পরস্পরে সহোদর। সহোদরের ভাব যে কিরূপ তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে

এক একটী ক্ষুদ্র সাংসারিক পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা আমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া, জগৎকে এক পরিবারে বদ্ধ করিবে। আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাঁহারই হস্ত হইতে মস্তক পাতিয়া আশীর্ব্বাদ লই, এবং সকলে সেই এক পিতার চরণ সেবায় জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহা অপেক্ষা সম্মিলনের প্রবল উপায় আর কি হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তা বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্যোৎস্না পতিত হয় তাহা ভালবাসিব না এরূপ নহে। ব্রাহ্মদের সদ্গুণ গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া, অন্যের হইলে বাহির হইতে লওয়া হয় এই প্রভেদ।

ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রীতি থাকে না কেন? তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ মিল হয় না। কিন্তু গোড়া দৃঢ় থাকিলে অমিল সত্বেও মিল অবশ্যই হইবে। যাঁহাদের মধ্যে অসম্মিলন তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই দোষ, এবং সে দোষটী কেবল সামান্য কারণে পরস্পরকে অবিশ্বাস করা। একজনের সহিত বাহিরের কোন মতে একটু অনৈক্য দেখিলেই সে ব্রাহ্ম নয় এইরূপ মনে করিয়া বসি। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা আর জগতে নাই। কিন্তু এই মিথ্যা একটী সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি হৃদয়ের গূঢ় প্রণয় পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাইব দুই জনের পরস্পরে পরস্পরের প্রতি যেরূপ মনের ভাব অপ্রকাশিতরূপে স্থাপিত আছে, তাহা খুলিয়া দিলে অদ্য হয় ত ভয়ানক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

আমাদের হৃদয়ের দুই ভাব—একটী তরল (Feeling) ভাব, আর

একটী বিশ্বাস। পরস্পরের ক্ষণেকের জন্য গলাগলি ভাব বিলক্ষণ হইয়া থাকে। কিন্তু দুই জন মাতাল মদ খাইতে খাইতে খুব গলা জড়াজড়ি করিল এবং একত্র পড়িয়া রহিল, পরে কে কোথায় চলিয়া গেল। আমাদের এ গলাগলিও সেইরূপ। সরলতার অভাব আমাদের একটী প্রধান রোগ। মনের রোগ নির্ণয় করিতে হইলে বই পড়িয়া দেখিতে হয় না। স্বভাব কখন বই পড়ে না, আপনার পথে চলিয়া যায়। রোগের নাম না জানিলেও কারণ ধরিয়াই কেবল বিচার করা উচিত। মনের রোগ কি, নাম নাই—পাঁচটী লক্ষণই একত্র দেখা যায়। সরলতার সহিত সেইগুলি স্বীকার ও ব্যাকুল হইয়া তাহা নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য।

লেখা পড়া অগ্রে না করিয়া কোন কারবার করা উচিত নয়। প্রকৃত দোষ গুণ জানিয়া তাহা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব করিতেছি এরূপ লেখা পড়া অগ্রে স্থির হইলে সে বন্ধুত্বের ভঙ্গ হয় না। যতদিন কাহার সহিত বিশেষ পরিচয় না হয়, ততদিন তাহাকে পরীক্ষার অবস্থায় রাখিয়া দেওয়াই উচিত।

ধর্ম্মসম্বন্ধে পরিবার বন্ধন একটী ঈশ্বরের অভিপ্রায়। প্রীতি প্রথমে অল্প স্থানে বদ্ধ হইবে, পরে তাহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে। ঈশ্বর স্পষ্ট আদেশ দেখাইবার জন্য প্রত্যেককে পরিবারের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। যত অধিক দিন যায়, পরিবারের সম্পর্ক কেমন গাঢ় ও মিষ্ট হয়! আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপরিবারের ভাব এখনও হয় নাই, এই জন্য অসরল ভাব। পরস্পরের সম্পর্কে কতকগুলি কথা আমরা চাপিয়া রাখি, আপনার প্রলোভন ও পরীক্ষার কথাও কাহাকে বলিতে সাহসী হই না। কিন্তু যে দিন পরিবারের ভাব হইবে,

প্রাতঃকালে সকলে পরস্পরের বাটীতে গিয়া মনের কথা বলিয়া আসিবে, বৈকালে স্বর্গরাজ্যও দেখিতে পাইবে।

বন্ধু দুঃখ অৰ্দ্ধেক করেন ও সুখ দ্বিগুণ করেন! ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে দুই জন বন্ধু থাকিলে কি পাপের আর ভয় থাকে? এখন সকলের ভিতরে ময়লা কাপড়ের রাশি, বাহিরে একখানি ধোয়া কাপড় পরিয়া ঢাকিয়া রাখেন, বন্ধুত্ব হইলে কি আর কিছু গোপন রাখা যায়? ভালবাসা বৃদ্ধির লক্ষণ কি? একত্র থাকিবার ইচ্ছা, বিচ্ছেদে যন্ত্রণা, সহবাসে আনন্দ। প্রিয় ব্যক্তিকে ভালবাসিতে গেলে তার সম্পর্কীয় সকল বস্তু ভালবাসা এবং সুখের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা স্বাভাবিক। যে রাজ্যে অসরল ভাব, সে রাজ্যে প্রকাশ্য আলাপ অধিক, হৃদয়ের প্রণয় অল্প। যে রাজ্যে প্রণয় অধিক সে রাজ্যে আড়ম্বর অল্প, গোপনে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন হইয়া থাকে। অনেক কথা আছে যাহা রাস্তায় হয় না, ব্রহ্মমন্দিরে হয়। আবার অনেক কথা ব্রহ্মমন্দিরেও হইতে পারে না, সঙ্গতে হয়। প্রণয়ের পরিচয় দিবার ও মনের কথা খুলিবার স্থান কখনও প্রকাশ্য হইতে পারে না।

সময়ের সদ্ব্যবহার। *

প্রশ্ন। যাঁহারা এখানে আসেন সময় নষ্ট করেন কি না? অর্থাৎ সময় নষ্ট করা তাঁহাদের পাপ বলিয়া বোধ হয় কি না এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না?

উত্তর। সময় অর্থ জীবন। যত সময় যাইতেছে, ততটা জীবন

* তারিখ ছিল না।

গত হইতেছে। জীবনের মধ্যে যে সময়ের আমরা অসদ্ব্যবহার করি, জীবন হইতে ততটা অল্প ছেদন করিয়া ফেলি। অতএব প্রতিক্ষণে যত সময় নষ্ট হয়, তত জীবন নষ্ট হয়—অর্থাৎ আমরা আত্মহত্যা করিয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে একটী পরিমিত জীবন প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা যত কার্য্য সাধন করা যায়, তাহার আদেশ করিয়াছেন। সময়ের অসৎ ব্যবহার দ্বারা কত কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, মৃত্যুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বনাশ বোধ হয়। কেবল পাপ কার্য্যে সময় নষ্ট হয় না, বৃথা বা অযথোচিত কার্য্যে অনেক সময় গত হয়। অনেকের জীবন এক ভাবে চলিতেছে, উন্নতির উপায় অবলম্বন করা হয় না। অনেকে যে বহু কাজ করিয়া সময়ের সদ্ব্যয় করিবেন মনে করেন সেও ভ্রম। কাজ অনন্ত। কি স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি, কি ধর্ম্ম প্রচার, শত সহস্র বৎসরেও ইহার কোনও কার্য্যের এককালে নিঃশেষ করা যায় না। যেমন অনন্তকাল আমাদের জীবনের অন্ত বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনই অনন্ত কাজকে অন্ত বিশিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ ভাবে জীবনের উন্নতি সাধন আমাদের লক্ষ্য। যেমন কার্য্য চাই, তেমনই চিন্তা, তেমনই প্রেম ; জীবনের সমুদয় ভাগের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে বিষয়ের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট তাহা অতিক্রম করিলে জীবনের অসদ্ব্যয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন কেবল চিন্তা বা ভক্তি লইয়া থাকেন তাঁহাকেও মিতাচারী বলিতে পারি না। টাকার সদ্ব্যয় কি ? টাকা জমান নয়, কেবল ব্যয় করাও নয়, কিন্তু যে সকল কার্য্যের জন্য টাকা—সে সকলগুলিতে তাহা উপযুক্তরূপে ব্যয় করা। অতএব সময়ের সদ্ব্যয়ের অর্থ—ভাল বিষয়ে যথা পরিমাণে সময় ব্যয় করা।

প্র। সময়ের যথা পরিমাণ কিরূপে ঠিক করা যায়?

উ। এক ফল দ্বারা ইহা অনুভব করা যাইতে পারে। প্রতি রজনীতে শয়নকালে দিবসের কার্য্য চিন্তা করিয়া যদি মন প্রফুল্ল হয়, সময় সদ্ব্যয়ের তাহাই উত্তম পরীক্ষা। জীবনের নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সাধন করা আবশ্যক। বাল্যকালে পাঠে এবং পরিণত বয়সে বিষয় কার্য্যে অধিক সময় যাইবে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চিন্তা, প্রীতি, উপাসনা এ সকল কিছু না কিছু পরিমাণে উন্নত হইতে থাকিবে। সংসারে যে সময়ে যেটীর অধিক অভাব সেই বিষয়ে যেমন টাকা অধিক ব্যয় হয়, জীবনের যে অবস্থায় অভাব অধিক, তদনুসারে সময়ও অধিক ব্যয় করিতে হইবে। পাঁচটা রোগের মধ্যে বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ, অধিক বলবান রোগের অগ্রে চিকিৎসা করিতে হইবে। লোকে আফিসে যে এত সময় ব্যয় করেন তাহা সংসারের সেবা করিবার জন্য নয়; তাঁহাদের টাকার অভাব, সেই টাকার মূল্য স্বরূপ তাঁহারা সময় বিনিময় করিতে বাধ্য। আফিসের কাজ করিয়া যে সময় থাকে, তাহারই ভাগ করিতে হইবে; আহার নিদ্রা আদি অত্যাবশ্যক কার্য্যে যে সময় না হইলে নয় তাহা ছাড়িয়া দিলে যে সময় থাকিবে তাহা জীবনের সমুদয় পূরণে নিয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোন্‌টী গুরুতর অভাব, কোন্‌টী আশু-প্রতীকার-যোগ্য বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে হয় ত দুই এক দিবস সমস্ত দিন ভক্তিতে বা কার্য্যেতেও অবসান করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ জীবনের সমুদয় বিভাগের সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সপ্তাহ মাস বা বৎসর যিনি নিয়মিতরূপে ব্যয় করিতে

পারেন, প্রত্যেক দিন সম্বন্ধেও তিনি নিয়মিত হইতে পারেন। জীবন যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে যত সাধিত হইবে ততই সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে। আমাদিগের জীবন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইলে, আর ভাবিয়া চিন্তিয়া নিয়ম ধরিয়া চলিতে হইবে না, জীবন এক স্রোতে চলিবে এবং তাহাতে জ্ঞান, ধর্ম্মভাব ও সাধুকার্য্য এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। জ্ঞান, ধর্ম্মভাব সাধুকার্য্য এই তিনের সাধন প্রতিদিন সময় ভাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

সময় কাটাইবার প্রণালী। *

প্রশ্ন। সমস্ত ব্রাহ্মের পক্ষে কি প্রকার প্রণালীতে সময় কাটান উচিত?

উত্তর। যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি? না তিনি সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের অর্পিত ভার বহন করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আদেশ পালন করেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের যাহা Mission বা কার্য্য, প্রতি বৎসরের, মাসের, দিনেরও কার্য্য তাহা। যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নাই, তাঁহাদের সময়েরও সদ্ব্যয় নাই। আমরা যদি জীবনের একটী লক্ষ্য বুঝিয়া থাকি, এমন সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা গম্য পথে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। পাঁচ দিন যদি অগ্রসর হইতে না পারি পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়িতে হইবে। আমরা সময়ের সদ্ব্যয়ের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের প্রদত্ত জীবন বৃথা কাটাইয়া আমরা নিরপরাধ হইতে পারি না।

---

* তারিখ ছিল না।

যদি গত জীবন বিফলে গিয়া থাকে, যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তজ্জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। অনেক দিন কার্য্যের পীড়নে চিন্তা করিতে অবসর হয় না, কখন বা চিন্তার অনুরোধে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকি, অথবা চিন্তা ও কার্য্য করিতে গিয়া জ্ঞানের প্রতি ঔদাস্য করি। প্রথমে যে অভাব অল্প অল্প বোধ হয়, ক্রমে তাহা চাপিয়া রাখা যায় এবং পরে অভ্যাস দ্বারা গুরুতর অভাবও আমাদিগের নিকট অভাব বলিয়া আর বোধ হয় না। অন্য দিকে সংসারের ব্যস্ততা ও প্রলোভনে অন্ধকার দেখি। এই জন্যই জ্ঞান, চিন্তা ও কার্য্যে এত অসামঞ্জস্য এবং জীবন স্বাভাবিক সুন্দর নিয়মে না চলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের জীবন যাহাতে সমস্ত জীবনের একটী Epitome অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়, এমন সাধারণ উপায় অবধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক দিন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি লাভ করা আবশ্যক।

জীবনের একটী সাধারণ প্রণালী সকল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মের প্রতি ঘটিবে অথচ প্রত্যেকের পক্ষে তাহা কিছু কিছু বিশেষ হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন মূল বিশ্বাসে সাধারণের ঐক্য আছে অথচ তাহার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও বিশেষ মতও বিলুপ্ত হয় নাই, এ বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যে যে শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নিম্ন লিখিত দৈনিক জীবনের সাধারণ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রতিদিন প্রত্যেক উপাসকের এই সকল বিষয়ের জন্য সামঞ্জস্যভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রা ও বিশ্রাম	...	...	৮ ঘণ্টা
আফিসের কার্য্য	...	...	৮ "

শারীরিক	...	...	৩ ঘণ্টা
সাংসারিক	...	...	১ "
জ্ঞান বা পুস্তক পাঠ	...	...	২ "
উপাসনা ও ধর্ম্মচিন্তা	...	...	১ "
ব্রাহ্মপরিবার সাধন ও পরোপকার		...	১ "

নিদ্রা, আফিসের কার্য্য, ও শারীরিক কার্য্যে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা যত অতিরিক্ত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার অধিক হওয়া কোনও ক্রমে উচিত নহে। উপাসনাদির সময় ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার ন্যূন হওয়া বিধেয় নহে। অপরিহার্য্য নিকৃষ্ট কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যে অধিক সময় দান করিবার জন্য সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ভ্রাতৃভাব সাধনের আদেশ। *

প্রশ্ন। অনেক দিন হইতে আমরা ভ্রাতৃভাব সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তাহার কোন উত্তর আসিয়াছে কি না ?

উত্তর। কিছুই নহে। যদি আসিত তাহা হইলে এ বিষয়ের কার্য্য তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হইত, সঙ্গতে আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হইত না। ঈশ্বর নিয়তই উত্তর দিতেছেন। কিন্তু তাহা কে শুনে? তিনি শক্তির শক্তি হইয়া যেমন জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, তেমনই জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া নিয়ত শুভ বুদ্ধি প্রদান

* তারিখ ছিল না।

করিতেছেন। তিনি যাহা বলেন তাহা সাধন করিবার জন্ম বলও নিশ্চয় বিধান করিয়া থাকেন। আমরা শুভ বুদ্ধির উত্তেজনায় ভাল কাজ করিয়া, যদি কখনও তাহার বিরুদ্ধে একটী কথা বলি, তাহাতে ঈশ্বরের ভয়ানক অবমাননা করা হয়, তাঁহার বাক্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়। এইরূপ ব্যবহারে আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর আসিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মদিগের এক দিন আর এক দিনকে, এক মাস আর এক মাসকে, এক বৎসর আর এক বৎসরকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির স্রোতে জীবনকে ভাসাইতেছেন।

এক্ষণে আদেশের কথা উত্থাপন করিয়া দুইটী ফল লাভ হইতে পারে—এক তাহা প্রতিপালন করিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, নয় সংশয় আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। মানুষ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বিবেকের কার্য্য ও ঈশ্বরের আদেশ পৃথক পৃথক পদার্থ মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ এ উভয়ই এক। আমরা বিবেকের একটী স্বতন্ত্র রাজ্য কল্পনা করিয়া কেবল সুবিধার ধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা করি, ঈশ্বরকে ফাঁকি দিব মনে করি। বস্তুতঃ যাহাকে উচিত বলি তাহা যদি ঈশ্বরের আদেশ না হয়, তবে তাহা প্রকৃত পক্ষে উচিত নহে—আমাদিগের কল্পনা এক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুচিতও হইতে পারে।

পৌত্তলিকেরা জড় পদার্থের উপাসক হইয়াও তাহাদিগের দেবতাকে জাগ্রৎ বলে। আমরা নিরাকার ঈশ্বর মানি বলিয়া, তিনি কিছু করেন না কিছু বলেন না, প্রার্থনা করিলে উত্তর দেন না, এইরূপ কি বিশ্বাস করিতে হইবে? আমাদিগের ঈশ্বরের ন্যায় জাগ্রৎ জীবন্ত ও জ্ঞানময় দেবতা কে হইতে পারে? তারকেশ্বরে হত্যা

দেওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাহার একটী মীমাংসা না হইলে ছাড়িব না ; এই ভাবে কেহ কি পড়িয়া থাকেন ? ঈশ্বর দেখিতেছেন না শুনিতেছেন না এমন ত কখনই হইতে পারে না। যদি প্রতিদিনের প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, গ্রাহ্য না হইবার কারণ ত বলিয়া দিবেন। এক সময় ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া উপাসনা করিতে গেলাম কোনও উত্তর পাইলাম না ; কিন্তু এ স্থলে ঈশ্বরের বাক্য এই—অগ্রে ভ্রাতার সহিত সম্মিলন করিয়া আইস, পরে দ্বার উন্মুক্ত হইবে। অনেক সময় প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু হৃদয় পাপ চিন্তা বা সংসার-বাসনায় পরিপূর্ণ; এ স্থলে কপটের প্রার্থনা শুনিব না, তাঁহার এই উত্তর। অনেক সময় উপাসনাকালে জানিয়া শুনিয়া প্রতারণার পর প্রতারণা করিয়া থাকি। ন্যায় শাস্ত্রমতে বলি অন্য শুষ্ক হৃদয়ে প্রার্থনা হইল না ; কিন্তু তাঁহার আদেশ "কপট চলিয়া যাও।" আমরা Imperativeকে Indicative করিয়া লই, এইটী আমাদিগের মহৎ দোষ।

যিনি যখন সাধন আবশ্যক বোধ করেন, তখনই তাঁহার সাধনের প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রার্থী সন্তানের প্রার্থনার উত্তর দেন, ইহা একবার বিশ্বাস হইলে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সাধন করিতেই হইবে ; পলাইবার পথ নাই। আমরা অনেক কার্য্য করিতেছি যথার্থ, কিন্তু তাঁহার কার্য্য করিবার যে সুখ ও শান্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। খাটিয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হইল অথচ পরিশ্রমের পুরস্কার পাইলাম না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়।

ঈশ্বরের অদেশ পাইলে আর সংশয় ও ভাবনা থাকে না। কালিদাস যেমন সরস্বতীর বরে যাহা বলিতেন তাহাই কবিতা হইত,

সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে Inspiration পাইলে সাধক যাহা করিবেন তাহাই হইবে এবং যাহা তাঁহার আদেশ তাহাই তিনি করিবেন। অবিশ্বাসের আবরণ দূর হইলেই কর্ত্তব্য ও আদেশ এক হইয়া যাইবে। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই "হে ঈশ্বর! উচিতকে আদেশ করিয়া দাও।"

আদেশ সাধনের দুইটী উপায় অবলম্বনীয়।

১। উচিতকে আদেশ বলিয়া যাহাতে ধরিতে পারি, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা।

২। যেখানে আদেশ বলিয়াও জানিতে পারি না এবং উচিত বুঝিতে পারি না, সেখানে প্রার্থনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করা, "কি আজ্ঞা হয়"—একটা মীমাংসা না হইলে প্রার্থনা না ছাড়া।

উপদেশ কাজে পরিণত করা। *

ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতেছে, উপাসকগণের পক্ষে ইহা অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে যাঁহারা শুনেন তাঁহাদের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যিনি উপদেশ দেন তাঁহার ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাই, বেদী হইতে যাহা বলা হয় তাহা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। কেহ তাহাতে মনোযোগ করুন, আর না করুন, তাহা ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য, তাহা হইতে কিছু না কিছু মঙ্গল হইবেই হইবে, এই আশা

* তারিখ ছিল না।

করা যায়। তবে ইহা দ্বারা যদি দুই একটী ভাই ভগিনীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইলে তৃপ্তি লাভ হয়। এখন অনেক উচ্চ উচ্চ বিষয় অনেক প্রকারে বলা হইতেছে, তাহার মত কার্য্য না করিয়া, অসাড় ভাবে কেবল শ্রবণ করিলে বড় দুর্দ্দশা। ইহা নিবারণের উপায় করা সাধকগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, যদি মন উত্তেজিত না হয়, তাহা হইলে কখনও যে হইবে বোধ হয় না। এখন বিশ্বাসের গূঢ়-ভাব-বিষয়ক মূল সত্য সকল আলোচিত হইতেছে, তাহা জীবন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কে কি করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ যদি ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিনের প্রার্থনার উত্তর না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অধিককাল স্থায়ী হইবে বোধ হয় না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন উত্তর কিরূপে আইসে, ইহা পরের কথা। প্রথমতঃ উত্তর আসে কি না এ বিষয়ে কাহার কতদূর বিশ্বাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে প্রার্থনার ফল কখন না কখন লাভ করিয়াছি, প্রার্থনা ভিন্ন আর কোনও উপায়ে তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অজ্ঞানতার সময়ে জ্ঞান, দুর্ব্বলতার সময়ে বল, অশান্তির সময়ে শান্তি ও পাপের সময়ে পবিত্রতা প্রার্থনা করিয়া এইরূপ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে জ্ঞান, বল, শান্তি ও পবিত্রতা এই চারিটী ফল পৃথক পৃথক বা সমষ্টি ভাবে লাভ করা যায়। কিন্তু এ সকল ফল গাছের ফলের ন্যায়, ইহাতে প্রশ্নও নাই উত্তরও নাই, কেবল কার্য্য-কারণ-গত সম্বন্ধ। প্রার্থনা—প্রশ্ন ও ফল—উত্তর, ঠিক এই ভাব দেখিতে না পাইলে প্রকৃত প্রার্থনা

হইল বলা যায় না। বস্তুতঃ বীজ ও ফলের যোগের ন্যায় এই প্রশ্ন ও উত্তরের যোগ আছে। ধর্ম্মজীবনের বর্ত্তমান আবশ্যকতার সময়ে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম যখন প্রশ্ন করেন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করি কি না, তখন যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে 'হাঁ' এই উত্তর আইসে, যতবার প্রশ্ন করা যায় ততবার হাঁ স্পষ্টাক্ষরে ছাপান লেখার ন্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিদিনের প্রার্থনা না হউক সময়ে সময়ে বিশেষ দুরবস্থার সময় এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে কি না সকলের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে ধর্ম্মপথে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদর্শন করেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে ধর্ম্মবুদ্ধির সম্মত বলিয়া তাঁহারা এক সময়ে যে কার্য্য করিয়াছেন পরে তাহার জন্য অনুতাপ করিয়াছেন কি না? একবার যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না? যে ধর্ম্মবুদ্ধি একবার যাহা আদেশ করে, পুনরায় তাহা নিষেধ করে, তবে তাহা ঈশ্বরের মনে করা এবং তাহা হইতে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ মনে করা নিতান্ত ভ্রম।

প্র। আদেশের প্রকৃত লক্ষণ কি?

উ। ব্রাহ্মের পক্ষে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত, সত্য কথা কহা উচিত, পরোপকার করা উচিত, এ সকল সাধারণ বিশ্বাস; এ সব বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ হয় না। এ সকল নিম্ন শ্রেণীর পাঠ, গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনা আপনি বুঝা যায়। যাহাতে পাপ পুণ্যের কথা তত আইসে না; কিন্তু যে বিষয়ে ত্বরায় একটা মীমাংসা করা জীবনের পক্ষে নিতান্ত

আবশ্যক, তাহাই যথার্থ প্রশ্নের বিষয়। যেমন, আমি কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিব অথবা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিব? এরূপ আন্দোলনের অবস্থায় যদি কেহ প্রার্থনা করিয়া স্পষ্ট উত্তর আনিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি যথার্থ প্রার্থনা করেন বলা যায়।

আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে শিক্ষা। *

প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে আমরা কি উপদেশ লাভ করিতে পারি?

মহাত্মা নর্ম্মানের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা কখনও দেখি নাই। ভারতবর্ষের মান্যবর বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি দিবা দুই প্রহরের সময় বিচারাসনে উপবেশন করিবার জন্য বিচার মন্দিরে পদক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একজন সামান্য লোকের হস্তে অসহায় হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এরূপ ঘটনায় কেহ অচেতন থাকিতে পারেন না, সকলের মন আন্দোলিত হইবেই হইবে। সাধারণ লোকের মনে ইহা স্মরণ করিয়া কি ভাবের উদয় হইতেছে? ভয় ও সন্দেহ। ভয়—পাছে আমাদের প্রাণের প্রতি কেহ এইরূপ আঘাত করে; সন্দেহ—হত্যাকারী যে দেশের যে জাতির, তাহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ভয় ও সন্দেহ নীচ ভাব, ইহা পশুদেরও হইয়া থাকে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ

* তারিখ ছিল না।

শিক্ষার কি কিছুই নাই? কোন পুস্তক বিশেষ যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নয়, ঘটনা সূত্র ধরিয়া তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন জগতের সাধারণ কার্য্যপ্রণালী দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দেন, আবার বিশেষ ঘটনা দ্বারা আপনার বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ইতিহাস মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি? জীবনের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য সাধারণতঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা আপনাদিগের মধ্যে বন্ধু বান্ধবদিগের মৃত্যু ঘটনাতে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর রূপে হৃদয়কে অভিভূত করিয়া থাকে। করিলে কি হইবে, তাহা যে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়, সংসারের পাঁচ কাজে পড়িয়া আবার সকলই সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায়। যত দিন ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন বৈরাগ্যের ভাব কোন ফলদায়ক হয় না।

বিচারপতির মৃত্যু হইতে আমরা দুইটী বিশেষ উপদেশ পাইতে পারি। প্রথম, আমরা যখন মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, তখনও মৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় মরিতে হইবে।

বিচারপতি নিশ্চিন্ত মনে বিচারালয়ের সোপানে উঠিতেছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা আছে ইহা কি তাঁহার কল্পনা-পথেও আসিতে পারিত? কিন্তু মনে কর হন্তার প্রথম সাংঘাতিক

আঘাতে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল? অত্যন্ত বিস্ময়! কোথা হইতে কে হঠাৎ কাহাকে আঘাত করিল? তখন তাঁহার হৃদয় কেমন কম্পিত হইয়াছিল! ইহা যে কেবল তাঁহার পক্ষে ঘটিয়াছে এরূপ নহে প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। প্রত্যেকে যে সময় খুব নিশ্চিন্ত, মৃত্যু অদৃশ্যভাবে দারুণ আঘাত দ্বারা চমকাইয়া দিবে। আমরা প্রত্যেকে মনে মনে ঠিক করিয়া আছি, আমার মৃত্যু এরূপ ভাবে হইতে পারে না। আমি ক্রমে বৃদ্ধ হইব, শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইবে, কিছুকাল পরে রোগশয্যায় লুণ্ঠিত হইবে, আস্তে আস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই নাই। এত বড় লোকের এমন অবস্থায় যদি মৃত্যু ঘটনা সম্ভব হইল, তাহা হইলে আমাদিগের প্রত্যেকের নিমেষ মাত্র বাঁচিয়া থাকা কি আশ্চর্য্য নহে? এতদিন যে আমরা বাঁচিতেছি ইহা আমাদের অমূল্য অধিকার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপাসনা কালে অনেকেই সুখ সম্পদ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, কিন্তু কেবল বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য তাঁহার প্রতি কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন? প্রতি নিমেষে বাঁচিয়া থাকা প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্রের স্থিতি অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। আমাদিগের কোটী কোটী শত্রু রহিয়াছে কখন না মৃত্যুর সম্ভাবনা? তাহার উপর বারবার পাপাচরণ করি, আমাদের যে জীবনে কোন অধিকার নাই, কিন্তু তাহাও ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়া প্রতি নিমেষে জীবনের জন্য আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অপ্রস্তুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রায় সকলেই ঠিক করিয়াছেন পূর্ব্বজীবন যেরূপে যাউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে কিন্তু অবসর পাইব। তখন মনের সকল আশা মিটাইয়া লইব। ঈশ্বরের নিকট

খুব ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় হৃদয়কে পবিত্র করিব, সমস্ত জীবনের পাপের জন্য খুব বড় প্রার্থনা করিরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব, যত লোকের নিকট অপরাধ করিয়াছি, সকলের জন্য এককালে ক্ষমা চাহিয়া লইব। এইরূপে প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় প্রস্তুত হইবার আশা, এখন প্রস্তুত হইতে লজ্জা বোধ হয়। এখন সেইরূপ প্রস্তুত হন না কেন? মনের গুপ্তভাব এই, অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব, আবার ত পাপ করিতে হইবে কতবার ক্ষমা চাহিব? লোকেই বা এরূপ ব্যবহারে দয়া করিবে কেন? কিন্তু মৃত্যুকালে গড়ে একবার প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইব আর পাপ করিতে হইবে না। কিন্তু হায়! মৃত্যু কি প্রস্তুত হইয়া আমাদিগকে মরিতে বলিবে?

আমাদিগের উচিত সমস্ত জীবনের শেষ দিনের জন্য যাহা তুলিয়া রাখি অন্ততঃ প্রত্যেক দিনের শেষ সময়ের জন্য তাহা রাখা। নিখুঁত মনে প্রতিদিন যেন শয্যাতে শয়ন করিতে পারি। প্রতিদিনের দেনা প্রতিদিন শোধ করিতে পারিলে অনেক স্বচ্ছন্দ। অন্ততঃ আজিকার সমস্ত দিন তোমাকে লইয়াছিলাম, দুদিন এ কথা বলিতে পারিলেও জীবন সার্থক হয়।

অন্য ধর্ম্মের মৃত ব্যক্তিরা আমাদিগের প্রার্থনার বিশেষ অধিকারী। মৃত ব্যক্তিদের আর জাতি বর্ণ, ধর্ম্মভেদ নাই, সকলেই এক পিতার সন্তান হইয়া তাঁহার পরিবারস্থ হন। বিচারপতির অপ্রস্তুত অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা আমাদিগের কর্ত্তব্য। হন্তা ব্যক্তিও আমাদিগের দয়ার পাত্র। এ সময় যদি তাহার ফাঁসি হয়, ঘোর পাপের মধ্যে তাহার পক্ষে মৃত্যু কি ভয়ানক অবস্থা!

এরূপ অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পাপের বোঝা স্কন্ধে করিয়া মরিল বলিয়া সে অধিক দয়ার পাত্র, তাহার জন্য অধিক কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭৯৩ শক ;
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষণ কি ?

উত্তর। ইহার একটী সহজ সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে কি না ? এই প্রশ্ন করিলে যাঁহার প্রতি পিতা প্রসন্নবদন প্রকাশ করিয়া বলেন " Well done My son" পুত্র ! বেশ কাজ করিয়াছ—তিনিই মৃত্যুর জন্য ঠিক প্রস্তুত, অন্যে অপ্রস্তুত। যিনি বলেন কেবল কতকগুলি পাপ করি নাই, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহেন। মৃত্যুর অর্থ যদি পরলোকের অবস্থা হয়, তাহার আর এক নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা। সন্ন্যাসী হইয়া কেবল সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিলে জঙ্গলে যাইবার উপযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারা যায় না। এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ পোষণ করিয়া যত তাঁহাকে শত্রু করা যায়, ততই আমরা মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত। পরলোকের দিকে সকলেই চলিতেছে, জলস্রোতের বিরাম নাই। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, যিনি যে অবস্থায় থাকুন, সেই অবস্থাতেই যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু এখান হইতে যাঁহারা যত সাধু

গুণ উপার্জ্জন করিয়া যাইতেছেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তাঁহাকে মিত্র করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা তত উন্নত ও সৌভাগ্যবান্। যিনি পাপের অবস্থায় যান, তাঁহাকে কিছুদিন পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। একজন আফিসের হিসাব না মিলাইয়া যদি ঘরে চলিয়া যান এবং পরদিন তাঁহার কর্ম্ম যায়, তিনি প্রভুর নিকট যেমন দায়ী ও দণ্ডভাজন হন, জীবনের কাজ না সারিয়া পরলোকে গেলেও সেইরূপ অবস্থা।

প্র। এখান হইতে পাপের দণ্ড ভোগ করিয়া পবিত্র হইয়া পরলোকে গেলে আবার কি পতনের সম্ভাবনা ?

উ। এ পৃথিবীতে যেমন একবার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার পতন হইয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নহে। তাহা হইলে অনন্তকাল পতন ও উত্থান করিতে হয়। ইহলোকে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল প্রলোভন ও পরীক্ষা চলিয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নয়। সেখানে বাহিরে কোন প্রলোভন নাই, সেখানকার পরীক্ষা মনের মধ্যে। মনের মধ্যে পাপ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই, সেই পাপই উন্নতির পথে বাধক হয়। মূল সত্য এই, আমি শরীর ফেলিয়া মন লইয়া যাইতেছি, পরলোকে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থানুসারে উন্নতি লাভ করিব।

মৃত্যু কেবল লোকান্তর মাত্র, অবস্থান্তর নহে। আত্মা এক স্থানে ছিল, আর এক স্থানে যাইবে, কিন্তু এখানে যে অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। মৃত্যুর পরে যে অজ্ঞান অবস্থা, তাহা থাকিবে এরূপ নহে। শারীরিক বিকারে জ্ঞান কিয়ৎকাল মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারে,

কিন্তু পরে প্রকাশিত হইবে। নিদ্রার অবস্থাতে জ্ঞান বুদ্ধি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, মৃত্যুকালে মোহও সেইরূপ। শরীর ও মন যতকাল সম্বদ্ধ আছে, ততকাল কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরে পরস্পরের অধীন। অত্যন্ত বিকারী রোগী যখন রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করে, তখন যেমন সে জানে বিকার কালীন অজ্ঞানতার কোন দাগ থাকে না, মৃত্যুর পর আত্মার জ্ঞানও সেইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়।

মন আপনি আপনার স্বর্গ ও আপনি আপনার নরক। ইহলোকে যাহা পৃথিবী, পরলোকে তাহা মন। সেখানে মনের মধ্যেই আহার নিদ্রা, মনের মধ্যেই পরিশ্রম বিশ্রাম, মনের মধ্যেই আনন্দ ও বিষাদ। উপাসনা কালে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া, শরীরকে এককালে ভুলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরলোকে সাধুদিগের অবস্থার আভাস।

পাপ এককালে অসম্ভব হয় কি না ?

বৃহস্পতিবার, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৭৯৩ শক ;
৯ই নবেম্বর, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। মনুষ্যের পক্ষে পাপ এককালে অসম্ভব হয় কি না ?

উত্তর। মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাপ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতে পারে না। মানব প্রকৃতিতে এরূপ ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। তবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ গুণের যে পরিমাণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেষ পাপও তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে অসম্ভব হইতে পারে। আমরা যাঁহাদিগের উন্নত ধর্ম্ম জীবন

দেখিতে পাই, লোকের ঘরে সিঁদ দেওয়া কি খুন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব—ইহা কি বলিতে পারি না? কিন্তু এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তাঁহারাই আবার অতি জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, পূর্ব্বে তাঁহারা যে লোক ছিলেন, এখন সে লোক নহেন। আমার আমিত্ব যদি যায়, আমার জীবনেরও ভাবান্তর হইবে আশ্চর্য্য কি?

কোন্ পাপ আমাদিগের পক্ষে কতদূর অসম্ভব হইয়াছে, মূলেই বুঝা যায় না এরূপ নহে। আপনার দোষ অল্প ও গুণ অধিক ভাবিয়া যত আমরা আত্ম-প্রতারিত হই না কেন, মনে মনে স্থির চিন্তা করিলে আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা যায়। লোভ কত কমিয়াছে যাঁহার বুঝিবার প্রয়োজন—তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা না হয় পাঁচ হাজার টাকা, না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্যও তিনি পাপ করিতে পারেন কি না? যতক্ষণ উর্দ্ধতম সংখ্যাতেও তাঁহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ পাপ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারা যায়।

প্র। চরিত্র ভাল হইলেই হৃদয়ের যথার্থ আনন্দ লাভ হয় কি না?

উ। ধর্ম্মের আনন্দ দুই প্রকার;—অর্থাৎ এক জীবনের পবিত্রতা-ঘটিত ও অপর ঈশ্বর-সহবাস-জনিত। সকল সম্প্রদায়ের লোক এ দুয়ের একটীকে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কোন সম্প্রদায়ে দুইটীরই একত্র সমন্বয় দেখা যায় না। এই দুই আনন্দ সম্ভব না হইলে, নিত্য আনন্দ যোগানন্দ লাভ হইতে পারে না। কেবল চরিত্র সংশোধন এবং সৎকার্য্য সাধন করিয়া ব্রাহ্ম সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল থাকা আমাদের লক্ষ্য, তিনি আমাদিগের গম্যস্থান। হিন্দুরা এক এক স্থানে এক একটী সরকারী ঠাকুর রাখে, আবার প্রত্যেকে নিজের ঠাকুর-ঘর করিয়া যখন ইচ্ছা ঠাকুর দর্শন করিয়া নয়ন মনকে কৃতার্থ করে। সিপাহীরা গলায় সালগ্রাম বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে যায়, কেন না সর্ব্বক্ষণই তাহাদের দেবতার সহায়তা পাইবে। আমাদের ঈশ্বরকে প্রত্যেকে নিজস্ব ধন করিয়া যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে পারি এরূপ সাধন আবশ্যক। ইহা হইলে চরিত্র পবিত্র থাকিবে এবং তাঁহার সহবাসের আনন্দ লাভ হইবে। এই পূর্ণ আনন্দ আত্মা যে পরিমাণে আস্বাদন করিবে, সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ তৃপ্ত সুখী ও আনন্দিত হইবে।

প্র। প্রার্থনার ফল তৎক্ষণাৎ না পাইলে উঠিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রার্থনা করা উচিত কি না? ঈশ্বর যথা সময়ে ফল বিধান করিয়া থাকেন এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় অধিক সময় ক্ষেপণ না করিয়া, কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ভাল হয় কি না?

উ। যখনই প্রার্থনা করিব তখনই তাহার ফল লাভ হইবে সকল বিষয়ে এরূপ হয় না, কিন্তু প্রত্যেক প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইল, উপযুক্ত সময়ে তিনি তাহার ফল দিবেন, প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে এইটী জানা আবশ্যক। যদি প্রার্থনা হয়—"আমি যেন তোমাকে সমস্ত দিন মনে রাখিতে পারি," তাহা হইলে উপাসনা গৃহ হইতে উঠিয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে শিক্ষা করা যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং জীবনের অত্যন্ত পরীক্ষার সময় (যেমন পৈতা ফেলিব কি না? পৌত্তলিক ভাবে কার্য্য করিব কি না?) তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া প্রার্থনার উত্তর না শুনিলে নয়। প্রতিদিন আমরা

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, অথচ তাহা গ্রাহ্য হইতেছে কি না যদি নিশ্চয় না জানি তবে আবার কি বলিয়া অবিশ্বাসী হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে যাই? একজন মনুষ্য আমার বাক্য গ্রাহ্য করিতেছেন কি না? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া কতকগুলি কথা শুনাইয়া গেলে কি তাঁহাকে অপমান করা হয় না? ঈশ্বরের মুখের উত্তর না পাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাও সেইরূপ। যে জানে আমার প্রার্থনা তাঁহার গ্রাহ্য হইল, সে আর কিছু চায় না; চন্দ্র সূর্য্য পাত হইলেও সে বলিতে পারে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, ফল অবশ্যই দিবেন।

চাহিলে নিশ্চয়ই পাইবে এই জীবন্ত বিশ্বাস প্রার্থনার অবলম্বন। দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া চাই, ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না; বিশ্বাস তাহার জামিন রহিল। গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত এক খণ্ড কাগজ যখন আমরা মুদ্রা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে পারি; তখন ঈশ্বরের অঙ্গীকারে কেন আমাদের বিশ্বাস হইবে না? ঘুমন্ত প্রার্থনা প্রতিদিন করিলে কিন্তু ফল হয় না। প্রার্থনা করিবার করিলাম, ফল দেন দিবেন, না দেন না দিবেন, প্রার্থনার এরূপ রীতি নহে। দরজায় পড়িয়া কেবল কাঁদিতে হইবে না, দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে হইবে।

উপাসনা আপনার কাজ করিলাম বলিয়া মনকে সন্তুষ্ট করা এবং ঈশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তলাইয়া না দেখা অন্ধতা মাত্র। হাফ আখড়ায়ের গায়কেরা যেমন আপনারা গায়, আপনারা বাহবা দেয়, ইহা তাহারই তুল্য। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া উৎসব করিয়াছি, দশ বৎসর উপাসনা করিতেছি, ইহার কিছু না কিছু ফল

অবশ্যই হইবে, এরূপ ন্যায়শাস্ত্রের প্রশ্ন করিয়া মীমাংসা করার ভাব আমাদের মধ্য হইতে শীঘ্র দূর হওয়া উচিত। আপনাকে একটী যন্ত্র ভাবিয়া প্রার্থনাকে সেই যন্ত্র চালনার ফল বলিয়া দেখা অনুচিত। আকাশে ক্রমাগত মাকু চালাইতেছি কিন্তু টানা পড়েন দেখিতেছি না, বস্ত্র কিরূপে হইবে। একজন বলিতে পারেন, কি এত চেঁচাইলাম উত্তর পাইব না? শেষে দরজা ঠেঙ্গাইয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত। কিন্তু এত সরল ভাবে প্রার্থনা করিলাম গ্রাহ্য হইবেই হইবে এ কথা কে বলেন?

ঈশ্বরের নিকট উত্তর পাওয়া যায়। তাহার পরীক্ষা—গলা চিনিতে পারা।

প্র। ঈশ্বরকে আলোক বলিয়া ভাবা উচিত কি না?

উ। ঈশ্বরকে জ্যোতিস্বরূপ বলা যায় বলিয়া তাঁহাকে বাহিরের কোন আলোক বলিয়া অনেকে ভাবিতে যান, ইহা নিতান্ত ভ্রম ও কুসংস্কারের মূল। এই জন্য আলোক না বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে বরং অন্ধকার বলা ভাল। কেবল "তুমি আছ" এই কথাটী যেমন সামান্য, সেইরূপ গম্ভীর। ভক্তের নিকট এই সাধন মধুর হইলে আর ভাবনা থাকে না।

ঈশ্বর ও পরকাল সাধন। *

প্রশ্ন। ঈশ্বর ও পরকাল সাধন কি স্বতন্ত্র প্রকার?

উত্তর। মনের প্রকৃত অবস্থায় ঈশ্বর সাধন ও পরকাল সাধন এককালেই হয়। আমরা কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন ধর্ম্মের

---

* তারিখ ছিল না।

এক অংশ, কখন অন্য অংশ সাধন করিব, ইহা কেবল আমাদিগের অবস্থা প্রকৃত নহে বলিয়া। ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সাধনে যে আনন্দ, উন্নত সাধকদিগের পরলোক সাধনেও সেইরূপ। নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। তাঁহারা পরলোকের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট পরলোক এক প্রকার অনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, এরূপ দৃঢ় নিয়ম না থাকিলে পরলোকের ন্যায় ঈশ্বরও আমাদিগের নিকট অনিশ্চিত পদার্থ থাকিতেন। ব্রহ্ম সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। পরলোকের বিষয় সাধন করিলেও ঠিক সেইরূপ হইবে। সাধনের তারতম্যে ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতা উভয়ই দেখা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, কেবল তাঁহার কাছে নয়, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বাস করি, পরলোক বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরস্পরের সহকারী। আত্মার বাসস্থান পরকাল, উহা ঈশ্বরে। ইহা না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মের ভাব উপলব্ধি হয় না। ঈশ্বরে অনন্তকাল বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যে ইহকাল ও পরকাল গ্রথিত রহিয়াছে। ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহার পর পরকাল। মৃত্যু কিছুই নয় একটী ঘটনা মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে জীবন একই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমরা ইহ জীবনে পরকালের কেবল আভাস মাত্র পাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার এক অংশ লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। যতবার ঈশ্বরে অবস্থান, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার সাধন, ততবার পরলোক আস্বাদন। ঈশ্বরেতে বাস-সময় সীমা বিশিষ্ট হইলে ইহকাল, অসীম হইলে পরকাল। আধ্যাত্মিক

সাধন করিতে হইলে শরীরকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরলোক হইতে ইহলোককে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে পারা ভয়ানক অবস্থা, কেন না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল দুই স্বতন্ত্র থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে হয়। সাধন চশমা পরিলে ঈশ্বর ও পরকাল একত্র অতি উজ্জ্বল বেশে প্রকাশ পায়। সাধনহীন দুর্ব্বল চক্ষুতে উভয়ই ঝাপ্‌সা দেখায়। এইরূপ অস্পষ্ট দেখা নিম্নশ্রেণীর জ্ঞান। নদীতে কোয়াসা হইলে তাহার অতি অল্পমাত্র অংশ দেখা যায়। অবশিষ্ট ভাগ নাই এরূপ নহে; কিন্তু তাহা কতদূর ও কিরূপ কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। সাধন বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকটে পরকালের ভাব এই প্রকার। তাহারা মৃত্যুরূপ একটী প্রাচীর গাঁথিয়া শরীর মধ্যে ও ইহসংসারে বাস করে, ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন ভুলিয়া যায়। শরীরবাসী আত্মা ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ হইয়া আহার পান আমোদ প্রমোদ ইহাই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করেন। সাধকগণ যতবার মনে করেন জীবিত আছি, ততবার মনে করেন ঈশ্বর ও পরকালে জীবিত আছি। ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তি, যে কার্য্যে পণ্ডশ্রম করেন, বিশ্বাসী লোক সেই কার্য্য করিয়া অধিক শান্তি, আনন্দ মহত্ত্ব লাভ করেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার। *

প্রশ্ন। স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর। মনুষ্য প্রকৃতি কেবল পুরুষের প্রকৃতি নয়, নারীর প্রকৃতিও তাহার অর্দ্ধাঙ্গ। মনুষ্য প্রকৃতির যে অংশ নারীদিগের মধ্যে আছে, তাহা পুরুষের মধ্যে নাই, তাহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতির বাস্তবিক হীনাবস্থা, তাই তাহার উন্নত ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। তথাপি এ দেশীয় মাতাদিগের স্নেহ, বিধবাদিগের কঠোর ব্রতনিষ্ঠা এবং অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তির পত্নীদিগের সাধুতা দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ নারীর জীবন দেখিয়া নারীজাতির প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা অসম্ভব। কতকগুলি সদ্গুণ দেখিয়া যেমন ভক্তি হয়, আবার কতকগুলির অসদাচার দেখিয়াও দারুণ ঘৃণা জন্মে। এক স্ত্রীলোকের এক সময় দেব-প্রকৃতি, আবার অন্য সময়ে তাহার আসুরিক মূর্ত্তি দেখা যায়। এই জন্য আমাদিগকে প্রথমে একটী সাধারণ নারী প্রকৃতি আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইলে বিশেষ বিশেষ নারীকে বিশেষরূপে দেখিয়া তৎপ্রতিও শ্রদ্ধা হইবে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে Christ incarnate মনুষ্যমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আকার, এই বিশ্বাসটী যদিও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গূঢ় অর্থ আছে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। মূল সাধারণ একটী মনুষ্য প্রকৃতি অতি পবিত্র, তাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে অবিকৃত

* তারিখ ছিল না।

ভাবে আসিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক মনুষ্য প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হইলে প্রত্যেক মনুষ্য সেই স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া প্রত্যেককে ভাই বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে মন সহজে ধাবিত হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য দেখিলে দোষ গুণ উভয়ই দেখিয়া ঘৃণা ও শ্রদ্ধা যুগপৎ দুই ভাবই উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই মূল সাধারণ প্রকৃতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্য মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে। তেমনই প্রত্যেক নারীকে ভগিনী বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার উপায় সেই মূল সাধারণ নারী প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, একটী নারী প্রকৃতি ঈশ্বরের কোমল স্বভাবের অনুরূপ। তাহা পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের হস্ত হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক নারীতে আছে। এইরূপ ঈশ্বরের সহজ সম্বন্ধ ধরিয়া না দেখিলে দুই একটী বিশেষ বিশেষ স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত এক এক সময় দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা রাখিতে পারা যায় না। রোমান কাথলিক খৃষ্টানেরা মেরীকে স্ত্রী প্রকৃতির আদর্শ মনে করিয়া স্ত্রীজাতিকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে এমন স্ত্রীলোকেরও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকা, তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা ইংরেজদের অনেক সুবিধা দেখা যায়।

পরিবারবন্ধনের ভাব। *

প্রশ্ন। ধর্ম্মসম্বন্ধে পরিবারবন্ধনের ভাব কি প্রকার?

উত্তর। আমরা দুই প্রকার ধর্ম্মসাধন করি, এক কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কাজ করা, আর একটী এ সকল কাজ না করিলে ধর্ম্মরাজ্যে কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিব না, এই বলিয়া করা। শেষটীই প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় বলিতে হইবে। মাছের জলে না থাকা অনুচিত, আর জলে না থাকিলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না, নিশ্চয়ই এই দুয়ের মধ্যে শেষটীর গুরুত্ব যে অধিক কে না স্বীকার করিবে? জীবনের বিষয় কথার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আমরা উপাসনাতে কি করি কেহ কথায় বলিতে পারেন না। পরমাত্মা সম্বন্ধে জীবাত্মা এমন একটী ভাবে (Attitude) বসে যে, তাঁর ভাব সকল আত্মাতে প্রবেশ করে। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, আমরা হাই তুলিবার সময় কি করি, কেবল হাঁ করিলে হয় না, চেষ্টা করিয়াও ইহা হইতে পারে না, ইহাতে হৃদয়ের কেমন একটী অবক্তব্য অবস্থা হয় তাহারই প্রকাশ মাত্র। ভাই ভগিনী সম্বন্ধে তেমনই একটী (Attitude) স্বাভাবিক জীবনগত ভাব হইলে তবে পরিবার কি বুঝা যায়। এই ভাব হইলে অন্তর পরস্পরের জন্য না টানিয়া থাকিতে পারে না, পরস্পরের প্রতি কুটিলতা হিংসাদি কুভাব কখন স্থান পাইতে পারে না।

প্র। একা ধর্ম্মসাধন হয় কি না?

উ। অনেক সময় আমরা ত উপাসনা করিয়া কিছু কিছু ফল

* তারিখ ছিল না।

লাভ করি, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না কেন? পরস্পরের পাপে বাধা দেয়। কাম ক্রোধ লোভ হিংসা অহঙ্কার এ সকলের অর্থ কি? পরস্পরের সম্বন্ধে কুভাব। উপাসনায় বসিয়া ভ্রাতার সহিত কলহ বিবাদ স্মরণ করিয়া মন এরূপ কলুষিত ও অস্থির হয় যে, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিবার অগ্রে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব সাধন আবশ্যক হইয়া থাকে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সকল পাপ যদি দূর হয়, ধর্ম্মসাধন সহজ হইয়া উঠে। ভ্রাতাদিগের সহিত ধর্ম্মসাধন আমরা আড়ম্বর বলিয়া বোধ করি, আবশ্যক বলিয়া তত বিবেচনা করি না। আন্তরিক ভাব যতক্ষণ পবিত্র না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক নির্জ্জন সাধনও আড়ম্বরপূর্ণ হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বরাবর ফাঁকি দিতেছি, পরিবার সাধন করি না। সকল ধর্ম্মেরই এইটী প্রধান অভাব। সংসারের প্রলোভন ছাড়িয়া বনে গিয়া কিসে আপনার মুক্তিটীর সুবিধা করিয়া লইব ইহা অত্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাধনের জন্য নির্জ্জনতা আবশ্যক বটে, কিন্তু পরিবারের নিকট থাকিয়াও হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন নয়, কিন্তু পরিবারের মঙ্গল সাধন। হিন্দুদিগের পরিবারের মধ্যে একজন যখন শ্রীক্ষেত্রে কি অন্য কোন তীর্থস্থানে যান, সেখান হইতে সকলের জন্য কিছু কিছু প্রসাদ বা নূতন দ্রব্য লইয়া আসিতে হইবে ইহা তাঁহার লক্ষ্য থাকে; পরিবারে সকলেই তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তিনি পরিবারদিগকে এককালে ভুলিয়া যান না, তাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম করিব বলিয়া যে বনে পলাইয়া যাওয়া সে অধর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম করা মাত্র। সংসারে থাকিয়া হৃদয়ের সকল ভাবকে পবিত্র করিতে না পারিলে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হয় না। শরীরের রক্ত যেমন বিশুদ্ধ হইয়া সমুদয় অঙ্গ

প্রত্যঙ্গকে পোষণ করে, নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করে না। ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বৃষ্টি যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল জগতের কল্যাণের জন্য দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিয়াছে; প্রকৃত ব্রাহ্ম সেইরূপ সমুদয় স্বার্থভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জগতের হিতব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে তিনি দেখিবেন, এই বৃহৎ জগৎ তাঁহার গৃহ, ঈশ্বর তাঁহার পিতা হইয়া সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, এবং সকল মনুষ্য তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী। পরিবার সাধন স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হইবে।

প্র। উৎসব প্রভৃতিতে যে উৎসাহ হয় তাহা স্থায়ী হয় না কেন?

উ। ধর্ম্মোৎসাহ দুই প্রকার আছে। এক হাউয়ের ন্যায় এককালে হুস্ করিয়া উঠিয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আর এক গম্ভীর ও স্থায়ী। যে কোন বিষয় হউক সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগ ধারণ করিলে, তৎপরে সেই পরিমাণে তাহার ভাটা পড়িয়া যায়। এই জন্য অত্যন্ত উৎসাহের পর নিরুৎসাহ আইসে। খুব ধূমধাম করিয়া দুই তিন দিন যেমন উৎসবে মাতিয়া উঠা যায়, আবার তৎপরে কিছুদিন এককালে ক্লান্ত ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের অনেক উৎসাহ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, এবং তাহা যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

আমাদের দূরদর্শিতার অভাবই আমাদের দুরবস্থার কারণ। পেট ভরিলেও যেমন লোভে পড়িয়া ভাল জিনিস অধিক খাইয়া পীড়া আনয়ন করা যায়। আমরা গান সঙ্কীর্ত্তনাদি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিয়া সেইরূপ আধ্যাত্মিক পীড়া আহ্বান করি। এই কারণে আমরা এক এক দিন গানের উপর গান, তার উপর গান, ক্রমাগত তাহার স্রোত

অবিশ্রান্ত করিয়া ফেলি ; আবার একদিন মুখ দিয়া একটী গানও বাহির হয় না, ভাবহীন হইয়া পড়ি। যেথানে অনিয়ম, একবার উচু একবার নীচু, সেথানে ভাব অস্থায়ী। ব্রহ্মমন্দিরে এরূপ উচু নীচু নাই বলিয়া সেথানে উপাসনা সমান, স্থায়ী ও নিয়মিত হইয়া থাকে।

সকল বিষয়েরই নিয়ম চাই। আমরা ভক্তি সাধন করি বলিয়া তাহার কি নিয়মাবলম্বনের আবশ্যতা নাই? বৈষ্ণবেরা ভক্তির অবতার হইয়া সেই ভক্তিকে কেমন নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া দুই একটী সঙ্কীর্ত্তনের নিয়ম করিয়াছেন কতদিন তাহা স্থায়ী ভাবে চলিতেছে। আমাদের ভক্তি তবে নিয়মিত হইবে না কেন? আমাদিগের ঈশ্বর যিনি নিয়মের মূল, নিয়মানুসারেই তিনি এত বড় জগতের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যাহা কিছু নিয়মাধীন তাহাই ভাল। আমরা আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের সার অংশ কি, যদি অনুধাবন করিয়া দেখি তাহার কারণ কেবল উপাসনা দেখিতে পাই। আমরা প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছি, তাহাতেই ধর্ম্মজীবনের প্রাণ রক্ষা পাইতেছে। ইহাই স্থায়ী ধর্ম্মের মূল, উৎসবাদি সাময়িক ঘটনা, ইহারই শাখা প্রশাখা। নিয়মিত উপাসনা না থাকিলে আমাদিগের উৎসাহের বড় বড় কার্য্য কোথায় থাকিত?

এখন আমাদিগের হস্তে অনেক কাজ আসিয়াছে, কমাইতে পারি না। কাজ যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ উপাসনাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধনই ধর্ম্মজীবনের ব্রত।

আমাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের গভীরতা ও মাধুর্য্য যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ম সাধনের

ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইহার এক একটী কথা লইয়া কতরূপ করিয়া ভাবিয়া থাকেন। এখনও বোধ হয় উপাসনা কালে তিনি প্রথমে যেরূপ "নমস্তে সতে" পাঠ করিতেন সেইরূপ করিয়া থাকেন। সামান্য নিয়মে দৃঢ়তা থাকিলে কত মহৎ ফল লাভ হয়।

আমরা যদি উৎসাহকে স্থায়ী করিতে চাই, তাহাকে প্রথমে নিয়মবদ্ধ করিতে হইবে। বালকদিগের দুগ্ধ ভাত খাইবার নিয়ম আছে বলিয়া সেই সময়ে তাহাদিগের ক্ষুধা হয়। যদি আহার গ্রহণ তাহাদিগের ইচ্ছাধীন রাখা যাইত, হয় ত প্রাণ বিয়োগ হইত। আমাদিগের ধর্ম্মসাধন প্রণালী প্রথমে নিয়মাধীন করা আবশ্যক। সেই নিয়ম আবার ধর্ম্ম-ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিবে। আপাততঃ আমাদিগের মধ্যে অনিয়মিত সঙ্গীতের আধিক্য আছে, তাহা কমাইয়া প্রতিদিন যাহাতে নিয়মিত দুই চারিটী সঙ্গীত সকলে মিলিয়া করিতে পারি, তাহার একটী সময় ও নিয়ম অবলম্বিত হউক। আর প্রত্যেকে আপন আপন জীবনে চেষ্টা করুন, উৎসাহকে স্থায়ী করিবার জন্য নিয়মিতরূপে যেন আমরা ধর্ম্মোৎসাহ রক্ষা করিতে পারি।

দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক ; ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সময়ে সময়ে মন শুষ্ক হয় কেন ?

উত্তর। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরের সহবাসে থাকে ততক্ষণই তাহার সরস এবং সজীব অবস্থা। এজন্য ঈশ্বরকে ঋষিরা "রসস্বরূপ" বলিতেন। পদ্ম-পুষ্প যেমন যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ রস আকর্ষণ করিয়া আপনার লাবণ্য বিস্তার করে; ভক্তের হৃদয়ও সেইরূপ, যতক্ষণ রসস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে বাস করে ততক্ষণ তাঁহার প্রেমরস পান করিয়া সতেজ এবং পরম সুন্দর থাকে। পুষ্পের জীবন জল, আত্মার জীবন ব্রহ্ম-প্রেম। ব্রহ্ম হইতে যাই আত্মা বিচ্ছিন্ন হইল, তখনই তাহা শুষ্ক হইল। পুষ্পের এমন শক্তি নাই যে রৌদ্রের মধ্যে থাকিলেও আপনার বলে রস উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মারও এমন কোন ক্ষমতা নাই যে ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকিয়াও আপনার বলে সরস থাকিতে পারে।

প্র। ব্রহ্ম-দর্শন কি ?

উ। ব্রহ্ম-দর্শন কি জানিতে হইলে, বাহিরের বস্তু দর্শন কি জানিলেই হয়। বস্তু আমি নহি, বস্তু আমা হইতে স্বতন্ত্র এবং বাহিরে; কিন্তু আমি চক্ষুরূপ উপায় দ্বারা তাহা আয়ত্ত করি। সেইরূপ ঈশ্বর, জগৎ আমা হইতে পৃথক; তিনি আছেন—বাহিরের চক্ষু তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পায় না; কিন্তু ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারি। ব্রহ্ম এক দিকে, আমি অন্য দিকে, ভক্তি থাকিলেই তিনি কেমন সুন্দর, তাঁহার গুণ কি তাহা আয়ত্তীকৃত

হয়। চক্ষু না থাকিলে যেমন সম্মুখের বস্তুকেও দেখা যায় না, সেইরূপ ভক্তি না থাকিলে নিকটস্থ পরমেশ্বরও অদৃশ্য থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন তেমনই সহজ, যেমন বাহিরের বস্তু-দর্শন; কিন্তু তুমি যদি চক্ষু নিমীলিত করিয়া রাখ তবে কিরূপে সুন্দর বস্তু দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে বিশ্বাস এবং ভক্তিরূপ দুটী চক্ষু চাই। যিনি মনে করেন নিরাকার ঈশ্বর চিরকালই আমাদের অদৃশ্য থাকিবেন, তাঁহার আর কিরূপে ব্রহ্ম-দর্শন হইবে। ঈশ্বর প্রেমের বস্তু, প্রেমকে কিরূপে অপ্রেমিক নয়নে দেখিবে। বিশ্বাস দ্বারা "ঈশ্বর আছেন" ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিতে হইবে। যখন স্বচক্ষে দেখিলাম তখন আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? যদি মনের মধ্যে সন্দেহ এবং পাপের ইচ্ছা থাকে তবে আর কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে। তিনি যখন দেখা দেন, স্বর্গের পুণ্য ও শান্তি লইয়া আসেন। অতএব মনে একটু আনন্দ হইলেই ঈশ্বরের সমাগম হইল এইরূপ মনে করিও না। রাজা যখন আসেন, আপনিই রাজভক্তি উদয় হয়; প্রেমময় যখন আসেন, তখন আপনই প্রেম-ফুল ফুটিয়া উঠে। প্রেম এবং পবিত্রতার অনন্ত আধার ঈশ্বর যখন দেখা দেন তখন হৃদয়ে যে কেবল ভক্তি-ফুল ফুটে তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সাধকের আত্মা স্বর্গের অগ্নিতে আলোকিত হয়।

প্র। ব্রহ্ম-কৃপা ধারণ করিয়া রাখিবার উপায় কি?

উ। ঈশ্বরের দয়া কখন আসিবে কেহই বলিতে পারে না। কখন দয়া বৃষ্টি হইয়া শুষ্ক আত্মা সকলকে সরস করিয়া যাইবে তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কোন দিন দুই ঘণ্টাকাল উপাসনা

করিলেও কিছু হয় না, কখন নিমেষের মধ্যে পিতার দয়াতে মন মজিয়া যায়। যদি বল অনেক সময় মধুর সঙ্গীত করিলেও কেন মন গলে না, তাহার কারণ অহঙ্কার। যিনি নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করেন এবং মনে করেন আমার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর আসিবেন, অর্থাৎ যিনি আপনার পরিত্রাণের ভার আপনই গ্রহণ করেন ; তাঁহার হৃদয় আর কিরূপে ঈশ্বরের কৃপা ধারণ করিবে। এই অহঙ্কারই সাধকের মহা শত্রু। যিনি মনে করেন, আমার প্রার্থনা, কিম্বা আমার আরাধনা দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন, তিনি অব্রাহ্ম। এই বায়ু দ্বারা হৃদয়ের রোগ দূর হইবে, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভক্তি-রাজ্যের উপযুক্ত নন। কারণ কোন্ দিক হইতে ঈশ্বরের কৃপা আসিবে তাহা কেহই জানে না ; সুতরাং সাধকের সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কাহার আত্মাতে কখন ঈশ্বরের প্রেম-বায়ু প্রবাহিত হইবে কে বলিতে পারে ? হয় ত ১১ই মাঘে না আসিয়া, মাসিক সমাজে আসিল ; কিম্বা মাসিক সমাজে না আসিয়া সাপ্তাহিক উপাসনার সময় আসিল, অথবা সাপ্তাহিক উপাসনার সময় না আসিয়া দৈনিক উপাসনার সময় আসিল। পিতার দয়া কখন আসিয়া হৃদয়কে আর্দ্র করে, এই জন্য সর্ব্বদাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কে বলিতে পারে হয় ত হঠাৎ তাঁহার দয়া আসিয়া ঘোর পাষণ্ডকেও চিরকালের জন্য ভক্ত করিয়া যাইতে পারে। এইরূপে সর্ব্বদা তাঁহার করুণার জন্য প্রস্তুত থাকা, অতি সামান্য ঘটনার মধ্যেও তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম বর্ষণ হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করা, এবং সর্ব্বদা তাঁহার কৃপারসের জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা চক্ষুকে সতেজ রাখা এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য নিয়ত

কর্ণকে সচকিত রাখা, ব্রহ্ম-কৃপা ধারণ করিয়া রাখিবার প্রথম উপায়।

তাঁহার আদেশ শুনিয়া অনুগত ভাবে তাহা পালন করা, ইহার দ্বিতীয় উপায়। আপনাকে অনুপযুক্ত জানিয়া যতই তাঁহার সেবা করিবে ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই তাঁহার কৃপা ধারণ করিতে পারিবে। ভক্তি, পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ফুটিতে থাকে; কিন্তু যাই মনে করিবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইলাম, আর কি তাঁহার ভক্ত সন্তান হইয়াছি; তখনই চক্ষু অন্ধ হইবে, আর তাঁহার কৃপা দেখিতে পাইবে না। এইরূপে অহঙ্কার ভক্তি-পুষ্পের শোভা মলিন করে। ইহা সত্য যে উপাসনার সময় অনেকের হৃদয় উন্নত হইয়া উজ্জ্বলরূপে ব্রহ্ম-দর্শন করে কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের সেই ভক্তি-পুষ্প শুকাইয়া যায়। সেই ঈশ্বর-দর্শন, এবং তাঁহাদের অন্তরের সেই ভক্তি তাঁহাদেরই নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। ইহার কারণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগের অভাব। উপাসনাকালে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু সেই মধুর সময়ে তিনি কি বলিলেন, তাহা শুনিলে না, ইহাই এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। যে সাধক প্রভুকে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, উপাসনার সময় যাই প্রভুর সঙ্গে দেখা হয় তখনই তিনি এই কথা শুনিতে পান "বৎস! এই পথে যাও, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে।" এইরূপে তিনি প্রভুর কথা শুনিয়া দিন দিন জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। করুণা ধারণ করা বড় কঠিন; কিন্তু করুণার সঙ্গে সঙ্গে যে আদেশ আসে তাহা পালন করিলে, ইহা সহজ হয়। ভক্ত এবং কর্ম্মী, উপাসক এবং সেবক একই। ভক্ত যিনি তিনি

প্রতিদিন আহারের সময় দেখিতেছেন ; এই যে সুস্বাদু সামগ্রী, ইহা স্বর্গ হইতে প্রেম-অন্ন রূপে আসিয়াছে। যিনি অল্প-ভক্ত, তাঁহার কেবল প্রেম উথলিয়া উঠিল ; কিন্তু পরিণত-ভক্ত, এক চক্ষে যেমন করুণা দেখিয়া প্রেমাশ্রুপাত করিলেন, তেমনই অপর চক্ষে ইহারই মধ্যে "প্রভুর আদেশ পত্র" দেখিলেন। আমরা বড় কৃতঘ্ন—খাই একজনের, দাসত্ব করি আর একজনের ; ঈশ্বরের অন্ন গ্রহণ করি ; কিন্তু পৃথিবীর জঞ্জাল ফেলিয়া মরি। যিনি অন্নদাতা, প্রভু বলিয়া তাঁহার সেবা করি না। যদি কৃপা ধারণ করিয়া রাখিতে চাও তবে যাঁহার অন্ন খাও আজীবন তাঁহারই গুণ গান কর।

প্র। পরিবার সাধন কি ?

উ। ব্রহ্মসাধনের যেমন দুই অঙ্গ ব্রহ্ম-দর্শন এবং ব্রহ্ম-সেবা ; পরিবার সাধনও সেইরূপ। ভক্তি-নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং বিবেক কর্ণে তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে তাহা পালন করা, এই দুই যোগ যেমন ব্রহ্ম-সাধন, এইরূপ পবিত্রভাবে সমুদয় নর নারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাঁহাদের সেবা করা এই দুই সাধনই যথার্থ পরিবার সাধন। অপবিত্র নয়নে যদি একটী ভগ্নীকেও দেখ, এবং রুক্ষভাবে যদি একটী ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবার সাধন হইল না। যদি ভাই ভগ্নীকে একটী বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পার, তবে সকলই মিথ্যা। অনেকে বলেন পরোপকার করা, ভিক্ষাদান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই ধর্ম্ম হয় ; আমি বলি, কখনই না। যদি ভাই ভগ্নীকে যে ভাবে দেখিতে হয়, যেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে তাঁহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল

অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবার সাধন হইতে পারে? পরিবার সাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক পবিত্র নয়নে, পরিবারকে দর্শন করিলে এবং আধ্যাত্মিক প্রেম ভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহাদের সেবা করিলেই পরিবার সাধন হয়। যে চক্ষুতে মাকে দেখি, সেই ভাবে কি আর পাঁচ জন স্ত্রীলোককে দেখিতে পারি? মা বস্ত্রাভাবে শীতে কাঁপিতেছেন, তাহা দেখিলে যেমন হৃদয় ব্যথিত হয়, অন্যের তেমন অবস্থা দেখিলে প্রাণ কি সেইরূপ কাঁদিয়া উঠে? মার প্রতি অন্তরে ভক্তি নাই; কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শীতের বস্ত্র দিলাম, মার কষ্ট দেখিয়া অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইল না; কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া তাঁহার শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতে কে ইহাকে মাতৃভক্তি বলিবে? সেইরূপ ধন জ্ঞান এবং ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহস্র নর নারীর, দুঃখ দূর করিলাম; কিন্তু কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিলাম না। এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে? সেই চক্ষু কেমন সুন্দর, সেই হৃদয় কেমন মধুর যাহা সর্ব্বদাই নিঃস্বার্থ প্রেমে অনুরঞ্জিত এবং যাহার নিকট প্রত্যেক নর নারী ঈশ্বরের পুত্র কন্যা! কবে আমরা ভাই ভগ্নীদিগের মধ্যে সেই পবিত্র ধাম দর্শন করিব? কবে তাঁহাদের শরীর, মন এবং আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য, আমরা প্রফুল্ল হৃদয়ে সমস্ত জীবন অর্পণ করিব?

প্রশ্নোত্তর। *

প্রশ্ন। উপাসনা করিতে করিতে নিরাশা আইসে কেন ?

উত্তর। একটা ঘরের পাঁচটা দরজা। প্রথম দরজাতে লেখা আছে "আঘাত কর, দ্বার উন্মুক্ত হইবে।" আঘাত করিলাম দরজা খুলিয়া গেল। তার পর এই প্রকারে দুই তিনটা দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইয়া দেখি ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারে যাইতে যাইতে একটা প্রকাণ্ড শক্ত দরজার নিকট পৌঁছিলাম। আঘাত করিলাম খুলিল না। দুই তিন বৎসর ধরিয়া কিছুই হইল না। অনেকে ইহাতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। যতক্ষণ দরজা না খোলে যাঁহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে অপেক্ষা করেন তাঁহারাই ধন্য। একবার সেই দ্বারটী খুলিয়া গেলে সংশয় অন্ধকার শুষ্কতা সকলই চলিয়া যায়, বিশ্বাস ভক্তি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার জন্য যেমন বেড়া দেওয়া অর্থাৎ তাহাতে ঘোড়ার বল পরীক্ষা হয়। উপাসনারম্ভে কিয়দ্দূর পরে ঈশ্বর আমাদিগের পরীক্ষার দ্বার সকল সেইরূপ সংস্থাপন করিয়াছেন। সকলের জন্যই এক একটা অতি কঠিন দ্বার আছে, সহজে কোন মতে তাহা খুলিবার নয়। যে ব্রাহ্ম সেখানে আসিয়া নিরাশ ভাবে ফিরিয়া যান তিনি মনে করেন ধ্যান, আরাধনা প্রার্থনা উপাসনার সকল অঙ্গের যতদুর উন্নতি হইয়াছে, ইহার অধিক আর হইতে পারে না। আর চেষ্টা করা বিফল। কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত সে বাধা অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস অধিক দৃঢ় করেন, এবং অধিকতর জ্ঞান, ভক্তি ও শান্তি লাভ করেন। ইহাঁর পতন হইতে পারে, কিন্তু তৎসঙ্গে

* তারিখ ছিল না।

সঙ্গে উঠিবারও শক্তি থাকে। নাস্তিক পাপী অপেক্ষা আস্তিক পাপীর উন্নতির সুবিধা যথেষ্ট। অতএব পরীক্ষা-দ্বার যত কঠিন হইবে, সাধন ও প্রার্থনা তত যেন অধিক হয়। দ্বার খুলিবেই খুলিবে, কঠিন বলিয়া কেহ যেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া না যান। দ্বারের পরপারেই আলোক, প্রেম ও শান্তির রাজ্য।

প্র। উপবীত ধারণ করা অনুচিত কেন?

উ। উপবীত ধারণ করা উচিতও নয়, অনুচিতও নয়। এক গাছা সূতা, দড়ী, কি কোন রং বাহ্যিক চিহ্ন মাত্র, তাহা পরিধান করাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই। যে ব্যক্তি এরূপ চিহ্ন ধারণ করে, লোকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে পারে এই মাত্র। পাপের বাসস্থান উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির মধ্যে। পৈতা ধারণে কোন অভিসন্ধি আছে কি না? পৈতা বাজারে সূতা, চারিগাছি করিয়া অন্য প্রকারে পরা যায় কি না? যাঁহারা বলেন ইহা সৌন্দর্য্যের জন্য পরি, তাঁহারা ইহাতে রং করুন, জরি বসান আরও ভাল দেখাইবে, তাহাতে কোন পাপও হইবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী অতি গূঢ় অভিসন্ধি আছে। ইহা দ্বারা আপনাকে উচ্চ ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। ইহা থাকিলে ব্রাহ্মণ জাতির সহিত আমার যোগ রহিল, প্রয়োজন হইলে পৌত্তলিক সমাজের সকল সুবিধাও গ্রহণ করিতে পারি। ইহা না থাকিলে ব্রাহ্মণ নই বলিয়া জাতিচ্যুত হইতে হইবে, ধনমান হানি হইবে। এরূপ অভিসন্ধি ব্রাহ্মের পক্ষে সম্পূর্ণ পাপাবহ। ব্রাহ্ম কেবল জাতিভেদ অস্বীকার করিবেন না, যাহাতে তাহা উঠিয়া যায় তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন। সকল মনুষ্য এক পিতার সন্তান এবং সুতরাং সকলেই আমার ভ্রাতা,

জাতিভেদ উঠিয়া না গেলে ইহা কিরূপে বলা যায়? আমার কথায় কি কাজে, সমস্ত লোক ঈশ্বরের এক পরিবার হইবার যদি কিছু ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিনাশ হইয়া, এক ঈশ্বরের রাজ্য হইবে; আর ধর্ম্মের সকল প্রকার প্রভেদ চলিয়া গিয়া, সকলের এক ভাব হইবে। আমি উপবীত রাখিয়া, যদি অন্যকে ব্রাহ্ম হইতে উপদেশ দিই; সে যে গলা টানিয়া ধরিবে। অন্যকে কপটতার দৃষ্টান্ত দ্বারা পাপে আনিব।

যাঁহারা পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উপবীত ধারণ করেন, তাঁহারা কি বুঝেন না যে, ঈশ্বরের অসন্তোষজনক কার্য্য করিয়া পিতা মাতার অভিসন্ধিতে যোগ দেওয়া পাপ?

যাঁহারা বলেন ভট্টাচার্য্য, সেন, মিত্র, ইত্যাদি উপাধি ধারণে যেমন দোষ নাই, উপবীত ধারণও সেইরূপ; তাঁহাদের সেটী ভ্রম। উপাধি খৃষ্টানেরাও ধারণ করেন, ইহার সহিত ধর্ম্মের যোগ নাই, ইহা দ্বারা সামাজিক প্রভেদ মাত্র স্বীকার করা হয়। কালে যদি উপাধির ন্যায় উপবীত ধারণের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন যোগ না থাকে, তাহা সামাজিক ভাবে দুষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু আপনার বদ্ধমূল কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যতদিন ইহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি থাকিবার কোন সম্ভাবনা থাকে, ততদিন ইহার মধ্যে পাপের সূত্র রহিয়াছে। অতএব উপবীত গ্রহণ পৌত্তলিকতার চিহ্ন ও জাতিভেদ সূচক বলিয়া ব্রাহ্মদিগের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

উৎসব-লব্ধ আশা। *

প্রশ্ন। এবারকার ১১ই মাঘ হইতে কি নূতন ভাব ও আশা পাওয়া গিয়াছে?

উত্তর। যখন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে তখন যেমন চারিদিকে কেবল আন্দোলন দেখা যায় এবং ঝড় থামিয়া গেলেই তাহাতে ঈশ্বরের কি মঙ্গল অভিপ্রায় আছে তাহা উপলব্ধি করা যায়; সেইরূপ ১১ই মাঘের উৎসবের প্রবল উৎসাহে ব্রাহ্মগণ চারিদিকে আন্দোলন দেখিতেছিলেন, এখন তাহা ঈশ্বরের কি নিগূঢ় অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে আসিয়াছিল, স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া বুঝা যাইতেছে। এতদিন আমরা আপনিই আপনার পরিত্রাণ সাধন করিয়া লইব—এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম, এখন বুঝিতেছি যাহাদিগের সঙ্গে একত্র আছি তাহাদিগের পরিত্রাণ না হইলে আমারও হইবে না। আমরা সময়ে সময়ে ঈশ্বরের সন্নিধানে গিয়া উপাসনা করিয়া একটু পবিত্র ভাব অর্জ্জন করি, কিন্তু দিবারাত্র যে গৃহে থাকি, যে পরিবার বর্গের সহিত একত্র বাস করি তাহাদিগের সহিত অপবিত্র যোগে আমাদিগের আত্মা দূষিত হইয়া যায়। আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-মণ্ডলের অপবিত্রতা যতদিন বিনষ্ট না হয়, ততদিন আমাদেরও সম্পূর্ণ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন আমরা এমন একটী গৃহ চাই যেখানে নিরাপদে বাস করিতে পারি, সেখানে বসিয়া থাকিলে কোন পাপ তাপ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ভ্রাতা ভগিনীদিগকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জানিয়া স্বর্গীয় প্রেম-শৃঙ্খলে পরস্পরের সহিত

* তারিখ ছিল না।

আবদ্ধ হইব, পরস্পরের সহিত হৃদয়ের গূঢ় যোগ বন্ধন করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিব, আর পিতাকে নিয়ত সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার শান্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিব, স্বকর্ণে তাঁহার কথা শুনিব, তাঁহার আদেশ পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইব।

এইরূপ পবিত্র পরিবার বন্ধন এবারকার উৎসব-লব্ধ আশা। ইহা সাধন করিতে হইলে আমাদের পুরাতন গৃহের দূষিত বায়ু সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে। সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া সকলই উচ্চতর স্বর্গীয় সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে। এখন সংসারের সকল অবস্থা আমাদিগের ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল এবং কুপ্রবৃত্তির সহায় হয়, তখন সকলই ধর্ম্মের অনুকূল এবং পাপের দুর্জ্জয় প্রতিবন্ধক হইবে। এইরূপ ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠিত না হইলে উৎসবের উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী হইবে, ব্রাহ্মসমাজও পৃথিবীতে বদ্ধমূল হইতে পারিবে না।

আমাদিগের এই স্বর্গীয় আশা যাহাতে সফল হয় তজ্জন্য উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার প্রথম উপায় পারিবারিক উপাসনা। যেখানে ব্রাহ্ম পরিবার সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটী নিত্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধর্ম্ম ভাবে পরিণত হইবে। যেখানে একটী ব্রাহ্ম বাস করেন, তিনিও যদি সাধ্য হয় আর পাঁচটী লইয়া নতুবা আর পাঁচটীকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিবেন। দেখা গিয়াছে পরিবারের মধ্যে অনেক অব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মদ্বেষী ব্যক্তি সরল ব্রাহ্মের ভাব ভক্তি দেখিয়াও

অপরের জন্য প্রার্থনা শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃত সরলতার পরীক্ষার জন্য লোকে প্রথমে উপহাস ও প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অটল থাকিতে পারিলে আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়। কোন ব্রাহ্ম পরিবার এই নিয়মিত উপাসনা প্রণালী অবলম্বনে যেন উপেক্ষা বা ঔদাস্য না করেন। ইহা না হইলে নিশ্চয় জানিবেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা।

সকল ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে একটী মধুর যোগের ভাব স্থাপিত হইবে এই জন্য দ্বিতীয় উপায় প্রতি রবিবার প্রাতে সকল ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা কার্য্য যেন সম্পন্ন হয়। স্থানে স্থানে এই সময়ে সামাজিক উপাসনা যদি চলিতে থাকে চলুক, কিন্তু যেখানে এইরূপ একটী সাধারণ যোগবন্ধন হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। কোন কোন স্থলে সামাজিক উপাসনার পরিবর্ত্তে এইরূপ পারিবারিক উপাসনা হইলে অধিক ফলও লাভ হইতে পারে।

প্র। দশ বার বৎসর ধর্ম্মসাধন করিতেছি তথাপি যাহা চাহিতেছি তাহা পাইতেছি না কেন?

উ। ধর্ম্মজীবন দুই প্রকারে গঠিত হয়। এক আপনার আলোকে, অপর ঈশ্বরের আলোকে। আপনার আলোকে অর্থাৎ আপনার বিবেচনায় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া কার্য্য করা। ইহাতে অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প আলোক দেখা যায়, সুতরাং অনেক ভ্রম ও বিপদের সম্ভাবনা। লক্ষ্য বস্তু পাই পাই পাইয়া উঠি না, গম্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি বোধ হয় অথচ তাহাতে উপনীত হইতে পারি না। ঈশ্বরের আলোক উচ্চতর আদর্শ। তাহা সমুদয় জীবনের (Guiding Spirit) নেতা হইয়া পথ প্রদর্শন করে। ঈশ্বর আত্মার

চৈতন্য। আত্মার জ্ঞান, ভাব কার্য্য সকলই তাঁহার আলোকের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। এই পৃথিবীতে যাঁহারা উন্নত স্বর্গীয় জীবন ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের আলোকই তাঁহাদিগের জীবন পথের নেতা হইয়াছে।

প্র। ঈশ্বরের আলোক কি?

উ। যখন আমরা উপাসনার উৎকৃষ্ট ভাব আস্বাদন করি, তখনই ইহা বুঝিতে পারি। প্রত্যেকে আপনার জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন যখনই হৃদয় যথার্থ ব্যাকুল ও তৃষ্ণাতুর হইয়া ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে তখনই তাঁহার আলোক প্রকাশিত হইয়াছে। কিরূপে জীবনপথে চলিতে হইবে তিনি তখনই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। এই ভাব জীবনে যত ব্যাপ্ত হইবে, জীবন ততই ঈশ্বরের আলোকে গঠিত হইবে। তিনি দুর্ব্বলতার বল, সকল অভাবের পূরণ হইয়া তাঁহার আশ্রিত সন্তানকে কৃতার্থ করিবেন। আমরা সকল অবস্থায় কিসে একমাত্র ঈশ্বরকেই সরল ভাবে প্রার্থনা করিতে পারি, হৃদয়ের এই ভাব হওয়া চাই। মহাভারতে বর্ণিত আছে পাণ্ডুরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যভার লাভ করিয়াও তৃপ্ত হন নাই; বলিতেন আবার আমার বনে বাস করিতে ইচ্ছা হয়, কেন না সম্পদের মধ্যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু বিপদে তাঁহার প্রতি মন বড় ভাল থাকে। বিপদ যদি ঈশ্বর লাভের উপায় হয় সেই বিপদই প্রকৃত সম্পদ। এইরূপে যাঁহার জীবনের যে অবস্থা ঈশ্বর লাভের পক্ষে অনুকূল, সেই অবস্থা ধরিয়া ঈশ্বরের আলোক লাভ করা তাঁহার পক্ষে সহজ। ঈশ্বরের সঙ্গে হৃদয়ের সরল যোগ হইলে যাহা কিছু আবশ্যক তিনি সকলই শিক্ষা দেন।

স্ত্রী স্বাধীনতা। *

প্রশ্ন। প্রার্থনাতে বিশেষ কি উপলব্ধি করিতে হইবে ?

উত্তর। অবিশ্রান্ত কতকগুলি বাক্যবিন্যাস করিলে প্রার্থনা হয় না। জীবনের যাহা গূঢ় অভাব, যাহার জন্য চিত্ত লালায়িত, যাহা পাইবার জন্য জীবনে কতই সংগ্রাম হয় সেইটীই প্রকৃত প্রার্থনীয় বিষয়। কিন্তু তাহার বাস্তবিকতা প্রতীতি করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সন্নিধানে কাতর ভাবে তাহা বলিলে যথার্থ প্রার্থনা হইতে পারে। প্রকৃত প্রার্থনা দুইটী কথার মধ্যে। প্রার্থনাতে গূঢ় অন্তর্দ্দৃষ্টি আবশ্যক। তৎকালে আত্মা ঈশ্বরের কোন বিশেষ বাধ্যতায় সম্বদ্ধ হয়। যখন প্রার্থনা হয় তখন ঈশ্বর আত্মায় অবতীর্ণ হইয়া গম্ভীর স্বরে একটী কথা জিজ্ঞাসা করেন "তুমি যাহা ভিক্ষা করিতেছ, ইহা বাস্তবিক কি তুমি চাও ?" অধিকাংশ প্রার্থী সন্তান তাঁহার এ কথা শুনিতে পান না। যাঁহারা শুনিতে পান তাঁহাদের চিত্ত ঐ কথা শুনিবা মাত্র স্তম্ভিত হয়, বাক্য নিরোধ হয়। প্রার্থনার অস্থায়ী শূন্য ভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। যিনি ঐ কথা শুনিতে পান অমনই তাঁহার হৃদয় আপনার মিথ্যাচরণ দেখিয়া ভয়ে ভীত হয়, প্রাণের সহিত উহার বাস্তবিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংগ্রাম করে। আমরা সকলেই পিতার ঐ প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে পারি না। আমাকে তখন বলিতে হয়, পিতা, আমি কি ত্যাগস্বীকার করিয়াও আমার প্রার্থিত বিষয় অভিলাষ করি ? ঈশ্বরের ঐ কথার উত্তর কালে প্রার্থনার সত্য মিথ্যা বাহির হইয়া যায়। প্রার্থনার গভীরতার মধ্যে যত প্রবেশ

* তারিখ ছিল না।

করিবে ঈশ্বরের বাণী তত ভাল করিয়া স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে। পিতার ইচ্ছা ও আদেশের সহিত যোগ দান করিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করা যায় না। এতদিন কেবল আমাদের যখন যাহা মনে হইত তখন তাহাই চাহিতাম। কিন্তু এরূপ প্রার্থনায় হৃদয়ের চঞ্চলতা পাপ শুষ্কতা কিছুই বিদুরিত হয় না। প্রার্থনাতে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত দুইটী ভাব লাভ করা যায়। একটী অপবিত্র দূষিত ভাবের বিনাশ ও অপরটী সাধু স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব। চাওয়া আর পাওয়ার সম্মিলন যখন প্রার্থনা, তখন ঐ দুইটী বিষয় লাভ করিতে না পারিলে কিরূপে প্রার্থনা হইতে পারে?

প্র। বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ সাধন করিলে জীবনে একটী উৎকৃষ্ট যোগ লাভ করা যায়?

উ। পূর্ব্বে আমাদের ভাবের সাধনই অধিক হইত চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সুন্দর প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য অধিক যত্ন হইত। নির্জ্জনে একাকী থাকিয়াই উপাসনার ভাব ভাল হইত। কিন্তু কেবল এই সাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগ সংসাধিত হয় না। সংসারে কার্য্যস্রোতে ভাসমান হইয়া ঈশ্বরকে হারাইতে হয়। নানা পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া পাপে ডুবিতে হয়। কার্য্যক্ষেত্রেই প্রলোভন আসক্তি ও পতনের সম্ভাবনা। যখন ইহা স্থির নিশ্চয় যে কার্য্যক্ষেত্রেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকিতে হইবে, তখন সাময়িক ভাবের সাধনা দ্বারা জীবনকে পবিত্র রাখা দুষ্কর। কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ রক্ষা করাই এখানকার সাধনা। এই সাধনাতেই উপাস্যের সঙ্গে উপাসকের জীবনগত যোগ। এই সাধনাতেই যথার্থ ঈশ্বরের সহিত প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়।

ইহার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে কার্য্যটী ঈশ্বরের ভাবের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কার্য্য করিতে করিতে তাঁহাকে দর্শন কথনও তাঁহার নাম স্মরণ, আবার কথনও বা হৃদয়ে প্রার্থনার নিস্তব্ধ উদয়। এই উপায়গুলি সংসাধন করিলে জীবন যথার্থই কার্য্যের মধ্যে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্র। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব কি ?

উ। স্বাধীনতা দুই প্রকার। মন ও কার্য্য-বিষয়ক। এই স্বাধীনতা প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে আপেক্ষিক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। স্বাধীনভাবে বিচার করা, স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করা ও স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হওয়া—মনুষ্য মাত্রই এই বুদ্ধির আলোকে পরিশোভিত। তবে বর্ত্তমান আন্দোলন কি বাস্তবিক স্বাধীনতা লইয়া ? কথনই নহে। কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি ও ব্যবহার লইয়া। প্রকৃতির উপযোগী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন পুরুষের কল্যাণ হয় নারীগণকেও সেইরূপ স্বীয় প্রকৃতির উপযোগী করিয়া সামাজিক রীতি নীতির ব্যবহারে যোগদান করিলে যথার্থ উপকার সংসাধিত হয়। সৈনিক কার্য্য কথনই স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত নহে। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, নরনারী উভয়ের পরস্পরের প্রতি আত্মার কর্তৃত্ব আছে, যেমন পুরুষের কর্তৃত্ব নারী জাতির উপর কতক বিষয়ে, তেমনই আর কোন কোন বিষয়ে নারী জাতির কর্তৃত্ব পুরুষ জাতির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কি উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট সকল বিষয়েই নারীদিগের পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আছে। পৃথিবীর সকল প্রদেশেই নারীসমাজের অনেক বিষয়ে তারতম্য আছে। শিক্ষা ও সভ্যতা আচরণ ও রুচি

অনুসারে সকল দেশেই বামাগণের ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশেই দেখা যায় যে, অবস্থাভেদে নারীদিগের মধ্যে কতকগুলি কার্য্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি স্বাধীনতার আন্দোলন করিতে হয়, তবে উচ্চ বিষয়েই দৃষ্টি করা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে সত্যের অনুসরণ, স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের যুক্তি ও বিচার, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ, স্বাধীনভাবে হৃদয়ে সত্য ও অভ্রান্ত মতের সংস্থাপনা, স্বাধীনভাবে প্রেম ও সদ্ভাব বিস্তার, স্বাধীনভাবে সদনুষ্ঠান সংসাধন করিবার ক্ষমতা, এইগুলি জীবনে সম্পাদিত হইলে স্বাধীনতার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে।

যাঁহারা পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীজাতির সমতা করিতে চান তাঁহারা বস্তুতঃ নারী প্রকৃতিকে উপযুক্ত সম্মান করেন না। লক্ষ্য বিষয়ে নারী জাতি পুরুষের সহিত সমান কিন্তু কার্য্য ও উপায় বিষয়ে তাঁহারা পুরুষ হইতে বিভিন্ন। অতএব নারীদিগকে বিশেষ সাবধানের সহিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। নারীগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, সুতরাং পুরুষের আলোক যদি নারীদিগের নেতা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাধীনতা আরও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কার্য্য দ্বারা অন্তরের স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু আত্মা অজ্ঞানতা, কুসংস্কার বিকৃত ভাব ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইলে প্রকৃত স্বাধীনভাবে সুশোভিত হয়। কার্য্য দ্বারা হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম প্রকাশ পায় না; কিন্তু অন্তরে বাস্তবিক প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে তাহার কার্য্য বিশুদ্ধ হইবেই হইবে। প্রেমের প্রকাশই সদনুষ্ঠান, কিন্তু সৎকার্য্যের প্রকাশ প্রেম নহে। নারীদিগের চিত্তে স্বাধীন ভাব

স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন বুদ্ধি, হৃদয়ের স্বাধীন প্রেম ও স্বাধীন কর্ত্তব্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়, তবেই তাঁহাদের বাস্তবিক উন্নতি হইল। জ্ঞান, ভাব, বিবেকের আলোকে তাঁহাদের চিত্ত আলোকিত করা আবশ্যক, কার্য্যের প্রণালী তাঁহারা আপনারাই উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। কারণ তাঁহারা আপনার প্রকৃতি অনুসারে স্বীয় কার্য্যের প্রণালী অবলম্বন করিতে সমর্থ, সে বিষয়ে পুরুষের অধিকার নাই। অবশ্য পুরুষ যদি স্ত্রী হইতেন তাহা হইলে সমর্থ হইতেন। এই নিমিত্ত বামাগণের হৃদয় ধর্ম্মজ্ঞান পবিত্রতা ও বিবেকের আলোক দিয়া স্বাধীন করিয়া দিয়া বাহিরের অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে ছাঁচে গড়ে তাঁহাদের জীবন আপনিই উচ্চ স্বাধীন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। ধর্ম্মের আলোক তাঁহাদের হৃদয়ের নেতা না হইলে আত্মার কোন কার্য্য বিশুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব নারীদিগকে ধর্ম্মের একটী প্রবল স্রোতের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিলে তাঁহাদের সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিশুদ্ধরূপে সংগঠিত হইবে। ঈশ্বরের আলোকে তাঁহাদের সকল কার্য্য সম্পাদিত না হইলে নারী জাতির কোমল প্রকৃতির যথার্থ সমুন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম সাধন। *

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী।

বর্ত্তমান সময়ের প্রধান অভাব।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৯৪ শক ;

২৫শে এপ্রেল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের প্রধান অভাব কি ?

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব নাই। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ সদ্ভাব দেখা যায় না।

প্র। ব্রাহ্মগণ এক ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করেন, পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে মিল হয় না কেন ?

উ। ইহার মূলকারণ তাঁহাদের উপাসনা ভাল হয় না। যিনি ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার সকল বিষয়ই ভাল হয়। পিতার প্রতি ভক্তি-রসে মন পূর্ণ থাকিলে ভ্রাতাকে স্নেহের

* ২১শে বৈশাখ ১৭৯৪ শক—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রচার কার্য্যালয় হইতে "ধর্ম্ম সাধন" নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। উহাতে কেবল সঙ্গতের আলোচনা এবং ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ বাহির হইত। এইটী (১৪ই বৈশাখ) প্রথম সংখ্যা।

নয়নে না দেখিয়া থাকা যায় না। ব্রাহ্মগণ যাহা বলেন, তাহা সকল সময় করেন না, তাই তাঁহাদের এত দুর্দ্দশা।

প্র। ব্রাহ্মেরা পরস্পরের প্রতি সময়ে সময়ে ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হইলে কি ক্ষান্ত হওয়া উচিত?

উ। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মেরা মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাদের মধ্যে মিলন হইবে না, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। ভ্রাতৃভাব হইতে পারে এইটী তাঁহারা এক বাক্যে বলুন; আমি বলিতেছি চারি সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হইবে। ভাল লাগে না বলিয়া ভ্রাতৃভাব সাধনে ক্ষান্ত হইয়া, যিনি শনিবার কোন কোন ভ্রাতার বাটীতে যাইতেন আর যান না, যিনি সঙ্গতে আসিতেন আর আসেন না, ইহা নিতান্ত অনুচিত। যাহা ভাল লাগে না তাহার জন্য যদি চেষ্টা করা না যায়, তাহা হইলে মহা অনিষ্ট হয়। ঈশ্বরকে ত অনেকের ভাল লাগে না, তবে আর তাঁহার উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি?

প্র। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু ভ্রাতৃভাব কি নিয়মে রক্ষা হয়?

উ। নিয়ম দ্বারা যে কতদূর সুফল লাভ হয় তাহা আমাদিগের মধ্যে উপাসনার দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝা যায়। উপাসনা ভাল হউক না হউক, আমরা প্রতিদিন যথাসাধ্য নিয়মিতরূপে তাহা সাধন করিয়া থাকি। পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিলেও কোন দিন সেই নিয়মের অন্যথা করি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর যথা সময়ে আমাদের

প্রার্থনার ফল বিধান করিবেন। এই দৃঢ় নিয়ম দ্বারাই আজও পর্য্যন্ত উপাসনা আমাদিগের মধ্যে স্থায়ী রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা অনেক সময় আত্মা কৃতার্থ হইতেছে। ভ্রাতৃভাব সাধন জন্য যদি আমরা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম অবলম্বন করি, ভাল লাগুক আর না লাগুক সর্ব্ব প্রযত্নে যদি ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করি, ও তাঁহাদিগের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করি, তাহা হইলে আমাদিগের মিলন নিশ্চয়ই স্থায়ী হইবে এবং যথাকালে সুফল প্রসব করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

প্র। ধর্ম্মের পথে চলিতে হইলে বিষয় কার্য্যের মত কি নিয়ম ধরিয়া চলা ভাল?

উ। ঈশ্বর যিনি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা, নিয়ম ভিন্ন তিনি কোন কার্য্য করেন না—তিনি ও তাঁহার নিয়ম এক। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য সকলই নিয়ম বদ্ধ। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া গেলেও এক দিনের জন্যও তিনি সূর্য্যোদয় স্থগিত রাখেন না। সূর্য্য-কিরণে পরিশেষে জগতের কল্যাণ হইবেই হইবে। সেইরূপ আমরা যে নিয়ম অবলম্বন করিব, প্রাণান্তেও তাহা ভঙ্গ করিব না। নিয়ম ভঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ হয়।

প্র। আমরা নিজে যে নিয়ম করিয়া থাকি, তাহা কি ঠিক? এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কি ধর্ম্মপথে চলা উচিত?

উ। নিয়ম ঈশ্বরের, আমরা কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাহা পালন করিয়া থাকি। সত্য কথা কহা যে উচিত কে বলিল? যদি আপনার বিবেচনায় তাহা উপকারজনক বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা ঠিক নিয়ম হইল না, কোন সময় তাহাতে আপনার বা অন্যের কোন

ক্ষতি হইতে দেখিলে তাহার অন্যথা করিতে পারি। এ প্রকারে আমাদের জীবনের কোন কর্ত্তব্যেরই ঠিক থাকে না। কিন্তু সত্য কহা ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়ম জানিয়া তাহার সহিত জীবনকে যদি স্ক্রু দিয়া বিদ্ধ করিয়া দিই, চিরকালই সত্য কথা বলিব কখনও তাহার অন্যথা হইবে না। এইরূপ সকল ধর্ম্ম নিয়মই আমরা ঈশ্বরের অধীন হইয়া পালন করিব।

প্র। নিয়মের অধীন হওয়া কি কঠোর নহে?

উ। নিয়ম একদিকে যেমন কঠোর, অন্যদিকে তেমনই কোমল। আবার তাহার কঠোরতাই অনেক সময় মিষ্টতার কারণ হয়। ঈশ্বরের যে নিয়মে প্রখর সূর্য্য, আবার সেই নিয়মেই সুশীতল চন্দ্র উদয় হয়। সূর্য্য যত কঠোর মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীকে জ্বালাতন করিয়া যায়, চন্দ্র সেই পরিমাণে মধুর হইয়া সুধা বর্ষণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ্যে ধ্যান যদি কখন কঠোর হয়, উহা সঙ্গীত প্রার্থনায় মধুর হয়, ভ্রাতৃভাব সাধনের কষ্ট ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদনে তৃপ্ত হয়। ধর্ম্ম নিয়ম পালনের প্রতি আমরা কেন কঠোরভাবে দেখিব? ঈশ্বরের আদেশ মস্তকে বহন করিতেছি বিশ্বাস করিতে পারিলে জীবনের সকল কার্য্যই স্বর্গীয় ও মধুময় হয়।

প্র। যাঁহারা ভক্তির সাধন করেন, প্রতিদিন এক নিয়মে ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং’ ইত্যাদি ভাবিয়া উপাসনা করিলে কি শুষ্ক ভাব হয় না? প্রতিদিন নূতন নূতন কথা না বলিলে কি উপাসনা মিষ্ট হয়?

উ। গোলাপ ফুল প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক নিয়মে ফুটে, এক প্রকার বর্ণ ও গন্ধ প্রকাশ করে বলিয়া কি তাহার মধুরতা যায়? মহাত্মা চৈতন্যের ন্যায় জগতে ভক্তি প্রচার কেহ করেন নাই, কিন্তু

তাঁহার সেই ভক্তি সাধনের এক মন্ত্র 'হরিনাম।'। বিপদে হরি, সম্পদে হরি, শয়নে হরি, ভোজনে হরি, মরণকালে হরি—বৈষ্ণবদিগের মুখে আর কথা নাই। 'হরি' দুইটী নীরস অক্ষর মাত্র, কিন্তু ইহা লক্ষবার বলিলেও যথার্থ ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট তিক্ত বা পুরাতন বোধ হয় না। এই হরিনাম তিনি যত করেন, ততই তাঁহার চক্ষু ভক্তিজলে ভাসিতে থাকে। ইহার কারণ এই, ভাবের সহিত কথার যোগ করিলে কথার প্রতি আর কোনও দৃষ্টি থাকে না; ভাবের সাগরে আত্মা নিমগ্ন হয়। ভক্তির ধর্ম্ম যখন এমন দৃঢ় নিয়মে বদ্ধ হইয়া চলিতেছে, তখন আমরা কেন নিয়মকে অবহেলা করি? নিয়মে উদ্যম বৃদ্ধি হয়, অনেক সময় পাওয়া যায়, সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিয়া স্থায়ী ফল বিধান করে এবং শান্তি ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। আমাদের ধর্ম্ম সাধন নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক। নিয়মের কঠোর ভার বহন করিতে যেন আমরা কাতর না হই। নিয়ম পথে প্রথম কষ্ট, শেষে মধু।

প্র। যাহা ভাল লাগে তাহা করিব, যাহা ভাল লাগে না তাহা করিব না, এ মত কি ঠিক নয়?

উ। ইহা স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচার। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে এ মত ধরিয়া চলিলে ঈশ্বরের উপাসনাও বন্ধ করিতে হয়। কোন সাধু কার্য্য ভাল না লাগার মূল কারণ সত্যের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হওয়া, ভাল করিয়া উপাসনা না করা। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর প্রেমিক ও সত্যানুরাগী হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলুন, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মঙ্গল ও অমঙ্গল।

বৃহস্পতিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; ২রা মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। যাহা কিছু মঙ্গল ঈশ্বর হইতে এবং যাহা কিছু অমঙ্গল আমা হইতে এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর। প্রথমে জানা উচিত যে 'মঙ্গল ও অমঙ্গল' ইহার অর্থ সাংসারিক সুখ দুঃখ নয়, কিন্তু আত্মার কল্যাণ ও অকল্যাণ। সাংসারিক দুঃখেও আমাদের কল্যাণ হয় এবং সুখেও অকল্যাণ হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে উহা হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা, নয় মনুষ্যের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়। সত্য, পুণ্য ও মঙ্গল ঈশ্বরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, কারণ তাহাই তাঁহার স্বভাব। সুতরাং তাঁহা হইতে যে কোন ঘটনা হয়, সকলই পুণ্যময় ও মঙ্গলময়। মঙ্গলস্বরূপ হইতে কখনই কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। তবে আমাদের মধ্যে যে এত অসত্য ও পাপ তাহা কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণ কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, চাই আমরা ভাল পথে, চাই মন্দ পথে যাইতে পারি। তাঁহার সঙ্গে যোগ হইলে আমরা ভাল পথেই চলি, এবং মঙ্গল লাভ করি। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বাধীনতার অহঙ্কারে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করি, তখনই অমঙ্গল আনয়ন করি। এই জন্য মঙ্গল যা কিছু ঈশ্বর হইতে, অমঙ্গল যা কিছু নিজেরই দোষে হয়।

প্র। ঈশ্বরে যেমন সত্য, পুণ্য ও মঙ্গল ভাব আছে, আমাদের মধ্যেও সেই সকল গুণ ত কিছু কিছু পরিমাণে আছে বলা যায়?

উ। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় কোন গুণ বিশিষ্ট নহেন। তিনি জ্ঞানী, কি শক্তিমান্, কি প্রেমিক নন; কিন্তু তিনি স্বয়ং জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম। তাঁহার স্বভাবের একটু একটু প্রতিবিম্ব আমাদের মধ্যে পড়াতে আমরা সাধু হই, অর্থাৎ যে পরিমাণে আমাতে তিনি সেই পরিমাণে আমি জ্ঞানী, দয়ালু ও পবিত্র। এই সত্যে বিশ্বাস করিলে অহঙ্কারশূন্য ও বিনয়ী হওয়া যায়। আমি সত্যপরায়ণ তাহার অর্থ এই, আমি যে সত্যটুকুর গৌরব করিতেছি তাহা কেবল সেই সত্য সূর্য্যের একটী কিরণ মাত্র। আমি দয়ালু অর্থাৎ সেই অনন্ত মঙ্গল-সমুদ্রের এক বিন্দু আমাতে পড়িয়াছে। সকল সদ্গুণ সম্বন্ধে এইরূপ। এ বিষয়ে বিষয়ী ও সাধুর দৃষ্টি ভিন্ন প্রকার। বিষয়ী ঈশ্বরের শক্তিকে আপনার মনে করিয়া অহঙ্কারী হয়, সাধু আপনার প্রত্যেক সত্য ও মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রকাশিত দেখেন, আপনার অন্ধকার কুটীরে তাঁর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন। যতই তিনি আমাদের হৃদয়ে আসেন ততই সংসার ও পাপ চলিয়া যায়, যেমন সূর্য্য প্রকাশে অন্ধকার তিরোহিত হয়।

প্র। আমরা তবে সাধুভাব লইয়া আমার তোমার বলিয়া এত অহঙ্কার ও বিবাদ করি কেন?

উ। যতদিন আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র থাকে, ততদিন আমরা দশ জনে ঈশ্বরের একটু একটু গুণ পাইয়া অহঙ্কার ও বিবাদ করি; কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মগণ যে ভ্রাতার মধ্যে যে সাধুগুণ দেখেন, তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া মোহিত হন। কাহার ভক্তি, কাহার উৎসাহ, কাহার পরোপকার গুণ; কিন্তু এ সমুদয় সেই এক ঈশ্বরের প্রতিভা মাত্র, সুতরাং বিবাদ হইতে পারে না। যা কিছু ভাল সব তাঁর,

তাঁহাতে ভিন্ন আর কোথাও ভাল কিছু থাকিতে পারে না। মনে কর কোন সহরে একজন ময়রা কেবল ভাল সন্দেশ প্রস্তুত করিতে পারে, আর সকলে তাহারই জিনিস লইয়া বিক্রয় করে; যার যা কিছু ভাল তাহা মূলে সেই একজনেরই, সুতরাং আমার আমার বলিয়া কেহ অহঙ্কার করিতে বা কলহ করিতে পারে না। ইহা হইতে ব্রাহ্মগণের মিলনের একটী সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে পরিমাণে আমরা সকল ভ্রাতার মুখে সেই এক পিতার আদর্শ দেখিব, যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের সাধুতাতে তাঁহারই সাধুতা দেখিব, সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে একতা হইবে। ইহা না হইলে ব্রাহ্মদের প্রকৃত মিলনের আর উপায় নাই। আমাদের সব গুণ, সব গৌরব তাঁহারই; সব কাজ সেই একজনের; সত্যেতে সাধুভাবে আমরা সকলে এক।

প্র। আমাদের স্বাধীনতার যদি সীমা থাকে; তাহা হইলে সেই স্বাভাবিক অপূর্ণতা হেতু যে পাপ হয় তাহার জন্য আমরা দায়ী কি না?

উ। অপূর্ণতা পাপের হেতু নয়। ঈশ্বর আমাদের যেমন অবস্থা ও শক্তি দিয়াছেন, সেই অনুসারে আমরা কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দায়ী। আমরা এক দণ্ডে দুই সহস্র লোককে ব্রাহ্ম করিব অথবা অনন্ত পবিত্রতার পরিচয় দিব ইহা তিনি আমাদের নিকট চান না। ধর্ম্ম নিয়ম দুই প্রকার। কতকগুলির পরিমাণ নাই, তাহা বিধি ও অবিধি মাত্র। সত্য কথা কহা, পরোপকার করা, নরহত্যা না করা, এ সমুদয় আমাদের কর্ত্তব্য; ইহাদের অন্যথা করিলেই পাপ। কতকগুলি ধর্ম্ম নিয়মের পরিমাণ আছে যথা, বিনয়, ভক্তি, দয়া, ধর্ম্মপ্রচার, ইত্যাদি।

ইহা সময় অবস্থা ও শক্তির উপর নির্ভর করে, সমান পরিমাণে সকলের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

প্র। কোন কাজ যদি মন্দ অভিপ্রায়ে না করি, কিন্তু তাহার ফল মন্দ হয়, তাহার জন্য আমরা অপরাধী কি না?

উ। কু অভিসন্ধি ভিন্ন পাপ হয় না। যে কার্য্য অজ্ঞানকৃত বা আকস্মিক, মনুষ্যের বিচারেও তাহা তত অপরাধজনক নয়। মনে যতক্ষণ অপবিত্রতা, ততক্ষণ যেমন মনুষ্যের নিকটে তেমনই ঈশ্বরের নিকটেও আমরা অপরাধী। কিন্তু কতকগুলি কার্য্যে কু অভিসন্ধি না থাকিলেও, যদি দেখা যায় যে তাহাতে আমার হাত ছিল, অথচ অসাবধানতা প্রযুক্ত কু-ফল ফলিয়াছে তাহা পাপ বলিয়া গণ্য। যদি কেহ আমার হস্তে একটী শিশুর ভার দিয়া যায়, আর আমার অসাবধানতায় শিশু ছাদ হইতে পড়িয়া মরে, এ বিষয়ে আমার শৈথিল্য জন্য আমি অবশ্য অপরাধী। কু অভিসন্ধি ছিল না বলিয়া পার পাইতে পারি না, আত্মগ্লানি স্বভাবতঃ হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলে। ঈশ্বর চান যে আমরা কেবল কু অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না, কিন্তু হৃদয় মন আত্মাকে এমন শাসন করিয়া রাখিতে হইবে যে ভ্রম বা অযত্নক্রমেও অসত্যে পতিত হইব না। ঈশ্বরের নিকট অতি সূক্ষ্ম বিচার; যে অবস্থা আমাদের কর্ত্তৃত্বাধীন, তজ্জনিত পাপের জন্য আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী।

প্র। পরনিন্দা পরোক্ষে করা উচিত কি না?

উ। পরনিন্দা অর্থাৎ কাহারও গ্লানি করিবার জন্য কুটিল অভিসন্ধি করিয়া কোন কথা বলা, সম্মুখে কি পরোক্ষে কখনই উচিত নয়। তবে যদি প্রয়োজন হয় যেমন পুস্তকের দোষ গুণ আলোচনা করা যায়,

সেইরূপ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিরপেক্ষ ভাবে কোন লোকের ভাল গুণ ও মন্দ গুণ বলিতে দোষ নাই। কিন্তু ভীরুতা প্রযুক্ত কাহার দোষ সম্মুখে বলিতে না পারিয়া পরোক্ষে তাহার গ্লানি করা অত্যন্ত নীচতার লক্ষণ।

প্র। পরনিন্দা অধিক কাহারা করিয়া থাকে?

উ। যাহারা ভাল উপাসনা করিতে না পারে, তাহারা পরনিন্দা দ্বারা নিজের মনের অশান্তি মিটাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা নিজে দোষী, তাহারা আপনাদের দোষ ঢাকিবার জন্য অথবা লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য পরনিন্দা করে।

প্র। পরনিন্দার আতিশয্য হইলে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ সকলের সম্মুখে উপাসনা প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের প্রতিও আঘাত করিয়া থাকেন, সে স্থলে কর্ত্তব্য কি?

উ। প্রথম, তাহার দোষ বুঝাইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে বলা ও তাহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখাইয়া লওয়া। দ্বিতীয়, অশ্রাব্য কথার প্রতি কর্ণে অঙ্গুলি দেওয়া এ দেশীয় একটী প্রথা আছে, তাহা দ্বারা ঘৃণা প্রদর্শন। তৃতীয়, সকলে মিলিয়া নিন্দুককে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাওয়া।

অপবিত্র ভাবে নিন্দা করিতে প্রশ্রয় দেওয়াতে কত ব্রাহ্মের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই জন্য এ বিষয়ে চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় নিয়ম অবলম্বন করা ব্রাহ্মদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিশেষ করুণা।

বৃহস্পতিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; ৯ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অর্থ কি?

উত্তর। আমরা সামান্যতঃ জগতে ঈশ্বরের সাধারণ করুণা দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহাকে জগতের পিতা বলিয়া ধন্যবাদ করি। কিন্তু তিনি আবার সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে যখন আমার বিশেষ অভাব মোচন করেন, তখন তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া জাজ্বল্যতর-রূপে দেখিতে পাই এবং তাঁহার বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

প্র। বিশেষ করুণা মানিতে গেলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয় কি না?

উ। কতকগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যেরূপ মত, তাহাতে এরূপ সংশয় হইতে পারে বটে। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর একটী জাতি বা কতকগুলি ব্যক্তি বাছিয়া তাহাদের প্রতি আপনার সকল দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, আর তিনি অন্য সকলের প্রতি নিষ্ঠুর। তিনি পরিত্রাণ ও মুক্তি কতকগুলি লোককে দিবেন, কতকগুলিকে দিবেন না। এটী ভ্রান্ত ও জঘন্য মত। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ করুণার ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন। ইহাতে বলে—তিনি বিশেষ করুণা কেবল ব্যক্তিবিশেষকে প্রদর্শন করেন না, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের জন্য তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সময় ভেদে অবস্থা ভেদে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হয়।

প্র। ঈশ্বরের কার্য্য যখন নিয়মে চলিতেছে তখন তাঁহার সকল করুণাকে সাধারণ বলিলে ক্ষতি কি?

উ। আমরা ঈশ্বরের দশটী কার্য্য দেখিয়া একটী নিয়ম নির্দ্দেশ করি, কিন্তু তিনি কি কেবল সাধারণ নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করেন? তিনি কি প্রত্যেক সন্তানকে পৃথক পৃথক দেখিতেছেন না? প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যাহাঁতে সিদ্ধ হয় তাহার উপায় করিতে অক্ষম?

এক মাতার যদি পাঁচ পুত্র থাকে আর তিনি পীড়িত পুত্রের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করেন, বিদ্যার্থী পুত্রের জন্য সকাল সকাল অন্ন প্রস্তুত করেন, দূরদেশস্থ পুত্রদের নিকট পত্র বা লোক পাঠান সকলের প্রতি তাঁহার সাধারণ করুণার অন্যথা নাই; কিন্তু তাহা আবার কেমন বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত! ঈশ্বরের করুণা তাঁহার সন্তানগণের প্রতিও এইরূপ। তিনি সকলকে করুণা করিতেছেন, অথচ প্রত্যেকের যেমন অভাব তাহার উপযুক্ত করিয়া ইহা প্রেরণ করিতেছেন।

প্র। সাধারণ ও বিশেষ করুণা আমার সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ জগৎ সম্বন্ধে আছে কি না?

উ। ঈশ্বরের কতকগুলি করুণার কার্য্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ, কতকগুলি আমার সম্বন্ধে। খৃষ্ট, চৈতন্য কি নানক দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। কারণ যে সময় জনসমাজ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে সময় এরূপ এক একটী আলোক বিধান হওয়াতেই জগতের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা না দেখিলে তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে ব্রাহ্মসমাজের আলোকে আমার পূর্ব্বগত পাপ জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি তাহাকে বিশেষ করুণা বলিয়া স্বীকার করিব। কোন ব্রহ্মোৎসব দ্বারা যদি আমি নবজীবন লাভ

করিয়া থাকি, তাহাকে ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিতে পারি। সাধারণ করুণাস্রোত একটু একটু করিয়া সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ করুণা এক একবার বাণের ন্যায় আসিয়া জীবনকে তোলপাড় করিয়া দেয়, পুরাতন জঞ্জাল সকল ভাসাইয়া লইয়া যায়, নিদ্রিতকে জাগ্রৎ করে এবং মৃত আত্মাকে নবজীবন দান করে।

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা যদি সকলেরই জন্য, তবে সকলে ইহা বুঝিতে পারে না কেন?

উ। যিনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা হৃদয়ঙ্গম না করেন, তাঁহাকে তর্ক দ্বারা বুঝান যায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট ঈশ্বরের করুণার সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তিনি প্রতিদিন যখন আহার করেন, তখন দেখেন মা ছেলের মুখে দুগ্ধ দিয়া যেমন খাওয়ান, ঈশ্বর সেইরূপ প্রগাঢ় স্নেহের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন। আমরা দেখি না, তাই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই না। পীড়ার সময় মা এক ঘটী জল দিলে তাঁহাকে দেখিয়া কত ভক্তি হয়। কিন্তু যদি অন্ধ হই, তাঁহার প্রদত্ত জল পান করি, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আইসে না। ইহাতে মাতার দোষ নাই। ঈশ্বর সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে খাওয়ান, আমরা অন্ধ বলিয়া তাঁহার হস্ত দেখি না। সকল ঘটনার মধ্যে তাঁহার করুণার কল চলিতেছে। আমাদের প্রতি মাতার স্নেহ এত প্রবল কেন? তিনি স্নেহ করিবার সময় কেন তর্ক যুক্তি আনিয়া বিলম্ব করেন না? মাতার হাতে যেমন ঘটী, মাতা সেইরূপ ঈশ্বরের হাতের কল; তিনি স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ যে, ঘটীর প্রশংসা করি, মার সুখ্যাতি করি;

কিন্তু ঈশ্বর যিনি সকল স্নেহের মূলাধার হইয়া কল চালাইতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দিই না। অনেকে স্বাভাবিক নিয়মের দোহাই দিয়া, ঈশ্বরের করুণা উড়াইয়া দেন। বিশ্বাসী দেখেন ঈশ্বরের স্নেহ ব্যতীত ঘটী হইতে মুখে জল পড়িত না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন কেন তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের স্নেহ। এ সকল সত্য এত গূঢ় অথচ দুর্জ্জয় যে, যত গভীররূপে ভাবা যায়, ততই বিশ্বাস করিতে হয়, কিছুতেই অপলাপ করা যায় না।

প্র। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের বিশেষ করুণা স্বীকার করিতে চান না কেন?

উ। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা অস্বীকার করা আর তাঁহাকে বেশী দেখিতে না চাওয়া এক কথা। যে সকল ব্রাহ্ম বিশেষ করুণা মানেন না, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া না মানিয়া প্রায়ই জড় পদার্থ বা আকাশের ন্যায় অনিশ্চিত কিছু মনে করেন। তাঁহারা প্রার্থনার আবশ্যকতাও তত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের প্রার্থনা কলে কাপড় বুনার ন্যায়; আপনারা যন্ত্রী, আপনারা ফলভোগী। তাঁহারা ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। বিশ্বাসী সাধকগণ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাঁহার সহিত যত নিগূঢ় যোগ উপলব্ধি করেন, যত তাঁহার উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করেন, তত তাঁহার বিশেষ করুণায় আপনাদিগকে পরাস্ত মানেন এবং তাহাই স্মরণ ও আলোচনা করিতে তাঁহাদের আনন্দ হয়।

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণাতে ব্রাহ্মগণের দৃঢ় বিশ্বাস কিসে হইতে পারে?

উ। এক, পিতা পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত আপনার ব্যক্তিগত যোগ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা। দ্বিতীয়, প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার আপনার ব্রাহ্ম হইবার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবেন। ঈশ্বর এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে আহ্বান করিলেন "ব্রাহ্ম হও।" সকলে না হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্ম হইলেন কেন? যে পাঁচজন হইলেন, তাঁহাদিগের কেহ হয় ত দেখিবেন ঘটনাক্রমে কোন স্থানে বাসা করিয়া ছিলাম, ঘটনাক্রমে কোন বালক একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক বাসায় ফেলিয়া গেল, ঘটনাক্রমে একদিন হঠাৎ তাহা পড়িবার ইচ্ছা হইল—ব্রাহ্ম হইয়া গেলাম। বাহিরে এইরূপ আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জ শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইবে, কিন্তু তাহার ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কেবল ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কল চলিয়াছে বিশ্বাস চক্ষে প্রকাশ পাইবে। এইরূপে আপনার জীবনের বাস্তবিক ঘটনা দ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় তাঁহার বিশেষ করুণা তত বুঝা যাইবে।

কর্ম্মযোগ।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক; ১৬ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই কার্য্য করিতেছি, এ ভাব কি প্রকারে সাধন করা যায়?

উত্তর। আমাদিগের হৃদয়ে বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করা উচিত। অনেকে

বিবেককে মানেন বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্মরণ করেন না। তাঁহারা বিবেককে অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় নিজের মনের একটী ভাব বা বৃত্তি মনে করেন। এই জন্য তাঁহারা কর্ত্তব্যে ও ঈশ্বরের আদেশে প্রভেদ করেন। তাঁহারা আফিসে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন, কেন না টাকা উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ মনে করিতে পারেন না। যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ঈশ্বরের আদেশ জানেন, তাঁহারা আফিসে গিয়া তাঁহারই কার্য্য করেন, সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা, প্রলোভন ও পাপ হইতে দূরে থাকিতে পারেন। বিবেক আমাদের মধ্যে থাকে, অথচ আমাদের অতীত—স্বর্গীয়। আত্মার কর্ণে আদেশ শুনাইবার জন্য ইহাকে ঈশ্বরের মুখ বলা যায়। বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশের যে বিচ্ছিন্ন ভাব আমরা কল্পনা করি, তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে প্রথমে উপাসনা মন্দিরে যাওয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা প্রভৃতি যে সকল স্পষ্ট ঈশ্বরের কাজ বোধ হয়, সেইগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে হয়, সেই বিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য সকলকেও আলোকিত করিবে।

বিবেক সাধনের দুইটী উপায় ঃ—

১ম। বিবেক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া দিবে, তাহা ঈশ্বরের মুখের কথা বলিয়া বিশ্বাস করা।

২য়। যে আদেশ শুনিব তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহা অস্বীকার বা অন্যথা না করা।

প্র। বিবেকের বাক্য কি ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ?

উ। বিবেকের বাক্য সকল লোকের নিকটই এক সমান। আমাদিগের কল্পনা ও স্বার্থপরতা তাহাকে বিকৃত করিয়া নানাপ্রকার করিয়া শুনায়। অন্ধকার নির্জ্জন স্থানে ভূতে মাছ চাহিতেছে যেমন কল্পনা দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেই প্রকার। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে, ইহা বিবেকের অখণ্ডনীয় নিয়ম, কেহ যদি স্থল বিশেষে মিথ্যা কথা কহা কর্ত্তব্য বোধ করে, সে ভ্রান্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু বিবেক কেবল সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অবস্থায় ঠিক যেটী কর্ত্তব্য, কঠোর পরীক্ষা সময়ে যে কার্য্যটী করা ঠিক বিধেয়, বিবেক নানা আন্দোলনের মধ্যে স্থির বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝাইয়া দেয়। বিবেকের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু তাহা অবস্থা ভেদে বিশেষ আকার ধারণ করে।

প্র। বিবেক যদি সকলকে এক আদেশ করে, তবে এক দেশে যাহা ধর্ম্ম অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম বলিয়া কেন গণ্য হয়? হিন্দুরা সহমরণ-প্রথাকে কেন সুপ্রথা বলিয়া আদর করিতেন?

উ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রথা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় কোন প্রথা অমূলক নয়, প্রত্যুত সকলেরই উদ্দেশ্য সাধু। যে হিন্দুশাস্ত্রে আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে, সেই শাস্ত্রে আবার সহমরণ-প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত করিল? ইহার কারণ এই, হিন্দু-সমাজের যে প্রকার গঠন প্রণালী, তাহাতে পতিহীনা হইলে নারীদিগের জীবন থাকা না থাকা সমান। বিশেষতঃ তাহাদিগকে এত যন্ত্রণা ও প্রলোভনে পতিত হইতে হয় যে, সে সকল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পত্নী পতির অনুমৃতা হইলে সকল পাপ ও যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবে ভাবিয়া এই প্রথার সৃষ্টি হইল। পরে

ইহা বদ্ধমূল করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহার অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিল। এইরূপে দয়ার ভাব হইতে নিষ্ঠুর কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়।

প্র। যখন কোন কার্য্যে উপকার হইবে কি না হইবে জানিতে পারি না, তখন বিবেকের আদেশ শুনা যায় কি না?

উ। বিবেক ফলাফল চিন্তা করিয়া কোন আদেশ করেন না। যেখানে কোন বিশেষ সৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়, সেখানেও বিবেকের তত প্রয়োজন নাই। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি মনকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানে অথবা যেখানে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনা দেখা যায় না, বিবেক সেখানে গম্য পথ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। উপমার জন্য বিবেককে ঈশ্বরের মুখ অথবা আত্মার কর্ণ বলা যায়, কিন্তু বিবেক অর্থ আমাদের মনের ধর্ম্মভাব। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমাদের সাধুভাব কি? না ঈশ্বরের সত্য ভাব যেটুকু আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাহা স্বয়ং ঈশ্বর। যে পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়, সেই পরিমাণে আমি বিবেকী। বিবেক আমার ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, যে তাহা শাণাইয়া রাখিব এবং তদ্দ্বারা সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিব। জীবনের সঙ্গে ইহার যোগ। যথার্থ আবশ্যক সময়ে, ইহা ঠিক যাহা কর্ত্তব্য—বলিয়া দেয়। ঈশ্বরের যে আদেশ যখনই শুনিব, তখনই তাহা পালন করিতে হইবে; নতুবা আর আদেশ আসিবে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রথম সংযোগ কঠিন, কিন্তু একবার যোগ স্থাপন হইলে,

"তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার"

প্রত্যাদেশের স্রোত যখন ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত

হয়, তখন তাঁহার আর চিন্তা করিতে হয় না ; যা করেন তাই ঈশ্বরের কার্য্য। বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ আলোক দিয়া বা অমুক বলিয়াছেন বলিয়া, যখন ধর্ম্ম স্থির করা যায়, তাহা অতি নিকৃষ্ট প্রণালী। উৎকৃষ্ট প্রণালী কি ? ঈশ্বরের সহিত ভক্তের মিলনের ভাব। তিনি তাঁহারই হইয়া যান, আদেশ কি, ইহা বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হয় না। প্রচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, প্রচার করা তাঁহার প্রতি কি ঈশ্বরের আদেশ ? তাঁহাকে তখনই বলিতে হইবে—হাঁ। নয় ত তিনি বলিবেন প্রচারকের কার্য্য ছাড়িলাম, প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার অধিকার নাই। কিন্তু এ স্থলে অহঙ্কার করিয়া আপনার কিছু গৌরব দেখাইতে গেলে নিশ্চয়ই পতন। প্রচারক জগতের কি পরিমাণে উপকার করিবেন তাহা তিনি কিছুই জানেন না। মনুষ্যের নিকট দীক্ষিত হইলে উপকার বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়, ঈশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইলে সেরূপ নহে।

প্র। ঈশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝা যায় ?

উ। ব্রাহ্মের মনে কখন না কখন একটা জিদ্ হয়—কোনও মতে পুত্তলিকার পূজা করিব না, উপবীত রাখিব না, পৌত্তলিক মতে কোন কার্য্য করিব না। এরূপ জিদ্ হইবার তাৎপর্য্য কি ? তাহাতে কি ধন মান কি সুখ বৃদ্ধির কোন আশা থাকে ? তাহা দ্বারা সমাজের লোককে সুখী করিব এমন কি বিশ্বাস হয় ? বরং ঠিক বিপরীত, কিন্তু সে ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। ইহা ঈশ্বরের আদেশ, করিতেই হইবে বলিয়া আত্মা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও উন্মত্ত হয়। ইহা আপনার মত হইলে আত্মীয় বন্ধুগণের ক্রন্দনে বা পীড়নে পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রকার কথাই গ্রাহ্য

করিতে পারা যায় না, যদি দুই দণ্ডকাল অপেক্ষা করিতে বলেন তাহাও শুনিতে পারা যায় না। তাহা তৎক্ষণাৎ করিলেই যে স্বর্গে যাইব তাহা নহে, কিন্তু না করিলে ঘোর অধর্ম্ম হইবে বিশ্বাস হয়। আদেশের পরীক্ষা, তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে অন্তর দুঃসহ গ্লানি ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

প্র। যাঁহারা বিবেকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন না?

উ। হাজার utilitarian (উপকারবাদী) হউন, অন্যের বেলা তাঁহার যুক্তি খাটে, কিন্তু কেহ যদি তাঁহার পুত্রকে কাটিতে যায়, তিনি সে কার্য্যকে তৎক্ষণাৎ অন্যায় বলিয়া ক্রোধান্ধ হইবেন। তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিবেককে বিনষ্ট করিতে যান, কিন্তু সহজে পারেন না। যে সকল ব্রাহ্ম প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করেন এবং উপকারবাদী হন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুবিধার ধর্ম্ম করেন এবং অবশেষে তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করেন! ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া, ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হওয়া এক সময় যিনি ঈশ্বরের আদেশ বলিতেন, এখন আর তাহা বলিতে চান না। তিনি বলেন ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলে কি হয় না? তিনি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "ব্রাহ্ম সন্তান! মন্দিরে যাইতে তোমার অনেক কষ্ট হয়; তুমি ঘরে আমাকে পূজা করিলেই যথেষ্ট।" আপনার বুদ্ধির দোষ ঈশ্বরের উপর চাপান হইল। পরে তিনি যুক্তি করেন ধর্ম্মই কেবল একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে কেন? তাহার সহিত কতক পরিমাণে সাংসারিকতা না মিশাইলে নির্ব্বুদ্ধিতা এমন কি পাপও হয়। তিনি পাটের কারবার আরম্ভ

করিয়া হয় ত লোককে ঠকাইতে ত্রুটী করেন না এবং অবশেষে ঘোর বিষয়ী হইয়া ঈশ্বরের নামও করেন না।

প্র। ব্রাহ্মদের পক্ষে বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার করা কি নিতান্তই আবশ্যক ?

উ। ব্রাহ্মদের পুস্তক নাই, উপদেষ্টা নাই, বাহিরের কোন অবলম্বন নাই, তাঁহারা নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধির অনুযায়ী হইয়াও চলিতে পারেন না। তবে তাঁহারা কিসের উপর দাঁড়াইবেন ? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে সকল ব্রাহ্ম বিবেককে একমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে নির্ভর করিবেন তাঁহারাই বাঁচিবেন ; অন্যের পতন নিশ্চয়। জীবনের মধ্যে একটী বারও যিনি ঈশ্বরের মুখ হইতে একটী কথা শুনিয়াছেন বলিতে পারেন, তাঁহার পরিত্রাণের উপায় হইয়াছে। সেই একটী কথার স্মরণ চিরকাল মধুময় হইয়া থাকিবে।

প্রকৃত বৈরাগ্য।

বৃহস্পতিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ; ২৩শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বৈরাগ্যের প্রকৃত ভাব কি ?

উত্তর। বৈরাগ্য শব্দ সাধারণতঃ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মেরা সেরূপ করেন না। সাধারণ ভাব এই যে, এই পৃথিবী জরা মরণ শোক প্রভৃতি নানা বিপদে পরিপূর্ণ, অতএব তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলে অথবা সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিলে বৈরাগ্য হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম বলেন বিষয় ত্যাগ হইতে পারে, শারীরিক

ক্লেশও সহ্য করা হইতে পারে, অথচ প্রকৃত বৈরাগ্য হইতে অনেক দূরে থাকা যায়। প্রকৃত বৈরাগ্যে অভাব এবং ভাব দুই পক্ষ থাকা চাই। অভাব পক্ষ এই যে সংসারের প্রতি আসক্তি থাকিবে না, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইবে। ভাব পক্ষ এই যে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ হইবে। প্রকৃত বৈরাগ্যে এই দুই ভাব একত্র সম্মিলিত হওয়া চাই।

প্র। এই দুই ভাবের কোন্‌টীর সাধন শ্রেষ্ঠতর ?

উ। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সাধনই বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ উপায় ও লক্ষ্য। ঈশ্বরকে একমাত্র প্রেমের বস্তু জানিয়া সমুদয় হৃদয় মন আত্মার সহিত তাঁহাতে আসক্ত হইলে সংসারের প্রতি অনাসক্তি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি থাকিবে না বলিয়া সংসারকে ঘৃণা করা প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। সমগ্র প্রেম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে তাঁহার মধ্য দিয়া অনুরূপ প্রেম সংসারের উপর আপনা আপনি আসিয়া থাকে। তিনি যে ভাবে যে প্রেম দ্বারা জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, সেই প্রেমে প্রেমিক হইয়া সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করিলে প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন হয়।

প্র। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের প্রতি মতি ও ভক্তি কি অধিক হয় না ?

উ। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা দ্বারা যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে শ্মশান-বৈরাগ্য বলা যায়। তাহাতে মনে একটা সাময়িক উত্তেজনা আসিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইবার কিছু পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল লাভ হয় না। শ্মশানে শব দাহন দেখিলে

অনেকের মনে কিছুক্ষণের জন্য বৈরাগ্য আইসে, কিন্তু তাহা আর পরক্ষণে থাকে না। বিশেষতঃ যাঁহারা বৈরাগ্যের জন্য সব ছাড়িয়া বনে গিয়াছেন, তাঁহাদেরও মনের মধ্যে সংসারের আসক্তি কত প্রবল দেখা গিয়াছে, ইহাতে কত মুনিরও পতন হইয়াছে! দ্বিতীয়তঃ এই বিকৃত উপায়ে সংসারের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা যত হয়, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি তত হয় না। তৃতীয়তঃ ইহা দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। সমুদয় সংসার যাঁর তিনি সংসারকে কখনও ছাড়েন না, আমরা কেন তাহা ছাড়িব? তিনি যে সংসারের উপযুক্ত করিয়া আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন, আমরা তাহা হইতে পলায়ন করিয়া কি পুণ্যবান্ হইতে পারি?

প্র। খৃষ্টের ও চৈতন্যের বৈরাগ্য ভাব কিরূপ ছিল?

উ। ঈশ্বরকে প্রীতি এবং সংসারে তাঁহার প্রেম বিস্তার করাই খৃষ্টের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। অন্যান্য ধর্ম্ম সাধকেরা পাহাড়ে বা জঙ্গলে গিয়া নির্জনে ধর্ম্মসাধন করিতেন, ঘটনাক্রমে কেহ তথায় উপস্থিত হইলে এবং আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু খৃষ্ট সংসারের প্রতি বিরক্ত না হইয়া নগর মধ্যে থাকিতেন, নগরবাসীরা উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল তথাপি তিনি সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া প্রীতির সহিত তাহাদিগকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতে কখনই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আপনার শিষ্যগণকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন "To bear the cross of Christ" অর্থাৎ সহস্রবার উত্যক্ত হইলেও খৃষ্টের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিবে। চৈতন্যের বৈরাগ্যের ভাবও অনুকরণীয়। তিনি ঈশ্বর প্রেমে মত্ত

হইয়া সংসার ছাড়িয়া যান নাই, কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সেই প্রেমে জগৎকে মাতাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিকৃত বলিতে হইবে, কিন্তু অদ্যাপি তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বৈরাগ্যের অনেক ভাব পাওয়া যায়।

প্র। আমরা প্রতিজন সংসারের পরীক্ষায় পড়িয়া কি উপায়ে বৈরাগ্যের ভাব রক্ষা করিতে পারি ?

উ। আমাদের জানা উচিত যে বড় বড় কথার মতে পরিত্রাণ হয় না। প্রত্যেক সাধনের এক একটী মূল মন্ত্র বা সঙ্কেত আছে, বিশ্বাসের সহিত তাহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিলে আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়। সংসারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য খৃষ্টানেরা ক্রুশের চিহ্ন ব্যবহার করে এবং বৈষ্ণবেরা মধুর হরিনাম উচ্চারণ করে। এইরূপ এক একটী ক্ষুদ্র সঙ্কেত টোট্‌কা ঔষধের ন্যায় মহা বিপদেও বাঁচাইয়া রাখে। ব্রাহ্মেরা এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না কেন ? কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত বা শব্দের উপর অন্ধবৎ দৃষ্টি বদ্ধ করিলে কুসংস্কার হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকে আপনার বিশেষ উপযোগী এক একটী সঙ্কেত করিয়া না লইলেও পরীক্ষার সময় অবলম্বন পাইতে পারেন না। রাগীর পক্ষে ঈশ্বরের ক্ষমা, দুঃখীর পক্ষে ঈশ্বরের দয়া স্মরণ নিতান্ত উপকারী। কিন্তু যিনি যে সঙ্কেত অবলম্বন করুন, ঈশ্বরের কৃপার সহিত যেন তাহার প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। ঈশ্বরের কোন নাম কেবল শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলে নিষ্ফল। নাম করিলেই হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইবে এই জন্য সেই নামটী সর্ব্বদা চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিতে হয়। আমরা সাধারণ ভাবে একটী সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিতেছি "ঈশ্বর দয়াপূর্ণ হইয়া

আমার সঙ্গে আছেন” প্রত্যেক ব্রাহ্ম যে কোন কথায় হউক সর্ব্বদা এই ভাব স্মরণ করুন, চিন্তা করুন, সাধন করুন; বিপদের সময় ইহার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিবেন। পুণ্যাত্মা পলের উপাখ্যানে আছে, তিনি যখন রোমনগরে অন্ধকার কারাগারে একাকী রুদ্ধ ছিলেন, খৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন “Paul! Fear not, I am with thee” পল ভীত হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। পল উত্তর করিলেন “Lord! I know whom I have served and I die in faith” প্রভু! আমি জানি কাহার সেবা করিয়াছি এবং তোমাতে বিশ্বাস করিয়া আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এ কথার মধ্যে কুসংস্কার ও কল্পনা থাকুক, কিন্তু পল বিশ্বাস-বলে খৃষ্টকে যেরূপ আয়ত্ত করিলেন, ব্রাহ্ম আপনার হৃদয়বাসী ঈশ্বরকে কি সেরূপ করিতে পারেন না? ইহা করিতে পারিলে অতি সহজে প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায়।

প্র। ‘Rock of Ages’ নামে একখানি ছবি খৃষ্টানেরা বড় আদর করিয়া থাকেন। তাহাতে পর্ব্বতের মত একটা ক্রস্ রহিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে। এক ব্যক্তি অর্দ্ধ জলমগ্ন হইয়া দৃঢ়রূপে পর্ব্বতের গোড়া ধরিয়া আছে, কত রত্ন ও শুক্তি ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছে না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

উ। ঐ মনুষ্য সংসার-সাগরে ঈশ্বরের প্রেম ও বিশ্বাস দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার চারিদিকে সংসারের ঘোর বিপদ-রূপ-তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, তথাপি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। সংসারের ঢেউতে কেবল ক্লেশ দেয়, অতএব তাহাতে সে

সুখের প্রত্যাশা করিয়া ভাসিয়া যায় না এবং দুই একটী রত্নের লোভে প্রাণ হারাইতে চায় না। তাহার জীবন ও সুখের আশা কেবল সেই পাহাড়েতেই, অতএব সে প্রাণপণে তাহাই ধরিয়া আছে। এই লোক প্রকৃত বৈরাগী।

প্র। রামমোহন রায়ের গানে আছে, "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে"—সে কিরূপ?

উ। তাহাতে বিবেকের অর্থ কর্ত্তব্য বিবেচনা এবং বৈরাগ্যের অর্থ সংসারের প্রতি উপেক্ষা। কিন্তু এক্ষণে আমরা এ দুয়ের এতদপেক্ষা উচ্চতর ভাব শিক্ষা করিয়াছি। বিবেক কি না আত্মাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ শ্রবণ এবং বৈরাগ্য কি না সংসারে বিরক্ত না হইয়া হৃদয়ের প্রীতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করা। ইহাই স্বাভাবিক ও প্রকৃত সাধন। ইহা যেমন মধুর, সেইরূপ স্থায়ী।

প্র। উপাসনার সকল অঙ্গ কিসে ভাল লাগে?

উ। সাধারণতঃ যাঁহারা আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা এইরূপে উপাসনাকে বিভক্ত করেন, তাঁহারা ইহাদিগের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া হয় ত কোনটী অধিক ও কোনটী অল্প করিয়া ফেলেন। যাঁর প্রার্থনা ভাল লাগে তিনি হয় ত আরাধনা ও ধ্যানেতেও প্রার্থনা করেন, যিনি ধ্যান ভালবাসেন, তিনি হয় ত ধ্যানেতেই অধিক সময় ক্ষেপণ করেন। তিন অঙ্গের পরিমাণ ও ভাব যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে তিনই মিষ্ট হয়।

আরাধনা কি? ঈশ্বরের কতকগুলি স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মনে যে ভাব হয় তাহা প্রকাশ করা। সত্য স্বরূপের আরাধনার সময়

করুণা কি অন্য কোন ভাব আনা ঠিক নয়। ইহাতে আরাধনা সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু শীঘ্র আয়ত্ত হয় এবং মিষ্ট লাগে।

ধ্যান কি? মনের গভীরতম স্থানে প্রাণের মধ্যে ঈশ্বর জীবনের জীবন হইয়া রহিয়াছেন, ইহা স্থিরভাবে অনুভব করা। ধ্যান দুই প্রকার (১) তিনি নিজে আপনাকে প্রকাশ করেন, (২) আপনার চেষ্টায় তাঁহাকে দেখিতে হয়। যে দিন তিনি নিজে দেখা দেন, সেই দিন যথার্থ ধ্যানে মন সহজে নিমগ্ন হয়। সেই দিন স্মরণ রাখিয়া, প্রতিদিন সেইরূপ ভাবে ধ্যান করিতে, ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে, অভ্যাস করা উচিত। ধ্যানের সময় সমুদয় সংসারকে বিদায় দিয়া 'বিরলে তাঁহার সনে' কিছুক্ষণ থাকা চাই।

প্রার্থনা—অনিশ্চিত ও অসরল ভাবে হইলে ফল দর্শে না। উপাসনা করিবার অগ্রে আপনার জীবনের বিশেষ অভাব ভাবিয়া রাখা এবং প্রার্থনার সময় ব্যাকুলহৃদয়ে সেইটী চাওয়া উচিত।

আদেশ।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক; ৩০শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সকল মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ কি নিশ্চয়ই হয়?

উত্তর। ঈশ্বর জীবনের নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণই প্রত্যেক আত্মার প্রতি তাঁহার আদেশ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অবিরত গ্রহ নক্ষত্র সকলকে আকাশে ঘুরাইতেছেন যেমন সত্য, ইহাও সেইরূপ। তবে যে আমরা তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই না তাহার কারণ ইহা নহে যে, তিনি

বলেন না, কিন্তু সংসারের মোহ কোলাহলে আমাদিগের কর্ণ বধির। এক এক সময় যখন আমাদের চৈতন্য হয়, তখন আমরা তাঁহার স্পষ্ট আদেশ শুনিয়া জীবনপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হই। সেই চৈতন্য যদি সর্ব্বক্ষণ থাকে, সর্ব্বক্ষণই তাঁহার আদেশে জীবনকে সঞ্চালন করিতে পারি।

প্র। আদেশের বিশেষ লক্ষণ কি?

উ। আদেশ সুস্পষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উৎসাহ ও আনন্দ প্রবাহিত হয়; ইহা পালন না করিলে অন্তর গ্লানি ও অস্থিরতায় জ্বলিতে থাকে, ইহাতে ফলাফলের বিচার করিতে দেয় না। এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত আদেশ নির্ণয় করা যায়। আপনার বুদ্ধি দ্বারা যাহা উচিত বলিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করা যায়, তাহাকে আদেশ বলা যায় না।

প্র। আদেশ লঙ্ঘন করা যায় কি না?

উ। মনুষ্য স্বাধীন জীব, এ জন্য ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াও তিনি তাহা পালন না করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু একবার যিনি আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাঁহার নিকট আদেশ আসা বন্দ হয়।

প্র। আমার প্রতি যদি ঈশ্বরের আদেশ হয় 'আফিসের কর্ম্ম ছাড়' ছাড়িয়া কি করিব তখন তিনি বলিবেন কি না?

উ। যখনকার যে আদেশ তখনকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আদেশের স্বভাব এইরূপ যে, তাহার প্রথমটী প্রতিপালন না করিলে দ্বিতীয়টী আইসে না। যাঁহার প্রতি কর্ম্ম ছাড়িবার আদেশ হয়, তিনি আগে তাহা ছাড়ুন, পরে যাহা করিবার ঈশ্বর তাহা বলিয়া দিবেন।

প্র। যাঁহারা আদেশ শুনেন নাই, তাঁহারা কি প্রকারে তাহা শুনিতে পাইতে পারেন?

উ। আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে আপনার জীবনের বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ব্যাকুল-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হয়। জীবনের কর্ত্তব্য কিছুতেই স্থির করিতে পারি না, ঈশ্বরের আদেশ না পাইলে চলে না এই ভাবে যদি তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকা যায়, সরল প্রার্থীর নিকট ঈশ্বরের আদেশ সুস্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে আগত হয় এবং তাহার সকল সংশয় দূর করিয়া দেয়।

প্র। ঈশ্বরের আদেশে জীবনের সকল কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করা যায়?

উ। আদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া যত তাহার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, ততই তাহা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়। তখন বিশ্বাস দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ হয় এবং জীবন তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতে থাকে।

প্র। ব্রাহ্মদিগের অনেকের এত মত পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় কেন?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় ব্রাহ্মদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক, উপদেষ্টা বা কোন বাহ্য অবলম্বন নাই। বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশই তাঁহাদিগের এক মাত্র নেতা ও অভ্রান্ত শাস্ত্র। যাঁহারা সেই আদেশ অস্বীকার করেন, তাঁহারা আর কিসের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইবেন? তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন মিলের জাঁতায় পিষিয়া utilitarian (উপকারবাদী) হয়, কখন নাস্তিকদের গ্রন্থ পড়িয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার

করে। তাঁহাদের জীবন আজি এক প্রকার, কল্য আর এক প্রকার। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া থাকিতে চান, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ জন্য সাধন করিবেন এবং তাহারই উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বিবাহ।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ; ৬ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিবাহ করা উচিত কি না ?

উত্তর। মনুষ্যগণের পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই যে, বিবাহ করা উচিত। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ নিয়ম। যিনি বিবাহ করা অপেক্ষা না করায় আপনার কল্যাণ ও জগতের মঙ্গল অধিক সাধন করিতে পারেন বুঝিবেন, তিনি অবিবাহিত জীবনেই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে কেহ কাহাকে উপদেশ দিতে পারেন না, আপনার প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, ইহা বুঝিয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনিই ঠিক কার্য্য করেন।

প্র। যাঁহারা কোন শুভ উদ্দেশে বিবাহ না করেন, বিবাহ করিলে কি তাহা সাধন হয় না ?

উ। এক ব্যক্তি কেবল দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করাই জীবনের এক মাত্র কার্য্য বুঝিলেন, অথবা কোন স্ত্রীলোক রোগী বা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবায় চিরজীবন সমর্পণ করিবেন স্থির করিলেন, এরূপ স্থলে বিবাহিত হইলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার

অনেক ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তিপূর্ব্বক জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন না।

প্র। সকলেই যদি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবাহ না করেন, তবে সৃষ্টি কিরূপে রক্ষা হইবে?

উ। সকলে মুচি হইলে জুতা পরিবে কে? এ ভাবনা যেমন বৃথা, ইহাও সেইরূপ। যাহা হইবে না, তাহা কল্পনা করিয়া দুঃখ করা মিছা।

প্র। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী যেরূপ বিকৃত, তাহাতে বিবাহিত ব্যক্তি দায়ী কি না?

উ। বিবাহের প্রকৃত অর্থ—ঈশ্বরের পথে যাইবার জন্য নর ও নারীর আত্মার মিলন। কিন্তু পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেও তাহা না হইতে পারে। সামান্যতঃ বিবাহকে একটী সত্যে বদ্ধ হওয়া বলিয়া সকল সমাজেই স্বীকার করে। নর ও নারী পরস্পরকে স্বামী ও পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সত্যে বদ্ধ হওয়া হইল। সত্য পালন করিতেই হইবে। পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত-দায়িত্ব কেহ এড়াইতে পারেন না।

প্র। স্বামী ও স্ত্রী বলিয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি মনের অসম্মিলন হয়, সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় কি না?

উ। যে মুহূর্ত্তে জ্ঞানোদয় হইয়া পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রী বলিয়া মনে মনে স্বীকার করা হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সত্যে বদ্ধ হওয়া হইল। কিন্তু সে যে কোন্ সময়ে হয়, নির্ণয় করা কঠিন। অসম্মিলন প্রকাশ পাইলেও অনেকে আপাততঃ পতি পত্নী সম্বন্ধ স্থির করিয়া লন এবং আশা করেন, ক্রমে চেষ্টা করিয়া অসদ্ভাব দূর করা যাইবে। এ আশা শীঘ্র নিবৃত্ত হয় না, আর কিছুদিন দেখি বলিয়া বিস্তারিত হয়।

হয় ত চল্লিশ বৎসর পরে পুনর্ম্মিলন হইতে পারে। তবে মনে মনে মিলে না বলিয়া স্ত্রী স্বামীকে, বা স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আর একটী জানা উচিত পতি পত্নীর মিলন সাংসারিক সুখের জন্য নয়, কর্ত্তব্য সাধন জন্য। ইহা হইলে যাবজ্জীবন সেই কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

প্র। বিবিরা গোরাকে বিবাহ করিতে অধিক পছন্দ করে কেন?

উ। পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতিতে মিলন হয় না, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে একটী গূঢ় আকর্ষণ আছে। এই জন্য খুব কোমলতায় ও খুব কঠোরতায় মিলিয়া যায়।

প্র। পুরুষ দুশ্চরিত্র হইলে আবার ফিরিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক একবার মন্দ হইলে আর ভাল হয় না কেন?

উ। সমাজের পক্ষপাতিতাতে এরূপ হয়। পুরুষ যত খারাপ হউক না কেন, তাহাকে ভাল করিবার জন্য আমরা উপায় গ্রহণ করি। সে ভালও হইয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের এক পাপ আর সহস্র পাপ সমান বলিয়া গণনা করা হয়। সুতরাং তাহারা একটু কলঙ্কিত হইলে অধিক পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। একটা পয়সা চুরি আর দুই লক্ষ টাকা চুরিতে যদি সমান দণ্ড বিধান করা যায়, কে না অধিক চুরি করে? স্ত্রীলোক মন্দ হইলে অন্যকে পাপে যত লওয়াইতে পারে পুরুষ তত পারে না, এই জন্য স্ত্রীলোকের উপর এত শাসন এবং তাহাতে সমাজ বাঁচিয়া আছে। কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য আনিতে হইলে দূষিত স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না, কিন্তু বিধি মতে সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত পৃথিবীর এখন এই অভাব রহিয়াছে।

প্র। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পুরুষদিগের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

উ। স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়— আন্তরিক ও বাহ্যিক। তাহাদিগের প্রতি কি ভাবে দেখিব ও কিরূপ আচরণ করিব ? যদি পাপ নিবারণ, পরস্পরের বিশুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমে মনকে ভাল করা চাই। হিন্দু-সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি যে ভাব আছে, তদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর ভাব চাই। অর্থাৎ অবলা বলিয়া দয়া এবং বিশেষ ধর্ম্মভাবের জন্য শ্রদ্ধা। সবল দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিবে ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। যেমন ধনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রকে সাহায্য করার দায়িত্ব, সেইরূপ পুরুষের বলের সঙ্গে দুর্ব্বল স্ত্রীজাতিকে দয়া করিবার ভার ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিয়াছেন। এখন পুরুষেরা সমষ্টি ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ নীচ ভাবেন, তাহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব। আমরা নারী প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম ও কোমলতা দেখিয়া শ্রদ্ধা করিব ; কোন বিশেষ স্ত্রীলোকের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিব না। দয়া ও শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে স্ত্রীজাতির প্রতি আর আর ভাব পুরুষ জাতির সহিত সাধারণ।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক আচরণ। হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষ জাতির পূর্ব্বে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। সুতরাং সেই পুরাতন আচার ব্যবহার চলিতেছে। কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখিতে চাই, সুতরাং আমাদের আচার ব্যবহার অন্য রূপ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের সহিত পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ অনুসারে ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার হইবে। মাতা, স্ত্রী,

ভগ্নী ও কন্যার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। পরিবার মধ্যে যাঁহার সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তদনুসারে সকলেই অনেকটা ভদ্র ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেক কর্ত্তব্য আছে হিন্দুসমাজে থাকিয়া তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে না। হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকের উপর যত শাসন, পুরুষের উপর তত নাই। বিহিত শাসন উভয়ের উপর হওয়া আবশ্যক।

অপরাপর স্ত্রীলোককে পরিচিত ও অপরিচিত বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং তদনুসারে ব্যবহারের প্রভেদ রক্ষা করা উচিত। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে যে ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলা যাইতেছে।

প্র। স্ত্রী পুরুষদিগের পরস্পরের সম্বন্ধে সাধারণতঃ কি কি ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক?

উ। তাহা এক এক করিয়া বলা যাইতেছে ঃ—

১।—পুরুষ পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের নিকট যাহা করুন, পরস্পরের নিকট থাকিলে অবশ্যই শরীর আবৃত রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এ বিষয়ে যেরূপ শৈথিল্য আছে তাহা দূর করিতে হইবে। অনাবৃত গাত্রে পরস্পরের সহিত আলাপ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যতবার পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ততবার এই নিয়ম পালন আবশ্যক। স্ত্রীলোকেরা স্নান, রন্ধন, কাপড় কাচা বলিয়া কোন ওজর করিতে পারেন না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া পুরুষের আপত্তিও শুনা যায় না, কেন না সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে কিরূপে থাকা হয়? সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষে পরিহার্য্য। স্ত্রীলোকেরা কখন একটী অঙ্গরক্ষা ভিন্ন পুরুষদের নিকটে যাইবেন না।

২।—গৃহে স্নানাদির স্থান স্বতন্ত্র থাকা উচিত; অন্ততঃ পরস্পরের দৃষ্টিগোচর না হয় এরূপ উপায় করিতে হইবে।

৩।—সংবাদ না দিয়া বা সম্মতি না লইয়া স্ত্রী পুরুষ কেহ পরস্পরের গৃহে প্রবেশ করিবেন না।

৪।—কথাবার্ত্তা—অশ্লীল ভাষা এবং এরূপ কথা—যাহাতে স্ত্রীলোকের লজ্জা ও ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে—বলা উচিত নহে। জঘন্য বিষয় লইয়া পরিহাস পরিহার্য্য। আমোদের ইচ্ছা হইলে গুরুজনের সমক্ষে যে সকল নির্দ্দোষ আমোদ করা যায়, তাহা হইতে পারে।

৫—গাত্রস্পর্শ—স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকা উচিত। এক স্থানে বসিলে গায়ে গায়ে যেন না লাগে এরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক। জনতা স্থানে বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে। বিবিদের পোষাকের আর যে দোষ থাকুক, এ সম্বন্ধে অনেকটা ভদ্রতা রক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহাতে অনেক মঙ্গল হয়। ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রী পুরুষদের পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ নিয়মটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আমাদের একটী বিষয় বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম্ম হাজার উৎকৃষ্ট হউক, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উহার শাসন না থাকিলে বিকৃত ফল উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণবদিগের প্রথমে অতি উচ্চভাবে একত্র নৃত্যগীতাদির নিয়ম হয়, কিন্তু শাসন অভাবে সে ভাব যার পর নাই জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে।

চরিত্র সংশোধনের উপায়।

বৃহস্পতিবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক; ১৩ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা কি বলেন যে ব্রাহ্মেরাই পরিত্রাণ পাইবেন, আর যাঁহারা অব্রাহ্ম অর্থাৎ হিন্দু, খৃষ্টান, কি মুসলমান, তাঁহারা পরিত্রাণ পাইবেন না?

উত্তর। ব্রাহ্মেরা বলেন পরিত্রাণ সকলেরই হইবে। কেবল হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নয়, নাস্তিকেরাও পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু পরিত্রাণের পথ এক মাত্র ঈশ্বর। যাঁহারা ইহলোকে তাঁহাকে আশ্রয় না করিলেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহারা পরিত্রাণের রাজ্যে যাইতে পারিবেন না। অনেকে বলেন পৌত্তলিকদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই অসার, আমরা সেরূপ বলি না। তাঁহাদিগের ভক্তি, পুণ্য, পবিত্রতা পরিত্রাণের পথে অনেক সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু কোন স্থানে যাইতে হইলে কাপড় পাথেয় যেরূপ, এগুলিও সেইরূপ সম্বল মাত্র। ঠিক পথ না ধরিলে কেবল সম্বল লইয়া, আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারি না; এক ঈশ্বরকে মুক্তির পথ বলিয়া না ধরিলেও আমরা মুক্তির রাজ্যে যাইতে পারি না। তবে ইহা বলা যায় যে ত্যাগশীল ভক্তিমান্ পৌত্তলিকগণ যখন এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্ম হইবেন, তখন অনেক সাধনহীন ব্রাহ্ম অপেক্ষা তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যাইবেন।

প্র। যদি কেহ বলেন ইহলোকে না হইলেও যদি পরলোকে মুক্তির পথ অবলম্বন করা যায়, তবে ইহলোকে পৌত্তলিক রহিলাম তাহাতে ক্ষতি কি?

উ। সত্যের জ্ঞান যখনই হইল, তখনই তাহা অবলম্বন করা চাই, নতুবা আত্মা বিকৃত হইয়া যায়, তাহার প্রকৃত উন্নতি হয় না। অসত্য লইয়া মুক্তির দ্বারে প্রবেশ করা যায় না। যিনি বলেন এখন নরহত্যা করি, ফাঁসি গিয়া ভাল হইব, তিনি কেমন লোক? পৌত্তলিকতাকে মিথ্যা জানিয়াও যিনি তাহা না ছাড়েন এবং পরলোকে এক ব্রহ্মের উপাসক হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন বলেন, তিনিও তদ্রূপ। দয়াময় ঈশ্বর পরিত্রাণের পথ—পৌত্তলিক, খৃষ্টান, নাস্তিক সকলেরই জন্য প্রসারিত রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে পৌত্তলিকের পৌত্তলিকতা, খৃষ্টানের খৃষ্টান মত এবং নাস্তিকের নাস্তিকতা অগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহলোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই সকল সঙ্কীর্ণ ও অসত্যভাব পোষণ করিলে পরলোকে ব্রহ্মসাধনের পথ আরও কঠিন করিয়া রাখা হয়।

প্র। ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ, যে সকল কার্য্য আমরা করিয়াছি, করিতেছি বা করিব তিনি সকলই জানেন, তবে আর আমরা পাপ পুণ্যের চিন্তা করি কেন?

উ। মনুষ্য পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী, অতএব তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। ঈশ্বর যদি আমাকে জড় পদার্থের ন্যায় করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কেবল অধীনভাবে কার্য্য করিতাম, কোন বিষয়ের জন্য দায়ী হইতাম না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অথচ তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, এ দুটীই আমরা মানি, কিন্তু এ দুয়ের কিরূপ যোগ আছে, ঠিক নির্ণয় করিতে পারি না। সৃষ্টির সকল মূল বিষয়ই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাঁহারা অদৃষ্ট মানেন এবং বালক ভূমিষ্ঠ হইলে—ঈশ্বর তাহার অদৃষ্ট

কপালে লিখিয়া দেন—বলেন, তাঁহারা পাপ পুণ্য করিবার সময় মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রত্যেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারেন যে, তিনি যখন কোনও পাপ করেন, তখন ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বা কপালে লেখা আছে বলিয়া সেই অনুরোধে করেন না, কিন্তু আপনার পাপ ইচ্ছা হইতে করেন। যে কোন পাপ হউক না, কারণ-পরম্পরা ধরিলে আপনার স্বাধীন ইচ্ছাই তাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা যদি স্বাধীন হইল, এবং আমার মন্দ ইচ্ছাই পাপ হইল, তবে আর ঈশ্বরে পাপ স্পর্শিতে পারে না। তাঁহার নিকট সকল সময়ই বর্ত্তমান কাল, সুতরাং তিনি জানিতেছেন বলিয়া আমার পাপের অন্যথা হয় না।

প্র। আমিষ ভক্ষণে পাপ হয় কি না?

উ। ব্রাহ্মদের মধ্যে আমিষ ভক্ষণ ও নিরামিষ ভক্ষণ উভয় প্রথাই আছে, সুতরাং এ বিষয়ে বিচার করিয়া একটী সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকে আপনার বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যাঁহারা নিরামিষ ভোজন করেন তাঁহারা বলেন জগদীশ্বর পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব রাখেন নাই, তবে যাহাতে জীবের প্রাণহিংসা হয় তাহা করিবার কি প্রয়োজন? আর তাহাতে দয়ার ভাব গিয়া হৃদয় ক্রমশঃ নিষ্ঠুর ও কঠোর হইতে পারে।

প্র। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মদের চরিত্র সংশোধনার্থ কিরূপ বিশেষ সাধন চাই?

উ। ব্রাহ্মদের মধ্যে একটী ধর্ম্মশাসন নিতান্ত আবশ্যক। ইহা কঠোর অথচ প্রেমপূর্ণ হইবে। আমাদের মধ্যে কেহ কোন দোষ

করিয়া পার পাইবেন না ; অথচ স্নেহের সহিত তাঁহার সেই দোষ সংশোধন করিতে হইবে। দোষ সংশোধন ও প্রেমবিস্তার এই দুইটী ভাব স্মরণ রাখিয়া একটী শাসন প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। এখন আমাদের মধ্যে এ দুয়েরই অভাব। ব্রাহ্মেরা পরস্পরের দোষের প্রতি উপেক্ষা করিয়া হয় কোন কথা কহেন না, নয় একটী দোষ পাইলে উপহাস বিদ্রূপ করিয়া ও বিলক্ষণ শক্ত শক্ত দশ কথা শুনাইয়া বৈর-নির্যাতন করেন। আমরা কাহাকেও মারিব না কাটিব না, কিন্তু ভ্রাতার দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহার সংশোধনের চেষ্টা করিব। সামাজিক এরূপ একটী শাসন-ভয় রাখা উচিত যে, তাহার সম্মুখে কেহ পাপ করিতে সাহস না করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে একবার যিনি আসিয়াছেন তাঁহাকে আর তাড়াইবার কাহারও অধিকার নাই। যদি কোন ভ্রাতা তাড়িত হন, তজ্জন্য আমরা দায়ী।

আমরা আপনারা একত্র হইয়া আপনাদের শাসন জন্য এই নিয়ম করিতেছি ঃ—

১। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে প্রতিদিন নির্জ্জনে উপাসনা এবং সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিবস সামাজিক উপাসনা করিতেই হইবে। প্রত্যেকে ইহার জন্য ঈশ্বরের ও ব্রাহ্মদিগের নিকট দায়ী।

২। পানাসক্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস-বিরুদ্ধ-ব্যবহার, ঈশ্বরের নামের অবমাননা বা ধর্ম্ম বিষয় লইয়া পরিহাস, ক্রোধের প্রকাশ, ভ্রাতার প্রতি অবিশ্বাস সূচক কথা বলা, ভ্রাতার দোষ লইয়া আমোদ করা, আমাদের মধ্যে কাহারও যেন এরূপ কোন দোষ না থাকে। থাকিলে ভ্রাতার শাসন ও ভর্ৎসনা করিবার অধিকার থাকিবে।

এ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে যে কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে তজ্জন্য ভ্রাতাদিগের নিকট তিরস্কার ভাজন হইতে হইবে। সকলে অগ্রে ইহা জানিয়া যেন প্রস্তুত থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ শাসন কঠোর হইবে, কিন্তু তাহাকে কার্য্যকর করিবার জন্য প্রেমের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যাহাতে কোন ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যান, এরূপ শাসন কখনই বিধেয় নহে।

কেন না আমাদের উদ্দেশ্য—সকল ভ্রাতাকে সমাজমধ্যে রাখিয়া প্রেমের শাসনে সংশোধন করা।

আশ্রম (ভারতাশ্রম) স্থাপনের উদ্দেশ্য। *

বৃহস্পতিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ; ২০শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আশ্রমের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা দ্বারা ব্রাহ্মদিগের কি উপকার হইতে পারে ?

উত্তর। আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিবারের মধ্যে লইয়া যাওয়া। ব্রাহ্মসমাজের গত চল্লিশ বৎসরের ইতিবৃত্ত আলোচনা

---

* ভারতাশ্রম ২৩শে মাঘ, ১৭৯৩ শক—৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেলঘরিয়া উদ্যানে স্থাপিত হয়। এবং সেই বৎসর এপ্রেল কিম্বা মে মাসে কলিকাতায় উঠিয়া আসে, (ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক)।

এবার এবং গতবারে ধর্ম্ম সাধনে তারিখ দেওয়া ছিল না। কিন্তু পর্য্যায়-ক্রমে ধরিলে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা ৩২শে জ্যৈষ্ঠের এবং এই সংখ্যা ৭ই আষাঢ় তারিখের হইবে। কারণ পরবর্ত্তী সংখ্যার ১৪ই আষাঢ় তারিখ দেওয়া আছে।

করিলে দেখা যায়, ধর্ম্মোন্নতি পুরুষদিগের মধ্যে অধিক, স্ত্রীলোকের মধ্যে অতি অল্প হইয়াছে। পরিবারে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী সকলে ধর্ম্মের বিমল আনন্দ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা এত কাল হয় নাই। এক একটী পরিবারে এরূপ চেষ্টা কতক পরিমাণে হইতেছে ও হইতে পারে, কিন্তু আট দশটী পরিবার একত্র হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের চেষ্টা করিলে উন্নতি আরও শীঘ্র সতেজরূপে হইবার সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপিত। আমাদের এক একটী স্বতন্ত্র পরিবারে সাংসারিক সম্বন্ধ, তাহাতে আমরা ধর্ম্মের যোগে বদ্ধ হইয়াছি, কি না হইয়াছি, ঠিক করা কঠিন। কিন্তু সকল পরিবারকে এক পরিবার করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত ভাই ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপন করা যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই আশ্রম দ্বারা তাহার সাধন হইবে। ইহা দ্বারা আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাপ্তির পরিচয় পাইতেছি। "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমতঃ ব্রাহ্মদের মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে, তৃতীয়তঃ এক একটী পরিবার মধ্যে এবং চতুর্থতঃ আট দশটী পরিবার একত্র করিয়া একটী বৃহৎ পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই চারিটীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের চারিটী সোপান বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আশ্রম ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও প্রশস্ত স্থল। এখানে প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের উন্নতি অথচ তাহার সঙ্গে সাধারণের উন্নতি। ইহা একটী বিদ্যালয় স্বরূপ, এখান হইতে জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম উন্নতির সুন্দর নিয়ম সকল শিক্ষা করিয়া এক একটী আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং তাহা লইয়া জগতে আপনার আপনার কর্ত্তব্য সাধন করা যায়। কাহার কাহার পক্ষে ইহা চিরকাল আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু

সাধারণের পক্ষে সেরূপ নয়। এখান হইতে সুশিক্ষা পাইয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব পরিবারে ও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্রাহ্মোচিত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য।

প্র। ধর্ম্মার্থিগণ দূরে থাকিয়া কি পরস্পরের সহিত প্রেমের যোগ সংস্থাপন করিতে পারেন না?

উ। শরীর অবলম্বন করিয়া যোগ সাধন সহজ ও নিকৃষ্ট, শরীর ছাড়িয়া কেবল আত্মায় আত্মায় যোগ সাধন কঠিন ও উচ্চতর। প্রথমে যখন আমাদিগের আত্মার বল অল্প, তখন পরস্পরে নিকটে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে ঈশ্বরের পথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারি, দূরে দূরে থাকিলে সেরূপ কখনই পারি না—এমন কি তাহাতে পরস্পরের সঞ্চিত ধর্ম্মভাব ও প্রীতি বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য—শরীরের নৈকট্য দূরত্ব ছাড়িয়া দিয়া, কিসে আত্মার যোগে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিব। যিনি দূর দেশস্থ ও পরলোকগত আত্মা সকলকে লইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে পারেন তাঁহার আত্মা উন্নত। চক্ষু চাহিয়া যে কিছু সম্বন্ধ স্থির করা যায়, তাহা কালে পুরাতন ও অবস্থা গতিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু নিমীলিত নেত্রে কেবল আত্মার যোগে যে পরিবার সাধন হয় তাহা স্থায়ী ও দুশ্ছেদ্য! মানসিক যোগে পরস্পরের গুণ সকল চিরকাল নূতন থাকে এবং ভাল লাগে।

প্র। ঈশ্বর সাধন ও ভ্রাতৃভাব সাধন এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী কঠিন?

উ। সামান্যতঃ ভ্রাতৃভাব সাধনই কঠিন এবং তাহা দুইটী কারণে। ঈশ্বরের সাধন না করিলে তিনি ধমকাইতে আসেন না এবং তিনি

কোন প্রলোভন হইয়াও আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন না। ভ্রাতৃভাব সাধনে ত্রুটি হইলে ভ্রাতার নিকট ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হয় এবং তিনি প্রলোভন হইয়া ক্রোধ হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতি রিপু সকল উত্তেজিত করিয়া দেন। ভ্রাতৃভাব সাধনে অনেক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও প্রেম চাই, সমস্ত রিপু ও অসাধু ভাব সংযত করিতে হইবে এবং সদ্ভাব সমস্ত উত্তেজিত না করিলে নয়। ভ্রাতৃভাব সাধনের উপায় আদর্শ ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে অভ্যাস করা। বাহিরের চেহারা ও অবস্থা ভেদে যে মানুষ নির্ম্মিত তাহা ধরিলে চলিবে না; কিন্তু ঈশ্বরের আদর্শে গঠিত যে মানব প্রকৃতি, তাহারই সহিত আমাদের আত্মার গূঢ় যোগ স্বীকার করিতে হইবে। ভ্রাতাতে ঈশ্বরের তেজ ও ভগ্নীতে ঈশ্বরের কোমল ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাতে ইংরেজ, কাফ্রি কি চিনদেশীয় বলিয়া ভেদাভেদ নাই, মনুষ্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসা চাই। ইহা না হইলে সাম্প্রদায়িকতা দোষ ঘটিবেই ঘটিবে এবং কাহার প্রতি প্রেম ও কাহার প্রতি ঘৃণা হইবে। ইহাতে যিনি যতক্ষণ আমার মনের মত, ততক্ষণ তিনি আমার ভাই, নতুবা নয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে মানব প্রকৃতির সহিত আমাদের যে ভ্রাতৃভাব তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অক্ষয়।

প্র। যে ব্যক্তি অতিশয় পাপী তাহাকে ঘৃণা না করিয়া কি ভালবাসা উচিত?

উ। পাপীর পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে, কিন্তু পাপী মনুষ্যকে ভালবাসিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যে দুটী ভাব আছে—দেব ভাব ও আসুরিক ভাব। মনুষ্য যত পাপিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে কিছু পরিমাণে দেবভাব অবশ্যই আছে। সেই দেবভাব কি? না মনুষ্যে

ঈশ্বরের আবির্ভাব, তাঁহার আদর্শ। সেইটী মানব প্রকৃতির চিরস্থায়ী সম্পত্তি, আমরা তাহাই দেখিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আলিঙ্গন করিব। আসুরিক ভাব যত অধিক হউক না, তাহা অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহা ধরিয়া আমরা কাহারও সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারি না। স্বর্ণ যেমন ময়লার মধ্যে পড়িলেও তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, আমরা তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ধৌত করিয়া লই, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মা পাপ-নরকে ডুবিলেও স্নেহের সহিত তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কেন না সেখানে ঈশ্বরের সহিত তাহার পিতা পুত্রের সম্বন্ধ।

প্র। একজন আত্মীয়ের প্রতি যেরূপ, একজন অপরিচিত মনুষ্যের প্রতি সেইরূপ ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা সম্ভব কি না?

উ। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের পরস্পরের প্রতি তিন চারিটী আকর্ষণ আছে, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রীর প্রতি প্রণয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ, উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা, এগুলি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত। কিন্তু এগুলি না থাকিলেও মনুষ্য বলিয়া মনুষ্যের প্রতি আকর্ষণ সকলের প্রতি থাকিবে। লাপলাণ্ড হইতে কোন লোক আসিয়া আমার গৃহে অতিথি হইলে তাহার প্রতি কিসের আকর্ষণ হয়? সে ব্রাহ্ম হইতে চাহিলে মনে কেমন এক ভাব হয়! এইটী ভ্রাতৃভাবের মূল। পরিচিত ও অপরিচিত বলিয়া সম্বন্ধের ইতর বিশেষে ভ্রাতৃভাবের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু মূল ভাবটী সকলের সঙ্গেই থাকিবে এবং অন্য সম্বন্ধ সকল গেলেও ইহার অন্যথা হইবে না।

প্র। ব্রাহ্মেরা ভ্রাতৃভাব সাধনে অগ্রসর নহেন কেন?

উ। ভ্রাতৃভাব সাধনের অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি সকল কুভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ ধার্ম্মিক হওয়া। ইহাতে হৃদয়ের এমন স্থানে হাত পড়ে যে অত্যন্ত ব্যথা লাগে। যাহাতে নিজের কষ্ট হয়, তাহাতে লোকে সহজে অগ্রসর হইতে চান না।

প্র। আমরা ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করি তাহা স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না কেন?

উ। বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের অভাব ইহার কারণ। কোন ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনে রাগ হইল, কিন্তু প্রথমে দুই একবার ব্রাহ্ম হইয়াছি ভাবিয়া রাগটা চাপিয়া গেলাম এবং অতি কষ্টে 'তোমাকে ক্ষমা করিতেছি' বলিলাম। কিন্তু অধিকবার সেইরূপ আচরণ দেখিলে আর ধৈর্য্য ধারণ করা যায় না; শেষে একগুণ চাপা রাগ দশগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড দিই এবং স্থায়ী ভাবে বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হই। ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, যদি এ বিশ্বাস থাকে—এবং আর একবার ক্ষমা করি বলিয়া, প্রত্যেক বারে যদি চেষ্টা করি—তাহা হইলে দুই চারি বৎসর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, এইরূপ চেষ্টা করিলে উভয়েরই পরম মঙ্গল হয়। যে কার্য্য নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতে দৃঢ়ব্রত হওয়া যায়; যাহাতে অবিশ্বাস ও নিরাশা তাহাতে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না।

প্র। আমাদের মনে ক্রোধ কি এককালে থাকিবে না?

উ। যাহা কিছু ঈশ্বর দিয়াছেন, সে সকলই ভাল; তাহার রক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য, অসদ্ব্যবহার করাই দোষ। আপনার বা অন্যের অন্যায় ব্যবহার সংশোধন করা ক্রোধের উদ্দেশ্য। আপনার যে কু-প্রবৃত্তি ও কু-অভ্যাস কিছুতেই নিবারিত হয় না,

ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের অনেক অন্যায়াচরণ দেখা যায়, সে সকল স্থলে ক্রোধ না করা অন্যায়। এক দুঃখী প্রজা কোন দুর্দ্দান্ত জমীদারের অর্থ লালসা পূরণ করিতে পারে নাই বলিয়া, তিনি যদি তাহার পরিবারের উপর অত্যাচার করেন এবং তাহার একটী নির্দ্দোষ শিশু সন্তানের পা আগুনে পোড়াইতে থাকেন, ইহা দেখিলে ক্রোধ আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে, স্বর্গের আগুনে শরীর মনকে উৎসাহিত করিবে। অন্যায়-অসহিষ্ণু ব্যক্তি অতি দুর্ব্বল ও অক্ষম হইলেও এই ক্রোধের প্রভাবে শতগুণ বল ধারণ করিবে, চারিদিকের লোক একত্র করিয়া জমীদারের অত্যাচারের প্রতীকার না হইলে ছাড়িবে না। এরূপ ক্রোধ ঈশ্বরের ভৃত্য ও আমাদিগের বন্ধু, ইহা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। যথার্থ রাগের পরীক্ষা—সে অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় কি না? তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়া, মনে শান্তি পাওয়া যায় কি না?

মত লইয়া বিবাদ।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক; ২৭শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, Great man (মহাপুরুষ) ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কাহার কোন বিশেষ মত থাকে তাহা প্রচার করা উচিত কি না?

উত্তর। যিনি যেটী সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, দৃঢ়তা সহকারে তাহা প্রচার করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

চৈতন্যের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি যদি আমার ভক্তি থাকে, তাঁহাকে ভক্তিভাজন বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে পারি। কিন্তু কেহ যদি ব্রহ্মকে স্বীকার করেন, অথচ চৈতন্যকে ভক্তি না করেন, এমন কি পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহাকেও আমি ব্রাহ্ম বলিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য যিনি অস্বীকার করেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্ম বলিতে পারি না; বিশেষ মত লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রভেদ আছে এবং থাকিবে। এ সম্বন্ধে সকলের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। অন্যকে যদি আমার মতে আনিতে হয়, স্বাধীনভাবে বুঝাইয়া আনিব।

প্র। ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সহিত লোকের এত বিবাদ হয় কেন?

উ। যাঁহারা আপনার মত গোপন করিয়া রাখেন, লোকের ভ্রম কুসংস্কার পাপের উপর আঘাত করেন না, তাঁহাদের সহিত লোকের বিবাদ হইবে কেন? ধর্ম্ম প্রচারকেরা নিজে যে সত্য লাভ করেন, তাহা সাধারণের অপ্রিয় হইলেও দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিতে ত্রুটী করেন না, ইহা সাধারণের সহ্য হয় না।

প্র। ধর্ম্ম বিষয়ে যাঁহারা অন্ধ তাঁহারা সত্য-পরায়ণ ধার্ম্মিকদের নিকট কেন নম্রতা ও দীন ভাব প্রকাশ করেন না?

উ। যাঁহারা শারীরিক অন্ধ, তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে গমন করেন। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহারা অন্ধ, তাহাদিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাহারা অন্ধতার জন্য দুঃখিত হয় না, বরং তাহাকেই জ্ঞান মনে করিয়া অহঙ্কারী হয়। নাস্তিক মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে, ধর্ম্ম বিষয় তাহার ন্যায় কেহ বুঝিতে পারে না। সে যখন ধর্ম্ম বিষয় জানি না

বলিয়া বাহ্ বিনয় প্রকাশ করে, তাহার মধ্যে আপনার একটু গৌরব লইতে চায়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে যে যত নীচে, সে আপনাকে তত উপরে ভাবিয়া আপনার উন্নতির কণ্টক হয়।

প্র। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাতে তাঁহার দোষ হয় কি না?

উ। পরলোক আছে, উপাসনা নিত্য ব্রত, ঈশ্বর দর্শন হয় এবং চাই—ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে যিনি বিশ্বাস না করেন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় না। ব্রাহ্ম বিনয়ের সহিত বলিতে পারেন আমি এখন অন্ধ, ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না; কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করেন তাঁহাকে একদিন দেখিতে পাইব এবং তাহাই জীবনের লক্ষ্য। ব্রাহ্মের বিশ্বাসের দুই অংশ—এক, আপনার বর্ত্তমান অবস্থা স্বীকার; অপর, জীবনের ভাবী লক্ষ্য স্থির রাখা। এখানকার অবস্থা অতি নীচ ও অতৃপ্তিকর, কিন্তু ভাবী আশা ও লক্ষ্যই জীবনের অবলম্বন। তাহা ছাড়িয়া দিলে সাধনের পথ অবরুদ্ধ করা হয়। যে ব্রাহ্ম ব্রহ্ম দর্শনাদির সম্ভাবনা মানেন না, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি আর পঞ্চাশ বৎসর পরে—অন্ততঃ পৃথিবীতে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন —কি ধর্ম্ম সাধন করিবেন? অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির তুলনায় তাঁহার উপাসনা বিষয়ে কি উন্নতি হইবে? যদি বলেন বিশ্বাস ভক্তি বাড়িবে। তাহার অর্থ দর্শন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জড় জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এখন বাতি যেমন জ্বলিতেছে দেখিতেছি, দশ বৎসর পরেও সেইরূপ দেখিব। কিন্তু এখন ঈশ্বরে যে বিশ্বাস অতি ক্ষীণ, তাহা দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া দর্শনে পরিণত হইবে। যিনি ব্রহ্ম-দর্শন মানেন না বলেন, তাঁহার মনের গূঢ় ভাব

এই যে কিছুদিন পরে উপাসনা ছাড়িয়া দিব। পরমায়ু দুই এক বৎসর হইলে এক প্রকার উপাসনা করিয়া দিন কাটাইতে পারিতাম, কিন্তু অধিক কাল কি লইয়া থাকিব?

যদি বলেন উপাসনায় পাপ যাইবে—উপাসনা দ্বারা যদিও অনেকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে ও হইতে পারে, কিন্তু কেবল ইহাই তাহার লক্ষ্য নয়। তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরকে না মানিয়াও এক প্রকার সচ্চরিত্রতার পরিচয় দিতেছেন—তাঁহাদিগের নিকট আর আমাদিগের বলিবার কিছুই থাকে না। যদি বলেন উপাসনায় সুখ হয়—মাদক সেবন ও ইন্দ্রিয় সেবা করিলেও সুখ হয়, তবে উপাসনায় আবশ্যকতা কি? আমরা বলি উপাসনা দ্বারা কেবল চরিত্র শোধন বা সুখ লাভ হয় না, কিন্তু আত্মার সকল বিষয়ের উন্নতি হইবে, ঈশ্বরকে লাভ করিয়া আত্মার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

প্র। ব্রাহ্মদিগের পতনের কারণ কি?

উ। তাঁহাদের মতের অস্থিরতা ও পরিবর্ত্তন, অথচ তাহাতে আপনাদিগের অধোগতি স্বীকার না করা। অনেকে পূর্ব্বের বিশ্বাস যত ছাড়িয়া দেন, ততই ভাবেন মত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেছে অর্থাৎ শেষে এত সূক্ষ্ম হইবে যে আছে না আছে সন্দেহ স্থল। কেহ কেহ অন্যের সঙ্গে চটাচটি করিয়া, তাঁহার যে কিছু মত—তদ্বিপরীত মত ধারণ করিয়া বসেন। অনেকে না পড়িয়া পণ্ডিত। তাঁহারা উপরের শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের উন্নত বিশ্বাসকে কল্পনা কুসংস্কার বলিয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিবেচনা করেন এবং ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। মত স্থির না হইলে ভক্তির সাধন কোথা হইতে হইবে? দশ বৎসর উপাসনা করিয়া শেষে যদি বল এত দিন ছায়াকে পূজা

করিয়াছি, তাহা হইলে এত দিনের সাধন সকলই পণ্ড হইল। ধর্ম্ম বিষয়ক মত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। অনেক ছেলে আছে অপর স্ত্রীলোককে দেখিয়া মা বলিয়া কোলে উঠে, কিন্তু শেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে। আমরা অনেকে সেইরূপ আগে অসত্যকে সত্য বলিয়া ধরি, শেষে তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদি। জ্ঞান লাভ আগে হইলে এ কষ্ট হয় না।

প্র। ব্রাহ্মদের এক বিশ্বাস কি চিরকাল থাকিবে?

উ। যে বিশ্বাস লইয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, যাহা ব্রাহ্মজীবনের মূল, তাহা চিরকাল অটল থাকিবে। যিনি তাহা অস্বীকার করেন, তিনি মিথ্যাবাদী। সে বিশ্বাসে সকল ব্রাহ্মের মিলন থাকিবে। সেই বিশ্বাসই আমাদিগের চিরকালের স্থির লক্ষ্য অর্থাৎ আমরা সকলে এক পরিবার হইব অথচ আপনার আপনার উন্নতি সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব।

প্র। আশ্রম দ্বারা কি ঠিক পরিবার সাধন হইবে?

উ। পার্থিব চক্ষে দেখিলে দশজন স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে হিংসা হয়, দশজন পুরুষ একত্র বাস করিলে বিবাদ হয় ইহাদিগের দ্বারা কিরূপে পবিত্র পরিবার সংগঠন হওয়া সম্ভব? কিন্তু বর্ত্তমান জীবন ও ভাবী লক্ষ্য আমাদিগের বিশ্বাসের এই দুইটী অঙ্গ স্থির রাখা চাই। এখন আমাদিগের দোষে হীন অবস্থায় আছি যেমন সত্য, ভবিষ্যতে সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র যোগে পরস্পরে আবদ্ধ হইব, সেইরূপ সত্য। যদি এই পৃথিবীতে আশ্রমের লক্ষ্য সিদ্ধ না হয় পৃথিবীর পাপ তাপ চলিয়া গেলে পরিশেষে তাহা নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে।

প্র। বিরোধীদিগের সংসর্গে ব্রাহ্মের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে কি না? যদি থাকে তবে কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত?

উ। দুর্ব্বল হইলে সকল প্রকার পরীক্ষায় অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। সেই অনিষ্ট দুই প্রকার;—(১) এক দিকে আমরা বন্ধুতা রাখিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে অতর্কিত ভাবে বন্ধুদিগের অসত্য মতের সহিত সায় দিই। (২) আর এক দিকে স্বাধীন ভাবে অসত্যের প্রতি-বাদ করিতে গিয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইয়া ফেলি। এই দুয়ের মধ্যে সত্যের ভূমি। আমরা বলের সহিত সত্য প্রচার করিব, কোন প্রকারে অবিশ্বাস অল্পবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কথা আমাদিগের মধ্যে হইতে দিব না। অথচ প্রীতির সহিত বিরোধীদিগের কল্যাণ চেষ্টা করিব।

প্র। একান্ত দুর্ব্বলের পক্ষে কিরূপ বিধান হইতে পারে?

উ। যিনি জানেন আমি দুর্ব্বল, বিরোধীর সঙ্গে থাকিলে আপনার হানি নিশ্চয়, অগত্যা তাঁহাকে সে সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। কিন্তু সে কেবল আপনাকে সবল করিবার জন্য।

প্র। ব্রাহ্মের পতনের মূল কারণ কি?

উ। অবিনয় ও আত্ম-পরীক্ষার অভাব। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের নিম্ন শ্রেণীতে আছেন, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, যাঁহার হৃদয় অদ্যাপি ঈশ্বরের আদেশ লাভের জন্য প্রস্তুত হয় নাই, তিনি ঈশ্বর দর্শন ও আদেশ একেবারে অসম্ভব বলিয়া ফেলেন, উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগকে অবজ্ঞা করেন ও কল্পনার উপাসক বলেন। প্রথমে একটী গভীর সত্যের প্রতি অবিশ্বাস হইতে সকল প্রকার পতন আরম্ভ হয়, অনেকের পতন প্রার্থনা বা দর্শনে অবিশ্বাস হইতে। ইহা যখনই অসম্ভব বোধ হইল, তখন হইতেই বাস্তবিকও ইহা অসম্ভব হইল।

যখন সকলে উপাসনায় নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকে, তখন অবিশ্বাসী ভাবে যে সংসারের পদার্থ সকল কেমন সুন্দর! টাকার কি গুণ! এইরূপে ব্রাহ্ম একবার পতনোন্মুখ হইলে আর বারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না, তিনি শীঘ্রই নিম্নতম সোপানে পৌছিয়া স্থির হয়েন। পৃথিবীস্থ কোন স্থানের দূরত্ব জানিতে হইলে যেমন অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা (Latitude and Longitude) দেখিতে হয়, তদ্রূপ বিশ্বাস ও সাধু জীবন পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকের দেখা উচিত আমি ধর্ম্ম জগতের কোন্ স্থানে বাস করিতেছি।

জীবন পথের বিঘ্ন।

বৃহস্পতিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ; ৪ঠা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম জীবনে এক এক সময় ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হইবার কারণ কি ?

উত্তর। নদীতে যেমন জোয়ার ভাটা হয়, সেইরূপ আমাদের জীবনেও যে জোয়ার ভাটা আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ধর্ম্ম জীবনে একবার আলোক দেখিয়া আবার যে অন্ধকার দেখি, তাহার কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি। এই দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি যে ঈশ্বর করিয়া দেন তাহা নহে, কিন্তু আমাদের নিজের দোষেই ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি আমাদিগের অসাধুতা হইতেও সুফল উৎপন্ন করিতে ক্রটী করেন না। যেমন অন্ধকারে পড়িলে আলোকের মূল্য বুঝি, দুঃখে পড়িলে সুখের আস্বাদন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে

পতন হইলে যে কষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরের পথে যাইবার সহায়তা করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মজীবনে অন্ধকার দেখিলে দুইটী বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

(১) আমাদের দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস বা পাপাসক্তি ইহার কারণ; (২) ইহা দ্বারা আমাদিগের চৈতন্য ও মঙ্গল হয় এই জন্য ঈশ্বর ইহাকে আসিতে দেন।

প্র। একবার ঈশ্বরকে পাইলে আবার কি হারাইতে হয়?

উ। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যেমন সাধন আবশ্যক, রাখিবার জন্যও সেইরূপ চাই, নতুবা তাঁহাকে হারাইতে হয়। লোকে টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া যদি আর তাহার প্রতি যত্ন না করে, তৎক্ষণাৎ চোরে সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই জন্য সিন্দুক কিনিয়া তাহার মধ্যে চাবি দিয়া টাকা রক্ষা করে। মদ ছাড়িয়া একজন আস্ফালন করিলেন, অসাবধান হইয়া আবার সুরাপান করিলেন, পরে থানায় পড়িয়া পুলিসে গিয়া যখন খুব লজ্জা পান তখন বিনয় শিক্ষা করিয়া এককালে মদ পরিত্যাগ করেন। এইরূপ অহঙ্কার ও অসাবধানতা অনেক ব্রাহ্মের পতনের কারণ। ব্রাহ্মেরা একটা লক্ষ্য করিয়া সময় সময় অনেক কষ্ট স্বীকার করেন, কিন্তু যাই পান, আর তাহাতে যত্ন করেন না। তাঁহারা আপনার উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর নির্ভর ছাড়িয়া দেন। ব্রহ্মধন অতি যত্নের ধন, যত কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে, তদপেক্ষা অধিক কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

প্র। বারবার ঈশ্বর হইতে পতন হইলে নিরাশ হওয়া উচিত কি না?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষ লক্ষণ যে ইহাতে নিরাশার কথা মূলেই আসিতে পারে না। এমন নরক নাই, যেথানে ঈশ্বর স্বর্গের সোপান করেন নাই। তিনি চান যে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হই, কিন্তু আমাদিগকে যখন স্বাধীন জীব করিয়াছেন তখন জানেন যে আমরা নানা রিপুর কুমন্ত্রণায় পাপে বারবার পড়িব। এই জন্য তিনি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে সর্ব্বপ্রকার পাপের অবস্থার মধ্যে উদ্ধারের পথ অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মনে কর তিনি তাঁহার স্বর্গ-রাজ্যকে একটী মনোহর উদ্যানের মত করিয়াছেন, আর তাহার চারি-দিকে কোথাও সরল পথ, কোথাও খানা ডোবা ও জঙ্গল রহিয়াছে। কিন্তু সরল পথ দিয়া যেমন বাগানে যাওয়া যায়, খানা ডোবায় গিয়া পড়িলে তথায়ও পথ আছে তাহা ধরিয়া আবার সেই বাগানে উঠা যায়। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে যেথানে যেরূপে যাই না কেন, সেই স্থান হইতেই উদ্যানে যাইবার পথ পাই। নরহত্যাকারী অতি জঘন্য ডাকাতও যে নরকের কূপে ডুবিয়া আছে, সেইখান হইতে স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি দেখিতে পায়। এইটী ঈশ্বরের করুণা এবং ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব। আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোনখানে গিয়া বলিতে পারি না ঈশ্বরের হস্ত অতিক্রম করিয়াছি। অনন্ত প্রসারিত তাঁহার হস্ত, পাপী কতদূর যাইবে! সন্তান যতবার পড়ে, মা ততবার হাত ধরিয়া তুলেন। এই বিশ্বাসটী দৃঢ় হওয়া চাই। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে তাহার অত্যন্ত অভাব। অনেক উন্নত লোকও এই বিশ্বাস অভাবে এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন যে আর উঠিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মেরা কতক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া যে একটী স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়ান, আর এক পদও অগ্রসর হন না, তাহারও কারণ

নিরাশা ও ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাস। বিশ্বাসী ব্রাহ্মের নিকট কখনই নিরাশা আসিতে পারে না।

প্র। পতনের পূর্ব্বে পতন না হইতে পারে এমন কোনও উপায় ধরা যায় কি না?

উ। প্রতীকারক অপেক্ষা নিবারক ঔষধ সর্ব্বত্রই অধিক কার্য্যকর। প্রবল জ্বরের মুখে কোন ঔষধ খাটে না, কিন্তু জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কুইনাইন খাইলে তাহার পথ রোধ করা যায়। দুর্ভিক্ষ হইলে অন্নের সংস্থান করা বড় কঠিন, কিন্তু অগ্রে যথেষ্ট শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্য আমরা সাংসারিক লোকদিগকে দেখিতে পাই, প্রতিদিনের খাওয়া ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে। ধর্ম্ম বিষয়ে সময় সময় দুর্ভিক্ষ হইবে জানিয়া আগে সম্বল করা আবশ্যক। ভাল উপাসনা দ্বারা ভক্তি বিশ্বাস নির্ভর যাহাতে অধিক উপার্জ্জন করা যায় এমত চেষ্টা চাই। "হে ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার কর" এই বলিয়া উপাসনা শেষ করা, হয় অতি উন্নত, নয় অতি অধম সাধকের লক্ষণ। সাধারণতঃ যিনি পাঁচ মিনিট উপাসনা করেন, বিপদের দিনে তিনি এক মিনিটও স্থির চিত্ত হইতে পারেন না। প্রতিদিন যিনি দুই ঘণ্টাকাল উপাসনা করিতে পারেন, বিপদের দিনে তাঁহার অনেকটা সম্বল হয়। আমরা যত কঠোর ধর্ম্ম নিয়ম পালন করিতে পারিব, পরীক্ষার দিনে তত নির্ভয় হইব। আমরা উপাসনা যখন ভোগ করি, তখন সে ভোগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যদি ভবিষ্যতের জন্য সম্বল অধিক করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে সহজে পতন হয় না। এখন আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে পুণ্যভক্তি সকলই পাই, কিন্তু সাধন অভাবে কিছুই রাখিতে পারি না।

প্র। ধর্ম্মপথে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

উ। ১—ঈশ্বরের করুণায় কত মহাপাপী উদ্ধার হইয়াছে, আমিও উদ্ধার হইব এই বিশ্বাস।

২—প্রতিদিনের উপাসনায় বিশ্বাস ভক্তি নির্ভরের অধিক সম্বল করা।

৩—উপাসনা ও জীবনে এক করিবার জন্য সাধন।

৪—যাঁর ধর্ম্মপথে যেটী বিশেষ শত্রু, সেইটীর প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং তাহাকে দমন করা।

প্র। ধর্ম্মপথের বিশেষ শত্রু কিরূপ?

উ। কাম ক্রোধ হিংসা সংসারাসক্তি প্রভৃতি এক একটী পশুভাব এক একজনের ধর্ম্মপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। কাহার জীবনের পতন দেখিলে জানা যায় যে পঞ্চাশ বারের মধ্যে চল্লিশ বার এক গর্ত্তেই পতন হইয়াছে অর্থাৎ এক প্রবল কুপ্রবৃত্তিই বারবার তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

প্র। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ পতন হইলে কিরূপ সাধন আবশ্যক?

উ। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী সকল অনুসারে প্রত্যেকের নির্জন সাধন চাই এবং সকলে একত্র হইয়া কোন নূতন প্রণালীতে বিশেষ উপাসনা করা আবশ্যক।

প্র। শুষ্কতা হয় কেন?

উ। শুষ্কতা প্রেমের অভাব। ঈশ্বর প্রেমের আধার, তাঁর কাছে যত থাকা যায়, মন তত রসাল হয়। নদীতীরস্থ বৃক্ষ কখনও রসহীন হয় না। আরও আমরা দেখি যে দিন বিনয়ী হই, মন সরস

থাকে। অহঙ্কারী হইলেই হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হয়। আপনার পাপ স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা শুষ্কতা পরিহারের উপায়।

মহাপুরুষ।

বৃহস্পতিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক; ১১ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। পাপ আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে এই কথাটীর প্রকৃত ভাব কি?

উত্তর। ঈশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপী, আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি বাস্তবিকই আমাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন। স্থান সম্বন্ধে তিনি আমাদের হইতে কখনই দূরে থাকিতে পারেন না, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে পাপ আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরে রাখে। তাঁহার সহিত আমাদিগের দূরত্ব ও নৈকট্য ভাবের। পুণ্যের সহিত পুণ্যের ঘনিষ্ঠতা। আমরা যত পুণ্য অর্জ্জন করি তত সেই পুণ্যময়ের নিকটস্থ হই, পাপ করিলে দূরে গিয়া পড়ি। আমরা জীবনের পরীক্ষায় বেশ বুঝিতে পারি, পাপ-হৃদয়ে উপাসনা করিতে গেলে ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারি না; কিন্তু যখন পবিত্রতা দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত থাকে, তখন স্মরণ করিবা মাত্র ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। কোন বন্ধুকে ভাল না বাসিলে তিনি নিকটে থাকিলেও তাঁহার সহিত 'তফাৎ' হইয়া পড়িয়াছে বলা যায়। ঈশ্বরের প্রতি মনের অনুরাগ না থাকিলেও আমরা তাঁহা হইতে দূরে গিয়া পড়ি এবং ইহা পাপ দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

প্র। কোন ব্রাহ্ম যদি এমন স্থানে থাকেন যে ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যের সাহায্য পাইতে পারেন না, তাঁহার উপায় কি?

উ। উপায় শত শত প্রকার আছে, যাঁর পক্ষে যেটী সুলভ তিনি তাহা গ্রহণ করেন। সাধু সঙ্গ, পুস্তক পাঠ, বক্তৃতা বা উপদেশ শ্রবণ এ সকল সুবিধা হইলে ভাল, কিন্তু না হইলে যে পরিত্রাণ হইবে না এরূপ নহে। ঈশ্বরের উপর নির্ভরই পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। তাহা অবলম্বন করিলে ঈশ্বর কৃপায় অন্য উপায় আপনা হইতে আবিষ্কৃত হয়। আন্তরিক সাধন সর্ব্বক্ষণই নিজের হাতে এবং ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি তৎসম্বন্ধে যত কিছু উপায় আছে সকল অবস্থাতেই অবলম্বন করা যায়। বই পড়া, মানুষের উপদেশ পাওয়া ইত্যাদি সকল সময় ঘটে না, আবার তাহা দ্বারা অনেক সময় সর্ব্বনাশও হয়—মনুষ্যের কাছে ভাল পাঁচটা গুণ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশটা মন্দগুণও লইতে হয়। ঈশ্বর সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার নিয়ম করিয়াছেন, যাহার যত সুবিধা তাহাকে তত সতর্ক হইতে হয়। ইহাতে আর একটী গূঢ় কথা আছে। ঘড়ীর যেমন বাহিরের সকল কল দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে যে, main spring মূল কল থাকে তাহা দেখা যায় না। সেইরূপ যে লোক ধার্ম্মিক হয়, তাহার বাহিরের পবিত্র হইবার উপায় সকল দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যে ঈশ্বর-কৃপা সকল মঙ্গলের মূল, তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সর্ব্বদা মনকে সুপথ দেখাইয়া দেয়। স্বাধীনতার সহিত তাহা আশ্রয় করিতে পারিলে কিছুরই অভাব হয় না।

• প্র। ঈশ্বর "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ঙ্কর—এ কথার প্রকৃত ভাব কি?

উ। তিনি নিজে অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ত প্রেমের সাগর, কিন্তু পাপীর সম্পর্কে ভয়ের ব্যাপার হন। তাঁহার স্বভাব আমাদিগের নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হয়, একটী প্রেমের ও অপরটী ভয়ের। যে চক্ষু দিয়া প্রেম পুণ্য দেখা যায়, পাপ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, এই জন্য পাপী ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে এবং বজ্র-তাড়িত ব্যক্তির ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে থাকে। অন্ধকার মাঠে এক বন্ধু লাঠি হস্তে চলিতেছে দেখিলে কত ভয় হয়, কিন্তু আলোকে তাঁহাকেই দেখিলে পরম প্রিয়তম বলিয়া আনন্দ হয়। পাপজনিত মনের ভয় ও অবিশ্বাসই পাপীর পক্ষে অন্ধকার, তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত কেবল দণ্ড দিবার জন্য বোধ হয়, কিন্তু বিশ্বাস-নেত্রে দেখিলে তাঁহার প্রেমে মোহিত হইতে হয়। দুষ্ট ছেলে কোন দোষ করিয়া যদি জানে যে, মা মারিবেন তাহা হইলে তিনি সন্দেশ লইয়া ডাকিলেও ভয়ে কাছে ঘেঁসে না। কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকে, মা মারি মারি বলিয়া লাঠি তুলিলেও ছেলে হাসিতে থাকে। ছেলের মনেই পরিবর্ত্তন, মার স্নেহ সমান। পাপ করিলে যে দণ্ডের ভয় হয়, ইহা ঈশ্বরের অকাট্য নিয়ম এবং হওয়া উচিত ও কল্যাণকর।

প্র। যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন ঈশ্বর কি এক একজন Great man—মহাপুরুষ পাঠান ?

উ। এ বিষয়ে সকল ব্রাহ্মের এক মত নহে। আমরা বলি Great man, মহাপুরুষ, মহৎ লোক—যে নামে বল, ঈশ্বর বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এইরূপ এক এক মনুষ্যকে প্রেরণ করেন। ইতিহাসে তাঁহারা এক একটী অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া যান, সাধারণ লোক তাহা ধরিয়া চলে।

প্র। মহাপুরুষ ভবিষ্যতে যে জন্য বিখ্যাত হইবেন, বাল্যকালে তাহা জানা যায় কি না ?

উ। মহাপুরুষ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন না এবং এক বৎসর দেড় বৎসরেও তাঁহার জ্ঞান, বিশ্বাস ও ক্ষমতা সকল প্রকাশিত হয় না। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, তেমনই মহাপুরুষদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বীজ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। তবে বাল্যকালে তাঁহাদের অপর লোক অপেক্ষা কিছু কিছু অসাধারণ ভাব দেখা যায় তাহাতে ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আশা হয়, কিন্তু ঠিক কিরূপ হইবে বলা যায় না।

প্র। অধ্যয়ন বা চেষ্টা দ্বারা যে কেহ মহৎ লোক হইতে পারেন কি না ?

উ। অধ্যয়ন দ্বারা পণ্ডিত ও ধর্ম্মসাধন দ্বারা ধার্ম্মিক হওয়া যায়, কিন্তু যে মহত্ত্বের আলোচনা হইতেছে ইহা হৃদয়-সম্ভূত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বর-প্রদত্ত। মহাত্মা চৈতন্য অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব ভক্তি প্রচারে—তাহা তিনি কাহারও নিকট শিখেন নাই। সক্রেটিস্ 'কিছু জানেন না' জানিতেন ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব। আমাদের মতে চেষ্টা দ্বারা সকল লোকেই বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও কার্য্যপটু হইতে পারেন, কিন্তু লক্ষ বৎসর চেষ্টা করিলেও কেহ সেক্সপিয়ার কি ক্রাইষ্ট হইতে পারেন না। ইহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও বিশেষ করুণা প্রকাশিত হয় এবং জগতেরও বিশেষ মঙ্গল হয়।

প্র। মহত্ত্ব কি কি বিষয়ে হইতে পারে ?

উ। ধর্ম্ম প্রচার, শিল্প, গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতা, যুদ্ধ, সকল বিষয়েই স্বাভাবিক মহত্ত্ব হইতে পারে। একজন বীরপুরুষ লক্ষ লক্ষ লোককে

মুটোর মধ্যে রাখিয়া এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে চালনা করিতেছেন, ইহাতেও ঈশ্বরের একটী ক্ষমতার ভাব কেমন প্রকাশিত হয়!

প্র। মহাপুরুষের কোন দোষ সম্ভব কি না এবং তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় কি না?

উ। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহারাও দোষাশ্রিত ও কলঙ্কিত হইতে পারেন এবং কোন্ মহাপুরুষ বা সম্পূর্ণ দোষ শূন্য? কাহার স্বভাবে সাধারণ অপেক্ষাও এক একটা বড় বড় দোষ লক্ষিত হয়। কিন্তু যে কার্য্য সাধন জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া যান।

প্র। মহাপুরুষদের বিশেষ লক্ষণ কি?

উ। নিঃস্বার্থ ভাব তাঁহাদের একটী বিশেষ লক্ষণ। সূর্য্য যেমন গ্রহগণকে আলোকিত করিবার জন্য আলোক পাইয়াছে, তাঁহারা যে অসাধারণ শক্তি পান, তাহা নিজের জন্য নয়, কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য। এই জন্য তাঁহাদের মৃত্যুতে জগতের যত ক্ষতি বোধ হয়, অন্যের মৃত্যুতে সেরূপ নয়। পৃথিবীর লোকে মহৎ লোকের প্রশংসা করে, কিন্তু এক ভাবে তাঁহারা নিজে তত প্রশংসার পাত্র নহেন; কেন না তাঁহাদের যে কিছু অসাধারণত্ব তাহা ঈশ্বরের। ক্রাইষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বর স্বয়ং কার্য্য করিলেন, কিন্তু মানুষেরা ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ না করিয়া ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে।

প্র। ঈশ্বর মহাপুরুষকে যে উদ্দেশে প্রেরণ করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা না করিতেও পারেন কি না?

উ। ঈশ্বর যাহাকে যে জন্য পাঠান, তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন

হইবেই হইবে। ইহাতে ঈশ্বরের এইরূপ একটী গূঢ় নিয়ম দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মহৎ মনুষ্যের ইচ্ছা এক হইয়া যায়, স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। ইহাকে conscious voluntary absolute subjection—জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার বলা যায়।

প্র। মহাপুরুষ তবে ত necessity—বাধ্যতার অধীন, তাঁহার Free will—স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়?

উ। স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত অর্থ ধরিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ আচরণ করা নয়; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ করিয়া কার্য্য করা। যে মুক্তির অবস্থা আমাদের লক্ষ্য, তাহাতে এইরূপ স্বাধীন ভাবে আমরা বিচরণ করিব। সাধুলোক ডাকাতি করেন না বলিয়া তিনি কি বাধ্যতার অধীন জড় বস্তু? তাঁহার ডাকাতি করিতে পারা Psychologically possible—মনোবিজ্ঞানের নিয়মে সম্ভব, কিন্তু morally impossible—ধর্ম্ম নীতি অনুসারে অসম্ভব। আমরা যত উন্নত হইব তত পাপ অসম্ভব হইবে অথচ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মই যথার্থ বল, পাপ দুর্ব্বলতা মাত্র।

প্র। শারীরিক গঠন দেখিয়া কোন ব্যক্তির গুণাগুণ স্থির করা যায় কি না?

উ। Physiognomy অর্থাৎ চেহারা দেখিয়া মনের কোন কোন ভাব ও অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু Phrenology মস্তক পরীক্ষা বিদ্যায় যেরূপ অসম্ভব উক্তি অর্থাৎ মাথার ফুলা দেখিয়া এক ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত, প্রচারক, মিথ্যাবাদী,

চোর, কি হত্যাকারী হইবে বলিয়া দিবে তাহাতে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। মনের অনেক প্রক্রিয়া অতি গূঢ়, শরীরে প্রকাশ পায় না, এবং স্বাধীন ইচ্ছাতে সকল দোষ সংশোধন করা যায়, তবে মস্তকের ফুলা ধরিয়া কিরূপে গুণাগুণ এককালে সিদ্ধান্ত করা যায়?

ভাই ভগিনীর সহিত ব্যবহার।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক; ১৮ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ভ্রাতা ভগিনীকে অবিশ্বাস করিও না, এ কথার ভাব কি?

উত্তর। বিশ্বাস অর্থ যেমন বস্তুটী তাহা ঠিক জানা। অবিশ্বাস অর্থ কোন ভ্রাতার চরিত্র না জানিয়া তাহাকে মন্দ ভাবা। এরূপ অবিশ্বাস সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

প্র। একজন একবার মিথ্যা কথা কহিলে তাহাকে মন্দ লোক বলা যায় কি না?

উ। একজন একবার একটী মিথ্যা কথা কহিলে সে যে চোর, মাতাল, নাস্তিক, একেবারে মন্দ লোক, তাহা বলা অন্যায়।

প্র। সে লোক মিথ্যাবাদী কি না?

উ। একবার একটী মিথ্যা কহিল বলিয়া সে যে দ্বিতীয় বার এবং চিরকালই মিথ্যা বলিবে—কখনই সত্য বলিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্র। যে অবস্থায় একবার সে মিথ্যা বলিয়াছে, সেরূপ অবস্থায় আবার বলিতে পারে কি না?

উ। তাহারও নিশ্চয় নাই, তবে সম্ভাবনা বা অনুমান মাত্র করা যায়। কাহার একবার দুইবার কোন দোষ করিতে দেখিয়া চিরকালের জন্য তাহাকে মন্দ লোক বলিয়া অবিশ্বাস করা যায় না।

প্র। একবার কাহার একটী সদ্গুণ দেখিয়া তাহাকে সাধু বলা যায় কি না?

উ। একটী দোষ দেখিয়া কাহাকে চিরকাল দোষী মনে করা যেমন, একটী সদ্গুণ দেখিয়া সাধু ভাবাও সেইরূপ। উভয় স্থলেই মিথ্যা বিশ্বাস হইল এবং তাহা অসত্য ও অন্যায়। স্থূল কথা এই, কাহার প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ জীবন ধরিয়া ঠিক করা যায় না।

প্র। অনুমান, সন্দেহ ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি?

উ। অনুমান—কেবল সম্ভাবনা মনে করা, তাহা হইতে পারে, না হইতেও পারে। সন্দেহ—একজন কোন দোষে দোষী বলিয়া প্রায় ঠিক করা। বিশ্বাস—নিশ্চয় দোষী বলিয়া সংস্কার হওয়া, তাহা শীঘ্র টলিবার নয়। কাহাকে একবার কোন কুকাজ করিতে দেখিয়া সে আবার করিতে পারে, অনুমান করিতে পারি। যদি তাহার দোষ করিবার বিশেষ প্রমাণ পাই, সন্দেহ জন্মিতে পারে। যদি প্রমাণ অকাট্য হয় তবে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়। কাহার দোষ স্থির করিতে হইলে এইরূপ সোপান পরম্পরা ধরিয়া আমরা যেন বিচার করি এবং যাহা সত্য তাহাই যেন মনে স্থান দিই।

প্র। "Judge not that ye be not judged" বিচার করিও না, যেন তোমরা বিচারিত না হও, ইহার অর্থ কি?

উ। না জানিয়া শুনিয়া কাহার প্রতি অন্যায় বিচার করিও না।

তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। তুমি অন্যায় বিচার করিলে তোমার উপর বিচার কর্ত্তা আছেন এইটী মনে রাখিও।

প্র। বিচার কর্ত্তা যেরূপে মোকর্দ্দমার বিচার করেন, আমরা সেরূপে পরস্পরের দোষ গুণ বিচার করিতে পারি কি না?

উ। বিচার কর্ত্তার সহিত বিচারিত ব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তিনি সাক্ষী লইয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনার বুদ্ধিতে যাহা সিদ্ধান্ত হইল তাহাই বলিয়া দিলেন, দোষীকে নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষকে দোষী করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু পরস্পরের চরিত্র বিচারে আমরা যদি কোন মিথ্যা সিদ্ধান্ত করি, তাহাতে আমাদের জীবনের মহৎ অপকার হয়।

প্র। লোকের চরিত্র ভাল কি মন্দ যদি নাই জানি তাহাতে আমার ক্ষতি কি?

উ। যাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের বিষয় না জানিলে হানি নাই। কিন্তু সর্ব্বদা যাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাহাদের গুণাগুণ না জানিলে অনেক ক্ষতি হয়। যে মন্দ লোক তাহাকে যদি ভাল মানুষ ভাবিয়া বিশ্বাস করিয়া চলি, অনেক সময় সর্ব্বনাশ হয় এবং ভাল লোককে মন্দ বলিয়া ভাবিলে তাহা হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারি না।

প্র। পরস্পরের নিকট আমরা কিরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারি?

উ। ঈশ্বর যথন আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন, তথন ইহাতে অবশ্যই তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য আছে যে আমরা পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হইব। আমার নিজের যাহা আছে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ উন্নতি

হয় না। বোধ কর আমাদিগের অন্নের প্রয়োজন, আর কাহার কাছে হাঁড়ী কাহার কাছে কাঠ, কাহার কাছে চাউল রহিয়াছে। এখন সকলের সকল সংস্থান একত্র না করিলে অন্নাভাবে সকলকেই কষ্ট পাইতে হয়। ধর্ম্মরাজ্যে পরস্পরে পরস্পরের গুণগ্রহণ করিলে সকলেরই পরিত্রাণের সম্বল হয়, না করিলে প্রত্যেকে কেবল আপনার বলে কিছুই করিতে পারেন না।

প্র। আমরা পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না কেন?

উ। আমরা আপনার দোষে কষ্ট পাই। বোধ কর এক ব্যক্তির অন্নের প্রয়োজন এবং তাঁহার বাটীর এক ঘরে হাঁড়ী, এক ঘরে চাউল, এক ঘরে কাঠ সকলই রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রত্যেক ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটিয়া কোথায় কাঠ, কোথায় হাঁড়ি, কোথায় চাউল বলিয়া হাহাকার করিতেছে! এরূপ ব্যক্তির হাহাকার কখনই ঘুচে না। আমাদের দশাও সেইরূপ। ঈশ্বর তাঁহার বৃহৎ গৃহে আমাদের ভাই ভগ্নীগণের মধ্যে কাহাকে দয়ার, কাহাকে জ্ঞানের, কাহাকে পবিত্রতার, কাহাকে স্বর্গীয় উৎসাহের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা অবিশ্বাস-রূপ-কুলুপ প্রত্যেক ভাণ্ডারের দরজায় আঁটিয়া দিয়া কোথায় পরিত্রাণ, কোথায় পরিত্রাণ, বলিয়া হাহাকার করিতেছি। বিশ্বাসের সহিত যদি আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি তাহা হইলে আশাতীত সাহায্য পাই এবং আমাদের মহৎ অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

প্র। যে ভ্রাতা বা ভগিনী আমাদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহার প্রতি ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধা কি প্রকারে প্রদর্শন করা যায়?

উ। আমরা আপনারা বুদ্ধি বিবেচনাপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া কাহার প্রতি উপযুক্তরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না।

ইহার একটী গূঢ় সঙ্কেত আছে। আমরা এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত, অন্য দিকে তাঁহার পরিবারের অর্থাৎ মনুষ্য মণ্ডলীর সহিত সংযুক্ত। আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে যে পরিমাণে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হইবে, তাহা ঠিক সেই পরিমাণে প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপরে পড়িবে। ঈশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধা করি কেন? তিনি পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা, স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধা টানিয়া লন। আমরা যদি প্রকৃত অবস্থায় থাকি তাঁহার সত্য, প্রেম, পবিত্রতা যে মনুষ্যে যে পরিমাণ আছে, তিনি স্বভাবতঃ সেই পরিমাণে আমাদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লন। একটী সুন্দর গোলাপ ফুল দেখিলে আমরা যুক্তি করিয়া তাহাকে ভালবাসি না, কিন্তু তাহার মোহিনী শক্তি আমাদিগের দৃষ্টিকে বিমোহিত করে। ঈশ্বরের সাধুতা অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল সন্তানে আছে। স্বর্গরাজ্যের পরিবারের মধ্যে এমনই গূঢ় যোগ যে সেই পূর্ণ পবিত্রতার প্রতি সমুদয় শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিলে, তাহা আপনা আপনই প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় বস্তুতে যথা পরিমাণে গিয়া পড়ে। একটা জমী যদি উচু নীচু থাকে, তাহার উপরে জল ঢালিয়া দিলে জলের উপরিভাগ দেখ ঠিক সমান, কিন্তু নীচে যেথানে ভূমির যত গভীরতা, সেখানে ঠিক তত পরিমাণ জল গিয়া পড়িবে। আমরা বিকৃত মনে লোককে শ্রদ্ধা করিতে যাই, তাই সাময়িক উত্তেজনায় কাহাকেও স্বর্গে তুলি, কাহাকেও নরকে ডুবাই। একবার যাহাকে মস্তকে রাখি, আবার তাহাকেই পদ দ্বারা দলন করি। প্রকৃত শ্রদ্ধার এরূপ রীতি নহে।

প্র। প্রকৃতিস্থ থাকিয়া লোককে যথার্থ শ্রদ্ধা কিরূপে করা যায়?

উ। উপাসনার সময় হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধা ঈশ্বরকে সমর্পণ

করিতে শিক্ষা করা—প্রকৃত পবিত্রতার নিকটে সমুদয় শ্রদ্ধাকে বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহার সাধন হইলে হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে। লোককে শ্রদ্ধা করিবার সময় তাহাতে যেরূপ ঈশ্বরের ভাব, তৎপ্রতি সেইরূপ নিঃস্বার্থ প্রীতি যাইবে এবং তাহাতে যেটুকু পশু ভাব, তৎপ্রতি ঘৃণা হইবে। বস্তুতঃ মানুষের দুই দিক দেখিতে হইবে, এক তিনি এতদূর সংসারাসক্ত হইতে পারেন, আবার এতদূর ঈশ্বর ভক্ত। এই দুই ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ যে শ্রদ্ধা দান করে, তাহাই প্রকৃত।

প্র। মত বিষয়ে পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা যায় কি না?

উ। যদি না যায় তবে ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। এখন আমাদের মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? এক দল বলেন অমুক লোক, মহাপুরুষ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা মানেন না, তবে তিনি নাস্তিক পাষণ্ড। অন্য দল বলেন অমুক ব্রাহ্ম খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করে, তবে সে ভণ্ড, কপট, দুশ্চরিত্র। শ্রদ্ধা করা যায় এমন কোন গুণ তাহাতে থাকিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিলে এরূপ অনুদারতা কখনই হয় না। আমরা উদার ভাবে প্রত্যেক ভ্রাতার গুণ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারি।

প্র। কোন লোকের প্রতি কোন দোষের সন্দেহ হইলে তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত কি না?

উ। সে লোকের সরলতার প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে ভাল, নতুবা বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

প্র। বন্ধুর দোষ গুণ সম্বন্ধে কতদূর জানা উচিত?

উ। আপনার ও বন্ধুর মঙ্গলের জন্য যতদূর জানা আবশ্যক।

প্র। পরস্পরের দোষ গুণ জানিবার সম্বন্ধে কি কি সাধন আবশ্যক।

উ। ১—অন্যের গুণ জানিলে গ্রহণ ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা।

২—অন্যের দোষ জানিলে ক্ষমা ও প্রীতির সহিত তাহার সংশোধন চেষ্টা।

৩—আপনার দোষ শুনিতে ও বুঝিতে প্রস্তুত হওয়া।

৪—অন্যের দোষ গুণ ঠিক বুঝিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা।

মহাপুরুষগণের সঙ্গে যোগ।

বৃহস্পতিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক; ২৫শে জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের দয়া সকলের প্রতি সমান, অথচ মহাপুরুষদিগের মহত্ত্ব "হৃদয়-সম্ভূত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বর-প্রদত্ত" এ উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে?

উত্তর। ঈশ্বরের দয়া সকলের প্রতি সমান। সামান্য লোকদিগকে তিনি যেমন সামান্য ক্ষমতা দিয়াছেন, তেমনই তাহাদের নিকট অল্প কার্য্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার করেন। যাহাকে অধিক দেন, তাহার নিকট অধিক চান। মহাপুরুষদের যেমন কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা অধিক, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা অধিক, জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায় অধিক, তেমনই তাহাদের কার্য্যের গুরুত্ব অধিক, পরীক্ষা ও প্রলোভন অধিক, জীবনের ব্রত অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাদের ক্ষমতা অধিক ও কার্য্যভার অল্প হইলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা হইত।

প্র। মহাপুরুষদের সুখের পরিমাণ অধিক কি না?

উ। সাংসারিক চক্ষে দেখিলে এবং অন্যান্য লোকের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের জীবন কেবল দুর্ভাগ্য-পূর্ণই বোধ হয়। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে গুরুভার দিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হয়, পদে পদে স্বার্থহানি ও ভোগ ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, সহস্র শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। সামান্য ব্যক্তি তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ মস্তকে বহন করিয়া তাঁহারা অন্তরে এত শান্তি পান, যে সতত শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত থাকেন।

প্র। ঈশ্বরের দয়া সামান্য লোকদের প্রতি যে প্রকার, মহা-পুরুষদের প্রতি কি সে প্রকার নয়?

উ। ঈশ্বরের দয়া এক, তাহার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। বিচিত্রতা জগতের নিয়ম, কিন্তু তাহাতে দয়ার তারতম্য হয় না। একই আলো পাঁচ রকম রঙের কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে পাঁচ প্রকার বোধ হয়। ঈশ্বরের দয়ায় কেহ ভাল খায়, কেহ জ্ঞানী হয়, কেহ উপাসনা করে, কিন্তু কোন্ প্রকার দয়ার যে গুরুত্ব অধিক তাহা নিরূপণ করা সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরও সাধ্য নহে। যথার্থ দয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার উপকার করে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? বাহিরে যে খুব দুঃখী সে হয় ত খুব সুখী এবং যাহাকে সুখী বলা যায়, তার চেয়ে হয় ত দুঃখী জগতে নাই। সাধারণের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রকার দয়া, মহাপুরুষদের প্রতি সে প্রকার না হইলেও দয়া সমান বলিতে হইবে।

প্র। মহাপুরুষ কি সকল বিষয়ে সমান উন্নত হইতে পারেন না ?

উ। তাহা অসম্ভব এবং উন্নতির প্রতিবন্ধক। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিলে সাধনের জাগ্রত অবস্থা হয় না, নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে হয়! এই জন্য অত্যন্ত মহাত্মারও অহঙ্কার বা রাগ একটা না একটা মহৎ দোষ থাকে।

প্র। চেষ্টা করিলে সকল গুণ কি সমান করা যায় না ?

উ। নাক চোক কাণ সকলের আছে, যাহার নাক একটু উঁচু বর্দ্ধনের সময় তাঁহার সকল অঙ্গ যেমন বাড়িবে সেই সঙ্গে নাকেরও বর্দ্ধন হইয়া একটু উঁচু থাকিয়া যাইবে। দয়ালু ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল গুণ বাড়ে, আবার দয়া গুণ একটু বিশেষ উচ্চ ভাব ধারণ করিতে থাকে। হারমোনিয়মের সুরের উঁচু নিচুতেই মিল ও মিষ্টতা। ঈশ্বরের রাজ্যে অসামঞ্জস্যের নিয়মেই জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে।

প্র। মহাপুরুষদের কাজ অধিক পবিত্র কি না ?

উ। পৃথিবীতে মেথরের কাজ হইতে ধর্ম্মাচার্য্যের কাজ পর্য্যন্ত সকলই মহৎ ও পবিত্র। যে মহৎভাবে কার্য্য করা যায়, তাহাতেই কার্য্যের গৌরব! গবর্ণমেণ্টের নিকট রায় বাহাদুর উপাধি পাইবার জন্য ধুমধাম করিয়া লক্ষ লোককে খাওয়ানও নীচ কাজ, একজন গরিব লোক পথিকদের উপকারার্থ যদি পিছল জায়গায় আপনার ছেঁড়া লেপ একটু পাতিয়া দেয়—কেহ জানিতেও না পারে—তাহার সেই কাজ মহৎ কাজ। ঈশ্বর লক্ষ্য দেখিয়া কার্য্যের পবিত্রতার বিচার করেন। মহাপুরুষের কাজ দশ হাজার লোকের চক্ষুতে পড়ে বলিয়াই তাহার পবিত্রতা অধিক হয় না।

প্র। পরলোকগত ব্যক্তিগণের সহিত ইহলোকেই মিলিত হইতে পারি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব?

উ। ইহলোক ও পরলোক এক, কেন না আমাদিগের জীবন এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ভ, সেই জীবনই অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে। মৃত্যু কিছুই নহে, কেবল একটা ঘটনা মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত ও জীবিত সকলেই এক হইল, কারণ যাঁহারা মৃত তাঁহারা ত জীবিত রহিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা মৃত, আর পরশ্ব যাঁহারা মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারা কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে। তবে উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তাঁহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি?

প্র। পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত এক পরিবার হওয়া কিরূপ?

উ। এক পরিবার কি, না এক বাড়ীতে প্রীতি যোগে একত্র বাস করা। নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকের পরলোকের সকল লোকই ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহা ছাড়া কাহার থাকিবার যো নাই। তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাই। সমুদয় জগৎ ঈশ্বরেতে আছে, এই সত্যটী সূক্ষ্মরূপে ভাবিলেই তাঁহাকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। পিতাকে ভাবিলেই ভাই ভগিনী, ভাই ভগিনীকে ভাবিলেই পিতা আসেন এবং দুই একত্র ভাবিলেই সমুদয় পরিবার সম্পূর্ণ হয়!

প্র। পরলোকগত সকল ব্যক্তির সহিত কি আমাদিগের যোগ সমান হয়?

উ। ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ধাপ আছে। আমি যদি চারি ধাপ উঠি, পরলোকগত যে ব্যক্তি উন্নতিতে আমার সঙ্গে সমান, তাঁহার সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। যাঁহারা অধিক উন্নত ধাপে, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ করিতে হইলে আত্মাকে অধিক উন্নত করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের শ্রেণীবিভাগও আছে। অধিক বিশ্বাসী, অধিক প্রেমিক, অধিক স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় আত্মায় গূঢ় আকর্ষণ আছে, আপনার ভাবের লোককে টানিয়া লয়। একটা পাত্রে এক সের জল ও আধ সের তেল রাখ, আর একটা পাত্রে অল্প জলে এক ফোটা তেল রাখ, দুই পাত্রের জিনিস একত্র করিলে জলে জল, তৈলে তৈল মিশাইয়া এক হইবে।

প্র। চৈতন্য প্রভৃতি পরলোকস্থ মহাত্মাদের সহিত আমাদিগের কিরূপ যোগ হইতে পারে?

উ। চৈতন্য পরলোকে আমি এখানে। যত তাঁর বই পড়ি, তাঁর জীবন আলোচনা করি, ততই তাঁর সঙ্গে মিলে। তিনি হৃদয়ের বন্ধু হইয়া মন কাড়িয়া লইতে থাকেন, আমিও অন্তরের অনুরাগে তাঁহাকে টানিতে থাকি। তিনি টানেন কেন? মনের ভিতর ধরিবার কিছু পাইয়াছেন। "আপনার না হলে মন কি টানে?" ধর্ম্মজগতে এই টানাটানির ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে, কেহ দেখে না তাই অনুভব করে না। চৈতন্য যেমন, তেমনই খ্রাইষ্ট, বৌদ্ধ নানক সকলেই আপনার ভাবের ভাবুককে আকর্ষণ করিতেছেন।

প্র। কোন প্রকার শরীর গত যোগ না হইলেও কি কাহার সহিত ঠিক যোগ হয়?

উ। শরীরের যোগ কিছুমাত্র আবশ্যক নয়, আধ্যাত্মিক যোগে

স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে। মনে কর আমাদিগের প্রজা-হিতৈষিণী ভিক্টোরিয়াকে আমরা কখন দেখি নাই, তাঁর কিরূপ আকার পরিচ্ছদ কিছুই জানি না। এখন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া তিনি যদি আপনার সেক্রেটারীর প্রতি আদেশ দেন যে "তুমি স্বয়ং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের বাটিতে গিয়া প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া টাকা দিবে।" ইহা শুনিয়া "মহারাণীর জয় হউক" বলিয়া স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হয়। তিনি কতদূরে কি করিতেছেন, জাহাজে করিয়া কৃতজ্ঞতা পাঠাইতে হইবে, এ প্রকার ভাবিতে হয় না। মহারাণী অন্তরের নিকট হইলেন, অনুরাগ দূরতাকে —ভূগোল সম্বন্ধে স্থানের ব্যবধানকে বিনাশ করিল। বস্তুত অনুরাগ হইলেই নিকট এবং রাগ হইলেই দূর। লাপল্যাণ্ডবাসীও নিকটস্থ এবং ঘরের লোকও দূরস্থিত হইয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা কেন সম্ভব হইবে না? ভাবের ভাবুক হওয়াই যথার্থ যোগের লক্ষণ।

প্র। ভাবের ভাবুক হওয়া কি প্রকার?

উ। একজন সাধুর মনে যে ভাব, অন্যে ঠিক সেই ভাব ধরিতে পারিলে তিনি তাঁর ভাবের ভাবুক হন। এ স্থলে কল্পনা, আলোচনা বা অতএব করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করিতে হয় না, কিন্তু তাহা স্বভাবতঃ হইয়া যায়। একজন খোল বাজাইলে নাচে দেখিলেই, আর একজন ভক্ত বলিলেন 'বুঝেছি একটা ইসারা পাওয়া গেল।' ভক্তির আর একটা চিহ্ন—দেখিলে বড় খুসী হন। ইহাঁরা পরস্পরের বাহিরের অবস্থা দেখেন না, কিন্তু আমি যে ভাবের ইনিও সেই ভাবের বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন। মহারাণীর প্রজা-বাৎসল্য দেখিয়া

যে রাজভক্তি হইল, তিনি কাঁটা চামচ ধরিয়া আহার করেন ভাবিয়া তাহার অন্যথা হয় না। আত্মায় আত্মায় এক ভাব হইলেই মিলিবে। তৈলে তৈল, জলে জল মিশে, সোণার পাত্রের তেল মাটীর পাত্রের তেলের সহিত একত্র হইতে অস্বীকার করে না। পাঁচ আত্মায় ভক্তি হইলেই মিলিবে, কার সাধ্য পৃথক করিয়া রাখে? এই জন্য সমুদয় মনুষ্যাত্মা ভক্তিযোগে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বদ্ধ হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ আশা।

পরলোক।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক; ১লা আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত কি আমাদের দেখা হইবে?

উত্তর। এ বিষয়ে অধিক অনুমান কিছু নয়। অনেকে, ঈশ্বরের সত্তায় যেমন বিশ্বাস করেন, পরলোকের সত্তায় সেরূপ করেন না, এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন এবং পরকালের ব্যাপার সকল কল্পনা ও অনুমান দ্বারা চিত্রিত করিতে চান। ঈশ্বর ও পরকাল দুয়েরই বিশ্বাস যাঁহাদিগের উজ্জ্বল, দুইই তাঁহাদিগের সহজ ও স্বাভাবিক এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যা ও কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পড়েন। অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস সাধন করিয়া তাহারই আলোকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর সত্য বলিয়া মানা উচিত। আত্মীয়দিগের সহিত দেখা হইবেই, বিশ্বাস এ কথা নিশ্চয় বলে না।

প্র। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত পুনর্মিলনের জন্য আমাদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় তাহা কি সফল হইবে না?

উ। ইচ্ছা হইলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে ইহা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, বরং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারি।

প্রথমতঃ যাহা আমাদিগের ইচ্ছা, তাহার বিপরীত ঘটনা অনেক সময় আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। কুপ্রবৃত্তি এবং সাংসারিক নীচ সুখাশা হইতে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর ত পদে পদে তাহা বিফল করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন। অনেক সময় ধর্ম্মবিষয় সম্বন্ধেও আমাদিগের যে ইচ্ছা হয় তাহা সম্পন্ন না হইয়া, আমাদিগের উন্নতির অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে যাহাকে আত্মীয়তা বন্ধুতা বলি, তাহা স্থায়ী নয়। এই পৃথিবীতেই দেখা যায়, আজি যাহার সঙ্গে মিত্রতা, দুই পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা! যে পরিমাণে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, সেই পরিমাণে শত্রুতার তীব্রতা। দুই পাঁচ বৎসরে যে মিত্রতা থাকে না, চল্লিশ বৎসর পরে বা মৃত্যুর পর অনন্তকাল যে তাহা থাকিবে ইহা সংশয়ের ব্যাপার। অতএব ইচ্ছা মূলক পরকাল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন হইতেছে।

প্র। ব্রাহ্মের পরকাল বিশ্বাসের মূল কি?

উ। ব্রাহ্মের বিশ্বাস ইচ্ছামূলক নহে, কল্যাণমূলক এবং প্রকৃত কল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। ব্রাহ্ম জানেন 'আমি ঈশ্বরে জীবিত আছি, তাঁর সঙ্গে আমার অনন্ত যোগ, অতএব যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন, আমি থাকিব। ঈশ্বর প্রাণ, আমি প্রাণী।' তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার প্রাণগত যোগ। যে নাস্তিক পরলোক

কামনা করে না, ঈশ্বর তাহারও প্রাণ হইয়া আছেন বলিয়া সে চিরজীবী থাকিবে। পুণ্যবান্ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে, পাপীও সেইরূপ। কিন্তু আমি যেমন ঈশ্বরের যোগ স্বীকার করি, অন্যে যদি সেইরূপ করে "এক বস্তুর সহিত কোন দুই বস্তুর যোগ থাকিলে তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ হয়," এই নিয়মানুসারে অন্যের সহিত আমার যোগ হইতে পারে।

প্র। সে কি প্রকার যোগ?

উ। ধর্ম্মরাজ্যের এক স্থানে একজন থাকেন, বিশ্বাসের পথ ধরিয়া যাঁহারা সেই স্থানে থাকেন তাঁহারা জানুন বা না জানুন তাঁহাদের পরস্পরের সহিত যোগ থাকে। যখন এইটী পরীক্ষা করা যায়, তখন তাহা বুঝা যায়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্থান পৃথিবীর ভূমি নয়। এক শত লোক এক সময়ে ঈশ্বরের চরণে যখন পতিত হই, তখন সকলের প্রেম ভক্তি একত্র হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, সকলে একাত্মা হইয়া যাই। এই পরিবারের ভাব যত বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইব। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া পরস্পরের সহিত প্রেম বন্ধনের প্রতিবন্ধকতা বা শিথিলতা হইবে না। মত বিশ্বাস ও ভক্তি যাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলে, তাঁহারা ক্রমে অভিন্নহৃদয়, অভিন্নপ্রাণ হইয়া যান। আমাদের বিশ্বাস—এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরা এক স্থানে বাস করেন। এইটী মূল বিশ্বাস করিয়া আমাদের মধ্যে যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আশা হয় যে পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব।

প্র। পাঁচ বৎসরের একটী সন্তান মরিয়াছে, পরলোকে তাহাকে দেখিতে পাইব যদি এরূপ আশা করি তাহাতে কি দোষ হয়?

উ। দেখিতে চাওয়া ইচ্ছার বস্তু, কিন্তু বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না। টাকা কড়ির ন্যায় আত্মীয় বন্ধু আমাদের লোভের বিষয়, কিন্তু ঈশ্বর সে লোভ চরিতার্থ করিবেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কামনা অনিষ্টের কারণ হয়। আগামী রবিবার মন্দিরে গিয়া—এলাহাবাদ হইতে আগত দুই বন্ধুর সহিত দেখা হইবে—এই আশা করিয়া যদি উপাসনাস্থানে যাই আর তাঁহাদিগের সহিত দেখা না হয়, তবে উপাসনা বিনষ্ট হয় এবং উপাসনাস্থল শূন্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পরলোকে মৃত সন্তানের সহিত দেখা করিবার আশ্বাসে গিয়া যদি দেখা না পাই, তথাকার কোন সুখ সম্ভোগ করিতে পারিব না, আবার শূন্য মনে ইহলোকে ফিরিতে ইচ্ছা হইবে। অতএব পরলোকে সদ্গতির জন্য ইচ্ছাই স্বাভাবিক ও কল্যাণকর; কোন বিশেষ লোকের সহিত দেখা করিবার আশা অমঙ্গলজনক। আমাদের এক মাত্র আশা সেখানে ঈশ্বরকে দেখিব আর তিনি যাহাকে আনিয়া দেন তাহাকে দেখিব।

প্র। অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দের সহিত ব্রাহ্মদের পরলোক বিশ্বাসের বিভিন্নতা কি?

উ। তাহাদের ইহলোক এক, পরলোক স্বতন্ত্র। আমাদের ইহলোক পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত, এবং পরলোকের আরম্ভ, এখানেই। এ জীবনে যাহার আস্বাদন পাই, পর জীবনে তাহা পাইব নিশ্চয় বলিতে পারি। কেবল অনুমান ও সম্ভাবনার উপর ব্রাহ্মের বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এ জীবনে যাহার আভাস না পাই, তাহার দিকে যাইতে ভয় হয়। যাহার প্রত্যূষ দেখি নাই, সে দিবসের নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্ম জানেন পরলোকের আশা ইহলোকে

নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকিবে।

প্র। Spiritualist—অধ্যাত্মবাদীদিগের পরলোক বিশ্বাস কতদূর প্রামাণিক ?

উ। আত্মায় আত্মায় আধ্যাত্মিক যে যোগ তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা শারীরিক যোগের কল্পনা করেন, তাহার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

প্র। আত্মা এই শরীরে আছে, শরীরের সহিত তাহা বিস্তারিত, ইহা স্বীকার করা যায় কি না ?

উ। শরীর ব্যাপিয়া যদি আত্মা থাকিত, একটা হাত বা পা কাটিয়া লইলে আত্মার কতক অংশ কমিয়া যাইত। কিন্তু ছেদিতাঙ্গ ব্যক্তির আত্মা যে কমিয়া যায় তাহা কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন না। আত্মা শরীরে আছে অথচ স্বতন্ত্র। শরীরের সঙ্গে তাহার তুলনা করিলে নানা কুসংস্কার আসিয়া পড়ে।

প্র। পরলোকে আমরা কি একটা বিশেষ স্থানে থাকিব ?

উ। ঈশ্বর যদি জিজ্ঞাসা করেন পরলোকে গিয়া কোন্খানে থাকিতে চাও ? যেখানে পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভা, না যেখানে মধুর সঙ্গীতালাপ হইতেছে, না যেখানে বিদ্বান লোক বসিয়া পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, না যেখানে বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে ? ব্রাহ্ম বলিবেন 'কোথাও যাইতে চাহি না, তোমাতেই বাস করিতে চাই। তুমিই পরম গতি ও পরম লোক।'

প্র। আধ্যাত্মিক পরিবার ভবিষ্যতে আমাদিগকে গঠন করিয়া লইতে হইবে, সে কিরূপ ?

উ। পরিবারের যে ছবি আমাদিগের অন্তরে আছে, তাহার অনুরূপ জীবন্ত বস্তু জগতে নাই, তাহা আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কেহ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না, ঈশ্বরে তাহার আরম্ভ ও শেষ। চৈতন্য ক্রাইষ্ট এই পরিবার গড়িতেছেন। আমাদিগের "আশ্রমও" এই স্বর্গরাজ্যের সূত্রপাত, স্বর্গরাজ্যে আমরা কিছু কিছু পরিমাণে বাস করিতেছি। ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া মাত্র। এখন যে পরিবারের ভাব আমাদের মনে রহিয়াছে চল্লিশ লক্ষ বৎসর পরে তাহা প্রত্যক্ষ করিব, কিন্তু সে সময়েও ইহার সাধনের শেষ হইবে না।

প্র। ঈশ্বর বিশ্বাস ও পরলোক বিশ্বাস যে এক, তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

উ। ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার এক মাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয়, সংসার ও এ পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে আমরা বাস করি। তখন এই মাত্র জানি তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব। ইহলোক একটা পরলোক আর একটা স্থানে, ইহা হাজার হাজার ব্রাহ্মের সংস্কারগত বিশ্বাস, সহজে তাড়ান যায় না। কিন্তু উপাসনাতে যত তাঁহারা আস্থাবান্ ও উন্নত হইবেন, ততই সত্যের নির্ম্মল আলোক দর্শন করিবেন। পরীক্ষিত সত্যই প্রমাণ। উপাসনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরে বাস করিয়া সেই সত্য প্রত্যক্ষ করি। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে ধরিয়া আমরা পরলোক ধরিতে পারি, অনন্তকাল তাঁহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলোক আমাদিগের অনন্তকালের বাসস্থান। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা

সম্পদেষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ” ইনিই আমার পরম গতি, ইনিই আমার পরম সম্পদ, ইনিই আমার পরম লোক, ইনিই আমার আনন্দ। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মের আর উচ্চ কথা নাই।

শাসন।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক ; ৮ই আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। যাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিল, এখন পতিত হইয়া নিতান্তই দুশ্চরিত্র হইয়া গিয়াছে, সুবিধার স্থলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ প্রকাশ্যরূপে ব্যভিচার সুরাপানাদি পাপে আসক্ত, এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

উত্তর। এক ব্যক্তি কতদূর পর্য্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিলে সহ্য করা যাইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পাপীকে এই জন্য ভালবাসিতে হইবে যে, তাহার চরিত্র সংশোধন হইতে পারে। পাপীর প্রতি এমন বাহ্যিক প্রীতি প্রকাশ করা উচিত নয়, যাহাতে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এরূপে প্রশ্রয় দিলে অন্যকেও সেই দোষে লিপ্ত করা হয়। যে ব্যক্তি পাপে অবস্থিতি করিতেছে, অথচ সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত নয়, তাহাকে শাসন করা কর্ত্তব্য। একা একজন পাপী হইলে শুদ্ধ সেই যে পাপী হইয়া রহিল, এরূপ মনে করিলে হইবে না, সেই একজন অন্য দশ জনকে দূষিত করিতে পারে। যেমন, যদি একখানি হাত পচিয়া যায়, তবে সেই হাতখানি পচিয়াই শেষ হয় না, সমুদয় শরীরের রক্ত তাহাতে দূষিত হইয়া শেষে সেই ব্যাধি মাথা পর্য্যন্ত গিয়া ব্যাপে। একই পাপ সেইরূপ একজন হইতে

দুইজন, দুইজন হইতে অল্পে অল্পে শত শত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। এইজন্য ঈশ্বরের আদেশ যে, যাহাতে সমস্ত সমাজ ভাল থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপীর সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। শরীর সম্বন্ধে চিকিৎসা যেমন আবশ্যক, সমাজ রক্ষার্থ সামাজিক শাসন তেমনই আবশ্যক।

প্র। যে ধর্ম্ম মানে, শাসন মানে, তাহাকে শাসন করা যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা তাহা মানে না, তাহাদিগকে কিরূপে শাসন করা যাইবে।

উ। শাসন দুই প্রকার। ভয় ও পুরস্কার। ভয় প্রদর্শনার্থ দণ্ড করা যায়, সৎপথে স্থিরতর থাকিবার পক্ষে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। ভয় ও প্রীতি এই দুইটী অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ঈশ্বরও শাসন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের সর্ব্বদা তাঁহার অনুকরণ করা উচিত।

প্র। যে পাপী, তাহার সম্বন্ধে দণ্ড পুরস্কার বা সাধারণ কথায় যাহাকে ভয় মৈত্রী বলে, এ দুইই কি যুগপৎ প্রয়োগ করিতে হইবে?

উ। যে পাপী তাহাকে পুরস্কার দ্বারা ফিরান যাইতে পারে না, তাহাকে দণ্ড দিতে হয়। মনে কর, যে চুরী করিল, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট সেই চুরী হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। এই পুরস্কার তাহাকে চুরী হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, বরং উহা তাহাকে চুরীতে প্রশ্রয় প্রদান করিতে পারে। আমরা স্বভাবতঃ পরস্পরকে ভয় করিয়া থাকি। ভয় ও প্রীতি এই দুইটী মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। একজন গাঁজা খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অমনই তথায় একজন গিয়া উপস্থিত হইল, তাহার

ভয় উপস্থিত হইবে। আস্তে ব্যস্তে কোথায় সে গাঁজার কল্কে লুকাইয়া রাখিবে তাহারই জন্য আকুল হইবে। এই ভয়ের নিয়ম স্বাভাবিক ঈশ্বরের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসায় ভাল হইয়া যাইবে, ইটী উৎকৃষ্ট প্রকৃতির কাজ, কিন্তু বিরক্তির ভয়ে নিন্দার ভয়ে, সংশোধন হওয়া এইটী সাধারণ।

প্র। শাসন প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? সাধু অসাধু সকলকেই ত প্রীতি করিতে হইবে। ধার্ম্মিক ভ্রাতাকে যেরূপ প্রীতি করিব, অধার্ম্মিককেও সেইরূপ প্রীতি করিব। অধার্ম্মিককেও সেইরূপ প্রীতি করিতে হইবে কি না?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ বিষয়ে ঈশ্বরকে অনুকরণ করিতে হইবে। আমরা পাপ করিয়া যখন ঈশ্বরের নিকট গমন করি, তখন তাঁহার কি ভাব দর্শন করি? রুদ্র ভাব। আবার যখন পুণ্য হৃদয়ে লইয়া তাঁহার নিকটে যাই, তখন তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করি। ভাই ভাইয়ের প্রতিও তেমনই ভাব হইবে। আমার একজন ভাইয়ের আচার ব্যবহার প্রকৃতি সকলই সাধু হইলে তৎপ্রতি আমার মুখের শ্রী যেরূপ হইবে, সেই ভাই আবার অন্য দিন মাতাল হইয়া খানায় পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া আসিলে কখন সেরূপ থাকিবে না। হয় ত এ সকল দেখিয়া অধীর হইয়া আমার সমুদয় গা কাঁপিতে থাকিবে, অথবা আমি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিব। শাসন প্রণালী স্বভাবতঃ প্রায় এইরূপ হইবে। একজন ব্রাহ্মভ্রাতা কটু কথা মিথ্যা কথা বলিয়া আমার নিকটে আসিলেন। আমি অন্য দিন আসিবা মাত্র অন্য কাজ রাখিয়াও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতাম। সে দিন তাঁহাকে দেখিয়া অমনই লিখিতে বসিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম না।

তিনি পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন, ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আর পাঁচ জনের কাছে গেলেন, ঐরূপ ভাব দেখিতে পাইলেন। তখন মাথায় বজ্রপাত হইল, ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে জল আসিল, কাঁদিতে লাগিলেন। আর এরূপ পাপাচরণ কখন না করেন এজন্য প্রার্থনা এ অবস্থায় অবশ্য বাহির হইবে। ইহাতে সংশোধন নাও হইতে পারে, কিন্তু হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। কারণ এরূপ অবস্থাতে নিজের দোষ বিস্মৃত হইয়া অন্যের উপরে দোষ দিয়া বেড়াইবার উপায় থাকে না। সর্ব্বদা নিজের ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। চারিদিক হইতে বাক্যবাণে সর্ব্বদা বিদ্ধ হইতে হয়। এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে যখন জ্ঞান চৈতন্য হয়, অনুতাপ হয়, পাপী ক্রমাগত কাঁদিতে থাকে, তখন ভ্রাতাদিগেরও ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। হয় ত একজন দেখিয়া বলিলেন "আহা! খাও নাই বুঝি? আজ এখানে খাইও।" আর একজন বলিলেন "উঃ! কাপড়খানা যে বড় ময়লা হইয়াছে। ঐ আমার কাপড়খানা পরিয়া কাপড় ছাড়।" অনুতপ্ত পাপীর প্রতি স্বভাবতঃ আবার পুরস্কার আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই পুরস্কারে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় সে পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

প্র। পূর্ব্বে যে মুখশ্রী পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে উহা কিরূপ?

উ। স্বভাবতঃ পাপীর প্রতি মুখের ভঙ্গী, চক্ষুর ভঙ্গী এরূপ হওয়া উচিত যে তাহাতে তাহার ভয় হয়, পাপের প্রতি অনুতাপ হয়। আমাদের মধ্যে এইটীর অভাব জন্য সমূহ অনিষ্ট হইতেছে।

প্র। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মন অল্পে অল্পে কঠোর হইয়া যাইবার কি সম্ভাবনা নাই?

উ। এই ভাব আন্তরিক প্রীতি হইতে উত্থিত হয়, সুতরাং মন কঠোর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাহিরে কিরূপ দেখায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা বিরূপ ভাবের প্রকাশ নয়।

প্র। মনে প্রীতি অথচ কঠোর বাহ্য ভাব দেখাইলে কি কপটতা হয় না?

উ। কঠোর বাহ্যভাব দেখানই যে কপটতা ইহা বলা যায় না। মনে কর, আমি একদিন ঘরে গিয়া দেখিলাম আমার কনিষ্ঠ সহোদর উপাসনা করিতেছে, দর দর করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে; দেখিয়া আমার মুখ কেমন স্বভাবতঃ উজ্জ্বল হইল। আর একদিন দেখিলাম সেই ভাই মাতাল হইয়া খানায় পড়িয়াছে, সে দিনকার কষ্ট আবার কেমন স্বাভাবিক। যদি মনে এরূপ স্বাভাবিক ভাব উপস্থিত না হয় চেষ্টা দ্বারা জন্মাইতে হইবে। পাপী ভ্রাতার প্রতি বিরক্ত না হওয়া অনুচিত, অধর্ম্ম ও মৃত্যুর ভাব। ভাই ব্যভিচার করিতেছে, দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সমুদয় সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, শুনিয়া উপেক্ষা করিলাম, ইহা উদারতা নয়, উদাসীনতা। ইহা কখনই ভাল নয়। বুঝিতে হইবে, স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থলে যদি শুনিয়া বিরক্তির ভাব না আইসে, বাহিরে দেখাও, দেখাইতে দেখাইতে তোমার ভাব প্রকৃতিস্থ হইবে। "এমন পাপের শাসন করিব না?" ভাবিতে ভাবিতে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে।

প্র। এরূপ কঠোরতার ভাব দেখাইতে দেখাইতে মনে কি ঘৃণার ভাব আসিতে পারে না?

উ। এরূপ কঠোরতা দেখাইতে দেখাইতে ঘৃণার ভাব আসিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রীতিতে উজ্জ্বল

রাখিতে হইবে। এই সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, অসদ্ভাব, অহঙ্কার যাহাতে মিশ্রিত না হইতে পারে এরূপ সতর্ক থাকিতে হইবে। এমন হইতে পারে একজন আর একজনকে শাসন করিতে গেলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন কি আমি দশ বৎসরের ব্রাহ্ম, তুমি দুই বৎসরের ব্রাহ্ম হইয়া এত বড় স্পর্দ্ধা কর? হয় ত দুই বৎসরের ব্রাহ্ম বলিয়া উঠিলেন, দুই বৎসরের ব্রাহ্ম হইলাম ত কি হইল, দেবেন্দ্র বাবু যে এত দিনের ব্রাহ্ম, তিনিই বা অধিক কি বুঝেন? শাসন করিতে গিয়া অহঙ্কার উপস্থিত। শাসন ত হইল না, অপরের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া আপনার মৃত্যু ঘটিল।

প্র। এরূপ শাসনে হয় ত অনেকে সমাজ ছাড়িয়া পলাইতে পারেন?

উ। এতদিন শাসন করিবার নিয়ম ছিল না, এজন্য বিরক্ত হইয়া অনেকে ছাড়িয়া পলাইয়াছেন; কিন্তু এমন একটী নিয়ম প্রচার হওয়া উচিত যে আজি হইতে কঠোর শাসন হইবে। কোন্ কোন্ পাপের কঠোর শাসন হইবে নির্দ্দেশ করিয়া জানান কর্ত্তব্য। অষ্টম সংখ্যক "ধর্ম্মসাধনে" সেই সকল পাপের উল্লেখ আছে। এখন যাহারা ছাড়িয়া যায় তাহারা অন্য সকলের উপরে অহঙ্কার বা শুষ্কতা দোষ দিয়া যায়। তখন আর সেরূপ করিতে পারিবে না।

প্র। এরূপ শাসন প্রণালী অবলম্বন করিতে শুষ্কতার ভাব কি আসিতে পারে না?

উ। যদি ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া প্রীতিকে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল রাখিয়া দণ্ড দেওয়া যায়, শুষ্কতার ভাব কখনও আসিতে পারে না। বুদ্ধি করিয়া শাসন করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। দোষীর সহিত হাস্য পরিহাস ও চপল ব্যবহার করিয়া অনেক সময় আমরা শাসন

ক্ষমতা হারাই এবং তাহার অনিষ্ট করি। আমরা ঠিক ভাই বলিয়া ভালবাসি না এজন্য সমুদয় গোল, ভালবাসিলে শাসন প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু গোল থাকে না। সকলই স্বাভাবিক হয়।

প্র। নিজে পাপী হইয়া অন্যকে শাসন করা কি উচিত ?

উ। শাসন করিতে গিয়া নিজেও তদ্দ্বারা শাসিত হওয়া যায়। যদি শাসন করিতে চাও, তবে শাসিত হও; যদি শাসিত হইতে চাও, তবে শাসন কর। আপনি অন্যকে সংশোধন করিতে গেলে, নিজেও ভাল থাকিবার চেষ্টা করা চাই।

প্র। মতভেদ সম্বন্ধে শাসন হইতে পারে কি না ?

উ। এমন কতকগুলি মত আছে, যাহাতে প্রভেদ উপস্থিত হইলে শাসন করা যাইতে পারে। যেমন ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ ইহাতে সকলের সমান বিশ্বাস থাকা চাই। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের উপরে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দৈত্য বলে বা অন্য প্রকারে নিন্দাবাদ করে, যাহাকে সাধারণতঃ Blasphemy বলে, এমত স্থলে শাসন করা উচিত।

প্র। শাসনের তারতম্য আছে কি না ?

উ। মনে কর, একজন যোনি-ভ্রমণ-মতে বিশ্বাস করে, তাহাকে কিছু কঠিন শাসন করা যায় না। যাহাতে তাহার ঐ মতের উচ্ছেদ হয় যুক্তি আদি দ্বারা সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যভিচারাদিতে গুরুতর শাসন। ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লওয়া সম্বন্ধে অতি দৃঢ় শাসন করা উচিত। দয়াময় বলিতেছে, অথচ তাহার সঙ্গে নিরর্থক কথা ব্যঙ্গ কৌতূহল নিন্দাদি মিশ্রিত করিতেছে, ইহার অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর কি আছে ?

প্র। ব্রাহ্মগণ কাহাকেও কোন প্রকার গালি বা ব্যঙ্গ-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন কি না ?

উ। যাহাতে অপর ব্যক্তির অনিষ্ট হয়, অসদ্ভাবের সঞ্চার হয়, মনে কষ্ট হয় এমন কোনও কথা ব্যবহার করা উচিত নয়। আদর করিয়া অপকথা মুখে আনয়ন করাও অকর্ত্তব্য। আজ আদর করিয়া বেটা বলিলাম, দুদিন পরে তাহাতে শাণাইল না, ক্রমে শকার চলিতে থাকিল। ইহা অত্যন্ত গর্হিত ও শোচনীয়। কোন দাস বা ভৃত্যকে কোন কারণে অপকথা বলিবে না। অনেকে মনে করেন মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিলাম তাহাতে কি হইল! এই কথা নিশ্চয় তাঁহাদের এই কপট ব্যবহার হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিবে। ব্যাটা, ব্যাটার ছেলে প্রভৃতি শব্দগুলি যাহা অন্যে নিতান্ত সামান্য মনে করে, ব্রাহ্মগণের তাহা মুখে আনা উচিত নয়। পূর্ব্বাঞ্চলের ভ্রাতাগণকে অনেকে কৌতুক করিতে করিতে 'বাঙ্গাল' বলেন, এই শব্দ অদ্য হইতে আমাদিগের মধ্যে আর যেন গৃহীত না হয়।

অদ্য যে বিষয়ের আলোচনা হইল যখন এতদনুসারে শাসন আরম্ভ হইবে, তখন প্রত্যেককে এইটী মনে রাখিতে হইবে, অহঙ্কারের জন্য নয়, আমাকে শাসন করিবার জন্য এইরূপ নিয়ম করা হইল।

উৎসব সম্বন্ধে সাধন।

বৃহস্পতিবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক ; ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। কিরূপ ভাবে উৎসব ক্ষেত্রে গমন করিলে উপকার হয় ?

উত্তর। বিশেষ একটী সঙ্কল্প স্থির করিয়া উৎসবক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প বিহীন হইয়া যে কার্য্যে যাওয়া যায়, তাহাতে

ফলোদয় হয় না। বিশেষতঃ উপাসনা সম্বন্ধে স্থির-লক্ষ্য না হইয়া হঠাৎ অনুরোধে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেলে, বিশেষ লাভ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বিশেষ লাভ করিব বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের ঘরে যাওয়া চাই। উপাসনা সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক, উৎসবে তাহা আরও অধিক আবশ্যক। প্রত্যেকের অভাব অনুসারে এক একটী বিশেষ সঙ্কল্প থাকা চাই।

প্র। যদি পাঁচটী অভাব থাকে কোন্‌টী স্থির করিব ?

উ। পাঁচটীর মধ্যে যেটী বিশেষ। আমি পবিত্র হব, সকল বিষয়ে ভাল হব, এরূপ সাধারণ ভাবে উপাসনা করিতে গেলে কিছু অভাব নাই প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে বিশেষ একটা কিছু উপায় ধরা যায় না। একটু একটু দশটা রোগের তালিকা সকলেই করিতে পারে; কিন্তু যে প্রকৃত রোগী, ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই সে কাতর হইয়া আপনার কষ্ট বলিবে এবং তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিবে।

প্র। উৎসবে আসিয়া কি কেবল একটী পাপ ছাড়িতে চেষ্টা করিব, আর কিছুই করিব না ?

উ। উৎসবে সাধারণ ভাবে ভক্তি, ঈশ্বর দর্শন, অপরের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরের সেবা, এ সকল ভাব সম্মিলিত থাকিবে। অথচ জীবনের একটী গুরুতর অভাব মোচনের সঙ্কল্প স্থির থাকিবে। সমস্ত দিনের ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা, নির্ভর, একাগ্রতার ভাব এত গুরুতর যে, একটা শত্রুর প্রতি নিয়োগ করিলে তাহাকে অনায়াসে জয় করা যায়। শত্রু জয় হইলেই মনের মধ্যে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে।

প্র। একটা পাপ ছাড়িবার জন্য এত সাধন কেন?

উ। সমুদয় পাপের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা আছে, একটা পাপ বিনষ্ট হইলে অন্য সকল যাইবার উপায় হয়। বস্তুতঃ মনের দশটা ঘর নাই যে, তাহার ভিতর দশটা পাপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। এক মনেরই নানা অবস্থা। যে পাপের প্রতি মন অত্যন্ত আসক্ত, যাহা ছাড়িয়াও ছাড়ে না, তাহা হইতে মনকে উদ্ধার করিতে পারিলে অন্য পাপ ছাড়া সহজ হয়। এই জন্য সাধনের এত প্রয়োজন।

প্র। সঙ্কল্প স্থির করিয়া পরে কি কর্ত্তব্য?

উ। উৎসবের বিবিধ সাধনের মধ্যে সঙ্কল্পের প্রতি দৃষ্টি করা চাই এবং তাহা পূর্ণ না হইলে উঠিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।

প্র। সাধারণ উপাসনা ও উৎসবে প্রভেদ কি?

উ। যথার্থ ভাবে দেখিলে এ দুয়ে অনেক প্রভেদ। সাধারণ উপাসনায় কিয়ৎক্ষণের জন্য ঈশ্বরের নিকটস্থ থাকা, উৎসবে সমস্ত দিন ঈশ্বরের কাছে বসিয়াই আনন্দ সম্ভোগ করা। তাঁহার আরাধনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে দেখা এবং তাঁহাতে অবিচ্ছেদে বাস করা সামান্য সৌভাগ্য নহে। সমস্ত জীবনের মধ্যে প্রকৃত উৎসব একবার ঘটিলেও যথেষ্ট। ইহা স্বর্গীয় ও দুর্লভ পদার্থ।

প্র। উৎসবে অপরের সহিত আমাদের কিরূপ যোগ হয়?

উ। প্রকৃত উৎসব একাকী স্বার্থপর হইয়া সম্ভোগ করা অসম্ভব। মধ্যস্থলে ঈশ্বরকে রাখিয়া চারিদিকে তাঁহার সন্তানগণের সহিত এক

হৃদয় হইলে তবে উৎসবের ভাব বুঝা যায়। পাঁচ শত লোক এক সময়ে এক স্থানে প্রেমময় পিতার সাধনে মত্ত হইলে কোথা হইতে প্রেমের স্রোত হুড় হুড় করিয়া আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া দেয়, যে সকল ভাব অনেক চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারি নাই, নিমেষে হেতুহীন হইয়া আসিয়া পড়ে। যে যত চায়, সে তত পায়। ভিতরের দ্বার যত খুলিয়া দিই, অনেক দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত হইয়া যায়। এক মধ্য-বিন্দুতে সকলে দাঁড়াইলে পরস্পরের যোগে পরস্পরের হৃদয় উথলিয়া উঠে। সকলেই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন।

প্র। উৎসবের দুইটী অঙ্গ কি কি?

উ। প্রথম—গত জীবনে যত সাধন হইয়াছে তাহা সম্ভোগ করা, দ্বিতীয়—যাহা পাইলাম তাহা লইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পত্তন-ভূমি করা। কেবল সকলে একত্র মিলিয়া আনন্দ ভোগ করিলেই তাহা উৎসবের সঙ্গে শেষ হয়। কেবল 'পাপ কিসে যাবে, ভবিষ্যতে কিসে ভাল হবে' ইহা বলিয়া কঠোর সাধন করিলে বনে থাকা এবং স্বার্থ সাধন মাত্র হয়। উভয় অঙ্গ একত্র হইলে উৎসবের সম্পূর্ণতা হয়।

প্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মদিগের জীবনের এত প্রভেদ দেখা যায় কেন?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিশীল, কিন্তু একটী সীমা প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথ রোধ করা ব্রাহ্মদিগের রোগ। ব্রাহ্মেরা দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া ভাবেন মূল ব্যাপার ঠিক হইয়াছে, আর ভাবনা কি? অনেকে ভাবেন কঠিন সাধনের সময় উতরিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'যিনি না এগোন তিনি পেছোন' এটা একটী নিশ্চয় এবং পুরাতন কথা।

স্থলের উপর একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা যায়, কিন্তু স্রোতে পড়িয়া থামা যায় না। একটা অবলম্বন ধরিয়া থাকিলে স্রোতে টানিয়া উন্নতির দিকে লইয়া যায়। আমাদের দেখা উচিত প্রতিদিন অগ্রসর বা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি। সকলেই বুঝিতে পারেন প্রতিদিন আমাদের পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রতিদিন উপাসনা একরূপ হয় না। ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তন ইহার কারণ। তাপমান যন্ত্র যেমন উষ্ণতার, উপাসনা সেইরূপ উন্নতির পরিমাপক। জীবন ধর্ম্মে যত গরম, উপাসনা তত উৎকৃষ্ট। জীবন যে পরিমাণে অবিশ্বাসী ও শুষ্ক উপাসনাও সেইরূপ নীরস। পাপ করিবার আগে যেরূপ উপাসনা, পরে সেরূপ হয় না।

প্র। 'পল! ভীত হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি' ব্রাহ্ম এইরূপ অভয় লাভ করেন কি না?

উ। ব্রাহ্ম যে কেবল অভয় প্রাপ্ত হন এরূপ নহে কিন্তু ঈশ্বরে আনন্দিত হন। ব্রাহ্ম আপনার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আহ্লাদে আটখান যে, ঈশ্বর আমার প্রতি এত দয়া কেন করিলেন, এত লোক থাকিতে আমার দ্বারা এ কাজ কেন করাইলেন?

প্র। ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় আনন্দ উৎসব দেখা যায়, তথাপি ব্রাহ্মদের হাহাকার কেন যায় না?

উ। যিনি যা বলুন এখনও ব্রাহ্মসমাজে পবিত্র আনন্দ নাই। আমরা এক প্রকার প্রেম পাই, আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু তাহা অস্থায়ী। যে অবস্থায় আসিলে ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি এবং তাহা হইতে দূরে গেলেই কাঁদি, ব্রাহ্মদিগের সে অবস্থা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ভক্তি ও আনন্দের

পরাকাষ্ঠা, কিন্তু পবিত্রতা বিহীন হইয়া তাহার দশা কি শোচনীয়! উপাসনায় সুখ পাইয়া অমনই যদি সকল পাপ ছাড়িয়া দিই, সকল নর নারীকে পবিত্র ভাবে হৃদয়ের মধ্যে লইয়া জীবনকে পবিত্র কার্য্যে নিয়োগ করি তাহা হইলে ঠিক হয়। আমরা উপাসনার গুণে সুখ পাই, কিন্তু নিজের অপবিত্রতার দোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলি। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়িয়া সকলই নষ্ট করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসব।

ভাই ভগ্নী।

রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; ২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মরাজ্যে ভাই ভগ্নীর অর্থ কি?

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাই, ঈশ্বরের কন্যা আমার ভগ্নী, যিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই নিকট ভাই ভগ্নীর যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই নর নারীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তাঁহার সন্তান-দিগের সহিত এ সকল স্বর্গীয় অনন্তকাল স্থায়ী সম্বন্ধ সাধন করিতেই হইবে। প্রত্যেক নর নারী আমার ভাই ভগিনী, কেন না প্রতিজনই ঈশ্বরের হস্ত বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার যখন ব্রাহ্ম ভ্রাতার চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতি এবং ব্রাহ্মিকা ভগিনীর হৃদয়ে ঈশ্বরের কোমলতা দেখি তখন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা বলে, ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার ভগ্নী। এইরূপে যাঁহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্নী সম্পর্ক দেখিতে পান তাঁহারাই ধন্য। নতুবা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিম্ন স্থানে কেহই যথার্থরূপে ভাই ভগ্নীকে চিনিতে পারে না। পিতার প্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা দ্বারা ভাই ভগিনীকে বরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। হৃদয়ের দ্বারা পৃথিবীর লোকদিগকে বশীভূত করা সহজ; কিন্তু ইহা দ্বারা স্বর্গের দেবতাদিগকে লাভ করা অসম্ভব। কেন না আমরা মনুষ্যের প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান্ অথবা কৃতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানদিগের জন্য আমাদের আত্মায় যে সকল আসন আছে তাহা কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই তাঁহারা পাইতে পারেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে চিরকালই সে সকল শূন্য থাকিবে। স্বর্গীয় পিতার পুত্র আমার ভাই, স্বর্গীয় পিতার কন্যা আমার ভগ্নী, এইরূপে ঈশ্বরের সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব প্রকাশিত হয়। অন্যথা স্বর্গীয় পিতাকে ছাড়িয়া যে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় এবং মমতা তাহাকে যদি ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব বল, তাহা ঐহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে কাল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের কন্যা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভগিনী বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি তাহা চিরকালের জন্য, এবং সেই

সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পারলৌকিক। এইরূপে যিনি ভাই ভগিনীকে আত্মার আসনে বসাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া, মমতা তাঁহার নিকট বিষবৎ পরিহার্য্য। আত্মার যে স্থানে পিতা বসিবেন, সেই স্থানেই পিতার পুত্র কন্যারা বসিবেন, ইহাই পিতার আদেশ এবং এই জন্যই ভাই ভগিনী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্য দিকে ইহা তেমনই সুমিষ্ট। ঈশ্বরকে পিতা এবং কখন কখন মাতা বলিলে আমাদের মন অত্যন্ত তৃপ্ত হয়; কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর, স্রষ্টা, পাতা, কিম্বা রাজা বলিয়া ডাকিলে আমাদের মনে তেমন আনন্দ হয় না। ইহার কারণ এই জগতে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রিয় এবং মিষ্ট। এই মিষ্টতার অনুরোধেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে পিতা মাতা শব্দ ব্যবহার করি। সেইরূপ ভাই ভগিনী শব্দ। নর নারীকে ভাই ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা চলিয়া যায় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয়, এবং সমস্ত হৃদয় মন পবিত্র প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়, এই জন্যই আমরা পত্র লিখিবার সময় কিম্বা মুখে কথা বলিবার সময় নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করি। অনন্ত পুণ্যের আধার আনন্দময় যিনি তাঁহার পুত্র কন্যা আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অনুভব করিলে সহজেই তাঁহাদের প্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। জগতের নর নারী সকল আমার প্রিয় এই জন্য যে তাঁহারা আমার প্রিয়তম পরম সুন্দর পিতার পুত্র কন্যা। পৃথিবীতে যদিও কোন কোন স্থানে ভাই ভগ্নীভাব কলঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ কদাচ ভাই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে ভাই ভগ্নীকে দেখিলেই কিম্বা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেই

পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব, পৃথিবীর এই ভাই ভগ্নী সম্পর্ক অপেক্ষাও অনন্ত গুণে পবিত্র এবং সুমধুর; কিন্তু ইহা যেমন পবিত্র এবং সুমিষ্ট, তেমনই সাধনের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি সুকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের মুখে ঈশ্বরকে না দেখিলে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব অসম্ভব। পৃথিবীর লোকেরা দশজন নর নারীর মধ্যে পাঁচজনের রূপ গুণে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাহাদিগকেই ভালবাসে। তাহাদের স্নেহ প্রেম, লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু এই প্রকার সঙ্কীর্ণ, অনুদার প্রেম ধর্ম্ম-ভাবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে যে ভ্রাতৃভাব, কিম্বা ভগ্নীভাব প্রেরিত হয় তাহা সমস্ত জগতের জন্য। সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাচ রূপ, গুণ, কিম্বা ধন মানের বিচার করে না। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্তু সুন্দর কদাকার, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। সেই প্রেম, কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে। স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা স্ত্রীতে বদ্ধ থাকিবে; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল চিরকালই সঙ্কীর্ণ থাকিবে; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা কখনই পাঁচজনকে লইয়া, কিম্বা একটী দেশ লইয়া, অথবা ইহলোকের সমুদয় ভাই ভগ্নীকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; কিন্তু ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ-পরলোকবাসী ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে আলিঙ্গন করে। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য নহে। প্রেম-শৃঙ্খলে সমস্ত জগৎকে

বন্ধ করিতে হইবে। প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। নিরাকার আত্মারূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে ভালবাস, পাপকে ঘৃণা কর। কিন্তু পাপীকে প্রেম কর। কে বলে অধার্ম্মিকা স্ত্রীকে ভালবাসিলে পাপ হয়? সেই পাপীয়সী, পুণ্যময় পিতার কন্যা, যদি ইহা দেখিতে পাও, পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে? পিতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাস কোন ভয় নাই। সমুদয় ভাই ভগিনীরা যে পবিত্র হইয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার ভাই ভগিনী বলিয়া অভ্যর্থনা করিলে তোমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ সাধন সহজ হইবে। চক্ষু খুলিয়া সাধন করিও না, কেন না তাহা হইলে ব্যক্তির রূপ গুণে মোহিত হইতে পার। নিরাকার ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মাতে স্থান দান কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই ভগ্নীদের কাছে প্রেম শ্রদ্ধা প্রেরণ কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে। নতুবা তুমি আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেম দিতে যাও তাহা হইলে গরল উৎপন্ন হইবে। অতএব দিবা রাত্রি ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিবেন।

লক্ষ্ণৌ। *

শুক্রবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

১। আদেশ—গঙ্গানদীর মত ever flowing.

২। ঈশ্বর প্রতিজনের নিকট আসিয়া actually প্রেম ঢালিতেছেন। যারা ধারণ করে না তারা পায় না।

৩। সাধনের মূল মন্ত্র—Now and Here.

৪। মনুষ্য machine of Divine grace এর মধ্যে আপনাকে ফেলিয়া দিলেই সে দ্বিজ হইয়া বহির হয়।

৫। ঈশ্বর পূর্ণানন্দ, আপনি আপনার রচনা দেখিয়া সুখী হন। সেইরূপ ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার স্বাধীন প্রেম ভক্তি অর্পণ করিয়া, আপনি আপনার প্রেমে মোহিত হন।

৬। চিনিয়া বিবাহ করিলে যেমন অকৃত্রিম, অকাল্পনিক প্রেম হয়, সেইরূপ নর নারীর ভিতরে যে ভাই ভগ্নী আছেন তাঁহাদিগকে চিনিলে প্রকৃত ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব হয়। ভাই ভগ্নীদের পিতার দত্ত নিগূঢ় তত্ত্ব দিব।

৭। When God promises to give heaven, His promissory note is as good as the gift itself.

৮। God is a sweet reality to every faithful soul.

---

* আচার্য্যদেব ১৭৯৫ শক আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিতে যান। লক্ষ্ণৌতে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা, প্রসঙ্গ প্রভৃতি করেন। এই আলোচনা সেই সময়ের।

বেলঘরিয়া তপোবন।

পরিবার সাধন।

সোমবার, ১লা পৌষ, ১৭৯৫ শক ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। পরিবার সাধন সম্পর্কে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিলাম এবং অনেক উপদেশ দিলাম তথাপি কেন আমরা পারিবারিক পবিত্র শান্তি উপভোগ করিতে পারি না ?

উত্তর। আমাদের প্রাণ এখনও পরিবারের পরিত্রাণের জন্য তেমন ব্যাকুল হয় নাই ; সময়ে সময়ে আমরা একাকী ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিবার জন্য তৃষিত হই, নিজের দুঃখ পাপ মোচন করিবার জন্য তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি ; কিন্তু কোন দুঃখী ভাই কিম্বা কোন দুঃখিনী ভগ্নীর পরিত্রাণের জন্য আমাদের অশ্রুপাত হয় না, তাঁহাদের পাপ যন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের মন ব্যথিত হয় না ! তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে আমরা ইচ্ছা করি না, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রে পিতার সুখ-ধামে বাস করিতে অদ্যাবধি আমাদের উপযুক্ত ব্যাকুলতা জন্মে নাই। ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদের হৃদয় হইতে অনেক দূরে রাখিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা আত্ম গোপন করি ; কিন্তু যতই সরল ভাবে আমরা ঈশ্বরের নিকট হৃদয় খুলিয়া দিই, ততই যেমন তাঁহাকে আমরা নিকটে লাভ করি, ভাই ভগ্নীদের সম্পর্কেও ঠিক সেইরূপ। যতই আমরা তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব, ততই আমরা তাঁহাদের সঙ্গে পরিবার-জাত বিশুদ্ধ এবং গভীর স্বর্গীয় শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ যদি একটী

ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও এইরূপে পিতার সন্নিধানে লাভ করিতে পারি, আমাদের পারিবারিক সুখ ভোগের সীমা থাকিবে না।

প্র। কিন্তু যে সকল নর নারী গভীর পাপ হ্রদে ডুবিয়া আছে, তাহাদের নিকটে কিরূপে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিব? পাপী ভাই এবং পাপীয়সী ভগ্নীকে কিরূপে ভালবাসিব?

উ। যথার্থ এবং বিশুদ্ধ ভালবাসা যাহা প্রেম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত হয়, ভাই ভগ্নীর পাপ দেখিয়া কদাচ তাহা ক্ষীণ হইতে পারে না, বরং যতই ইহা জগতের পাপ দুঃখ দেখে, ততই ইহা গভীরতর এবং প্রবলতর হয়। ইহা মনুষ্যের দোষ গুণ বিচার করে না; যেখানে ঈশ্বরের সন্তান, কি পাপী কি নির্দ্দোষ, সেখানেই ইহা প্রধাবিত হয়।

বেলঘরিয়া তপোবন।

ঈশ্বরের আদেশ।

বুধবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬ শক; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর বলিলেন,—আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম, এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয়, এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে, তাহারা বিশ্বাসী শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নহে।

জিহ্বা দ্বারা সত্য কথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম,—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয়, কথা সুমিষ্ট, ব্যবহার মঙ্গলকর, সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ, শত্রু জানিলেও ভালবাসা; অপ্রেম পাইলেও প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ,—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনস্পর্শ যতদূর সম্ভব পরিহার, সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; এবং দারিদ্র্য মধ্যে প্রফুল্ল থাকা। অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধন মানে ভোগ বিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা; সম্পদ বিপদে পুণ্য বৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লইবে।

এই সকল পাপ পরিহার করিবে,—চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্যাতন; বিচ্ছিন্ন ভাবে দিন যাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা; দোষ স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ফল আলোচনা; ব্রত সম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া সঙ্গতির অতিরিক্ত ধন ব্যয় চেষ্টা, স্বাধীনতা প্রিয়তা, পরিত্রাণ সম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ।

নূতন বিধি অবলম্বনীয়,—পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচার কার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ

ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া; আহারাদি সম্পর্কে কোন বিশেষ বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ করা; দূর দেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা; সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার। সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন, একত্র ভোজন ও শয়ন।

এই আদেশ, এই উপদেশ ইহার দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিবে।

ধর্ম্ম ও নীতি।

রবিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক; ২৩শে মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। নীতিতত্ত্বের মূল কি?

উত্তর। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পিতা পুত্র, রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, আশ্রয় আশ্রিত, গুরু শিষ্য, ইত্যাদি সম্পর্ক যেমন ধর্ম্মের মূল— নীতিতত্ত্বের মূলও তেমনই মনুষ্যের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে সমস্ত জীবন পরিচালনা ও মনের ভাব সংগঠন করিলে যেমন ধার্ম্মিক হওয়া হয়, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিলেই নীতি বিষয়ক সমুদয় কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়। নীতিতত্ত্ব তত জানিবার বিষয় নহে যত প্রতিপালন করিবার বিষয়।

প্র। ধর্ম্ম ও নীতির মূল কি এক নহে? এবং এক সত্ত্বেও লোক বিশেষে একটীর উন্নতি অপরটীর নীচতা লক্ষিত হয় কেন?

উ। এক দিকে দেখিতে গেলে নীতি এবং ধর্ম্মের মূল এক। ঈশ্বরকে জানা ধর্ম্ম, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা নীতি। এই মূলের একতা সত্ত্বেও পাত্রভেদে নীতির মূল মনুষ্যের সহিত সম্পর্ক বলা যাইতে পারে। মূলের একতা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষে একের উৎকর্ষ অপরটীর অপকর্ষ দেখা যায়। কেহ কেহ ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত, তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করিবার ক্ষমতা, প্রীতি ভক্তি সকলই অধিক, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও প্রগাঢ়, কিন্তু নীতি বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র নীচ; হয় ত তাঁহারা রাগী অথবা কামী কি স্বার্থপর, অহঙ্কারী ইত্যাদি। অপর দিকে কেহ কেহ বা সাধু অথচ ধর্ম্মবিষয়ে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এরূপ কি প্রকারে হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা জগতের প্রকৃত ঘটনা। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা।

প্র। পরস্পরের সঙ্গে ত আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্ক স্থিরই রহিয়াছে?

উ। আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্কে আবদ্ধ ইহা ঠিক, কিন্তু ভাই ভগ্নী বলিলে সকল বিষয় নির্দ্দিষ্টরূপে জানা হইল না। সেই জন্য পরস্পরের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক রাখিতে হইবে নীতিতত্ত্বের প্রথমেই তাহা স্থির করিতে হইবে।

প্র। সেই সম্পর্ক কি?

উ। প্রথম, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। ভাই ভগ্নী বলিলে সকলে সমান। কিন্তু অন্য দিক হইতে দেখিলে সকলে সমান নহে। ভাই ভগ্নীর মধ্যেও ছোট বড় আছে। মনুষ্য সংসার সম্বন্ধেও পরস্পরের সমান নয়, কেহ পিতা কেহ পুত্র, কেহ রাজা কেহ প্রজা,

কেহ ধনী কেহ দরিদ্র। বিদ্যা বিষয়েও বিভিন্নতা,—কাহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ কেহ নির্ব্বোধ, কাহার বিচারশক্তি প্রখর, কাহার বিবেচনা কম, কেহ মেধাবী, কেহ মেধাহীন, কাহার কল্পনাশক্তি সতেজ, কাহার কল্পনাশক্তি নির্জীব। এইরূপ, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ গণিতবিৎ, কেহ ইতিহাসজ্ঞ। শিক্ষার ইচ্ছা বিষয়েও তারতম্য,—কেহ দিবারাত্রি পাঠাভ্যাসে রত, কাহার পাঠের ইচ্ছাই হয় না। কেহ বা সুললিত ভাষায় সকলের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিতে সক্ষম, কেহ বা ব্যাকরণদোষবর্জ্জিত দুইটী কথা একত্র করিয়া বলিতে পারেন না। ঠিক সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়েও প্রভেদ আছে। কাহার চরিত্র নির্ম্মল, পাপের বিরুদ্ধে সবল, কেহ বা বহু আয়াসে সামান্য একটী রিপুকে বশীভূত করিতে অসমর্থ। কেহ উপাসনা করিতে বসিলে একটী গান হইতে না হইতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যান, কাহার হৃদয় উৎসবের উত্তেজনাতেও দ্রবীভূত হয় না। কাহার বিশ্বাস, কি পরলোক সম্বন্ধে, কি ঈশ্বর সম্বন্ধে, সকল বিষয়ে উজ্জ্বল, কাহার মন সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ; কোন বিষয়েই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। এই জন্য মানিতেই হইবে, যে কারণেই হউক, মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ আছে, উচ্চ নীচ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আছে। সকলে সমান নয়। সমান মনে করাতে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া ও ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কিন্তু অসমান মনে করিলেই রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। যতক্ষণ সকলে সমান ততক্ষণ অহঙ্কার আসিবার উপায় নাই, কেহই আপনাকে বড় মনে করিতে পারেন না। যাই অসমান মনে করিলাম অমনই রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। আপনাকে যদি বড় মনে করি, তাহা হইলে গর্ব্ব দম্ভ আসিবার

পথ পরিষ্কার হইল, যদি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে করি তাহা হইলেও মন নীচ (demoralize) হইতে আরম্ভ করিল। বড় ছোট মনে না করিয়াও উপায়ান্তর নাই, কারণ সমান বলিলে অসত্য মনে করা হয়। আমাদের নীতিশাস্ত্রকে এইরূপে দণ্ডায়মান করাইতে হইবে, যাহাতে বড় ছোটর ভাব থাকিবে অথচ পাপ আসিবার পথ পাইবে না।

প্র। ইহা কিরূপে হইতে পারে?

উ। আমাদের নীতিশাস্ত্র একটী অঙ্গীকার পত্র, (contract)। যখন কাহার সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিলাম তখন স্পষ্টাভিধানে ইহা বলিয়া দেওয়া হইল, আমরা চিরদিন এইরূপ ব্যবহার করিব। সংসারের সম্পর্ক যেরূপ অন্যথা হয় না,—পিতা চিরদিন সকল অবস্থাতেই পিতা, সন্তানও সেইরূপ সকল সময়েই সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ চিরদিনই কনিষ্ঠ; সেইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও পরস্পরে যে সম্পর্ক তাহা নিত্য। ইহা স্থায়ী অঙ্গীকার পত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই জ্যেষ্ঠ।

প্র। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন দোষ লক্ষিত হয় তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ থাকিবেন কিরূপে?

উ। জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠই থাকিবেন। দোষ প্রকাশ পাইল বলিয়া পূর্ব্বেকার সম্বন্ধ যায় না, তবে তাঁহার সহিত আর একটী নূতন সম্পর্ক তৎসঙ্গে দাঁড়ায়, সেটী দয়া। পিতা কোন দোষাশ্রিত হইলে তিনি পিতাই রহিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অক্ষম হইলে যেরূপ তিনি দয়ার পাত্র, তাঁহার ভরণ পোষণের ভার সন্তানকে লইতে হয়, সৎপুত্রের নিকট দোষ বিষয়েও তিনি তদ্রূপ। তাঁহার

পিতৃত্ব কোন কারণেই যায় না, সন্তানের সন্তানত্বও বিনাশ পায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোষ থাকিলে তিনি তদ্বিষয়ে দয়ার পাত্র, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি চিরদিন সম্মান পাইবেন। উন্নতিশীল ও পুরাতন ব্রাহ্মদের নামেই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তথাপি দেবেন্দ্র বাবুকে যে কেহ উপদেশ দিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না, তাঁহার পদতলে পড়িয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে তাঁহার যে সমুদয় দুর্ব্বলতা তাহার জন্য তিনি দয়ার পাত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অভক্তি যেমন পাপ, পূর্ব্বকার সম্পর্ক উড়াইয়া দেওয়াও সেইরূপ পাপ।

প্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদ্গুণশালী হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ভাব থাকিবে?

উ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরকাল স্নেহের পাত্র। গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সদ্গুণবিশিষ্ট হউক আর দূষিত চরিত্র হউক, স্নেহ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় থাকিবে। তবে দোষ থাকিলে তাহার সঙ্গে দয়া ও গুণ থাকিলে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুত্র যদি বিদ্বান হয় তবে সেই বিদ্যার প্রতি পিতাও সমাদর করিবেন। বাস্তবিক সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা ও দোষের প্রতি দয়া ইহাই স্বাভাবিক ভাব। যে স্থানে তাহা লক্ষিত হউক সেই স্থানেই তাহা শ্রদ্ধা কিম্বা দয়ার বিষয়। সদ্গুণের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা থাকিবে তাহা নয়, সদ্গুণ অনুকরণ করিতে হইবে। পিতার নিকট সন্তান, সন্তানের নিকট পিতা; কনিষ্ঠের নিকট জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠ সদ্গুণ শিক্ষা করিবেন। ইহা হইলে সকলেরই অহঙ্কার নিরাকৃত হইল, নীচ হইয়া যাইবারও কোন আশঙ্কা রহিল না। সকলেই বড় হইলেন, সকলেই ছোট হইলেন। গুণের নিকটে সকলকেই মাথা হেঁট করিতে হইল। স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপ

নরকের প্রতি ঘৃণা ও জ্যেষ্ঠই হউন বা কনিষ্ঠই হউন পাপে নিমগ্ন ভ্রাতার প্রতি দয়া করিতেই হইবে।

প্র। অঙ্গীকার অবশ্য স্থায়ী, তবে এরূপ সম্পর্কের স্থায়ী ভূমি কি?

উ। যিনি আমাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ স্থায়ী। যাঁহার উপদেশে উপকার হইয়াছে তাঁহার সহিত সেই সম্পর্ক স্থায়ী। যাঁহারা পুরাতন ব্রাহ্ম তাঁহাদের সহিত নব্য ব্রাহ্মদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এইরূপ স্বভাবতঃ এক একজনের সহিত এক এক প্রকার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। কাহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না। পিসা কি মামার সহিত ভিতরকার সম্পর্ক কি তাহা কে বলিতে পারে? ধর্ম্মবিষয়েও সেইরূপ। তবে প্রত্যেকে অন্তরে এরূপ একটা সম্পর্ক বুঝিতে পারেন, তাহাই স্থায়ী ও নিত্য।

প্র। যাঁহার উচ্চ গুণ থাকিবে তিনি নিজে তদ্বিষয়ে কিরূপ করিবেন?

উ। তিনি তাহা কেবল জানিয়া থাকিবেন। অন্য দিকে তাঁহার যাহা নাই তাহা যাঁহাতে দেখিবেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। যিনি কর্ম্মী তিনি ভক্তকে দেখিয়া বলিবেন ইহাঁর যেমন ভক্তি আমার তেমন ভক্তি নাই, এইরূপ ভক্তি লাভ করিতে আমি যত্ন করিব। আবার ভক্ত ব্রাহ্ম কর্ম্মীর তদ্বিষয়ে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্য-পালন শিক্ষা করিবেন। এইরূপে জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, কাজ করিবার ক্ষমতা, সকল বিষয়েই প্রাধান্য দেখিলে অপরে তাহা স্বীকার করিবেন ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীতে কেহ

অধিক কেহ কম হাঁটিতে পারে; কেহ অধিক আর কেহ কম আর কেহ বা সামান্য খাদ্য আহার করিতে পারে; কেহ সুস্বাদু আহার্য্য ভিন্ন আহার করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিলে সকলেই কোন না কোন বিষয়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইবে। সুতরাং অহঙ্কারী হইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাস্তবিক, শিখাইবার ভাব আমাদের প্রধান, কিন্তু যাঁহার নিকট যাহা শিখিবার আছে তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করি না। আমরা অন্যের দোষ দেখাইয়া গুণকে তাহাতে নিমগ্ন করিতে প্রয়াস পাই। যিনি কর্ম্মী অন্যের ভক্তি দেখিলে তিনি এইরূপ অহঙ্কার করেন যে আমার মত কাজ করিতে ত ইনি পারেন না। যিনি ভক্ত তিনি বলেন আমার মত ভক্তিও ইহাঁর নাই। এইরূপ ভাবই দূষণীয়।

প্র। দ্বিতীয় সম্পর্ক কি?

উ। পরস্পরের সহিত দ্বিতীয় সম্পর্ক শাস্তা ও শাসিত। দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে যত্ন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। জগতের পাপ দূর করিবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অল্পাধিক পরিমাণে এরূপ শাসন করিতে সকলেই পারেন। কিন্তু এই শাসন দয়া ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কোন দোষ অবলম্বন করিয়া নীচে নামান অনেকের ইচ্ছা, ইহা ঈর্ষা বা অসূয়ামূলক, এরূপ ভাবে শাসন করিতে যাওয়া দূষণীয়। ইহা শাসনের প্রকৃত ভাব নহে। দয়া ও দোষ সংশোধনের ইচ্ছা না থাকিলে শাসন হয় না, নির্য্যাতন হয়। নির্য্যাতনের ভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। দয়ার ভাবে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে শাসন করিবেন। যাঁহারা ছোট তাঁহাদের প্রতি শাসন করা সহজ;

বড় ও জ্যেষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদের দোষ দূর করিতে চেষ্টা করা শক্ত। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতাকেও পুত্র সংশোধন করিতে যত্ন করিবেন, পানাসক্ত পিতার পানদোষ দূরীকরণ চেষ্টা সন্তানের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কার্য্যেতে এই সকল সম্পর্ক বান্ধিয়া ফেলিতে হইবে। বড়রও দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইতে হইবে, গুণ কনিষ্ঠে লক্ষিত হইলে তাহাও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

রিপু দমনের উপায়।

রবিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক ; ৬ই জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। রিপুগুলি ও তাহা দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায় কি ?

উত্তর। দুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী—পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী অঙ্গুলীর সহিত এক একটী বিষয়ের যোগ সংস্থাপন করিয়া রাখিলে, যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তখনই রিপুগণের কথাও মনে হইবে, এবং তাহার ঔষধও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কি না যে, মনের সমস্ত একাগ্রতা তৎপ্রতি নিয়োগ করিলে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে।

উ। না। ষড় রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত

রিপুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই পাঁচটীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে, ও মনুষ্যকে অপবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে ; সেইরূপ কাম রিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। পক্ষে পক্ষ জয় করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটী রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাব পক্ষে কিছু না হইলে অভাব পক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কাম রিপু নিরস্ত হইবে না, অথবা ক্ষমা সাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না।

প্র। মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে ?

উ। ইহারাও পাপ কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে সমুদয় শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিম্বা লোভ ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ, লোভ কি অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটী বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর উহা চতুরতার অহঙ্কার জনিত। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জব্দ করিবার ইচ্ছা সম্ভূত। এইরূপে (analyse) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়,

যাহাকে পাপ বলা যায় তাহাই এই পাঁচটীর এক কি একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত। দুষ্ট প্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া অনেকানেক সম্প্রদায় মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ সংস্পৃষ্ট এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (analyse) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর।

প্র। অন্যায় কি একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাপ নহে?

উ। না। পরস্ত্রী অপহরণ করা অন্যায়, কারণ তাহা পবিত্রতার বিরোধী, চুরি করা পাপ কেন না তাহা বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ। এইরূপ সকল অন্যায়ই কোন না কোন পবিত্রতার বিরোধী বলিয়াই অন্যায়, নতুবা অন্যায় বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর পাপ নাই।

প্র। যখন দেখিতেছি লড়াইয়ের উৎসাহ হইতে বহং ও অতি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী নগর সমূহ ধ্বংস হইতেছে এবং হাজার হাজার মানবের প্রাণ বধ হইতেছে তখন পাপ কেবল দুর্বলতা ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে?

উ। অসামাল অবস্থাই পাপ। যখন ক্ষমার বল চলিল না তখনই ক্রোধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে যে বল প্রকাশ পায় তাহা বুদ্ধির ক্ষমতা ও বাহুবল। স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে শক্তি দুইটা নাই। সৎকার্য্য করিবার জন্য একটী হাত অসৎকার্য্য করিবার আর একটী হাত, সাধু চিন্তা করিবার জন্য একটী মন, অসাধু চিন্তা করিবার জন্য অন্য একটী মন, এরূপ নহে। শক্তি এক, এবং তাহা পবিত্র। তবে ইচ্ছা নানারূপে তাহা নিয়োগ করিতে পারে। ইচ্ছার সবল অবস্থায় তাহা ভাল পথে নিয়োগ করিয়া

পুণ্য লাভ করে, অসামাল অবস্থায় বিপথে চালনা করিয়া পাপে আপনাকে কলঙ্কিত করে। লোকে অনেক সহ্য করিয়া পরে শত্রুকে এক ঘা মারিল, মারিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল "এতক্ষণ সহ্য করিতেছিলাম আর পারিলাম না।" "পারিলাম না" এই কথাতেই অসামাল অবস্থা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। পাপ বলিয়া একটী শক্তির অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতার ভাব বাম হস্তের সহিত সুন্দর মিলিয়া যায়। বল দক্ষিণ হস্তে, সেই হস্তের বলে ও ঈশ্বর-করুণায় এক চড়ে পাপ তাড়াইতে হইবে।

প্র। কোন্ পাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ?

উ। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কিন্তু বৃদ্ধ পাপ অর্থাৎ কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পাঁচটী রিপুদমন ব্রত পৃথিবীতে পালন করিয়া, সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া, সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদিগের দমন ব্যতীত অন্য সকল সাধন বৃথা ও নিরর্থক। ভক্তিতে বিগলিত হইলে তাহা লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের এবং ঈশ্বর দর্শন ও সহবাসের অনিবার্য্য ফল রিপুদমন ও জীবনের পবিত্রতা, ইহাই সকলের লক্ষ্য ও সাধক জীবনের লক্ষণ। প্রাণপণ করিয়া এই ব্রত সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম ?

উ। প্রথমতঃ পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায়।

দ্বিতীয়তঃ এক চড়ে পাপ তাড়ান।

তৃতীয়তঃ অঙ্গুলীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার ভাব যথা—বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর।"

চতুর্থতঃ বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা।

মুক্তির অবস্থা।

রবিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক; ২৭শে জুন, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। মুক্তির জন্য প্রার্থনা স্বার্থপরতা কি না?

উত্তর। স্বার্থ অর্থ আপনার, আপনার বলিয়া যাহা কিছু গ্রহণ কর তাহাতেই স্বার্থ থাকে। অন্য দিকে পর অর্থ অন্যের, আপনার ছাড়িয়া যাহা অন্যের জন্য তাহাতেই নিঃস্বার্থ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সামান্যতঃ পৃথক্ এবং বিপরীত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মুক্তি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল আপনারই কল্যাণ ও পরিত্রাণের প্রার্থনা করেন না, কিন্তু পর ও আপনাকে এক করাই তাঁহার ব্রত। যিনি অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার জন্য মুক্তি কামনা করেন তিনি স্বার্থের সেবা করেন, সুতরাং তাঁহার পরিত্রাণ বহু দূরে। ধর্ম্মের নাম করিয়া তিনি পাপই সঞ্চয় করিতে থাকেন। মুক্তিতে স্বার্থপরতার বিনাশ। এই বিনাশ সাধনের অর্থ পর ও আপনাকে একীভূত করা। জগৎ ও ঈশ্বরে যখন আপনাকে লীন করিয়া দেওয়া হয় তখনই মুক্তি। মুক্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে না পারাতে অনেকে বিপাকে পড়েন, সুতরাং তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের একান্ত কর্ত্তব্য। মুক্তি ইচ্ছার অর্থ এই যে, আমি জগৎ ও ঈশ্বরে লীন হইয়া যাই। মুক্তির প্রার্থনা এই, "হে ঈশ্বর! আমাকে সমস্ত জগতের

মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দাও ও তোমাতে লীন কর।" মুক্তির অবস্থাতে মনের ভাব এইরূপ হয় যে, আমি খাইলে আমার দেশ খায়, আমার পুষ্টি সাধনে জগতের পুষ্টি, আমার চিন্তা জগতের চিন্তা, আমার অধ্যয়নে জগতের অধ্যয়ন, আমার উপাসনা জগতের উপাসনা। অন্য দিকে জগতের উন্নতিতে আমার উন্নতি, জগতের পরিত্রাণে আমার পরিত্রাণ, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল। আমার আমিত্ব, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সমস্ত জগতে লীন করিয়া দেওয়াই পরিত্রাণ। তখন আমার আর কিছু রহিল না, আমি জগতের সঙ্গে বিলীন হইয়া তাহারই ক্ষুদ্র সামান্য অংশরূপে পরিণত হইলাম।

প্র। পরিত্রাণের জন্য সমস্ত ছাড়িয়া বনবাসী হওয়া নির্জ্জনে জীবন অতিপাত করা কিরূপ কার্য্য?

উ। বৈরাগ্য ভাবের আধিক্য দেখিলে অনেকেই সন্দেহ করেন এবার এই কয়টী ব্রাহ্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবে, ইহারা আর গৃহে থাকিতে পারে না। এটী তাঁহাদের বিষম ভ্রম। পরিত্রাণার্থী ব্রাহ্ম কখন বনবাসী হইতে পারেন না। মদ খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি যেমন পাপ, সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া একাকী স্বর্গে যাইব এরূপ ইচ্ছাকেও ব্রাহ্মেরা তেমনই একটী পাপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পরিত্রাণ পাওয়ার অর্থ জগৎকে সঙ্গে করিয়া ভাই ভগীর অনুচর হইয়া জগতের অংশরূপে স্বর্গে যাওয়া। তিনি একাকী যাইতে চান না, যাইতেও পারেন না। তিনি জঙ্গলে যাইয়া জগতের মঙ্গল করিতে পারেন না, সুতরাং জঙ্গল তাঁহার পরিহার্য্য।

প্র। একজনের নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবে ইহা কি নিশ্চয়রূপে বলা যায়?

উ। নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবেই। নদীস্রোত যেমন বৃথা বহিয়া যায় না, তীরস্থ প্রদেশকে উর্ব্বরা করে; বায়ু যেমন বৃথা প্রবাহিত হয় না, প্রতি নিঃশ্বাসে শত শত জীবের প্রাণ দিয়া যায়; সূর্য্য যেমন বৃথা কিরণ বর্ষণ করে না, ধরণীকে উত্তপ্ত করে; ঠিক সেইরূপ সাধুর নিঃস্বার্থ ভাব। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে উপাসনা করিলেন, আজ হউক কাল হউক অথবা দশ লক্ষ বৎসর পরেই হউক, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবেই। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে সাধুভক্তগণ একটী কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিম্বা একটী ভাব প্রচার করিয়াছেন, আমরা এখন তাহার ফল লাভ করিতেছি। একটী কথা কত জনকে জীবন প্রদান করিতেছে। কত শতাব্দী পূর্ব্বে হয় ত কেহ নির্জ্জনে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই ফল স্বরূপ আজ জগতের এক প্রকার নূতন মুখশ্রী; শত সহস্র শতাব্দী পরেও তাহারই কার্য্য জগতে হইতে থাকিবে ও তাহা জগৎকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা জগতের কত উপকার হইয়াছে কেহ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? যে কয়টী ব্রাহ্ম দীক্ষিত হইয়াছে বা নিয়মিতরূপে মন্দিরে উপাসনা করিতে আইসে, ইহা দ্বারা যাঁহারা ইহার উন্নতির পরিমাণ করিতে চাহেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব দেশের মধ্যে কত দূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে, এবং তাহাই ইহার বাস্তবিক উন্নতির পরিমাণ দণ্ড। কেহ মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাহার একটু ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, কোন কোন সম্প্রদায় উপাসনা কি উৎসব পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এই সমস্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া গণনা করিব।

প্র। পরিত্রাণার্থী তবে কি আপনার জন্য প্রার্থনা করিবেন না?

উ। যদি করেন তাহার ভাব স্বতন্ত্র। তিনি যদি বলেন "আমাকে প্রেম দাও" তাহার অর্থ "আমি যেন জগৎকে ভালবাসিতে পারি;" যদি বলেন "আমাকে পুণ্য দাও" তাহার অর্থ "জগৎ পবিত্র হউক।" ভক্ত যাহা প্রার্থনা করেন তাহা জগতের জন্য, যাহা পান তাহাও জগতের জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করেন তাহাই ভাই ভগ্নীদিগকে বিলাইয়া দিবার জন্য। তিনি আপনার জন্য পরিত্রাণ চানও না, ঈশ্বর যদি দিতে চান তাহা তিনি গ্রহণও করেন না। তিনি বলেন "আমার আর দশ জন রহিয়াছে তাহাদের জন্য চাই"। "যাকে দিব কি" এই ধ্রুবের চিন্তা। বাস্তবিক মুক্তির প্রার্থনার অর্থ যদি "আমার আত্মার গতি হউক" এই হয়, তবে ইহা স্বার্থ। "আমার আত্মার মুক্তি জগতের জন্য হউক" ইহাই নিষ্কাম পরিত্রাণ প্রার্থনা।

প্র। মুক্তির অবস্থা কি?

উ। মনের সমস্ত সাধুভাব প্রস্ফুটিত হওয়াই মুক্তির অবস্থা। প্রেমের উন্নতিতে স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া, পর ও নিজ তুই এক হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থল—পুত্রের জন্য পিতার ধন সঞ্চয়। এখানে পিতার অন্তর মধ্যে পুত্র বসিয়া আছে। পিতার ধন-সঞ্চয়-সুখ ভাবীকালে, তদ্দ্বারা পুত্র সুখী হইবে এই মনে করিয়া। এখানে পিতা পুত্র এক হইয়া গিয়াছে।

প্র। লীন হইয়া যাওয়ার অর্থ কি?

উ। আমরা যখন লীন হইয়া যাওয়া ব্যবহার করি, তখন তদ্দ্বারা ইচ্ছার একতা বলি। পদার্থের স্বতন্ত্রতা অথচ প্রেম ও ইচ্ছার একতাই

এখানকার লীনতার অর্থ। ঈশ্বরের সহিত লীন হওয়ার অর্থ তিনি যাহা ভালবাসেন তাহাই ভালবাসা, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ইচ্ছা করা। যেরূপ পঞ্চাশ জন লোক যদি এক সঙ্গে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তখন আর পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন থাকে না, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়ে এক হইয়া যায়।

মানের আকাঙ্ক্ষা।

রবিবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ১লা আগষ্ট, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। ঐশ্বর্য্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেও মান পাইবার ইচ্ছা যায় না কেন?

উত্তর। ধন—মান পাইবার একটী উপায় মাত্র. ধন ব্যতীতও মান লাভের অন্যান্য বহুবিধ উপায় আছে। সংসারের সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈরাগ্য-ব্রত লইয়াও মনুষ্য মান অভিলাষ করিতে পারে; বৈরাগ্যই তাহার পক্ষে মান লাভের বিষয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্ন্যাসীও আপনার সন্ন্যাস বিষয়ে মানী হইতে পারে। সুতরাং ধনলোভ কি ঐশ্বর্য্য বাসনা গেলেই যে, অহঙ্কার যাইবে ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? বাস্তবিক শরীর সম্বন্ধে কাম রিপু যেরূপ, মনের সম্বন্ধে মানাভিলাষ তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। যতদিন শরীর আছে ততদিন কাম রিপু প্রায় থাকিয়া যায়, সেইরূপ মনের সহিত মানাভিলাষের সম্বন্ধ। বিষয় ব্যতীতও কাম উত্তেজিত হয়, কারণ তাহার মূল শরীরে, সেইরূপ কারণ ছাড়াও মানাভিলাষ থাকিয়া যায়, কেন না তাহার মূল মনে। নারী ও ঈশ্বর অভেদ দর্শনে ও চিন্তনে যেমন কাম-রিপু একেবারে

বিনাশ পায়, সেইরূপ "আমার" বলিবার কিছু না থাকিলেই মানাভিলাষ ধ্বংস হয়। স্ত্রীলোক দেখিলে বা ভাবিলেই যদি ঈশ্বরের পবিত্র ভাব হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যেমন কাম-রিপু আসিবার অবকাশ পায় না, সেইরূপ কোন সৎকার্য্যই আমার নহে, সব ঈশ্বরের, এই জ্ঞান যদি স্বতঃ আসিয়া মনকে অধিকার করে তাহা হইলে আর মানাভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

প্র। এই মানাভিলাষ বিনাশের প্রণালী কি ?

উ। বাহিরের কোন উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা যায় না। বাহিরের ধন কি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বিনাশ করিব এ আশা দুরাশা মাত্র। পৃথিবীতে এইরূপ দেখা যায় যে, যিনি যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি অন্যকে সেই বিষয়ের অসারতার উপদেশ দেন। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ যিনি তিনি উচ্চ শ্রেণীর অসারতার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল শ্রেণীর উপদেষ্টার মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে আসক্তি ও আদর দেখা যায়। তবে সংসারের অসারতা নিয়ত ভাবা ইহার এক প্রকার সাধন। যতই ভাবি সংসারের কোন বস্তুই সার নহে এবং তাহা আমার নহে, দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ততই পার্থিব বিষয়ের জন্য অহঙ্কার ও মানাভিলাষ চলিয়া যায়। দ্বিতীয় উপায়—পরস্পরের সহায়তা। আমরা আমাদের প্রশংসার সহিত অনেকটা গরল অন্যের মনে ঢালিয়া দিই। আমরা মনুষ্যকেই প্রশংসা দিই, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রশংসা লাভের উপযুক্ত মনে করিয়া আমাদের নিকট তাহা প্রত্যাশা করেন। এইরূপে মানাভিলাষ ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি মনুষ্যকে না দিয়া আমরা প্রশংসা ঈশ্বরকে

প্রদান করি তাহা হইলেই ঠিক হয়। কেহ ভাল উপাসনা করিলেন কিম্বা মনোহর উৎকৃষ্ট একটী সঙ্গীত রচনা করিলেন, আমরা প্রশংসা তাঁহাকে না করিয়া যদি বলি "আহা! ঈশ্বর কি মনোহর উপাসনা করাইলেন, অথবা সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন, তাঁহার মহিমায় সকলই হয়" তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরস্পরের অনিষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া হয়, তাহার অহঙ্কার বিনাশের উপায়ও করা হয়। এইরূপে পরস্পরের সহায়তা করা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উপায়টীতে একটী বিপদ আছে। অনেকে প্রশংসা না পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলাফল বিচারশূন্য হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে সমস্ত প্রশংসাটী ঈশ্বরে সমর্পণ করি, আর যাহা কিছু দোষ, পাপ, ঘৃণিত ও নিন্দনীয় তাহাই আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করি। এই বিষয়ে পুরাকালের সাধু ভক্তগণ এত চিন্তা করিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন যে আমাদের ভাবিবার আর অল্পই আছে। এখন আমাদের কার্য্য এই তাঁহাদের সেই সমুদয় চিন্তা ও প্রণালী একত্র গ্রহণ করিয়া আমরা একটী জমাট সাধন আরম্ভ করি।

এই সাধন প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় অনেক গোল উপস্থিত হয়। কেহ ব্রাহ্ম হইয়াই আপনাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম মনে করিয়া অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার উপযুক্ত সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চ শ্রেণীর সাধন আরম্ভ করিয়া বিফল যত্ন হন, পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক ব্রাহ্ম মরিয়াছেন, এই জন্য কে কোন্ শ্রেণীর সাধক তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কাহারও আত্ম-প্রতারিত বা

অহঙ্কারী হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় একটী আদর্শ (Standard) স্থির করা, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর উল্লেখ এবং কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কি কি সাধন তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে। ইহাতে ব্যক্তিগত উচ্চ নীচতার কথা থাকিবে না কেবল শ্রেণীর উচ্চতা নিম্নতা অনুসারে অবস্থার প্রভেদ নির্দ্দেশ করা হইবে। মনুষ্য আপনাকে চিনে, আপনার নিকট প্রবঞ্চিত হইবার কাহারও ভয় নাই। সুতরাং আপনাকে উচ্চ মনে না করিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় শ্রেণী বাছিয়া লইতে পারিবেন, তাহা হইলেই এই নির্দ্দিষ্ট আদর্শের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাধন সম্বন্ধেও নিয়ম থাকিবে; তবে সাধন করা না করা প্রত্যেকের আপনার ইচ্ছাধীন থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সৈনিক শাসন-প্রণালী (Military discipline) প্রবর্ত্তিত হইলেই বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। প্রত্যেক অপরাধ ও তাহার দণ্ড সকলের সমক্ষে থাকিবে, অপরাধী যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া পাপমুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার মস্তক অবনত থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে এইটী একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ একটী বিজ্ঞানের (Science) অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই বিজ্ঞান থাকিলে সকলেই জানিবে অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ নহে, ইহাদের একটী প্রণালী আছে। আর সেই প্রণালী অনুসারে বর্ত্তমান সাধন সময়ে হউক না হউক, ভাবীবংশধরগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার আশা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে সাধনের একতা জন্মিবে। স্কুলসম্বন্ধে শ্রেণী যেরূপ বহুসংখ্যকের চেষ্টা এক বিষয়ে একত্র নিযুক্ত হইবার স্থল, ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে ইহাও তদ্রূপ হইবে। এক শ্রেণীর লোক একত্র সাধন দ্বারা পরস্পরের উন্নতির সহায়রূপে গণ্য হইতে পারিবেন।

প্র। কি কি শ্রেণীতে ব্রাহ্মদিগকে বিভক্ত করা যায়?

উ। ব্রাহ্মদিগকে সাধারণতঃ "উপাসক" বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম হইবার সময় "দিনে একবার প্রীতি ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিব" এইটী মাত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া হয়। যেরূপই হউক, নিত্য উপাসনা ব্রাহ্মদের ব্রত। সেই জন্য সামান্যতঃ সকলেই উপাসক শ্রেণীর সভ্য। উহার ঊর্দ্ধ সাধক শ্রেণী, যথাকার ব্রাহ্মগণ কেবল উপাসনা করেন তাহা নহে, কিন্তু জীবন ও উপাসনা এক করিতে চেষ্টা করেন। ইহাঁরা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নিয়মবদ্ধ ও কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধন করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না। তদূর্দ্ধ যোগীর শ্রেণী, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার সমগ্র যোগ স্থাপনে কৃতপ্রতিজ্ঞ। ইহাঁদের কাহারও কাছে যিনি বসিয়া থাকিবেন তিনিই বলিতে পারিবেন ইনি একজন যোগী।

এইটী শ্রেণী বন্ধনের সংক্ষিপ্ত ভাব। বিস্তারিত বর্ণন পরে আলোচ্য।

বিশেষ পাপ।

বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক; ২৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। প্রতিজনের এক একটী বিশেষ পাপ থাকে। সাধারণ দোষ গুণ অনেক পরিমাণে অভ্যাসের ফল, কিন্তু এই বিশেষ দোষকে আমরা প্রকৃতির গঠনানুসারী এক প্রকারে বলিতে পারি। সেই দিকে আমাদের মনের এক প্রকার ঝোঁক থাকে, যে ঝোঁক সংশোধন

করা বড়ই কঠিন। প্রত্যেকের পক্ষে অন্যান্য দোষ অভ্যাস বশতঃ, উপায় অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিশেষ দোষে লোক সহস্রবার উঠে পুনরায় সহস্রবার পড়ে। যদি কাহারও আত্মার পাপে মৃত্যু হয় তাহা তাহার বিশেষ পাপেই ঘটিয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ পাপ ক্ষয় হয়, তখন মনুষ্য সহজে পরিত্রাণের দিকে চলিয়া যায়। আমাদের প্রতিজনের এই বিশেষ বিশেষ পাপ ব্রাহ্ম হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল অদ্যাপিও সেইরূপ রহিয়াছে না কমিয়া গিয়াছে?

উত্তর। তজ্জন্য সংগ্রাম সকলের জীবনেই চলিতেছে, তাহার ফল এইরূপ দেখা যায় যে, কখন সেই পাপ প্রবল হইতেছে কখন আমরা প্রবল হইতেছি। যখন ভাল উপাসনা হয় তখন ইহা কতকটা চাপা থাকে। কিন্তু সেই পাপ হইতে বিমুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

প্র। সেই পাপ বিনাশ করিবার উপায় কি?

উ। প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হওয়া ইহার প্রধান উপায়। এই পাপ বিনাশ করিব বলিয়া চেষ্টা করিলে যে কোন বিশেষ ফল দর্শে এরূপ বোধ হয় না। যখন ভাল উপাসনা হয় তখন পাপ আপনি কমিয়া যায় ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি; সেইরূপ নূতন জীবন অর্থাৎ একটী বিশেষ প্রকারের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইলে সেই জীবনের সুখে মন এমনই মগ্ন হইয়া যায় যে, স্বভাবতঃ প্রত্যেকের বিশেষ পাপ আপনা আপনি ক্রমে ক্ষয় হইয়া নির্ম্মূল হয়।

প্র। এমন কোন প্রণালী আছে কি না যাহা অবলম্বন করিলে বিশেষ পাপ নির্ম্মূল করা যায়?

উ। কোন পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তকে ইহার একটী প্রণালী দেখা

গিয়াছে। সে প্রণালীর প্রথম সাধন শ্রদ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং গুরুবাক্য এই তিনটীতে দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বিতীয় সাধন সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া মনকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করা। তৎপর ভজন, ত্যাগ-স্বীকার ইত্যাদি। এই সমুদয় বিষয়ে মনুষ্যের মতি হওয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। এই জন্য ভক্তিকে অহৈতুকী বলা হইয়াছে।

প্র। আমাদের অবলম্বন করিবার উপযুক্ত কোন উপায় আছে কি না?

উ। পূর্ব্বে আমাদিগের একটী মত ছিল যাহা এখন কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা স্বীকার করিতাম, এখনও মতে করিয়া থাকি যে, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কার্য্য কালে এখন আর সে মতের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখা যায় না। কোন পাপ করিলেই স্বভাবতঃ একটী আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এইরূপ ক্ষণিক অনুশোচনাকে আমরা প্রকৃত অনুতাপ বলি না। প্রকৃত অনুতাপ অতীত এবং বর্ত্তমান পাপের জন্য হৃদয়ের একটী গভীর এবং স্থায়ী খেদের অবস্থা যাহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সেণ্টদিগের (saint) জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ অবস্থার সময় জীবনের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক অসহনীয় হয়। তখন কেহ কেহ অঙ্গচ্ছেদও করিয়া ফেলেন। তখন আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও অধম এবং সকলের অপেক্ষা নীচ জাতীয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ স্থায়ী গভীর খেদ ব্যতীত বিশেষ পাপ কাহার ছাড়িবার প্রবৃত্তি হয় না। পাপের জন্য দণ্ড ভোগ সকলকেই করিতে হইবে, কেন না দণ্ড না পাইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুভব হয় না। ন্যায়বান ঈশ্বরের ন্যায়-

বিচার অপূর্ণ থাকিবার নহে। এই জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ ন্যায়পরতা স্মরণ রাখিয়া বিশেষ পাপের সহিত বিশেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ন্যায়বান্ রাজার বিরুদ্ধে পাপ ইহা মনে করিয়া আমাদের কত অধিক ভীত ও দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত হওয়া বিধেয়? খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ ক্রাইষ্টের রক্তপাতেই তাঁহাদের সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছে বিশ্বাস করিয়াও কত দুঃসহ অনুতাপ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন তাহা সেণ্ট আগষ্টাইন (St. Augustine) আদি মহাত্মাদিগের জীবন ও পাপ-স্বীকারের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়; আর আমরা অনুতাপ ব্যতীত অন্য উপায় কিম্বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিয়াও তদ্বিষয়ে এতদূর উদাসীন রহিয়াছি, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। এই প্রকার অনুতাপ হৃদয়ে আনিবার জন্য সপ্তাহে ন্যূনকল্পে এক দিন অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল প্রত্যেকে নির্জ্জনে আত্মপাপ আলোচনা ও তজ্জন্য অনুতাপ করিবেন। ইহাতে কি ফল হয় তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে জীবনে দুইটা কূপ খাত হইতেছে, একটী নরকের দুর্গন্ধময় অপরিষ্কারে পরিপূর্ণ, অপরটী স্বর্গের মনোরম পদার্থের নির্ঝর। প্রথমটী যাহাতে শীঘ্র ভরাট এবং দ্বিতীয়টী বিস্তীর্ণ হয়, চেষ্টা দ্বারা তাহার উপায় করিতে হইবে।

সামাজিক উপাসনা।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৭৯৯ শক;

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সামাজিক উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কি না?

উত্তর। অন্য লোকের কথা দূরে থাক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে সামাজিক উপাসনা একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন না। প্রতিদিন উপাসনা করা যেমন প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য, লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সামাজিক উপাসনা যে, সেইরূপ একটী কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা অনেকেরই মনে হয় না। কোন দিন উপাসনা না করিলে কিম্বা বিনা কারণে আফিস কামাই করিলে নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে একটা কার্য্য করিলাম না, এইরূপ ভাব যেমন চড়াৎ করিয়া মনে লাগে, কোন দিন সামাজিক উপাসনায় অনুপস্থিত থাকিলে ঠিক সেরূপ লাগে না। এই বিষয়ে আমাদের বিবেকের বহু পরিমাণে ত্রুটি আছে। বিবেক এক বিষয়ে পাপ বলেন আর এক বিষয়ে বলেন না। বস্তুতঃ একত্র বসিয়া সাধনাদি কোন কার্য্য করা অনেকেরই মত নহে। একাকী উপাসনা, ধর্ম্মসাধন ও উন্নতির চেষ্টা করা তাঁহাদের মত। তাঁহাদের মত এই পরিত্রাণ বিষয়ে আমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, অন্য কাহার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ বিবেচনা নিষিদ্ধ। প্রতিদিনের উপাসনা তাঁহাদের যেমন ধর্ম্ম, প্রতিসপ্তাহের সামাজিক উপাসনাও তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ।

আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক, উপকার হয় এই কারণে

সমাজে যাইয়া থাকেন, যাওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বিশ্বাস করিয়া নহে। কর্ত্তব্যতা বিষয়ে গূঢ় সংশয় অনেকেরই মনের অতি গভীর স্থানে রহিয়াছে। যদি উপদেশ বন্দ করা হয়, অথবা যাঁহার উপাসনার আকর্ষণ আছে, তিনি দুই বৎসর উপাসনা না করেন কি অন্যত্র করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই মন্দিরে যাওয়া বন্দ করেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে মন্দিরে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য নহে, তবে উপকার হয় সুতরাং যাই, যতদিন উপকার হইবে ততদিন মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ।

প্র। মন্দিরে না যাওয়া ও নরহত্যা করা সমান ইহার অর্থ কি?

উ। কার্য্যের গুণ ও পরিমাণ এই দুইই আছে। একটী পাপের সঙ্গে অপর একটী পাপের পরিমাণ, সুতরাং দণ্ড বিষয়ে প্রভেদ আছে, কিন্তু গুণ বিষয়ে অর্থাৎ অবৈধতা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। যেটী পাপ তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নরহত্যা যেমন পাপ এবং নিষিদ্ধ, মন্দিরে না যাওয়াও তেমনই একটী পাপ এবং নিষিদ্ধ কার্য্য। চিন্তা বিহীনতা বশতঃই হউক, আর কোন সৎকার্য্যের অনুরোধেই হউক, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, নরহত্যা করা যেমন অবৈধ, মন্দিরে না যাওয়াও তেমনই। যাহা নিষেধ তাহার ষোল আনাই নিষিদ্ধ। অবৈধতা বিষয়ে আর অল্পাধিক থাকিতে পারে না। যদি কেহ দশ জনকে একত্র করিয়া উপদেশ প্রদান করেন অথবা কোন ধর্ম্মপুস্তক শ্রবণ করান আর সেইজন্য মন্দির কামাই করেন তাহাও তাঁহার পক্ষে পাপ। দশ জনে একত্র হইয়া ঈশ্বরের কাছে যাওয়া সামাজিক উপাসনা। না যাওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ ইহাও তত্তুল্য। ভাল পুস্তক

পড়া যেমন ভাল, না পড়িলে পাপ হয় না, ভাল লোকের সঙ্গে থাকা যেমন ভাল, না থাকিলে যে পাপ হয় তাহা নহে, মন্দিরে যাওয়া না যাওয়া বিষয়েও আমাদের সংস্কার সেই প্রকার। মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা অসত্য, পাপ, অধর্ম্ম, এই শ্রেণীতে আনি না, অন্যায়ের দলে ফেলি না। যে শ্রেণীর নাম স্মরণ মাত্র গা চড়াৎ করিয়া উঠে, মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা সে শ্রেণীভুক্ত মনে করি না। কেহ নরহত্যা করিয়াছে অথবা জাল করিয়াছে, শুনিলেই আমরা যেমন কর্ণে অঙ্গুলী অর্পণ করি, একটী লোক অদ্য অকারণ মন্দিরে অনুপস্থিত আছে শুনিলে আমরা তদ্রূপ করি না। মন্দিরে না আসাকে আমরা সামান্য অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধরি, কিন্তু স্পষ্টতঃ ভয়ানক বলিয়া মনেই করি না। অন্যের সম্বন্ধেই যাহা বড় বলিয়া ধরি না, তাহা নিজের সম্বন্ধে ঘটিলে গ্রাহ্যই হয় না।

নিজের আত্মাকে উন্নত করা যাঁহারা ধর্ম্ম মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক উপাসনা আসিতে পারে না। তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে চিরকাল সংশয় থাকিবে, জোর তাঁহারা ইহাকে ভাল কার্য্যের শ্রেণীতে আনয়ন করিবেন, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রেণীতে কখনই নহে। যাঁহাদিগের ধর্ম্মের মত এই যে সমস্ত পৃথিবীস্থ সন্তানমণ্ডলী পবিত্র হইয়া তাঁহার পরিবার হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই মন্ত্র, তাঁহাদের পক্ষে সমাজে না যাওয়াই একেবারে সোজাসুজি পাপ; ইহার মধ্যে আর অতএব, চিন্তা, যুক্তি নাই, কেন না মন্দির সেই পরিবারের আদর্শ, সেই বস্তুর ক্ষুদ্র আয়তন মাত্র। ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা ও আদেশ। তাঁহার ইচ্ছা সমস্ত পৃথিবী একত্র হইয়া এক

পরিবার হইবে। সুতরাং ধর্ম্মই সামাজিক। তিনি বলিলেন "একত্র হও" সুতরাং ইহাই ধর্ম্ম।

প্র। লোকে চিরকাল আপন আপন উন্নতি সাধনকে ধর্ম্ম বলিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য আপন আপন উন্নতি চেষ্টাকেই স্বভাবের প্রয়োজিত সাধন না বলিয়া আমাদের ধর্ম্মকে সহজ জ্ঞানমূলক বলিবে কেন ?

উ। ভাল হওয়া মানে সকলে ভাল হওয়া। আমার ভাল হওয়া মানেই অন্যের ভাল আকাঙ্ক্ষা করা। আমি ভাল হইব অন্যে ভাল হইবে না, ইহা মনে করিলেই চড়াৎ করিয়া লাগে। এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে আর আমার ভাল হওয়া হইল না। সুতরাং ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইল। আমাদের এই দেশে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা ও যোগ সাধনের চেষ্টা প্রবল থাকিলেও, সময়ে সময়ে কৃষ্ণ, চৈতন্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম, ক্রমে উপস্থিত হইয়া এই ভাব উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন জাতির মধ্যেই ধর্ম্মের ভাব লোক বিশেষে বদ্ধ থাকে না, জন সাধারণে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা পায়। য়িহুদিগণ স্বজাতিকে ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বাস করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দলস্থদিগের উন্নতি প্রয়াসী। এমন কি ইহাঁদের মতে যাঁহারা ইহাঁদের বিপক্ষ নহেন তাঁহারাই তাঁহাদের দলস্থ।

"বিধানের বাহিরের লোকেরই অনন্ত নরক।" আমাদের বিশ্বাস ভূমি এই বিষয়ে আরও সার্ব্বভৌমিক। যাহারা আমাদের দলস্থ নয় তাহারাও এই পরিবারের অন্তর্গত। যদিচ তাহারা কি বলিতেছে তাহা জানে না। য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের ঈশ্বরতন্ত্র-রাজ্য আর

আমাদের আদর্শ পিতার পরিবার। রাজ্যের বাহিরেও দেশ থাকে, সুতরাং য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের মতে এবং মুসলমানদিগের মতে কাফের আছে, আমাদের মতে তাহা নাই। সমস্ত পৃথিবী আসিয়া এক পরিবার ভুক্ত হইল। রাজ্যের ভিত্তি নীতি ও নিয়ম, পরিবারের ভিত্তি-ভূমি প্রেম। তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করুক আর নাই করুক, তত্রাপি এক পরিবারের লোক। নিতান্ত বদমায়েস, অধার্ম্মিক হইলেও পিতার ছেলে, এক পরিবারের লোক। ইহা যে প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লইল তাহার পক্ষে সামাজিক উপাসনা ধর্ম্ম, অন্যথা অধর্ম্ম। যেখানে সব পৃথিবী এক করা তাহার উদ্দেশ্য সেখানে সে যত ধার্মিক লোক পাইবে তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিবেই। যে সে আদর্শ ধরিয়া বসিয়াছে তাহার পক্ষে দুই শত লোক সমবেত দেখিলে সে স্থানে দৌড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম আদর্শে বসিয়া আছেন। অন্তরের অনুরূপ অথবা ছায়া যে স্থানে তিনি দেখিবেন সে স্থানে তিনি যাইবেনই।

উপসংহার।—তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্ম। সেই ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিব, অন্যে পূর্ণ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা সকলে এক হইয়া এক পরিবার হই। পরিবারের বন্ধন পিতা। পিতা ছাড়া পরিবার হইতে পারে না। সকলে পিতা মাতার চরণাশ্রয়ে বসিয়া কুশলে থাকিব ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। "ঠিক যেন এক পরিবার" ইহার মানে সকলে মিলে একত্র থাকে, পিতা মাতার সেবা করে চরণে প্রণত হয় ও আজ্ঞাবহ থাকে। ব্রাহ্মের ইহাই ধর্ম্ম। সামাজিক উপাসনা এই ধর্ম্মের সাধন।

পরিবারের আদর্শ।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই পৌষ, ১৭৯৯ শক ;
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সামাজিক উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, স্বর্গরাজ্য এবং স্বর্গীয় পরিবার এ দুইয়ের প্রভেদ আছে। প্রথমটী খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব। খ্রীষ্টিয়ানগণের প্রার্থনা এবং আশা বিশ্বাস এই যে একদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হইবে, সয়তানের (ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য অসাধুতা প্রভৃতির) রাজ্য পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। এই রাজ্য ধর্ম্ম এবং নীতির নিয়মে শাসিত হইবে। যে কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবে সে দণ্ডিত হইবে। রাজা নিয়ম করেন, শাসন করেন, এই মূল হইতে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ হইয়াছে।

আমরাও স্বর্গরাজ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং আশা করি পৃথিবী সেই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে ; ধর্ম্মনিয়মানুসারে সমুদয় পৃথিবী শাসিত হইবে। শাসনের ভাব কঠোর ন্যায়মূলক। পরিবারের ভাব প্রেমমূলক। আমরা বলি সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইবে। সমস্ত পুরুষ ভাই, সমস্ত স্ত্রী ভগিনী, ঈশ্বর সকলের পিতা। একটী ক্ষুদ্র গৃহের পরিবার পিতার অধীন হইয়া চলিলে পরস্পরের মধ্যে প্রণয়জনিত যেমন সুখ হয়, সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইলেও তাহাই হইবে। শাসনে ধার্ম্মিক এবং প্রেমে সুখী হওয়া যায়। এ দুই ভাবের মধ্যে ভ্রম নাই। সমস্ত মনুষ্য এক পরিবার হইবে, সমস্ত পৃথিবী এক স্বর্গরাজ্য হইবে, এ দুই কথাই বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর পিতা হইয়া সমুদয় অভাব মোচন করেন, আপনার মঙ্গল ভাবে

সকলকে জয় করেন, আর এক দিকে তিনি দণ্ড দিয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে আনয়ন করেন, এ দুই ঠিক। একটী প্রজামণ্ডলী হইবে, একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী হইবে এ দুই কথাও সত্য। ইহার একটীতে ন্যায়ের ভাব, একটীতে প্রেমের ভাব প্রবল। একটীতে পাপী বিচারে দণ্ডিত হয়, আর একটীতে প্রেম দ্বারা উপকৃত হইয়া ভাল হয়। একটীতে ঈশ্বর রাজা, একটীতে ঈশ্বর পিতা। রাজাসম্বন্ধীয় নিয়ম পালনে রাজ্যের কুশল হয় বটে, কিন্তু রাজ্যের কুশল এক, পরিবারের সুখ আর এক। রাজ্যের কুশল এক হইলেই পরস্পরের প্রতি টান হয় না। সুতরাং এ ভাবে পরস্পরকে ভালবাসা সন্দেহ স্থল। কর্ত্তব্যের পথ শুষ্ক কঠোর। ইহাতে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, ইচ্ছা হইতেছে না অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ দেওয়া যায়। পরিবারের ভাব এরূপ নহে। ইহাতে ইচ্ছা এবং কর্ত্তব্য এক হইয়া যায়। এক মার পেটের সন্তান বলিয়া ভালবাসা হয়; ন্যায়ানুগত হইয়া কখন ভালবাসা হয় না। লোকে স্নেহ অনুরাগ বাৎসল্যের উত্তেজনায় ভাল-বাসে। মনে সম্পর্ক বোধ হইলে স্নেহ প্রেম বাৎসল্যের সঞ্চার হয়। সুতরাং রাজ্যের ভাব হইতে প্রেম পরিবারের ভাব ভিন্ন। রাজ্যে ন্যায় বিচার এবং কর্ত্তব্য বোধে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, পরি-বারে এরূপ শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধ স্থান পায় না। কর্ত্তব্যবোধের পূর্ব্বেই প্রেম ধর্ম্মপথে লইয়া যায়, সৎকর্ম্ম করাইয়া লয়। এখানে কিছু করা বা না করা রাজার শাসনের ভাব নহে, কিন্তু প্রেমের অনুরোধে। এখানে ভালবাসে বলিয়া একজন আর একজনের উপকার করে এবং যাহা করে তাহা সুখের সহিত প্রেমের সহিত করিয়া থাকে। প্রজা হইলে ভয়ে উচিত জ্ঞানে এবং কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করে। পরিবার

হইলে স্বভাবতঃ ধর্ম্মের পথে যায়, কোন প্রকারে অনুরোধে নয়।

"ব্রাহ্মদের আদর্শ জাতিনির্ব্বিশেষে এক হইবে।" এই এক হইবার মূলে পরিবারের ভাব থাকিবে। সকলে ভয়ে একত্র হইবে না, কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমে একত্রিত হইবে। পরস্পরকে যখন শাসন করিবে, ভালবাসাতে শাসন করিবে। এ আদর্শের সহিত পূর্ব্ব-আদর্শের মিল নাই। নিয়ম লঙ্ঘনের ভয়ে পাঁচ জন একত্রিত হইলাম, সৎপ্রসঙ্গ করিলাম, ইহা রাজ্যের অন্তর্গত হইল। ইচ্ছা হইল আর পাঁচ জনে মিলিত হইলাম, সৎপ্রসঙ্গ করিলাম, ইহাতে ধার্ম্মিকও হইলাম, সুখীও হইলাম। অত্যাচরিত হইয়া বা কর্ত্তব্যবোধে সেবা করিলাম, ইহাতে রাজ্যের ভাব আসিল, কিন্তু ভালবাসি বলিয়া সেবা করিলাম ইহাতে প্রেমের ভাব প্রকাশ পাইল। ভালবাসিয়া সেবা করিলে কষ্ট বোধ হয় না, যতই সেবা করা যায়, যতই ভাইয়ের সঙ্গে একত্র থাকা যায়, ততই সুখ হয়। ভাই যদি ঘৃণা করে শত্রুতা করে, তবু তাহাকে ভাই বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না; তাহার যাহাতে কল্যাণ হয় তাহা না করিয়া পারি না। ফলতঃ রাজ্যের ভাবে শাসনের ভয়, নরকের ভয়, দণ্ডের ভয় প্রবল। ইহাতে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইলে তিরস্কার আছে, কটু কথা আছে। পরিবারের ভাব মধ্যে এ সকল কিছু নাই, অথচ সমুদয় কার্য্য স্বভাবতঃ ধর্ম্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়।

প্র। প্রথম কর্ত্তব্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাহা হইতে প্রেম আসিতে পারে কি না?

উ। কর্ত্তব্যে আরম্ভ করিয়া প্রেম নিয়ত আসিবেই এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

প্র। স্বভাবতঃ যদি প্রেম অনুভব না হয়, তবে প্রেমে আরম্ভ হইবে কি প্রকারে!

উ। ব্রাহ্ম হইয়া এ কথা বলিলে খাট হওয়া হইল।

প্র। প্রেম আসিবে কি প্রকারে?

উ। আপনার সহোদর ভাইয়ের প্রতি যে প্রকারে আসিয়া থাকে, সেই প্রকারে প্রেম আসিবে। আমরা সকলে এক সাধারণ পিতার সন্তান এইটা বুঝিলেই পরস্পরের মধ্যে টান হয়। নাড়ীর টান না থাকিলে ভালবাসা হয় না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ নাড়ীর টান চাই। "আপনার না হলে প্রাণ কি টানে" এ কথা এখানে একান্ত সত্য।

প্র। ন্যায় পালন করিয়াও সুখ হইয়া থাকে। ইহাতে কি প্রকারে বলা যাইবে যে সুখ কেবল প্রেমেতেই?

উ। অন্যায়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ন্যায়ে কখন সুখ হয় না। আমি যদি কাহার নিকটে ঋণী থাকি, সেই ঋণ পরিশোধ করিলে যে আমার সুখ বোধ হয়, সে কেবল ঋণ জন্য আমার যে কষ্ট ছিল, সেই কষ্ট দূর হইবার জন্য, বাস্তবিক সুখের জন্য নহে।

প্র। ঈশ্বরকে যে প্রণালীতে ভালবাসা যায়, মনুষ্যকে সে প্রণালীতে ভালবাসা যায় কি না?

উ। ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসা সমান প্রণালীতে হয় না। ঈশ্বরের ভালবাসাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের ভালবাসাতে পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনা। যাহাকে

ভালবাসিলাম, মনে কর সে মাতাল হইয়া গেল, এ অবস্থায় তাহাকে ভালবাসা সুকঠিন। এ স্থলে তাহার প্রতি ভালবাসা ভিতর হইতে (Subjective) বাহির করিতে হইবে। তাহার নিজের কোন (Objective attraction) আকর্ষণ না থাকিতে পারে, অথচ ভিতর হইতে তাহার সহিত সম্বন্ধের একটা নূতন আকার দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। যেমন দেশকে ভালবাসা, এটা কোন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নয়, অথচ এখানে ভালবাসা প্রবল ভাবে কার্য্য করে। তেমনই মনুষ্য বলিয়া ভালবাসিলে ভালবাসার বিঘ্ন কিছুতেই উপস্থিত হয় না।

প্র। ভালবাসা কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে?

উ। উপাসনা দ্বারা মন যত উন্নত হয়, ভাই ভগ্নীগণকে যতই উপাসনার মধ্যে আনা যায়, ততই তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

প্র। একজনকে যখন দুশ্চরিত্র জানিলাম, তখন তাহাকে পূর্ব্ববৎ আর বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশ্বাস করিতে না পারিলে ভালবাসা তাহার প্রতি কি প্রকারে থাকিবে?

উ। একজন লোকের চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হইলে তাহার প্রতি ভালবাসার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। একজন ভালবাসুক আর না বাসুক, একজনের চরিত্র যেরূপ হউক, ভাই বলিয়া তাহার প্রতি ভালবাসা কিছুতেই দূর হইবার নহে।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও আদেশ।

বৃহস্পতিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৯ শক ;

৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বাহিরের কাজ কর্ম্ম কিরূপ ভাবে করিলে উদ্দেশ্যের সহিত যোগ রাখা যায় ?

উত্তর। ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া কার্য্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, নতুবা পাপ ও আসক্তি বৃদ্ধি হয়। যে কয়টী কর্ম্ম করিতে হইবে সমুদয়গুলিই তাঁহার আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া করিতে হইবে। ক্রমে এই বিশ্বাস ঘনীভূত করিয়া সমস্ত জীবনকে এই আদেশের অন্তর্গত করিতে হইবে। যাহাদের একেবারে এই বিশ্বাস নাই তাহারা প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি তাহা জানিয়া তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবে।

প্র। জীবনের উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন কার্য্যে অনেক সময় বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে কিরূপ ?

উ। ঘটনাক্রমে হইলেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাতে ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না তাহা জানিয়া প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কার্য্য মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, যেন ঈশ্বরের রাজ্য হইতে কার্য্যের রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহুদিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্যগুলি তাঁহার আদেশের সহিত ক্রমে সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন কার্য্য দ্বিধার সহিত করিতে গেলেই গোলে পতিত হইতে হইবে। যে যে কার্য্য অন্যায় বুঝা যাইবে তাহা ত ছাড়িতে হইবেই, অন্যায় নয় এরূপ অনেক কার্য্য আছে—পথে বসিয়া প্রস্তর খণ্ড কুড়ান ও তাহা

দূরে নিক্ষেপণ—তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি জগতে যে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন তাঁহার তাহাই কেবল কার্য্য, অন্য সমুদয়ই অকার্য্য। তাহা ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অন্যায়। সুতরাং মনটীকে এ প্রকারে শিক্ষিত করিয়া আনিত হইবে যাহাতে উদ্দিষ্ট কার্য্যেই মন স্বতঃ নিযুক্ত হয়। বাস্তবিক কথা এই, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম; তাঁহার অভিপ্রায় না জানিলে সমস্ত ধর্ম্মের ব্যাপার মিথ্যা হইয়া দাড়ায়, ধর্ম্ম হইতেই পারে না। এ কথা যথার্থ যে প্রতিজনের পক্ষে তাঁহার আদেশ জানা বড় সহজ নহে, কিন্তু ধর্ম্ম করিতে হইলে আদেশ জানিতেই হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতেই হইবে। কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিতে করিতে অবশেষে ক্রমে উদ্দেশ্য স্থির হইয়া আসিবে।

প্র। আদেশ কি না, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় জানা যায়?

উ। দর্শন এবং শ্রবণ না হওয়ার হইলে দুইই সমান কঠিন। চক্ষুর একটী অবস্থা আছে যাহা বিদ্যমান থাকিলে তাকান আর দর্শন এক সময়েই একেবারে ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মনের উপযুক্ত অবস্থা হইলে তাঁহার দিকে মনোনিবেশ করা আর তাঁহার দর্শন হওয়া অবিলম্বেই সম্ভব। শ্রবণ সম্বন্ধেও নিয়ম ঠিক এইরূপ। মন ঠিক অবস্থায় থাকিলে জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়। মন ঠিক বিবেকী হইলে আদেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হয়। এরূপ অবস্থায় মন ঠিক করিয়া বলিতে পারে, আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়াছি। শ্রবণ জীবনের একটা অবস্থার কথা। সেই অবস্থা হইলে কাণ সেই দিকেই থাকে, এবং তাঁহার কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পায়। আর সে অবস্থা না হইলে কোন

প্রকারে শুনা যাইবে না। আর সে অবস্থা হইলেও কোন সময়ে শ্রবণশক্তি বন্দ হইয়া যাইতে পারে।

প্র। আদেশ শ্রবণের প্রধান প্রতিবন্ধক কি?

উ। আদেশ পালন না করাই প্রধান প্রতিবন্ধক। যত আদেশ লঙ্ঘন করা যায় ততই তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। আর আদেশ যত পালন করা যায় তত তাহা বুঝিতে সহজ হয়। ক্রমে [illegible] আদেশ বিনা লোকে আপনি বুঝিতে পারে। সামান্য ক্ষুদ্র একটি শব্দও তখন স্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হয়। কোন স্থিরভাবে সেই লোক রাখিয়া পাঁচ সাতটী আদেশ অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে চলিতে চলিতে ক্রমে সকলই পরিষ্কার হইয়া যায়। যাহারা ইঙ্গিত বুঝিয়া সেইরূপ কাজ করিতে থাকে তাহারা অবশেষে সমুদয় উজ্জ্বল দিবালোকের মত দেখিতে পায়। কার্য্য সেইরূপ না করিলে আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কালকার জন্য ভাবা উচিত [illegible] কাজে সেই প্রকার করিয়া চলিতেছে তাহারা বাঁচিবে আর বুঝে। আর যাহারা কাজে করে না তাহারা বুঝিতেও পারে না।

প্র। স্বার্থ এবং কর্ত্তব্য এই দুই কি এরূপ বিরুদ্ধ যে, তাহাদের পরস্পরের সহিত কদাচ মিল হয় না?

উ। যাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধির লোক, তাঁহারা কোন কার্য্য করিতে উচিত বলিয়া করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করাও (Subjective) আত্মজাত-জ্ঞান। আদেশ ব্যতীত (Objective). বিষয়সম্ভূত জ্ঞান হয় না, সুতরাং ধর্ম্মও হয় না। যে স্থানে আদেশ সে স্থানে আর স্বার্থ নাই। শরীর প্রতিপালন এবং আত্মীয় সেবা যতদিন আদেশ বুঝিয়া না করিতেছি, ততদিন উহা স্বার্থ সম্বন্ধ বর্জ্জিত

নহে। আদেশ বলিয়া করিলে আর তাহাতে স্বার্থ থাকে না। এইরূপে যথার্থ সাধকে আদেশ এবং স্বার্থ এই দুইয়ের মিল হইয়া যায়। কোন কার্য্যে স্বার্থ আছে কি না তাহা দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না, ইহাই জানিবার বিষয়—জানিয়া কার্য্য করা। ভেবে বুঝে নিয়ে আদেশ জানা, ইহা আদেশ মতের বিরুদ্ধ। শাদা এবং কাল ইহার প্রভেদ যেমন দৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে জানা যায় না, আদেশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার। আদেশ কি না তাহা আর অন্য কি প্রকারে বুঝিবে? আমাদিগের লোকভয় আছে, সুতরাং আমাদের প্রায় সকলের অভ্যাস, বিবেচনা দ্বারা স্থির করিয়া কার্য্য করে। আমাদের নিয়ম যাহাতে পাঁচ জনের উপকার হয়, দেশের হিতসাধন হয় তাহাই করা। কিন্তু ফলাফলবাদী ও বিবেকবাদী এই দুইয়ের ভয়ানক বিরোধ। উপকার বলে কাজ করা আমাদের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। সাধারণের পক্ষে যাহা উচিত আমার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নাও হইতে পারে। আমার সম্বন্ধে যাহা আদেশ আমার তাহাই কেবল কর্ত্তব্য তদ্ভিন্ন আমার কর্ত্তব্য নাই। সাধারণের ভাত খাওয়া উচিত, কিন্তু জ্বর হইলে ভাত খাওয়া উচিত নয়। যদি শরীর সম্বন্ধেই নিয়ম ভিন্ন প্রকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে আত্মার সম্বন্ধে নিয়ম কত ভিন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা উপকারক তাহাই আদেশ কি না, তাহা কে জানে? উপকার অধর্ম্ম হইতে পারে, অপকারও ধর্ম্ম হইতে পারে। ক্রাইষ্ট যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তজ্জন্য শত শত লোকের প্রাণ গেল। তাঁহার সেই শিক্ষা অনুচিত কার্য্য কে বলিতে পারে? পৈতা ফেলাতে এই বঙ্গদেশে কত মাতার চক্ষের জল নিপতিত হইয়াছে, কতজন শোক

ও দুঃখ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে, তাই বলিয়া কি জাতিভেদের চিহ্ন ধারণ পাপ বলিতে হইবে না? প্রকৃত কথা এই, উপকারতত্ত্ব বুঝিতে পারে এমন একটা লোকও পৃথিবীতে নাই। ধর্ম্ম প্রচার করিলে উপকার হয় কি না, তাহা কে জানে? উপদেশেও কত প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, মস্তকের উপর ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন করিতেছে, কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, এমন সময় আদেশ পাওয়া যায় না, সে কি কষ্টের অবস্থা। যাহারা আদেশ মানে, মেনে মেনে তাহাদের আরও বিপদে পতিত হইতে হয়। কেন না তাহাদের পক্ষে আদেশ না পাওয়া বড়ই সঙ্কটের কথা।

প্র। জীবনের অতি সামান্য সামান্য কার্য্যেও কি আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উ। আদেশের ভূমি সীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাহিরের কার্য্যে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। যেমন দুই প্রহর হইতে চারিটার মধ্যে খাওয়া না খাওয়া আদেশের বাহিরে। যে সমুদয় কার্য্যের উপরে পরকাল নির্ভর করে তাহাতেই আদেশ, তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে আদেশ নাই। কেরাণীদিগের কলম কাটা গবর্ণরজেনারেলের আদেশ নহে। রাজাধিরাজের রাজ্যেও তদ্রূপ নিয়ম। যে সমস্ত কার্য্যের উপর পরকাল নির্ভর করে, যাহার সম্বন্ধ পরকালের সঙ্গে, তদ্বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলাফল দেখিয়া কার্য্য করিলে বিবেক থাকে না। আদেশবাদীর মত বড় ভয়ানক, কেন না আদেশের হেতু নাই। যেখানে বুঝান যায় তথায় ফলবাদ। শিক্ষাটী এরূপ খাঁটি হওয়া চাই যে, কেবল সত্য ও তাঁহার আদেশ জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

বাস্তবিক কথা এই, ফল দেখে আদেশের কার্য্য কি না, তাহা বলা যায় না। সত্য কথা কহিব কেন? ইহার হেতু নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন আদেশের মত আসিয়া বড়ই অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা আদেশের মতের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা বাস্তবিক বুদ্ধিবাদী। সত্য কথা বলা, শত্রুকে ক্ষমা করা, ইহার প্রত্যেক মত বাহুল্যরূপে অবলম্বিত হইলে আপাততঃ অনেক অনিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক বিবেকের মত, ফল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিবেকের কাছে অর্থ বুঝিয়া লইতে যাওয়া তাহার অপমান। প্রচারক হওয়া, পরিবার ঈশ্বরের হাতে রাখা, এই সকলের হেতু বুদ্ধিবাদীরাই অন্বেষণ করিয়া থাকে।

বিবেকের পথে চলা বড় কঠিন। অনিষ্ট দেখিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আদেশ বুঝিতে যাওয়া আর আলোক ঈশ্বরের হস্ত হইতে নিজ হস্তে লওয়া এক কথা।

প্র। আদেশে আদেশে বিবাদ হইতে পারে কি না?

উ। কখনই নহে। যেরূপ উদ্ভিজ্জবিদ্যা ও কিমিতি বিদ্যায় কখন বিবাদ হইতে পারে না, প্রকৃত আদেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রকৃত আদেশ হইলে সর্ব্ব জাতীয় লোকের মত এক হইয়া যায়।

আবার দলের প্রভাবে দলস্থ পরস্পরের নিকট আদেশ প্রকাশিত হয়। জাতিভেদ বিনষ্ট করিবার জন্য পঁচিশটী লোক চেষ্টা করিলে তাহাদের পরস্পরের দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সেই দলস্থ সকলেই আদেশ পাইবে। সামাজিক বিবেক এই প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতেই দেশাচার সৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্য দশ জনে যাহা করে তাহা করা, কিম্বা ইনি করিতেছেন, সুতরাং ইহা

বিবেকের আদেশ এরূপ মানিয়া লওয়া বড়ই অনিষ্টকর। সামাজিক কার্য্য সম্বন্ধে সমাজ পরিচালকের বিবেকের সহিত সকলের বিবেক একীভূত করিয়া লওয়া উচিত। চেষ্টা করিলে স্বভাবতঃই এরূপ মিল হইয়া যায়। এই প্রকারে বহিঃস্থ বিবেক (সমাজ পরিচালকের বিবেক) এবং অন্তরস্থ বিবেক এক হইয়া যায়।

বিবেক ও আদেশ।

বৃহস্পতিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০০ শক; ১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। বিবেক ও আদেশের প্রকৃত তত্ত্ব কি?

উত্তর। পৃথিবী ফলবাদী। আমাদিগের মধ্যে যত কথা হয় তাহাতে দেখা যায়, সকলেই ফলবাদী। অমুক কার্য্য করিলে লোকের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে আদিষ্ট হন অথচ আদেশ মানেন না। আদেশ আর কিছুই নয়, একটা আলো বরাবর মানুষের জীবনে আসিতেছে। প্রার্থনা যেমন একটা নিয়ম—কার্য্যকারণবৎ অবস্থিত—যেমন মনের অবস্থা তদনুরূপ প্রার্থনা; আদেশ ঠিক সেইরূপ। প্রার্থনাতে চাওয়া এবং পাওয়া কিছুই নয়। কারণ দিনের মধ্যে একটা মাত্র প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পঁচিশটা চল্লিশটা প্রার্থনা হইতেছে এবং তাহার ফল হইতেছে। আদেশ প্রত্যাদেশ এবং বিবেকও ঠিক এইরূপ। ক্রমাগত একটা আদেশের স্রোত আসিতেছে কেহ উহা ধরিতেছে, কেহ উহা ধরিতেছে না। মিথ্যা কথা বলা অনুচিত একজন মানিল না; একজন মিথ্যা বলা অনুচিত মানিল; আর একজন "তুমি মিথ্যা কথা বলিও না" এই অনুজ্ঞা মানিল। একজন মানিল না, একজন

উঠিত অনুচিত বলিয়া স্বীকার করিল, আর একজন ঠিক আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিল। ফলতঃ আদেশের স্রোত নাস্তিকের নিকটেও আইসে। স্রোত আসিতেছে। তাহারা ধন্য যাহারা এই স্রোতকে ধরিতে পারে। কেহ বেশী ধরিতে পারেন, কেহ অল্প ধরেন, তাঁহারাই অধিকতর ধন্য হয়েন, যাঁহারা অধিক ধরিতে পারেন। সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনাগুলি আদেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেমন কোন সময়ে পরিবার মধ্যে কেহ সঙ্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। মনে আসিল "ঐ বাড়ীতে যা, ঔষধ পাইবি"। সেখানে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া একজন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি যে ঔষধ দিলেন, তাহাতে আরোগ্য হইল। হয় ত জীবনে একবার এইরূপ ঘটিল, আর ছয় বৎসর কিছুই হইল না। বিপদে আদেশ বুঝিতে পারিলে, কিন্তু সম্পদে বুঝিতে পারিলে না। কিন্তু জানিও অসামান্য বিষয়ে যেমন আদেশ আইসে, সামান্য বিষয়েও তেমনি আদেশ হইয়া থাকে। যেগুলি আসিয়াছে অথচ ধরিতে পার নাই সেইগুলি সামান্য। একটী অসাধারণ ঘটনায় যেমন আদেশ বুঝিলে, প্রতি দিনের সাধারণ ঘটনাতেও তেমনি আদেশ বুঝা যাইতে পারে। অন্ন সম্মুখে আসিল। কে অন্ন আনিলেন? ঈশ্বর আনিলেন। কে সেই অন্ন খাইতে বলিলেন? ঈশ্বর খাইতে বলিলেন। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে, তাহার অন্ন দেখিয়া অশ্রুপাত হয়। এখানে আদেশ কি না "খাও"; যে ব্যক্তির চিত্ত প্রস্তুত সে প্রতিদিনই এইরূপ আদেশ শুনিতে পায়। আদেশ জ্ঞান সদ্বুদ্ধি নিয়ত আসিতেছে কেহ ধরিতেছে না, কেহ কখন কখন ধরিতেছে না, কেহ বা সকল সময়ে ধরিতেছে।

প্র। যদি আদেশ সর্ব্বদা হইল, তবে অধিকাংশ লোকে ধরিতে পারে না কেন?

উ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রায় সকল লোকেই ফলবাদী। কোন একটী ঘটনাতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুজ্ঞা আছে কেহ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ যোগ অনেকে মানিতে চায় না। এজন্য তাহারা বিবেককে একটী বৃত্তি বলে, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী বলে না। যে ব্যক্তি ফলবাদী নহে, ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যাহার অভিলাষ, সে ব্যক্তি সাংসারিক প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে ঈশ্বরের বাণীর যোগ সাধন করে। আদেশবাদ ফলবাদে প্রভেদ এই, ফলবাদীরা সমুদয় ঘটনা সমুদয় উপদেশ মনুষ্যের বলিয়া আপনার হিসাবে জমা করে, আর যাঁহারা আদেশবাদী তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের হাত দেখেন, সাধন ভজন যত কিছু সকলই ঈশ্বরের হিসাবে জমা দেন। মনে কর মনটা শুষ্ক হইয়াছে, এ সময়ে মনে আসিল ঐ মৃদঙ্গটী বাজা না, মন ভাল হইবে। মনে খট্‌কা হইল, আবার মনে হইল বাজা না। যে ব্যক্তি বাজান উচিত বলিয়া গেল, সে উহাতে উপকার পাইল, মনে ভাব হইল এবং সেই উপকারের প্রত্যাশায় অন্য সময়েও ঐরূপ করিল, অথচ পাইল না। যিনি উহাকে যথার্থ ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মানিলেন, তিনি ঈশ্বর বলিলেন বলিয়া বাজাইলেন। তিনি উহাতে ফল চান না; কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিতে চান। অতি সামান্য ব্যাপার, যেমন বাড়ীর বাহির হইয়া মনে আন্দোলন হইল ডাইনে যাই কি বামে যাই। এখানেও বিশ্বাসী আদেশ শুনিতে পায়। একটী ফুল দেখিলাম, আদেশ হইল "ফুল ছিঁড়িয়া নেনা।" ফুলটী লইলাম, এক ফুল সহস্র মুদ্রা লাভের

সমান হইল। এখানে বিতর্ক আইসে না এ ফুল কোথাকার ফুল। কেন না যাঁহার ফুল তাঁহারই আদেশে গ্রহণ করিলাম। বড় বড় বিষয়ে সামান্য লোকেও আদেশ বুঝিতে পারে, বড় বড় ঘটনা নাস্তি-কের নিকটেও দৈবঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারে সে যথার্থ আদেশবাদী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

সাধু-দর্শন।

রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক; ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সাধুদিগকে দর্শন করিতে হইলে কিরূপ সাধন আবশ্যক?

উত্তর। ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধুদিগকে দেখান, ইহা বিশ্বাস না করিলে সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত আছেন তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ দৃঢ় হইলে ভালবাসার যোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুরা অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলা উচিত নহে, বিদেশী বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের হ্রাস কিম্বা ইহা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট

এবং পরকে আপনার করে। সক্রেটিস্ মুসা, ঈশা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়া ভালবাসিব। এই ভালবাসা এক দিনে হয় না। যতই তাঁহাদের সাধুগুণ দেখিব এবং তাঁহাদের মুখ বিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব ততই তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইব। তাঁহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ (২) প্রেমের যোগ (৩) এবং চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন, ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ তাঁহাদের সদৃশ হইলে হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। কেবল ঈশা, ঈশা বলিলে হইবে না; কিন্তু ঈশার সঙ্গে এক হইতে হইবে। কোন সাধু সর্ব্বব্যাপী অথবা অনন্তকালের লোক নহেন, সুতরাং সাধুকে দেশ কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম চরিত্রে তাঁহারা নিকট। তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।

প্র। অন্যান্য ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল সত্য আছে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি?

উ। সত্য জানিবার জন্য যত নিয়ম আছে সমস্ত অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যেও কত অসত্য রহিয়াছে। সত্য বাছিয়া লওয়া সহজ নহে। কখন সহজ হয়? যখন মানুষ আপনার উপর নির্ভর না করিয়া যে দিকে সত্যের স্রোত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মনুষ্যের জ্ঞান এই দুইয়ের ঐক্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, আমি বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই দুই অদ্বৈত হয় ততক্ষণ অন্যের কিম্বা নিজের মতে সত্য নির্ণয় করা উচিত নহে। মানুষের দেখিবার

শক্তি আছে; কিন্তু সে যদি সূর্য্যের দিকে বিমুখ হইয়া বসে তাহা হইলে কিরূপে দেখিবে? সত্য ধারণ করিবার জন্য মনকে একটী বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে। আমি ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে একমাত্র গুরু করিয়া নিরপেক্ষ, উদারচিত্ত, প্রার্থনাশীল হইয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়। বুদ্ধি-তরীর হাল ঈশ্বরের হস্তে দিতে হইবে। আপনি নেতা হইব না, কেন না সত্যের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে সর্ব্বদা সত্য অবধারণ করা উচিত।

বেলঘরিয়া তপোবন।

একপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

নববিধানের গূঢ়তত্ত্ব।

মঙ্গলবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০২ শক; ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

(১) নববিধানের মা পালনীশক্তি, অসুরনাশিনী, সন্তানপোষিণী। হিন্দু-বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন।

(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি। বিষয়কে (Object) বিষয়ী (Subject) করা একপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের বিশেষ সাধন। মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্তু মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব

অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব। পিতা হইয়া তিনি সখা, মাতা হইয়া তিনি সখী, পাপীর বন্ধু। মহাপাপীর মনেও ব্রহ্মখণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বলিতেন। ঈশা জানিতেন মনুষ্যত্ব ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গে, শিষ্যবর্গ খ্রীষ্টে, সকলে ঈশ্বরেতে, সেণ্ট পল এই সত্য ধরিয়াছিলেন। প্রাণের ভিতরে প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ হয়। ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্বে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। আমি তাঁহার হাত ধরিয়াছি, আমি তিনি হইয়াছি, এ এক শাস্ত্র। একটী বৈষ্ণবগণের, একটী অদ্বৈতবাদীর শাস্ত্র। তিনি আমার হাত ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক শাস্ত্র। নববিধানের শাস্ত্র এই। আমরা সাধুত্ব (goodness) অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরত্ব (Godliness) অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব।

(৩) "হরি" এবং "মা" এই যে পিতা ও মাতা উভয়কে বুকের রক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাঁহাকে দেখিবেন। ইহাই উন্মত্ততার ভাব।

(৪) ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দুঃখী-দিগকে দিবেন, দাতার কার্য্য কেবল জগৎকে ব্রহ্মধন বিতরণ।

(৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের নিকট শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তেরা কেবল মাকে ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন।

(৬) অদ্বৈতবাদে তিনি আমি—ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি আমাতে।

(৭) জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মবান্ হওয়া, সে ধার্ম্মিক কি সুখী হইতে চাহিবে না।

(৮) ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, একজন অবতার হইলেই বিপদ।

(৯) খ্রীষ্টের স্বর্গ, চৈতন্যের স্বর্গ—আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের স্বর্গ—স্বর্গের স্বর্গ।

(১০) এদেশে অশ্বমেধ, মহম্মদের অশ্ব, জয়দ্যোতক। এই জয়ের ভাব সমাজে প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং সঙ্কীর্ত্তন আরও যাহাতে উৎসাহোদ্দীপক হয় তাহা করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট।

প্রত্যক্ষ যোগ।

শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯২ শক ; ২২শে এপ্রেল, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

সঙ্গত সভার দুই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া তৃতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান শিক্ষা হয় ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তি, বিশ্বাস ও ঈশ্বরের করুণা আলোচিত হয় ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় আলোচনা ও শিক্ষা করিতে হইতেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ যোগ সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা এক প্রকার করুণাময় পিতার প্রতিনিধি হইয়া এতদিন আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, আমাদিগকে প্রস্তুত করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা এখন আমাদিগের নিকট হইতে দূরস্থ হইয়া পড়িতেছেন। আর বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবার যো নাই, করিলেও চলিবে না। বস্তুতঃ যতদিন না আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে সত্য সকল লাভ করিতে পারি, ততদিন আমাদিগের চির শান্তি ও পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। আপ্তবাক্য (Revelation) কোন মনুষ্য কিম্বা পুস্তকেতে নাই, প্রত্যেককে স্বীয় জীবনে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে হইবে।

সত্য লাভের দুইটী উপায়, একটী নিকৃষ্ট ও অন্যটী উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্ট উপায় সাধুলোকদিগের মুখ হইতে ঈশ্বরের সত্য লাভ করা,

ইহাতে কিছুকালের জন্য সাধনের সাহায্য হয়। উৎকৃষ্ট উপায় সাধু-লোকদিগের উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া, স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই শান্তি পবিত্রতা ও পরিত্রাণ লাভ হয়। এত দিন ইহা পাই নাই, কেন না অন্যের বস্তু হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছি। আমরা মনুষ্য প্রদত্ত কত সত্য শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু দুই একটী সত্যও আপনার অনন্ত জীবনের সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি কি না সন্দেহ। ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান বিষয়ে গভীর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইলে অভ্রান্ত সত্য লাভ করা যায়, কোন অবস্থায় তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে।

ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ সংস্থাপন করিবার উপায় কি? আমরা যদি আপনাপন জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, প্রথমে আমাদিগের চারিদিকে কেবল ঘোর অন্ধকার ছিল, কিন্তু এক এক সময়ে ঈশ্বর এমন এক একটী আলোক দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব পতিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেকের আপনাপন জীবনে দেখিবার কথা। প্রত্যেকে আপনার জীবনে যে এই একটু আস্বাদ পাইয়াছেন, এইটুকু অবলম্বন। জীবনের নানা অবস্থার মধ্যে ইহা স্মরণ করিলে শান্তি লাভ করা যায়। ইহা জীবনে এমত একটী দাগ দিয়া যায় যে তাহা সহজে ভুলা যায় না। এইটী অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং ক্রমে ইহা প্রশস্ত করিয়া সমুদয় জীবনে ব্যাপ্ত করিতে হইবে।

প্রত্যেকের জীবনেই ঈশ্বর এক একটী বিশেষ ঘটনা দ্বারা আপনার সহিত বিশেষ যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা না হইলে আমরা বিশ্বাসের ভূমি পাইতাম না। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত মহারত্ন

আমরা হৃদয়ে বদ্ধ রাখিতে পারি না, সামান্য বস্তুর ন্যায় আমরা তাহার অপব্যবহার করি; এই জন্য তাহা আমাদিগের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া শান্তি পবিত্রতা ও পরিত্রাণ বিধান করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য এই যে তিনি জীবনে ঈশ্বরের সহিত গভীর যোগ নিবদ্ধ করিয়া দিয়া প্রত্যেককে সকল অবস্থায় সংরক্ষণ করিবেন। আমরা যেন এই ভাব হৃদয়ে রক্ষা করিয়া নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। সঙ্গত সভার সমুদয় কার্য্যপ্রণালী মুখস্থ রাখিলেও কোন ফল দর্শিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিয়া যে সত্য লাভ করিব, তাহা চিরজীবনের সহায় হইয়া মুক্তি বিধান করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ শক্তি।

শুক্রবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৭৯২ শক; ২৯শে এপ্রেল, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে প্রকার আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ কি। কিন্তু ক্ষণিক উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব?

উত্তর। ব্রাহ্মসমাজের সাময়িক অনেক ঘটনায় আমরা সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে যত্ন করি নাই বলিয়া, আমাদের জীবন যেমন তেমনই থাকিয়াছে। আমরা ঈশ্বরকে মৃতভাবে দেখিয়া থাকি; তিনি পরিত্রাণ দেন দিবেন; কিন্তু তাঁহার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করি না। বর্ত্তমান

ঘটনায় আমাদিগের সচেতন হওয়া উচিত। দাতা ব্যক্তি হাতে তুলিয়
দিতেছেন দেখিলে তাঁহার দয়ার উপর কি আর সংশয় থাকিতে
পারে? দয়াময় পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ও করুণা কি দেখি
না? ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ শক্তি শুনিয়া আসিয়াছি, এখন কি তাহ
প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের পরিত্রাণের পথ বলিয়া অবলম্বন করিব না
ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার জন্য তাঁহার প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য মুক্তিপ্র
ক্ষমতার মধ্যে আমাদিগকে আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা অনুভব করিে
কি সামান্য আশা, শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়? ইংলণ্ডী
একটী রমণী লিখিয়াছেন, To me salvation comes from th
Eastern shore, "পূর্ব্ব দেশ হইতে আমার পরিত্রাণ আসিতেছে"
আমরাও কি এইরূপ কথা আরও দৃঢ়তররূপে বলিতে পারিব না?

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সকল ঘটনা আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত
আমরা প্রত্যেকে এইরূপ চক্ষে না দেখিলে জীবনের কোন উপকা
লাভ হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ একটী দ্বার স্বরূপ, ঈশ্বর তাহার মধ
দিয়া অবিশ্রান্ত করুণা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া আমার জীবনে
প্লাবিত করিতেছেন, ইহা বলিতে না পারিলে আমার পক্ষে তাঁহা
সকল দান বৃথা হইল।

আমরা অনেক সময় শুষ্কতা ও অবিশ্বাসের জন্য খেদ করি, কি
স্বচক্ষে আমরা যাহা দেখি তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা
গূঢ় মর্ম্ম কি অবধারণ করিতে চেষ্টা করি? ঈশ্বরের করুণা কি
আমাদিগের স্মরণে থাকে? ভয়ানক পাপীও এত আশ্চর্য্য ব্যাপা
অনুভব করিলে পরিত্রাণ লাভ করে। আমাদিগের বারম্বার পত
কেবল করুণাময় পরমেশ্বরের করুণার প্রতি অবিশ্বাসের ফল।

নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিয়া যেন আমরা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে অভ্যাস করি।

১—ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ সাধনের নিমিত্ত বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিতেছেন, সুতরাং ইহার সহিত আমার জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ আছে বিশ্বাস করা।

২—প্রত্যেকে ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ হস্ত দ্বারা নীত হইয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইয়াছি, তাহা বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করা।

৩—আমার ন্যায় অন্য ভ্রাতাও ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও স্নেহ, দয়া ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করা।

সংসারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

শুক্রবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক, ২৭শে মে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। সংসারের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলা উচিত?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগীর ধর্ম্ম নহে, ইহার সহিত সংসারের বিশেষ যোগ। ঈশ্বর যেরূপ প্রেমপূর্ণ হইয়া শান্ত ভাবে জগতের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার ভাবের অনুকরণ করিয়া আমাদিগকে সংসারের কার্য্য করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে চলিতে হয়; যদি আমরা অসহিষ্ণু, অধৈর্য্য ও ক্রোধন-স্বভাব হই, প্রতিক্ষণে আমাদিগকে অশান্তি ও গ্লানি ভোগ করিতে হইবে এবং তাহাতে আমাদিগের ধর্ম্মসাধনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট

হইতে পারে। অতএব ধৈর্য্য, ক্ষমতা সর্ব্বক্ষণ অবলম্বন করা চাই। যদি কোন অধীনস্থ ব্যক্তি কর্ত্তব্য সাধনে শৈথিল্য করে তাহার প্রতি ন্যায্য ভর্ৎসনা ও দৃঢ়তা প্রকাশ আবশ্যক, কিন্তু ক্রোধ যেন সে ভাবের কারণ না হয়। যে সকল স্থলে লোকের অত্যাচার অনিবার্য্য, অন্ততঃ সেখানে "ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য" ইহা স্মরণ করিয়া অত্যাচারীকে মহত্ত্বের সহিত ক্ষমা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের বড় বড় কার্য্যের সময় কেবল এই ভাব দেখাইলে হইবে না; জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যও ধর্ম্ম-কার্য্য এবং তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ এইটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকল সময় ক্ষমাপর হইতে হইবে। অত্যাচারের সময় আমরা পিতার নিকট মনের দুঃখ জানাইব এবং তিনি আমাদিগের মনকে শিক্ষিত ও দৃঢ় করিবার জন্য তাহা প্রেরণ করিতেছেন বুঝিয়া তদ্দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টা করিব। কত সাধু ব্যক্তি পরিবারের কলহ ও আত্মীয়গণের শত্রুতার মধ্যে ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্য এই সংসারে বিশ্বাসী ও ভক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিলে যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-লোকবাসী মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছেন বোধ হয়।

যদি কোন কর্ম্মস্থানে পৃথিবীর প্রভুর আদেশ ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধ বোধ হয়, সেখানে প্রভুর সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া কখন ঈশ্বরের অবমাননা করিতে পারি না। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য মনুষ্যকে দিব, কিন্তু ঈশ্বরের প্রাপ্য হইতে ঈশ্বরকে বঞ্চিত করা পাপ। ঈশ্বরের আদেশ সত্য—অবশ্যই আছে। তাহা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে না, শান্ত হইয়া শুনিতে হইবে। যেমন আলোক আছে নিশ্চয়, আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই। তবে আমাদের

কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ নাই ভাবিয়া কেন আমরা সকলই আকস্মিক ঘটনা মনে করি, আমরা যে সংসারের কার্য্য করিতেছি, প্রভুর সেবা করিতেছি, সেও কেবল তাঁহার আদেশ।

যখন ঈশ্বরের আদেশের সহিত আপনার ইচ্ছা অথবা বন্ধুদিগের অনুরোধ মিলে না, তখন আপনার ইচ্ছা ও বন্ধুগণের মধুর প্ররোচনা পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। পৌত্তলিকতা বা পাপের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া সুবিধা অন্বেষণ করা বা বন্ধুদিগের অন্যায় সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করা ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নয়। যদি ঈশ্বরকে চাই, তবে সংসার সম্পর্কে সকল প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সংসারের সহিত যোগ রাখিতে হইলে সম্পদ বিপদ এই দুইটী অবস্থা আসিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেই। বিপদ যদি ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে সম্পদ তদপেক্ষা কখনই ন্যূন নহে। এই দুইটীর কোনটীতে অভিভূত না হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। পাছে এই বিপদে পড়ি, পাছে এই সম্পদ হারাই এই বলিয়া ধর্ম্মসাধনে কুণ্ঠিত হওয়া অবিশ্বাসীর কার্য্য। বিশ্বাসী ভক্ত জীবনের সকল অবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন এবং সকলের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ জানিয়া সরল ভাবে তাঁহার আদেশ পালনে সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম-সমর্পণ করেন। ঈশ্বরকে লইয়াই তাঁহার সম্পদ, ঈশ্বরের বিচ্ছেদই তাঁহার বিপদ।

সংসারের সহিত ধর্ম্মের দৃঢ় যোগ রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল ঃ—

১। জীবনের কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের যোগ হৃদয়ঙ্গম করিয়া

প্রতিদিন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বল ও সাহায্য প্রার্থনা এবং উপাসনা দ্বারা শান্ত চিত্ত হইয়া ও তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

২। সংসারের কার্য্যের সময় তাঁহার সহিত যোগের ভাব স্মরণ রাখিয়া তাঁহার কার্য্য সাধন করা। সংসারকে শিক্ষা ও পরীক্ষাস্থল জানিয়া ধৈর্য্য ও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মোন্নতির চেষ্টা করা।

৩। ভ্রাতাদিগের প্রতি রাগ দ্বেষ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি ধারণ করিলে নিজেরই সর্ব্বনাশ জানিয়া সতর্ক থাকা।

৪। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য তাহার অধিক তাহাকে দিয়া ঈশ্বরকে বঞ্চিত না করা।

৫। ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে সন্ধিবন্ধন করিলে চলিবে না। সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেই হইবে।

৬। কর্ত্তব্য ও ন্যায়কে অস্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ ও ভক্তির সহিত সম্মিলিত করা এবং ভক্তের ভাবে সকল সময়ে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকা।

৭। সম্পদ বিপদ ঈশ্বর-প্রেরিত জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা।

৮। প্রতিদিনের কার্য্য শেষ হইলে আত্মানুসন্ধানপূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

রিপু দমনের উপায়।

শুক্রবার, ১১ই আষাঢ়, ১৭৯২ শক ; ২৪শে জুন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। রিপু দমনের উপায় কি ?

উত্তর। আমরা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে রিপু বলিয়া থাকি ; কিন্তু তাহারা যে স্বতন্ত্র হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ন্যায় আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে তাহা নহে। আমারই অন্তরে বিষয়-বিশেষ অবস্থা-বিশেষের উত্তেজনায় কাম-ক্রোধ-রূপ-ভাবের উদয় হয়। বস্তুতঃ কাম ক্রোধ ভিন্ন পদার্থ নহে, আমার অন্তঃকরণের অন্যতর রূপ মাত্র। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সংসারাসক্তিকে কাম ক্রোধাদি রিপু বলা কর্ত্তব্য। রিপু অর্থ যাহা ধর্ম্মের বিরোধী। অনেকে মনে করেন যে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব এই সমুদয় সংসার বাস্তবিক প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ সকলকে সংসার বলেন নাই ; তাঁহারা ঈশ্বরবিচ্যুতিকে সংসার বলিয়াছেন। মনুষ্য যখন ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল আপনার সুখের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করে, তখনই তাহাকে সংসারী বলিয়া উল্লেখ করা যায় ; তখন ঈশ্বর-বিচ্যুতি-রূপ-অধর্ম্মকেই উল্লেখ করা হয়, সুতরাং সংসারাসক্তিই প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যের রিপু। সাংসারিক নিয়মে গণনা করিয়া দেখিলেও অধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মজনিত সুখ পরিমাণে অধিক। মনুষ্য সুখের জন্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সংসারাসক্ত হয়, ইন্দ্রিয় ও সংসার মনুষ্যকে সুখ দানও করিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও সংসার-প্রদত্ত-সুখ নির্ম্মল সুখ নহে, তাহা বিষময় দুঃখ-মিশ্রিত সুখ। রিপুসেবা করিয়া সুখ পাইলাম, তাহার কিছুকাল পরে আবার সেই

কার্য্যের জন্যই ভয়ানক মনস্তাপ সহ্য করিতে হয়, ইহা প্রত্যেকের জীবনেই সংঘটিত হইতেছে। তবে কেন মনুষ্য এই বিষপূর্ণ সুখের জন্য লালায়িত হয়? ইহার উত্তরস্থলে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, যেমন কণ্টক দ্বারা উষ্ট্রের মুখ ক্ষত বিক্ষত হইলেও উষ্ট্র কণ্টক খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে, তদ্রূপ মনুষ্য রিপু দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইলেও রিপুসেবাকে অত্যন্ত প্রিয়কার্য্য বলিয়া মনে করে। মনুষ্য চিরদিন রিপুসেবা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিল না, বরং অসহ্য মনস্তাপ সহ্য করিতে করিতে জীবন দুঃখময় হইয়া রহিয়াছে। রিপুসেবা করিয়া যে সুখ হয় তাহা দুঃখ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ ইহাতে দৃঢ় প্রত্যয় হইলে রিপু দমনের প্রথম উপায় অবলম্বন করা হয়। সামান্যতঃ রিপু দমন অর্থ আপনাকে ইন্দ্রিয় ও সুখ হইতে বঞ্চিত করা। ইহা এক প্রকার আত্মহত্যা করা। এ ভ্রান্ত উপদেশ কখনই কার্য্যকর ও উপকারী হইতে পারে না। আপনাকে নীচ সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া উচ্চসুখে আসক্ত করিতে পারিলেই রিপু দমন সম্ভব এবং তাহা সহজ হয়। প্রবৃত্তি দ্বারাই প্রবৃত্তি পরাজয় করিতে হয়। রিপু-সেবা জনিত আনন্দের পরিবর্ত্তে যদি অন্য আনন্দ পাওয়া না যায়, তবে কখনই রিপুসেবা ত্যাগ করা যাইবে না। ধর্ম্মের আনন্দ নির্ম্মল আনন্দ; সে আনন্দের পরিণাম দুঃখ মনস্তাপ নহে, এজন্যই তাহা নির্ম্মল আনন্দ। উপাসনা, ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের নির্ম্মল আনন্দ লাভ করা যায়। এ আনন্দ কল্পনা নহে, ছায়া নহে, ইহা বাস্তবিক, পরম সত্য। এ আনন্দ উপলব্ধ হয়, স্পর্শ করা যায়। ধর্ম্মের আনন্দকে পরম সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইলে মনুষ্য আর রিপুসেবা দ্বারা আনন্দ লাভের প্রত্যাশা করে না। ধর্ম্ম-জনিত-সুখ

আমরা পাই, কিন্তু আমরা যে বাস্তবিক প্রকৃত সুখ পাইয়াছিলাম সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। সেই সন্দিগ্ধ মনে উপাসনা করিয়া সন্দেহই প্রবল হয়, তখন ধর্ম্ম-জনিত-সুখ একবারে মিথ্যা বোধ হয়। কিছুদিন পাপ্প ভোগ করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় অনেকটা উজ্জ্বল ভক্তি, উৎসাহ, আনন্দে উন্নত হই, কিন্তু আবার সংসারের প্রলোভনের সম্মুখে বিশ্বাস অটল রাখিতে না পারিয়া সে উৎসাহ আনন্দ কল্পনা বলিয়া স্থির করি। রোগের মুখে মিছরি তিক্ত লাগিলেও তাহা স্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট বলা যায়, সেইরূপ পাপের মুখে ধর্ম্মের সুখ তিক্ত বোধ হইলেও তাহা বাস্তবিক মিষ্ট স্বীকার করিতে পারিলে পাপ ত্যাগের সুবিধা হয়।

পাপ কেবল আক্রমণ করে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে একটী কুমন্ত্রণা দিয়া অধিক সর্ব্বনাশ করে। এই কুমন্ত্রণার প্রতি চোক কাণ বুজিয়া পাপকে বলিতে হইবে—এতকাল হাড় মাটী করিলে, আর কেন, তোমার কথা আর শুনিতে চাহি না। আর সেই সময়ে আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া কার্য্যেতে হৃদয়ে ঈশ্বরের ক্রোড় দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের আনন্দকে কল্পনা মনে করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি কোন দিন উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা আনন্দ লাভ করেন নাই? যদি আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন তবে সে আনন্দকে অসত্য ছায়ামাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হয় কেন? যাহা পাইলাম, ভোগ করিলাম তাহা কখন অসত্য হইতে পারে? আমি প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আমাদের কিছু উপকার হইয়াছে কি না? আমরা পূর্ব্বেও যেমন জঘন্য অপবিত্র ছিলাম এখনও সেই জঘন্য

অপবিত্র আছি, না পাপ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে? আমরা কি দেখিতেছি না যে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া জগাই মাধাইর ন্যায় অনেক মহাপাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাঁহাদের জীবন এক্ষণে লোকের আদর্শ হইয়াছে? এ সকল ঘটনা কি কল্পনা মাত্র? কখনই না। যিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কিছুমাত্র উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টাতে হয় নাই, কেবল দয়াময় পিতার কৃপাতেই এ সমস্ত ঘটনা হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে আনিয়াছেন তাহাতেই আমরা ধর্ম্মের আস্বাদন ভোগ করিতেছি। দয়াময় পিতা অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিয়াছেন, আমরা তাহা লাভ করিয়া ভোগ করিতেছি। এখন যদি বলি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমার কিছু উপকার হয় নাই, তাহা হইলে কি অসত্য বলা হয় না, এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয় না? যাঁহারা দান পাইয়াও অস্বীকার করেন তাঁহারা কোন দিনই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, যদি রিপু দমন করিতে হয়, তবে দয়াময় পিতার দান স্পষ্টাক্ষরে সকলের নিকট অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং ধর্ম্মের আনন্দকে পরম সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে আর মনুষ্য রিপু দ্বারা আক্রান্ত হইবে না।

রিপু দমনের উপায়।

১—ধর্ম্মের আনন্দ উপভোগ দ্বারা অধর্ম্মের প্রলোভন পরাস্ত করা।

২—যাঁহারা ধর্ম্মের আনন্দ পাইয়াছেন অথচ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা আপন আপন জীবন আলোচনা

করিয়া তাহা সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন। তাহাতে তাঁহাদের মহৎ উপকার হইবে, এবং অন্যান্য ভ্রাতাদিগের মনে সমূহ আশার সঞ্চার হইবে।

৩—আপনার ন্যায় অন্য পাপী ভ্রাতার জীবনে ঈশ্বরের দান দর্শন করিয়া আশা বৃদ্ধি করা।

পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাপ। *

প্রশ্ন। খৃষ্টানেরা বলেন—পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যে পাপ তাহার ক্ষমা নাই। ইহার প্রকৃত ভাব কি?

উত্তর। পাপ মাত্রই অপবিত্রতা, সুতরাং এক ভাবে বলিতে গেলে যাহা কিছু পাপ করা যায় তাহাই পবিত্র স্বরূপের বিরোধী। কিন্তু খৃষ্টানেরা যে Holy Ghost বা পবিত্র স্বরূপ বলেন, তাহার অর্থ এই হইতে পারে যে, ঈশ্বর যে স্বরূপে পরিত্রাতারূপে পাপীর নিকটে বর্ত্তমান থাকেন, তাহাই পবিত্র স্বরূপ। তাঁহার উদ্দেশ্য যে পাপীকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিত্রাণ দিবেন, এবং সেই জন্য তিনি উপায় সকল বিধান করিতে থাকেন। কিন্তু পাপী যদি জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ না করে, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে, যাহাতে তিনি আত্মাতে বাস করিতে না পারেন সেই জন্য আত্মাতে পাপ ও জঘন্যতা আনিয়া তাহাকে দূরীভূত করিতে যায়, তাহা হইলে পবিত্র স্বরূপের প্রতি তাহার বিশেষ পাপ করা হয়। মনুষ্যের বিরুদ্ধে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি যে পাপাচরণ করি, তাহার অনেকটা

* তারিখ ছিল না।

কারণ থাকিতে পারে, যেহেতু মনুষ্যেরা অজ্ঞানতা বা অসৎ অভিসন্ধি বশতঃ কোন অন্যায়াচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধানের ইচ্ছা হয়, সুতরাং এরূপ পাপ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর যিনি দয়া ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, এবং অবিশ্রান্ত আমাদিগের চিরকল্যাণের জন্য আত্মাতে অধিষ্ঠিত, তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা আমাদিগের পক্ষে কত বড় অকারণ গুরুতর পাপ। তবে আমাদিগের পাপ যত গুরুতর হউক না, ঈশ্বরের অনন্ত দয়াকে পরাস্ত করিতে পারে না, এই জন্য আমরা তাঁহার কৃপাতে ক্ষমা পাই। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম ধরিতে গেলে আমরা যতদিন তাঁহার পবিত্র স্বরূপের বিরুদ্ধে পাপ করি, অর্থাৎ তিনি আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য যে উপায় করেন তাহা বিফল করিবার চেষ্টা করি, ততদিন আপনাদিগের পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। ইহাতেই এ পাপের ক্ষমা লাভ করা দুঃসাধ্য সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। এই ভাবটী দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য ঈশা বলিয়াছেন, "আমার বিরুদ্ধে যে পাপ করিবে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু পবিত্র স্বরূপের বিরুদ্ধে যে পাপ করে তাহার ক্ষমা নাই।"

ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপের বিরুদ্ধে একটী প্রধান পাপ কপটতা। তিনি একটী পাপ বাসনার হৃদয়ে দেখাইয়া দিতেছেন এবং বলিতেছেন "এই পাপটী তোমার পরিত্রাণের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া, আমার পবিত্র আলোক তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে দিতেছে না, এই ক্ষণেই ইহাকে দূরীভূত কর।" কিন্তু সেটী আমাদিগের বহুদিনের সংগৃহীত প্রিয় পাপ, জানি তাহা না ছাড়িলে উদ্ধার নাই, তবু তাহা ছাড়িতে চাহি না; নানা ছল করিয়া চাপিয়া রাখি। কার্য্যে এইরূপ

ঈশ্বরের অবাধ্যতাচরণ করিতেছি, কিন্তু কপট হৃদয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হয় ত কত ক্রন্দন করি; কত অনুতাপ, কত প্রার্থনা করি। সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর এ সকল কি দেখিতে পান না? এবং আমাদিগের অন্তরের গূঢ় কথা জানিতে পারেন না? কেন তাঁহাকে বারবার ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি? যত তাঁহাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করি, ততই আপনাদিগের পথে কণ্টক রোপণ করিতে থাকি। এই প্রকার পাপ শীঘ্র ছাড়ে না। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্ট ও সাক্ষাৎভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করি। চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি বাহিরের পাপ ইহার সহিত তুলনায় অতি সামান্য। অত্যন্ত সাধু বলিয়া আমরা যাঁহাদিগকে মানি, তাঁহাদিগেরও এইরূপ গূঢ় প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহা তাঁহারা জানেন। অন্যের নিকটে সরল ভাবে ব্যক্ত করিলে অন্যে হয় ত তাহা ক্ষুদ্র বা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবেন; অন্যের পক্ষে তাহা হয় ত পাপ না হইতে পারে; কিন্তু তিনি জানেন তাহাই তাঁহার পক্ষে মহাপাপ। মলিন বেশ পরিধান করিয়া উপাসনার সময় অধিক চক্ষের জল ফেলিতে পারিয়া, ইংরেজজাতির বিরুদ্ধে দুঃসাহস প্রকাশ করিয়া যে, অভিমান অহঙ্কারাদি পাপ সকল, সে সমস্ত এই অঙ্গের। এই সকল দ্বারা উপাসনা ও সাধুভাব সমুদয় বিফল হইয়া যায়। যিনি এই পাপ দুই দিনের জন্যও ছাড়িতে পারেন, তিনি তৎকালে স্বর্গের অবস্থা ভোগ করেন। অতএব ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মা হৃদয়ে বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ শুভ বুদ্ধি প্রেরণের চেষ্টা করেন, ন্যায় অন্যায় দেখাইয়া দেন, তৎপ্রতি কপটতাকে একটী গুরুতর পাপ বলিয়া জানা আবশ্যক।

ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস দ্বিতীয় মহাপাপ। তিনি আমাদিগের

জীবনে পরিত্রাতা বলিয়া বারবার প্রমাণ দিলেও আমরা অনাস্থা করি। স্বচক্ষে তাঁহার দয়ার কার্য্য দেখিয়াও অস্বীকার করি। ঈশ্বরের কৃপাতে যখন পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন এক দিকে পাপানুরাগ আসিয়া তাহাকে পাপ বলিতে দেয় না, অন্য দিকে নিরাশা আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে থাকে বৃথা চেষ্টা কর, এ পাপ যাইবার নয়। অন্ততঃ এ পৃথিবীতে সে আশা পরিত্যাগ কর। পরকালের জন্য যে একটু আশা রাখা যায়, সেও ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে আত্মার অনন্ত উন্নতি মানিতে হয় বলিয়া। যাহা হউক এইরূপ চিরসেবিত গূঢ় পাপের উপরে আত্মার যে বড় স্বাধীনতা নাই, ইহা পরীক্ষার কথা। ঈশ্বরের কৃপাও একমাত্র ঔষধ জানি, কিন্তু এই কৃপার অধিকারী হইবার উপায় কি? আফ্রিকা খণ্ডের লোকেরা মানুষ খাইয়া বড় পাপ কর্ম্ম করে, এ কথা আমরা অনায়াসে স্বীকার করিব। ফলতঃ অন্যের সম্পর্কে বা সাধারণ ভাবে যে পাপের কথা উত্থিত হউক তাহাতে আমরা ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারি; কিন্তু নিজ সম্বন্ধীয় বিশেষ পাপ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ানক, তাহা কি আমরা প্রকৃতরূপে অনুভব বা সরল ভাবে স্বীকার করিতে পারি? এইটী ত আমাদিগের প্রধান অভাব। এইটী হইলে ত ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। অনেকে বলিতে পারেন ব্যাকুলতা হইলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। কিন্তু পাপের প্রতি অনিচ্ছা না হইলে ত ব্যাকুলতা হয় না। যখন মনের সুখে পাপ করি, তখন পাপে অনিচ্ছা কিরূপে হইবে? অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ব্যাকুলতা অনেকের হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল লাভ হইতে পারে না। পাপমগ্ন ব্যক্তির নিকট সর্ব্বক্ষণ প্রকৃত ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরানুরাগের

প্রত্যাশা করা, আর গভীর-কূপ-নিমগ্ন ব্যক্তিকে নিজের বলে উঠিতে বলা সমতুল্য। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে আর কোন উপায় দেখা যায় না, কেবল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস, কিন্তু আমাদিগের সাধারণতঃ ভাব এই, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি সরস থাকে না। এটী আমাদিগের পরীক্ষার অবস্থা ভাবিয়া নিম্নলিখিত দুইটী উপায় জীবনের অবলম্বন করা উচিত।

১। যদি সরস বিশ্বাস না থাকে, তথাপি পাপ যখন আকর্ষণ করিবে তখন সরল ভাবে শুষ্ক বিশ্বাসেও যেন পাপকে বলিতে পারি, তুমি যত কেন আমায় মুগ্ধ কর না, আমি তোমাকে কখনই পাপ বলিতে ছাড়িব না।

২। যদি পাপ করিয়া ফেলি তবে বিশ্বাস সরস না হইলেও, শুষ্ক বিশ্বাসেও যেন বলি, "পাপ, তুমি আমাকে পরাজয় করিলে, কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্যই তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইব।"

প্রকৃত বিশ্বাস।

বৃহস্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৭৯২ শক ; ২১শে জুলাই, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন। প্রকৃত বিশ্বাস কিরূপ ?

উত্তর। বাইবেলের এক স্থানে আছে :—

Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

অর্থাৎ বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ এবং অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ স্বরূপ। আমরা এক্ষণে যে প্রকার অবস্থায় আছি, তাহাতে

ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না, অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়নে অস্পষ্টরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করি। এই অবস্থায় তাঁহার গম্ভীর সত্তায় নিঃসংশয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা জীবনের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। ইহা বিশ্বাসের সূত্র। ইহা দ্বারা সমুদয় জীবনকে বন্ধন করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রতি allegiance অর্থাৎ তাঁহার প্রতি একটী নিত্য অধীনতা-যোগ স্থাপিত হয়। এই যোগ ক্রমশঃ স্পষ্ট সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হয়। এই জন্য কথিত আছে "এক্ষণে আমরা পরস্পরকে যেরূপ দেখিতেছি, পরে তাঁহাকে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিব।" ইহা বিশ্বাসের পরিপক্কাবস্থা। কিন্তু প্রথমে ক্ষীণ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট বস্তু স্বীকার করা বিশ্বাসের লক্ষণ।

এক দিকে বিশ্বাস যেমন অদৃষ্ট বস্তু স্বীকার করে, অন্য দিকে অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রমাণ দেয়। আমরা যে ঈশ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিব, শান্তি পাইব আশা করি, তাহা কেবল ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে নয়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে জীবনে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি আপনার জীবনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেই বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর কত সময় কত প্রকারে স্বর্গীয় সুখ শান্তির আস্বাদ প্রদান করিতেছেন। এই প্রমাণ সকল জীবনের যত সম্বল করিতে পারিব, ততই বিশ্বাস উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিবে এবং সকল অবস্থার মধ্যে সুখ শান্তি বিধান করিতে থাকিবে।

প্র। সংসারের প্রতি যেরূপ অনুরাগ হয়, ঈশ্বরের প্রতি কি প্রকারে সেরূপ অনুরাগ হয়?

উ। ঈশ্বরেতে পাইবার বস্তু, সুখের বস্তু কিছু আছে না বুঝিলে তিনি কামনার বিষয় হইতে পারেন না। সাধারণ ধর্ম্মপথাবলম্বী লোক-

দিগের ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য সংসারের ভয়, দুঃখ, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া। তাঁহাদিগের প্রার্থনা নিষ্কাম নহে। এরূপ ভাব ধর্ম্মের নিকৃষ্ট ভাব। দুর্ভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মপথাবলম্বী অধিকাংশ ব্যক্তি এই সীমাতেই বদ্ধ হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মের প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট সাধনের জন্য প্রয়াস পান না। ঈশ্বরের নিকট তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশে যে প্রার্থনা ও সাধন তাহাই উৎকৃষ্ট। কোন বস্তুকে তাহারই জন্য কামনা করিতে হইলে তাহাতে এত সুখ, সৌন্দর্য্য ও রস অনুভব করা চাই যে মন আকৃষ্ট হইতে পারে। সংসারকে যে লোকে এত ভালবাসে তাহার কারণ এই যে, সংসারে এত সুখ সৌন্দর্য্য ও আশার বস্তু দেখিয়াছে যে, তাহাতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিলে তৃপ্তি ও মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, বিশ্বাস করে। সংসারের ধনী লোকদিগের কেমন স্বচ্ছন্দ অবস্থা, কত সমাদর, প্রভুত্ব, কৃতকার্য্যতা! এই সকল দেখিয়া লোকে উচ্চাশা-পরবশ হইয়া ধনী হইতে চেষ্টা করে। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবে ধনীর ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? সে কেবল—ধনীরও অনেক বিপদ আপদ রোগ শোক আছে, ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে সেই সকল অবস্থায় সান্ত্বনা পাওয়া যায়—এই জন্য। অন্য দিকে ঈশ্বরকে ধন বলিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তাঁহাতে আমাদিগের সকল উচ্চ আশা পূর্ণ হইতে পারে কি না? যদি ঠিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে সংসার অপেক্ষা তাঁহাতে সুখ, সৌন্দর্য্য ও মনুষ্যত্ব লাভের আশা অনন্ত গুণ অধিক, তাহা হইলে তাঁহাতে মন কেন না আকৃষ্ট হইবে? বিশ্বাসের প্রমাণ হৃদয়ে পাইলে তাঁহাকে সকল আশার পরিসমাপ্তি বলিয়া হৃদয় কেন না কৃতার্থ হইবে? ধনে যেমন সংসারী লোকের লোভ হয়, ঈশ্বরে ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিক লোভ

কেন না হইবে? ঈশ্বরে যত লোভ বাড়ে লোভের বস্তুর ততই অধিক মূল্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হয়। তাঁহাকে তাঁহারই জন্য, এইরূপে চাহিলে প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ পাওয়া যায়। তখন সংসারের অপেক্ষা তাঁহার আকর্ষণ প্রবল হয়, সুতরাং পতনের সম্ভাবনা অল্প হইতে থাকে। কেবল সংসারের বিপদ আপদ শান্তির জন্য যে ধর্ম্ম তাহা স্বার্থপর ও ক্ষণিক, তাহা নিরাপদ ও স্থায়ী হইতে পারে না। ঈশ্বরের জন্য যে নিঃস্বার্থ ও উন্নত ধর্ম্ম তাহাতেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হয়। আমরা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন অনেক দিন করিয়াছি। এই সঙ্গতে যখন আমরা প্রথমে মিলিত হই, তখন পরস্পরের মতের মিলন আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তৎপরে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ক্রন্দন আমাদিগের চেষ্টা হইল। ক্রন্দন অনেক দিন হইয়াছে। এক্ষণে প্রার্থনা ও চেষ্টার একটী নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলোভে লোভী হইতে হইবে। তাঁহার মধুময় সৌন্দর্য্য অনুভব করিলে ক্ষণেকের মধ্যে যে পাপ চলিয়া যায়, যে শান্তি ও পবিত্রতা লাভ হয়, কেবল স্বার্থপর ভাবে পাপ মোচনের জন্য শতবার ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিলে সেরূপ হয় না।